স্তালিন রচনাবলী

দশম খণ্ড

রচনাকাল
আগস্ট—ডিসেম্বর, ১৯২৭

নবজাতক প্রকাশন

এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২



প্রথম সংস্করণ
১৯শে মে, ১৯৭৫

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
সুধীর পাল
সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১৪/১এ, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

দুনিয়ার শ্রমিক, এক হও!

সম্পাদকমণ্ডলী

পীযূষ দাশগুপ্ত

কল্পতরু সেনগুপ্ত

প্রভাস সিংহ

শঙ্কর দাশগুপ্ত

সুদর্শন রায়চৌধুরী

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের ঐতিহ্যে পূর্ণ মে মাস। এই ঐতিহাসিক মে মাসেই 'স্তালিন রচনাবলী'র দশম খণ্ডটির বাংলা সংস্করণ পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দেওয়া হল। খণ্ডটির অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু এবং তার গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পাদকমণ্ডলীর 'ভূমিকা'তে সংক্ষেপে বক্তব্য রাখা হয়েছে। প্রকাশক হিসেবে আমার সঙ্গেই পাঠক-পাঠিকা-বৃন্দের যোগাযোগ প্রত্যক্ষ। তাঁদেরই অনুপ্রেরণায় এই বিরাট দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছি। সুতরাং অন্যান্য খণ্ডগুলির ন্যায় এই দশম খণ্ডটিও যে গ্রাহকবৃন্দের সাদর অভ্যর্থনা লাভ করবে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তবে তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ, তাঁরা যেন খণ্ডগুলি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তা সংগ্রহ করে নেন যাতে করে পরবর্তী খণ্ডগুলির প্রকাশ ত্বরান্বিত করা যায়।

অভিনন্দনসহ !

১৯শে মে, ১৯৭৫ — মজহারুল ইসলাম

নবজাতক প্রকাশন

বাংলা সংস্করণের ভূমিকা

স্তালিন রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডটিতে ১৯২৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের দ্রুত অগ্রগতির সময়কালে স্তালিনের রচিত বিভিন্ন নিবন্ধ ও ভাষণসমূহ সংকলিত হয়েছে। শুধু শিল্পক্ষেত্রেই অগ্রগতি নয়, সে-সময় কৃষির যৌথীকরণ কর্মসূচীর ওপরেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। বস্তুতঃ ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর পঞ্চদশ কংগ্রেসে এ সম্বন্ধে এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল যে তাকে পার্টির ইতিহাসে 'কৃষির যৌথীকরণ কংগ্রেস' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য, সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় অর্থনীতির এই বিকাশকে দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি কিছু সুনজরে দেখেনি। তাই আলোচ্য খণ্ডের বিভিন্ন স্থানে কমরেড স্তালিন দুনিয়ার প্রথম সর্বহারাশ্রেণীর রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষাত্মক সামর্থ্যকে যথাযথ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর এই গুরুত্বদান যে উপেক্ষিত হয়নি তার একটি বড় প্রমাণ হল সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্রদের বিশ্ব কংগ্রেস যা দুনিয়ার সর্বত্র শ্রমিক-শ্রেণীকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশে এসে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছিল।

এই খণ্ডে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর পঞ্চদশ কংগ্রেসের বিভিন্ন রিপোর্টের বিস্তৃত উল্লেখ হয়েছে। তাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজ-তান্ত্রিক অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি স্থান পেয়েছে পার্টি ও ট্রট্স্কি-জিনোভিয়েভ বিরোধীচক্রের মতপার্থক্যের কথা। পার্টির সঙ্গে বিরোধীদের মৌলিক মতপার্থক্যগুলি কি ধরনের স্তালিন তা সবিশেষ ব্যাখ্যা করেছেন। স্তালিন

দেখিয়েছেন যে বিরোধীদের সম্পর্কে বলশেভিক পার্টির সহিষ্ণু মনোভাবকে কোনওভাবেই উদারনৈতিকতা বা দৌর্বল্য বলে অভিযুক্ত করা যায় না। পার্টিকে যথাসময়ে কলুষমুক্ত করার কাজে স্তালিনের নেতৃত্ব তাঁর আপন চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর ছিল।

পঞ্চদশ কংগ্রেসের রিপোর্টগুলি বিবৃত হওয়ার আগেই এই খণ্ডে 'ট্রট্স্কিপন্থী বিরোধীশক্তি—আগেকার এবং এখনকার' শিরোনামায় স্তালিনের একটি ভাষণ সংকলিত হয়েছে। এখানেও তিনি বিরোধীদের লেনিনবাদ থেকে ট্রট্স্কিবাদে বিচ্যুতির প্রতি কশাঘাত করেছেন। এ সম্বন্ধে এই খণ্ডে আরও আছে মস্কো গুবেনিয়ার ষোড়শ পার্টি সম্মেলনে 'পার্টি ও বিরোধীশক্তি' শীর্ষক স্তালিনের ভাষণটি। এবং 'রাশিয়ার বিরোধীশক্তির রাজনৈতিক রং' শীর্ষক স্তালিনের আরেকটি ভাষণ।

স্তালিন রচনাবলীর আগ্রহী পাঠকদের কাছে অনুরোধ যে এই বিষয়টির সম্যক অনুধাবনের জন্য তাঁরা যেন 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ,' গ্রন্থটির দশম অধ্যায়টি আগাম পড়ে নেন।

এই খণ্ডে সংকলিত 'অক্টোবর বিপ্লবের আন্তর্জাতিক চরিত্র', 'বিদেশী শ্রমিকদের প্রতিনিধিমণ্ডলীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার' ও 'আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতিরক্ষা' শীর্ষক নিবন্ধত্রয়ে স্তালিন মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তাৎপর্যকে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করেছেন।

এই খণ্ডে সংকলিত অন্যান্য সংক্ষিপ্ত নিবন্ধেও লেনিনবাদের প্রতি স্তালিনের অকৃত্রিম অনুরক্তি ও তার বাস্তব রূপায়ণে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

আশা করি অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডটিও পাঠকদের কাছে আদৃত হবে। অভিনন্দনসহ!

১৯শে মে, ১৯৭৫ — সম্পাদকমণ্ডলী

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুগ্ম প্লেনাম[1]

২৯শে জুলাই—৯ই আগস্ট, ১৯২৭

'বিরোধীপক্ষ প্রসঙ্গে' জে. স্তালিনের
নিবন্ধ ও ভাষণসমূহ (১৯২১-২৭)
মস্কো ও লেনিনগ্রাদ, ১৯২৮

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতিরক্ষা

(১লা আগস্ট প্রদত্ত ভাষণ)

১। কমিনটার্নের অংশের ওপর বিরোধীদের আক্রমণ

কমরেডগণ, সর্বপ্রথমে আমি কমিনটার্নের পোল অংশের ওপর, অস্ট্রীয়, ব্রিটিশ ও চীনা অংশসমূহের ওপর কামেনেভ, জিনোভিয়েভ ও ট্রট্স্কির আক্রমণ সম্পর্কে আলোচনা করতে ইচ্ছুক। এই বিষয়টি আমি এই জন্য আলোচনা করতে চাই যে ওঁরা বিরুদ্ধবাদীরা এখানে-সেখানে জল ঘোলা করেছেন আর আমাদের ভ্রাতৃস্থানীয় পার্টিগুলি সম্পর্কে আমাদের চোখে ধুলো দিতে চেয়েছেন, সেক্ষেত্রে আমরা যেটা এখানে চাই তা হল স্পষ্টতা, বিরোধীদের অর্থহীন কোন কথাবার্তা নয়।

পোল পার্টির বিষয়ে। জিনোভিয়েভ সাহসভরে এখানে বলেছেন যে পোল পার্টিতে ওয়ারস্কির মধ্যে যদি দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি থেকে থাকে তাহলে কমিনটার্নের বর্তমান নেতৃত্ব কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিককেই সেজন্য অভিযুক্ত করতে হবে। তিনি বলেছেন যে ওয়ারস্কি যদি কখনো পিলসুদ্স্কির ফৌজকে সমর্থন করার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে থাকেন, আর নিশ্চয়ই তা-ই তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তাহলেও কমিনটার্নকেই সেজন্য অভিযুক্ত করতে হবে।

এটা একেবারেই ভুল। আমি আপনাদের কাছে গতবছর জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের আক্ষরিক রিপোর্টের তথ্যগুলি, অনুচ্ছেদগুলি উধৃত করতে চাই, এগুলি আপনাদের ভালরকমই জানা। আমি কমরেড জারঝিন্স্কির মতো এক ব্যক্তির সাক্ষ্য উল্লেখ করতে ও দেখাতে চাই যে, তিনি সে-সময় বলেছিলেন যে পোল পার্টির মধ্যে যদি দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি থেকে থাকে তাহলে সেটা অন্য কারুর নয়, জিনোভিয়েভেরই লালিত ছিল।

সেটা হয়েছিল তথাকথিত পিলসুদ্স্কি অভ্যুত্থানের আমলে[২], তখন আমরা, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের পোল কমিশনের এবং আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা, পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির জন্য প্রস্তাব

খসড়া করছিলাম, আমাদের মধ্যে ছিলেন জারঝিন্‌স্কি, আনস্লিখ্‌ট, আমি নিজে, জিনোভিয়েভ এবং অন্যান্যরা। কমিনটার্নের সভাপতি হিসেবে জিনোভিয়েভ তাঁর খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ করেন, সেখানে তিনি অন্য অনেক কিছু ছাড়া এটাও বলেছিলেন যে পোল্যাণ্ডে সেই সময়ে যখন পিলসুদ্‌স্কির পেছনে যেসব শক্তি ছিল তাদের সঙ্গে পোল্যাণ্ডের উইটোস সরকারের পেছনে যেসব শক্তি ছিল তাদের মধ্যে একটি লড়াই ফেটে পড়ছিল, সেইরকম একটি সময়ে কমিউ-নিস্ট পার্টির পক্ষে নিরপেক্ষতার একটি নীতি অনমুমোদনীয় ছিল এবং **পিলসুদ্‌স্কির বিরুদ্ধে আপাততঃ কোনও তীব্র বক্তব্য উপস্থাপন অনুচিত।**

জারঝিন্‌স্কিসহ আমাদের কয়েকজন আপত্তি করেন ও বলেন যে এই নির্দেশ ভুল, এটা পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টিকে শুধু বিভ্রান্তই করবে। এটা বলা দরকার ছিল যে শুধু নিরপেক্ষতার একটি নীতিই নয়, পিলসুদ্‌স্কিকে সমর্থনের কোন নীতিও অনমুমোদনীয়। কিছু আপত্তির পর ঐ নির্দেশটি আমাদের উত্থাপিত সংশোধনীগুলি সমেত গৃহীত হয়েছিল।

এর দ্বারা আমি বলতে চাই যে সে-সময় যিনি একটি ভুল করেছিলেন, এবং তার জন্য যথাযথ তিংস্কৃতও হয়েছিলেন, সেই ওয়ারস্কির বিরুদ্ধে এগিয়ে আসায় বিশেষ সাহসের প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু কারুর নিজের অপরাধের কারণে অন্যদের অভিযুক্ত করা, পোল পার্টিতে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি লালন করার জন্য অপরাধী জিনোভিয়েভের ঘাড় থেকে কমিনটার্নের ওপর, কমিনটার্নের বর্তমান নেতৃত্বের ওপর অভিযোগের বোঝা চাপানোর অর্থ হল কমিনটার্নের প্রতি একটি অপরাধ করা।

আপনারা বলতে পারেন যে এটা একটা তুচ্ছ ব্যাপার আর আমি এ নিয়ে সময়ের অপচয় করছি। না কমরেডগণ, এটা তুচ্ছ ব্যাপার নয়। পোল পার্টির ভেতরকার দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই চলছে, চলবেও। জিনোভিয়েভের এ কথা জোর দিয়ে বলার ঔদ্ধত্য আছে (আর কত নমনীয়ভাবে এটা বলতে পারি) যে সেই দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিকে মদৎ যুগিয়েছে কমিনটার্নের বর্তমান নেতৃত্ব। কিন্তু ঘটনা বিপরীতই প্রমাণ করে। প্রমাণ করে যে জিনোভিয়েভ কমিনটার্নের কুৎসা রটাচ্ছেন, আপন অপরাধের জন্য অন্যকে অভিযুক্ত করছেন। জিনোভিয়েভের অভ্যাসই এরকম, এটা তাঁর কাছে কিছু নতুন নয়। কিন্তু আমাদের কর্তব্য হল প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁর এই জঘন্য অভ্যাসের মুখোস খুলে ধরা।

অস্ট্রিয়ার বিষয়ে। জিনোভিয়েভ জোর দিয়ে এখানে বলেছেন যে অস্ট্রীয় কমিউনিস্ট পার্টি দুর্বল, ভিয়েনাতে সম্প্রতি যে আন্দোলন[3] হয়েছে তার নেতৃত্ব গ্রহণে তা ব্যর্থ হয়েছে। এ কথা সত্য এবং সত্য নয়ও বটে। এটা সত্য যে অস্ট্রীয় কমিউনিস্ট পার্টি দুর্বল; কিন্তু তা যে সঠিকভাবে কাজ করেছে সেটা অস্বীকার করা হবে তার প্রতি কুৎসা নিক্ষেপ। হাঁ, এখনো তা দুর্বলই আছে, কিন্তু তা দুর্বল এই কারণে যে অন্যান্য ব্যাপার ছাড়াও ধনতন্ত্রের সেই গভীর বিপ্লবী সংকট এখনো পর্যন্ত উদ্ভূত হয়নি যা জনগণকে বিপ্লবী করে, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিকে ছত্রভঙ্গ করে এবং সাম্যবাদের সুযোগকে দ্রুত বর্ধিত করে; তা দুর্বল এই কারণে যে তা নবীন; কারণ অস্ট্রিয়াতে দীর্ঘদিন ধরে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক 'বামমার্গীদের'[4] প্রাধান্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত আছে যা বামপন্থী বুলির আড়ালে একটি দক্ষিণপন্থী, সুবিধাবাদী নীতি অনুসারণে সক্ষম; কারণ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিকে এক আঘাতে বিধ্বস্ত করা যায় না। কিন্তু জিনো- ভিয়েভ বাস্তবিকপক্ষে কি চাইছেন? তিনি খোলাখুলি বলবার সাহস পাচ্ছেন না কিন্তু ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে অস্ট্রীয় কমিউনিস্ট পার্টি যদি দুর্বল হয় তার জন্য কমিনটার্নকে অভিযুক্ত করতে হবে। স্পষ্টতঃ এটাই তিনি বলতে চেয়েছেন। কিন্তু এ তো এক অর্থহীন অভিযোগ। এ তো কুৎসা। বরং জিনোভিয়েভ কমিনটার্নের সভাপতিপদ ছাড়ার ঠিক পরেই অস্ট্রীয় কমিউনিস্ট পার্টি ছিদ্রনিষ্ঠ হওয়া থেকে মুক্ত হয়েছিল, মুক্ত হয়েছিল তার আভ্যন্তর জীবনে এলোপাথাড়ি বাইরের হস্তক্ষেপের হাত থেকে, আর এইভাবে তা এগিয়ে যাওয়ার, বিকশিত হওয়ার সুযোগ অর্জন করেছিল। এটা কি ঘটনা নয় যে ভিয়েনার ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে এই পার্টি নিজের অনুকূলে ব্যাপক শ্রমিকসাধারণের সহমর্মিতা অর্জন করে একটি অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল? এইটা কি দেখায় না যে অস্ট্রীয় কমিউনিস্ট পার্টি বর্ধনশীল এবং তা একটি গণ-পার্টিতে পরিণত হচ্ছে? এই নিশ্চিত তথ্যগুলিকে কে অস্বীকার করতে পারে?

ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির ওপর আক্রমণ। জিনোভিয়েভ জোর দিয়ে বলেছেন যে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি সাধারণ ধর্মঘট ও কয়লাখনি ধর্মঘট[5] থেকে কিছুই লাভ করতে পারেনি, এই লড়াইয়ের ফলে, আগের থেকেও তা দুর্বলতর হয়ে পড়েছে। এটা সত্য নয়। এটা সত্য নয় এই কারণে যে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। যারা অন্ধ একমাত্র তারাই এটা অস্বীকার করে। এটা নিশ্চিত শুধু এই ঘটনা থেকেই যে ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণী আগে

যেখানে কমিউনিস্ট পার্টিকে কোনও গুরুত্ব দিয়ে আমল দিত না এখন সেখানে তাকে তারা আক্রোশভরে জবাই করছে; শুধু বুর্জোয়াশ্রেণীই নয়, জেনারেল কাউন্সিল এবং ব্রিটিশ লেবার পার্টি উভয়েই 'তাদের' কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর অভিযান সংগঠিত করেছে। এই সেদিন পর্যন্তও কেন ব্রিটিশ কমিউনিস্টদের মোটামুটি সহ্য করা হয়েছে? কারণ তারা দুর্বল ছিল, জনগণের মধ্যে তাদের প্রভাব ছিল সামান্যই। আজ আর কেন তাদের সহ্য করা হচ্ছে না, কেন তাদের আজ প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে? কারণ কমিউনিস্ট পার্টিকে আজ এমন একটি শক্তি হিসেবে ভয় করা হয় যাকে হিসেবে ধরতেই হবে, কারণ ব্রিটিশ লেবার পার্টি ও জেনারেল কাউন্সিলের নেতারা তাকে তাদের কবর-খননকারী ভেবে ভয় পায়। জিনোভিয়েভ এটাই ভুলে যান।

আমি এটা অস্বীকার করি না যে কমিনটার্নের পশ্চিমী অংশগুলি সাধারণভাবে এখনো পর্যন্ত কমবেশি দুর্বলই। এটা অনস্বীকার্য। কিন্তু তার কারণ কি? মূল কারণগুলি হল:

প্রথমতঃ, সেই গভীর বিপ্লবী সংকটের অনুপস্থিতি যা জনগণকে বিপ্লবী করে তোলে, তাদেরকে নিজেদের পায়ে দাঁড় করায় এবং চকিতে তাদের সাম্যবাদের অভিমুখী করে তোলে।

দ্বিতীয়তঃ, এই পরিস্থিতি যে সবকটি পশ্চিম ইউরোপীয় দেশেই শ্রমিকদের মধ্যে এখনো পর্যন্ত প্রাধান্যবিস্তারী শক্তি হল সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট পার্টিগুলি। এই পার্টিগুলি কমিউনিস্ট পার্টিগুলি থেকে প্রবীণতর, কমিউনিস্ট পার্টিগুলি কেবল সম্প্রতিই তৈরী হয়েছে এবং তাদের কাছে এটা আশা করা চলে না যে তারা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট পার্টিগুলিকে এক আঘাতে বিধ্বস্ত করে দেবে।

এবং ঘটনা কি এই নয় যে এহেন সব পরিস্থিতি সত্ত্বেও পশ্চিমের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বেড়ে উঠছে, ব্যাপক শ্রমিকসাধারণের মধ্যে তাদের জনপ্রিয়তা বর্ধমান, তাদের ভেতর কয়েকটি ইতিমধ্যেই শ্রমিকশ্রেণীর সত্যকারের গণ-পার্টিতে পরিণত হয়েছে, আর বাদবাকীরা তাই হতে চলেছে?

কিন্তু এখনো আরেকটি কারণ বর্তমান যেজন্য পশ্চিমের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি দ্রুত বেড়ে উঠছে না। সেই কারণটি হল বিরুদ্ধবাদীদের বিভেদাত্মক কার্যকলাপ, ঠিক সেই বিরুদ্ধবাদীদেরই যারা এই সভাকক্ষে উপস্থিত। কমিউনিস্ট পার্টিগুলি যাতে দ্রুত বেড়ে ওঠে তার জন্য কিসের প্রয়োজন? কমিনটার্নে লৌহদৃঢ় ঐক্য, তার অংশগুলির মধ্যে বিভেদের অনুপস্থিতি। কিন্তু

বিরোধীরা কি করছে? তারা জার্মানিতে একটি দ্বিতীয় পার্টি তৈরী করেছে—মাসলো আর রুথ ফিশারের দল। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশেও অনুরূপ বিভেদ-পন্থী গোষ্ঠী সৃজনে তারা সচেষ্ট, আমাদের বিরোধীরা জার্মানিতে একটি দ্বিতীয় পার্টি তৈরী করেছে যার রয়েছে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি, একটি কেন্দ্রীয় মুখপত্র এবং একটি সংসদীয় গোষ্ঠী; তারা কমিনটার্নের ভেতর একটি ভাঙন ধরিয়েছে এটা খুব ভালরকম জেনেও যে বর্তমান সময়ে এ ধরনের একটি ভাঙন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বৃদ্ধিকে নিশ্চয়ই স্তিমিত করবে; আর এখন কমিনটার্নের ওপর দোষের বোঝা চাপিয়ে তারা নিজেরাই পাশ্চাত্যে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির স্তিমিত বৃদ্ধি নিয়ে আর্তনাদ করছে! এখন এটা নিশ্চয়ই বেহায়াপনা, অপরিসীম ধৃষ্টতা।…

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির বিষয়ে। বিরুদ্ধপন্থীরা চিৎকার করছে যে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি বা সঠিকভাবে বলতে গেলে তার নেতৃত্ব সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক, মেনশেভিক বিচ্যুতি করেছে। এটা ঠিক। কমিনটার্নের নেতৃত্বকে এজন্য দোষ দেওয়া যায়। আর এটা হল একেবারেই বেঠিক। পক্ষান্তরে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের ভুলত্রুটিকে কমিনটার্ন রীতিমত সংশোধন করেছে। যারা অন্ধ শুধু তারাই এটা অস্বীকার করতে পারে। আপনারা এটা জানতে পারেন সংবাদপত্র থেকে, **প্রাভদা** থেকে, **কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক**[৬] থেকে; আপনারা এটা জানতে পারেন কমিনটার্নের সিদ্ধান্ত-সমূহ থেকে। বিরোধীরা কখনই কমিনটার্নের এরকম একটি নির্দেশও, একটি প্রস্তাবও উল্লেখ করেনি আর তা করতে পারবেও না যা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে কোনও মেনশেভিক বিচ্যুতির জন্ম দেয়, এর কারণ এই যে এ ধরনের কোনও নির্দেশ ছিলই না। এটা চিন্তা করা মূঢ়তা যে কোনও কমিউনিস্ট পার্টিতে বা তার কেন্দ্রীয় কমিটিতে কোনও মেনশেভিক বিচ্যুতি দেখা গেলে তার জন্য কমিনটার্নকেই অবশ্যম্ভাবীরূপে অভিযুক্ত করতে হবে।

কামেনেভ প্রশ্ন করছেন: চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মেনশেভিক বিচ্যুতি-গুলি এল কোথা থেকে? আর তিনিই উত্তর দিচ্ছেন: সেগুলি আসতে পারে একমাত্র কমিনটার্নের ভুল নেতৃত্বেরই কারণে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি: ১৯২৩ সালের বিপ্লবের সময় জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির মেনশেভিক বিচ্যুতি এসেছিল কোথা থেকে? ব্র্যাণ্ডলারবাদ[৭] কোথা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল? কারা তাকে মদৎ দিয়েছিল? ঘটনা কি এই নয় যে জার্মান পার্টির কেন্দ্রীয়

কমিটির মেনশেভিক বিচ্যুতিগুলি মদৎ পেয়েছিল বিরোধীদের বর্তমান নেতা ট্রট্স্কির কাছ থেকে ? কামেনেভ সেদিন কেন বলেননি যে ব্র্যাণ্ডলারবাদের উদ্ভবের পেছনে কারণ ছিল কমিনটার্নের বেঠিক নেতৃত্ব ? শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনের শিক্ষাকে কামেনেভ আর ট্রট্স্কি ভুলে গেছেন। তাঁরা ভুলে গেছেন যে বিপ্লবের অভ্যুত্থানের সাথে সাথে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ভেতরে বাম ও দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি দেখা দেবেই, বামপন্থী বিচ্যুতি বর্তমানকে হিসেবে ধরতে পরাঙ্মুখ আর দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি অতীতের সঙ্গে গ্রন্থি ছিন্ন করার পরিপন্থী। তাঁরা ভুলে গেছেন যে এই এইসব বিচ্যুতি ছাড়া কোনও বিপ্লবই হয় না।

আর ১৯১৭র অক্টোবরে আমাদের পার্টিতেই-বা কি হয়েছিল ? সে সময়ে আমাদের পার্টিতে কি একটি দক্ষিণ ও একটি বাম বিচ্যুতি ছিল না ? কামেনেভ আর জিনোভিয়েভ কি তা ভুলে গেছেন ? কমরেডগণ, মনে পড়ে কি সেই মেনশেভিক বিচ্যুতিগুলির ইতিহাস যা অক্টোবরে কামেনেভ আর জিনোভিয়েভ করেছিলেন ? সেসব বিচ্যুতির পেছনে কারণ কি ছিল ? কাকে তার জন্য অভিযুক্ত করতে হবে ? লেনিনকে বা লেনিনের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে কি সেগুলির জন্য অভিযুক্ত করা চলে ? বিরুদ্ধপন্থীরা এইসব এবং অনুরূপ সব ঘটনা 'বিস্মৃত' হল কিভাবে ? তারা কিভাবে এটা 'ভুলে' গেল যে বিপ্লবের অভ্যুত্থানের সাথে সাথে পার্টিগুলির ভেতরে সর্বদাই মার্কসবাদের দক্ষিণ ও বাম বিচ্যুতির উদ্ভব ঘটে থাকে ? আর এই ধরনের পরিস্থিতিতে মার্কসবাদীদের, লেনিনবাদীদের কর্তব্য কি ? তাদেরকে বাম ও দক্ষিণ ভ্রষ্টাচারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়।

ট্রট্স্কি যে রকম ঔদ্ধত্য দেখিয়েছেন তাতে আমি বিস্মিত। আপনারা লক্ষ্য করবেন যে তিনি আপাতঃদৃষ্টিতে প্রাচ্যে বা পাশ্চাত্ত্যে কমিউনিস্ট পার্টি-গুলির সামান্যতম ভুলচুকও সহ্য করতে পারেন না। তিনি এতেও বিস্ময় প্রকাশ করতে (এইরকম বর্ণাই যদি আপনারা পছন্দ করেন) পারেন যে চীনে যেখানে খুব বেশি হলেও মাত্র দু'বছরের পুরানো একটি নবীন পার্টি রয়েছে সেখানে মেনশেভিক ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দিয়েছে। কিন্তু ট্রট্স্কি নিজে কত বছর ধরে মেনশেভিকদের মধ্যে বিপথগামী হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন ? তিনি কি সেটা ভুলে গেছেন ? মেনশেভিকদের মধ্যে ১৯০৩ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত চোদ্দটি বছরে তিনি কেন ঘুরে বেড়িয়েছেন ? বলশেভিকবাদের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হওয়ার পূর্বে সমস্ত ধরনের লেনিনবাদ-বিরোধী 'প্রবণতার' মধ্যে চোদ্দ

বছর যাবৎ তাঁর নিজের বিচরণকে তিনি কেন ক্ষমা করছেন অথচ তরুণ চীনা কমিউনিস্টদেরকে চারটি বছরও মঞ্জুর করছেন না? তাঁর নিজের বিপথ-গামিতাকে ভুলে যাচ্ছেন অথচ তিনি অন্যদের প্রতি এত উগ্রচণ্ড কেন? কেন? বলতে কি এর 'ন্যায্যতাই'-বা কোথায়?

২। চীন প্রসঙ্গে

চীন প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক।

চীন বিপ্লবের চারিত্র্য ও সম্ভাবনার প্রশ্নে বিরোধীদের ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে আমি আলোচনা করব না। আমি এটা করব না এই কারণে যে এই বিষয়টি সম্পর্কে যথেষ্ট বলা হয়েছে, বলা হয়েছে বেশ বিশ্বাসযোগ্যভাবেই এবং এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই দাবিটির বিষয়েও আমি আলোচনা করব না যে বর্তমান স্তরে চীনা বিপ্লব হল শুল্ক স্বাধিকারের জন্য বিপ্লব (ট্রট্স্কি)। এই দাবিটি সম্পর্কেও আলোচনা নিষ্প্রয়োজন যে চীনে কোনও সামন্তবাদী অবশেষ নেই অথবা তা থাকলেও তার কোনও বড় গুরুত্ব নেই (ট্রট্স্কি ও রাদেক), আর সেক্ষেত্রে চীনে কৃষি-বিপ্লব হবে একেবারে ধারণাতীত। আপনারা নিঃসন্দেহে আমাদের পার্টি-সংবাদপত্র থেকে চীনের প্রশ্নে বিরুদ্ধপন্থীদের এই-সব ও অনুরূপ ভুলভ্রান্তিগুলি ইতিমধ্যেই অবগত হয়েছেন।

উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিতে বিপ্লবের প্রশ্ন নির্ধারণের ক্ষেত্রে লেনিন-বাদের বুনিয়াদী তত্ত্বগুলির প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক।

উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিতে বিপ্লবী আন্দোলনের সমস্যার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে কমিনটার্ন ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বুনিয়াদী তত্ত্বটি কি?

এটি গঠিত হয়েছে এক দৃঢ় **পার্থক্যের** দ্বারা যা রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী দেশ-গুলির, অন্যান্য জাতিকে নিপীড়নকারী দেশগুলির বিপ্লব এবং উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির, অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্যবাদী নিষ্পেষণের দ্বারা পীড়িত দেশগুলির বিপ্লবের মধ্যে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বিপ্লব হল এক জিনিস: সেখানে বুর্জোয়াশ্রেণী অন্যান্য দেশকে নিপীড়ন করে; সেখানে তারা বিপ্লবের সর্বস্তরেই প্রতিবিপ্লবী হয়; সেখানে মুক্তিলাভের সংগ্রামের একটি উপাদান হিসেবে জাতিগত উপাদানটি অনুপস্থিত থাকে। উপনিবেশ ও পরনির্ভর দেশ-গুলির বিপ্লব হল আরেক জিনিস: সেখানে বিপ্লবের অন্যতম উপাদান হল

অন্যান্য দেশ কর্তৃক সাম্রাজ্যবাদী নিষ্পেষণ; সেখানে এই নিষ্পেষণ জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকেও পীড়িত না করে পারে না; সেখানে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী একটি নির্দিষ্ট স্তরে ও একটি নির্দিষ্ট সময়পর্বে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তার দেশের বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারে; সেখানে মুক্তিলাভের সংগ্রামের একটি উপাদান হিসেবে জাতিগত উপাদানটি হয় একটি বিপ্লবী উপাদান।

এই পার্থক্য নির্ণয়ে ব্যর্থতা, এই পার্থক্য অনুধাবনে অপারগতা এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বিপ্লবের সঙ্গে উপনিবেশ দেশগুলির বিপ্লবের অভেদ কল্পনা হল মার্কসবাদের পথ থেকে, লেনিনবাদের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সমর্থকদের পথ পরিগ্রহ করা।

কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে জাতিগত ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন বিষয়ে তাঁর রিপোর্টে লেনিন এ সম্পর্কে নিম্নরূপ বলেছিলেন।

> 'আমাদের তত্ত্বাবলীর **সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বুনিয়াদী** ধারণাটি কি? **নিপীড়িত** দেশসমূহ ও **নিপীড়ক** দেশসমূহের মধ্যেকার **পার্থক্য**। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিপরীতক্রমে আমরাই এই পার্থক্যের ওপর জোর দিয়ে থাকি' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (রচনাবলী: ২৫শ খণ্ড)।

বিরোধীদের প্রধান ভুল হল এই যে তারা এই দুধরনের বিপ্লবের মধ্যেকার পার্থক্যকে স্বীকার করে না ও তা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়।

বিরোধীদের প্রধান ভুল হল এই যে তারা অপর দেশকে নিপীড়নকারী এক সাম্রাজ্যবাদী দেশ রাশিয়ার ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সঙ্গে সেই চীনের বিপ্লবকে অভিন্ন করে দেখছে যা একটি নিপীড়িত, আধা-উপনিবেশ দেশ, যা অন্যান্য দেশ কর্তৃক সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বাধ্য হয়েছে।

এখানে, রাশিয়ায় ১৯০৫ সালে বিপ্লব পরিচালিত হয়েছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে, উদারনৈতিক বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে, যদিও ঘটনা এই যে সেটি ছিল একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। কেন? কারণ একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের উদারনৈতিক বুর্জোয়াশ্রেণী প্রতিবিপ্লবী হতে বাধ্য। ঠিক সেই কারণেই সেই সময়ে উদারনৈতিক বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সাময়িক মোর্চা বা সমঝওতা করার কোনও প্রশ্নই বলশেভিকদের মধ্যে ছিল না বা থাকতে পারতও না। এইসবের ভিত্তিতেই বিরোধীরা জোর দিয়ে বলে যে বিপ্লবী আন্দোলনের

সর্বস্তরেই চীনেও ঐ একই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসৃত হতে হবে, কোনও অবস্থাতেই চীনে জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে সাময়িক সমঝওতা বা মোর্চাবদ্ধ হওয়া অননু-মোদনীয়। কিন্তু বিরোধীরা ভুলে যায় এমন কথা শুধু তারাই বলতে পারে যেসব লোক নিপীড়িত দেশগুলির বিপ্লবের সঙ্গে নিপীড়ক দেশের বিপ্লবের মধ্যেকার কোনও পার্থক্য স্বীকার করে না ও তা অনুধাবন করে না, এমন কথা শুধু সেইসব লোকই বলতে পারে যারা লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সমর্থকদের পর্যায়ে তলিয়ে যাচ্ছে।

ঔপনিবেশিক দেশসমূহে **বুর্জোয়া**-মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সাময়িক সমঝওতা ও মোর্চা গঠনের অনুমোদনীয়তা সম্পর্কে লেনিন নিম্নরূপ বক্তব্য রেখেছিলেন :

> 'উপনিবেশ ও পশ্চাদ্‌পদ দেশগুলিতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিককে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে একটি **সাময়িক মৈত্রীবন্ধনে** অবশ্যই আবদ্ধ হতে হবে, কিন্তু তার সঙ্গে কোনমতেই মিশে যাবে না এবং সবচেয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে হলেও সর্বহারা আন্দোলনের স্বাতন্ত্র্যকে অবশ্যই অব্যর্থ-ভাবে সংরক্ষণ করবে' (রচনাবলী : ২৫শ খণ্ড)…'উপনিবেশ দেশগুলিতে **বুর্জোয়া মুক্তি** আন্দোলনকে আমরা কমিউনিস্ট হিসেবে একমাত্র তখনি **সমর্থন** করব, এবং তা করা উচিতও, যখন ঐ আন্দোলনগুলি হবে যথার্থ বিপ্লবী, যখন ঐ আন্দোলনের প্রতিনিধিরা কৃষকসমাজ ও ব্যাপক শোষিত জনগণকে এক বিপ্লবী আদর্শে প্রশিক্ষিত ও সংগঠিত করার ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিহত করবে না' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (রচনাবলী : ২৫শ খণ্ড)।

এটা কিভাবে 'ঘটল' যে, যে লেনিন **রাশিয়ায়** বুর্জোয়াদের সঙ্গে সমঝওতা করার বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হয়েছিলেন তিনিই **চীনে** অমনধারা সমঝওতা ও মোর্চা গঠন অনুমোদনযোগ্য বলে স্বীকার করেছিলেন? লেনিন বোধহয় ভুলই করেছিলেন? তিনি বোধহয় বিপ্লবী রণকৌশল থেকে সুবিধাবাদী রণকৌশলে সরে গিয়েছিলেন? নিশ্চয়ই তা নয়! এটা 'ঘটেছিল' এইজন্য যে লেনিন একটি নিপীড়িত দেশের বিপ্লবের সঙ্গে একটি নিপীড়ক দেশের বিপ্লবের পার্থক্য অনুধাবন করেছিলেন। এটা 'ঘটেছিল' এইজন্য যে লেনিন বুঝেছিলেন যে বিপ্লবের বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির জাতীয় বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের

নিজেদের দেশের বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারে। বিরোধীরা এটাই বুঝতে নারাজ, কিন্তু তারা যে এতে নারাজ তা এই কারণে যে লেনিনের বিপ্লবী রণকৌশল থেকে তারা বিচ্যুত হচ্ছে, বিচ্ছিন্ন হচ্ছে লেনিনবাদের বিপ্লবী রণকৌশল থেকে।

আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন যে, বিরোধীদের নেতৃবর্গ লেনিনের এইসব নির্দেশ উল্লেখ করতে ভয় পেয়ে তাঁদের ভাষণে সেগুলি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন? উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলি সম্বন্ধে লেনিনের এই বিশ্ববিশ্রুত রণকৌশলগত নির্দেশগুলি কেন তাঁরা এড়িয়ে চলেন? তাঁরা এই নির্দেশগুলি সম্পর্কে সন্ত্রস্ত কেন? কারণ লেনিনের রণকৌশলগত এই নির্দেশগুলি চীনা বিপ্লবের প্রশ্ন বিষয়ে ট্রট্স্কিবাদের গোটা মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক লাইনকেই বাতিল করে দেয়।

চীনা বিপ্লবের স্তর সম্বন্ধে। বিরোধীরা এতই বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন যে চীনা বিপ্লবের বিকাশের ক্ষেত্রে আদৌ যে কতকগুলি স্তর রয়েছে সেটাও তাঁরা এখন অস্বীকার করছেন। কিন্তু এমনও কি হয়ে থাকে যে একটি বিপ্লব তার বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরগুলি অতিক্রম করে না? আমাদের বিপ্লবেরও বিকাশের স্তর কি ছিল না? লেনিনের এপ্রিল থিসিস[৮] নিন, তাতে দেখবেন যে লেনিন আমাদের বিপ্লবের ক্ষেত্রে দুটি স্তরকে স্বীকৃতি দিয়েছেন: প্রথম স্তরটি ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, তার প্রধান অক্ষ হল ভূমি আন্দোলন; দ্বিতীয় স্তরটি ছিল অক্টোবর বিপ্লব, তার প্রধান অক্ষ হল সর্বহারাশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখল।

চীনা বিপ্লবের স্তরগুলি কি কি?

আমার মতে এগুলি হবে তিনটি।

প্রথম স্তরটি হল একটি সব-জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের বিপ্লব, ক্যাণ্টন পর্ব—যখন বিপ্লব প্রধানতঃ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আঘাত হানছিল এবং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল;

দ্বিতীয় স্তরটি হল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব যখন জাতীয় সেনাবাহিনী ইয়াংসি নদী অতিক্রম করার পর জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী বিপ্লব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল এবং ভূমি আন্দোলন বিকশিত হয়ে উঠেছিল লক্ষ লক্ষ কৃষকের এক বলদৃপ্ত বিপ্লবে (চীনা বিপ্লব বর্তমানে তার বিকাশের দ্বিতীয় স্তরে বিদ্যমান);

তৃতীয় স্তরটি হল সোভিয়েত বিপ্লব যা এখনো আসেনি কিন্তু ভবিষ্যতে আসবে।

বিকাশের সুনির্দিষ্ট স্তর ব্যতিরেকে বিপ্লব বলে কিছু যে থাকতে পারে না এটা বুঝতে যে ব্যর্থ হয়, চীনা বিপ্লবের বিকাশের ক্ষেত্রে যে তিনটি স্তর রয়েছে তা বুঝতে যে ব্যর্থ হয় সে মার্কসবাদের সম্বন্ধে বা চীনের প্রশ্ন বিষয়ে কিছুই বোঝে না।

চীনা বিপ্লবের প্রথম স্তরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি?

চীনা বিপ্লবের প্রথম স্তরটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল প্রথমতঃ এই যে সেটি হল এক সর্ব-জাতীয় যুক্তফ্রন্টের বিপ্লব এবং দ্বিতীয়তঃ সেটি মুখ্যতঃ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত (হংকং ধর্মঘট[৯] প্রভৃতি)। তখন ক্যান্টনই কি ছিল চীনের বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্র, অস্ত্রাগার? অবশ্যই, তা-ই ছিল। এখন একমাত্র অন্ধরাই এটা অস্বীকার করতে পারে।

এটা কি সত্য যে কোনও একটি ঔপনিবেশিক বিপ্লবের প্রথম স্তরটির আবশ্যিকভাবে অনুরূপ বৈশিষ্ট্যই থাকতে হবে? আমার মনে হয় যে এটাই সত্য। কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসের 'সম্পূরক থিসিস' যা চীন ও ভারতের বিপ্লব নিয়ে আলোচনা করেছে সেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে এইসব দেশে 'সমাজ-জীবনের স্বাধীন বিকাশের পথে বিদেশী প্রভুত্ব বরাবরই বাধা সৃষ্টি করে চলেছে', আর 'সেই কারণে উপনিবেশসমূহে কোনও বিপ্লবের **প্রথম পদক্ষেপ** হল অবশ্যই বিদেশী পুঁজিবাদকে উৎখাত করা' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) ('কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসের আক্ষরিক রিপোর্ট', পৃঃ ৬০৫ দ্রষ্টব্য)।

চীনা বিপ্লবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল এই যে তা সেই 'প্রথম পদক্ষেপটি' গ্রহণ করেছে, তার বিকাশের প্রথম স্তরটি অতিক্রম করেছে, এক সর্ব-জাতীয় যুক্তফ্রন্টের বিপ্লবের পর্ব পেরিয়েছে এবং বিকাশের দ্বিতীয় স্তরে, কৃষি-বিপ্লবের পর্বে প্রবেশ করেছে।

উদাহরণস্বরূপ অপরদিকে তুর্কী বিপ্লবের (কামালপন্থী) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল তা 'প্রথম পদক্ষেপেই', তার বিকাশের প্রথম স্তরেই, বুর্জোয়ামুক্তি আন্দোলনের স্তরেই আটকে আছে, বিকাশের দ্বিতীয় স্তরে কৃষি-বিপ্লবের পর্যায়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করছে না।

ক্যান্টন পর্বকালে, বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে কুওমিনতাঙ[১০] এবং তাদের সরকার কি ছিল? তারা ছিল শ্রমিক, কৃষক, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী এবং জাতীয় বুর্জোয়াদের একটি গোষ্ঠী। সেই সময় ক্যান্টন কি বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্র,

বিপ্লবের অস্ত্রাগার ছিল ? সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তিলাভের সংগ্রামের দরকার হিসেবে ক্যান্টন কুওমিনতাঙদের সেই সময় সমর্থন করা কি সঠিক নীতি ছিল ? চীনে ক্যান্টন আর তুরস্কে আঙ্কারা যখন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ছিল তখন ক্যান্টন ও আঙ্কারাকে সাহায্য যোগানোয় আমরা কি সঠিক ছিলাম ? হাঁ, আমরা সঠিকই ছিলাম। আমরা ঠিকই ছিলাম এবং সে সময় আমরা লেনিনের পদাংকই অনুসরণ করছিলাম কারণ ক্যান্টন আর আঙ্কারার গড়ে তোলা সেই সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের শক্তিসমূহ বিনষ্ট করছিল, সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল আর হেয় করছিল এবং এইভাবে বিশ্ব বিপ্লবের কেন্দ্রের বিকাশ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিকাশকে সহজসাধ্য করে তুলছিল। এটা কি সত্য যে আমাদের বিরোধীদের আজকের নেতৃত্ব সেদিন ক্যান্টন ও আঙ্কারা উভয়কেই সমর্থন জ্ঞাপনে তাদেরকে কিছুটা সাহায্যদানে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ? হাঁ, তা-ই সত্য। দেখুক তো কেউ চেষ্টা করে এটাকে অস্বীকার করতে।

কিন্তু কোনও ঔপনিবেশিক বিপ্লবের প্রথম স্তরে জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের অর্থটা কি ? এর অর্থ কি এই যে জমিদার ও জাতীয় বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা শ্রমিক-কৃষকের লড়াই কোনওমতেই তীব্রতর করবে না, সর্বহারাশ্রেণীকে তার স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করতে হবে, আর রাখলেও খুব অল্পমাত্রায় বা খুব স্বল্পকালের জন্যই রাখতে পারবে ? না, এর অর্থ এরকম নয়। একটি যুক্তফ্রন্ট কেবল তখনই এবং একমাত্র সেই শর্তেই বিপ্লবী গুরুত্বসম্পন্ন হতে পারে যখন তা কমিউনিস্ট পার্টিকে তার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাজ করায়, সর্বহারাশ্রেণীকে এক স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তিতে সংগঠিত করায়, কৃষক-সমাজকে জমিদারদের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তোলায়, প্রকাশ্যেই শ্রমিক ও কৃষকের একটি বিপ্লব সংগঠিত করায় এবং এইভাবে সর্বহারাশ্রেণীর রাজত্বের ক্ষেত্র প্রস্তুত করায় বাধা না দেয়। আমি মনে করি সে সর্বজ্ঞাত নথিপত্রগুলির ভিত্তিতে রিপোর্টকারী এটা সম্পূর্ণই প্রমাণ করেছেন যে কমিনটার্ন যুক্তফ্রন্ট সম্বন্ধীয় ঠিক এই ধারণাটিই চীনা কমিউনিস্ট পার্টিকে বুঝিয়েছে।

কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ এখানে ১৯২৬ সালের অক্টোবরে সাংহাইয়ে প্রেরিত একটি একক তারবার্তার কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে বলা হয়েছিল যে আপাততঃ সাংহাই দখল না হওয়া পর্যন্ত ভূমি আন্দোলনকে তীব্রতর করা অনুচিত। এই তারবার্তাটিকে আমি আদৌ সঠিক বলে মেনে নিতে পারছি না। আমি এটা কখনই মনে করিনি বা এখনো মনে করি না যে, কমিনটার্ন হল

অভ্রান্ত। ভুলভ্রান্তি মাঝেমধ্যে হয়েছে আর এই তারবার্তাটিও প্রশ্নাতীতভাবে ভুলই। কিন্তু, প্রথমতঃ, **কমিনটার্ন স্বয়ং** অল্প কয়েক সপ্তাহ পর (নভেম্বর, ১৯২৬এ) বিরোধীদের কাছ থেকে কোনও নির্দেশ বা ইঙ্গিত ছাড়াই ঐ তারবার্তাটিকে **বাতিল** করে দেয়। দ্বিতীয়তঃ, এ সম্পর্কে বিরোধীরা আজ পর্যন্ত নীরব ছিলেন কেন? কেন তাঁরা ঐ তারবার্তাটির কথা **নয় মাস পরেই** মাত্র আবার মনে করলেন? কেন তাঁরা পার্টির কাছে এই তথ্যটি গোপন করেছেন যে কমিনটার্ন ঐ তারবার্তাটিকে **নয় মাস আগেই** বাতিল করে দিয়েছে? সুতরাং এরকম কথা জোর দিয়ে বলাটা ক্ষতিকারক কুৎসাই হবে যে ঐ তারবার্তাটি আমাদের নেতৃত্বের কর্মধারাকে প্রতিফলিত করেছে। বস্তুতঃ সেটি ছিল এক বিচ্ছিন্ন, কিছুটা খাপছাড়া তারবার্তা যা কমিনটার্নের কর্মনীতির, আমাদের নেতৃত্বের কর্মধারার বৈশিষ্ট্য থেকে একেবারেই আলাদা। আমি আবার বলছি যে এটা সুনিশ্চিত হবে শুধু এই ঘটনা থেকেই যে ঐ তারবার্তাটি মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বাতিল করা হয়েছিল এমন কতকগুলি দলিলের মাধ্যমে যা আমাদের নেতৃত্বের সুনিশ্চিত বৈশিষ্ট্যবাহী কর্মনীতিকে উপস্থাপিত করেছিল।

এই দলিলগুলির উল্লেখ করতে আমায় অনুমতি দিন।

উদাহরণস্বরূপ, এখানে **নভেম্বর, ১৯২৬এ** অর্থাৎ উপরি-উল্লিখিত তারবার্তাটির একমাস পরে অনুষ্ঠিত কমিনটার্নের সপ্তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের প্রস্তাব থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হল:

> 'বর্তমান পরিস্থিতির বিশেষ লক্ষণ হল তার অন্তর্বর্তীকালীন চরিত্র, আর এই ঘটনাটি যে শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়াশ্রেণীর বেশ গুরুত্বপূর্ণ অংশের সঙ্গে একটি মোর্চা গঠনের সম্ভাবনা ও কৃষকসমাজের সঙ্গে তার মৈত্রীকে আরও সুসংহত করার সম্ভাবনা—এই দুয়ের মধ্যে কোনও একটিকে অবশ্যই বেছে নিতে হবে। **শ্রমিকশ্রেণী যদি একটি আমূল নতুন কৃষি কর্মসূচী পালনে ব্যর্থ হয় তবে তা কৃষকসমাজকে বৈপ্লবিক সংগ্রামে সামিল করতে অক্ষম হবে এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে তার আধিপত্যকে বিসর্জন দিতে হবে'** (মোটা হরফ আমার দেওয়া —জে. স্তালিন)।

এবং আরও:

> 'জাতীয় মুক্তির লক্ষ্য যতক্ষণ না **কৃষি-বিপ্লবের সঙ্গে একাত্ম হচ্ছে**

ততক্ষণ পর্যন্ত ক্যান্টনের গণ-সরকার বিপ্লবে তার **ক্ষমতাকে কায়েম রাখতে পারবে না, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে পূর্ণ বিজয় অর্জন করতে পারবে না**' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) ('ই. সি. সি. আই-এর সপ্তম বর্ধিত প্লেনামের প্রস্তাব' দেখুন)।

এই হল একটি দলিল যা কমিনটার্ন নেতৃত্বের কর্মধারাকে ঠিকমত নিরূপণ করে।

এটা খুবই আশ্চর্যের যে বিরোধীদের নেতারা কমিনটার্নের এই বিশ্ববিশ্রুত দলিলটির উল্লেখ পরিহার করেন।

সম্ভবতঃ এটা খুব দম্ভের বোধ হবে না যদি আমি **ঐ একই বছর ১৯২৬ সালের নভেম্বরে** কমিনটার্নের চীনা কমিশনে আমার প্রদত্ত ভাষণটির উল্লেখ করি, আমার উপস্থিতিতেই তা চীনা প্রশ্নের ওপর সপ্তম বর্ধিত প্লেনামের প্রস্তাবটির খসড়া তৈরী করে। ঐ ভাষণটি পরবর্তীকালে **চীনে বিপ্লবের সম্ভাবনাসমূহ** নামে পুস্তিকাকারে ছাপা হয়েছিল। ঐ ভাষণ থেকে কিছু অনুচ্ছেদ এখানে দেওয়া হল।

'আমি জানি যে এরকম কুওমিনতাঙপন্থী এবং এমনকি চীনা কমিউনিস্টরাও আছেন যাঁরা গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবের সূচনা সম্ভব বলে মনে করেন না এই কারণে যে তাঁরা ভয় পান যে কৃষকসমাজকে যদি বিপ্লবে সামিল করা হয় তবে তা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টকে বানচাল করে দেবে। কমরেডগণ, **এটা বিরাট ভ্রান্তি**। চীনা কৃষকসমাজকে যত দ্রুত ও যত পূর্ণাঙ্গভাবে বিপ্লবে সামিল করা যাবে চীনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টও তত দৃঢ় ও অধিকতর শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠবে।

এবং আরও :

'আমি জানি যে চীনা কমিউনিস্টদের মধ্যে এরকম কমরেডও আছেন যাঁরা শ্রমিকদের বৈষয়িক হাল ও আইনগত অবস্থানের উন্নতিকল্পে তাদের ধর্মঘট করাটাকে অনুমোদন করেন না এবং শ্রমিকদেরকে ধর্মঘট করা থেকে বিরত করতে তাঁরা চেষ্টা চালান। (**একটি কণ্ঠস্বর** : 'ক্যান্টন আর সাংহাইয়ে এরকমই ঘটেছিল।') কমরেডগণ, এটা একটা বিরাট ভুল। এটা হল চীনা সর্বহারাশ্রেণীর ভূমিকা ও গুরুত্বকে খুব মারাত্মক-রকম লঘু করে দেখা। তত্ত্বের মধ্যে এই ঘটনাটিকে চূড়ান্ত আপত্তিজনক

হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। এটা খুব বড় রকমের ভুল হবে যদি চীনা কমিউনিস্টরা এমনকি ধর্মঘটের মাধ্যমেও শ্রমিকদেরকে তাদের বৈষয়িক হাল ও আইনগত অবদানের উন্নতিকল্পে সাহায্য করার জন্য বর্তমান অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ নিতে ব্যর্থ হন। অন্যথায়, চীনে বিপ্লবের দ্বারা আর কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে?' (স্তালিনের **চীনে বিপ্লবের সম্ভাবনা-সমূহ**[11] দেখুন।)

আর এই হল একটি তৃতীয় দলিল, এটি ১৯২৬ সালের ডিসেম্বরের সময়কার যখন চীনের প্রত্যেকটি শহর কমিনটার্নকে এই জোরালো দাবির চাপে নাজেহাল করে তুলছে যে শ্রমিকদের লড়াইয়ের কোনওরকম সম্প্রসারণ সংকটের উদ্ভব ঘটাবে, তার পরিণামে আসবে বেকার সমস্যা। কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাবে:

'শহরাঞ্চলে পিছু হঠার ও নিজেদের অবস্থার উন্নতিকল্পে শ্রমিকদের লড়াইকে সংকুচিত করার কোনও সাধারণ নীতি **ভুল** হবে। গ্রামাঞ্চলের লড়াইকে নিশ্চয়ই প্রসার করতে হবে, কিন্তু একই সাথে শ্রমিকদের বৈষয়িক হাল ও আইনগত অবস্থানের উন্নতিকল্পে অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ নিতে হবে আর সেই সঙ্গে শ্রমিকদের লড়াইকে এমন একটি সংগঠিত চেহারা দেওয়ার জন্য সকল উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে যাতে বাড়াবাড়ি বা খুব বেশি মাত্রা-ছাড়া এগিয়ে যাওয়ার অবস্থা না থাকে। বৃহৎ বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে এবং সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে শহরাঞ্চলে লড়াই পরিচালনা করার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা নিতে হবে যাতে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের কাঠামোর মধ্যেই চীনা পেটি-বুর্জোয়া ও মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণীকে যথাসম্ভব সামিল রাখা যায়। আমরা সমঝওতা সংস্থা, সালিশী আদালত ইত্যাকার ব্যবস্থাকে উপযোগী বলেই গণ্য করি যদি এইসব প্রতিষ্ঠানে একটি সঠিক শ্রমিকশ্রেণীর নীতি নিশ্চিত অনুসৃত হয়। একই সঙ্গে আমরা এই সতর্কবাণী উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ করি যে ধর্মঘটের অধিকারের বিরুদ্ধে, শ্রমিকদের সমাবেশ করার অধিকার ইত্যাদির বিরুদ্ধে জারী করা আজ্ঞাবিধিগুলি পুরোপুরি অনমুমোদনীয়।'

এই হল একটি চতুর্থ দলিল, এটি চিয়াং কাই-শেকের অভ্যুত্থানের ছ'সপ্তাহ আগে প্রকাশ হয়েছিল।[12]

'সেনাবাহিনীর মধ্যে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট ইউনিটগুলির কাজ জোরদার করতে হবে ; যেখানে যেখানে তারা এখন নেই সেখানে সেখানে তাদেরকে সংগঠিত করতে হবে আর তাদেরকে সংগঠিত করা সম্ভবও ; যেখানে যেখানে কমিউনিস্ট ইউনিটগুলি সংগঠিত করা সম্ভব নয় সেখানে সেখানে ছদ্ম কমিউনিস্টদের সাহায্য নিয়ে জোরদার কাজ অবশ্যই চালাতে হবে।

'কৃষক ও শ্রমিকদেরকে সশস্ত্র করা ও অঞ্চলগুলিতে কৃষক কমিটিগুলিকে সশস্ত্র আত্মরক্ষায় সমৃদ্ধ সরকারী কর্তৃত্বের বাস্তব সংগঠনে পরিণত করা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

'কমিউনিস্ট পার্টিকে সর্বত্রই যথাযথভাবে এগিয়ে আসতে হবে ; স্বেচ্ছা-মূলক আধা-আইনী অবস্থার নীতি অনুমোদন করা যাবে না ; কমিউনিস্ট পার্টিকে গণ-আন্দোলনের প্রতিবন্ধ রূপে এগিয়ে এলে চলবে না ; **কুওমিনতাঙ দক্ষিণপন্থীদের বিশ্বাসঘাতক ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতিকে কমিউনিস্ট পার্টির আড়াল দেওয়া চলবে না, এবং দক্ষিণপন্থীদের স্বরূপ প্রকট করে দেওয়ার ভিত্তিতেই তাকে কুওমিনতাঙ ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির চতুষ্পার্শে গণজমায়েত করতে হবে।**

'বিপ্লবের প্রতি অনুগত সকল রাজনৈতিক কর্মীর দৃষ্টিকে এই ঘটনার প্রতি আকর্ষণ করতে হবে যে বর্তমান সময়ে শ্রেণীশক্তিসমূহের পুনর্বিন্যাস ও সাম্রাজ্যবাদী ফৌজের ঘন সন্নিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে চীনা বিপ্লব এক সংকটময় পর্ব অতিক্রম করে চলেছে এবং তা গণ-আন্দোলনকে বিকশিত করার কার্যক্রম গ্রহণের মধ্যেই মাত্র আরও বিজয় অর্জন করতে পারে। অন্যথায় এক প্রচণ্ড বিপদ বিপ্লবের মুখোমুখি। সুতরাং পূর্বের যে-কোনও সময়ের তুলনায় বর্তমানে নির্দেশগুলিকে পালন করা অধিকতর প্রয়োজন।'

এবং আরও আগেই **১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসেই**—কুওমিনতাঙ দক্ষিণপন্থী ও চিয়াং কাই-শেকের বিদ্রোহের এক বছর পূর্বেই—কমিনটার্ন চীনা কমিউনিস্ট পার্টিকে এই মর্মে সতর্ক করে দিয়েছিল যে 'কুওমিনতাঙ থেকে দক্ষিণপন্থীদের পদচ্যুতি বা বহিষ্কারের জন্য সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন।'

একটি ঔপনিবেশিক বিপ্লবের প্রথম স্তর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি

যুক্তফ্রণ্টের কৌশল সম্পর্কে কমিনটার্ন এ রকমই বুঝেছিল এবং এখনো এই রকমই তা বুঝে থাকে।

বিরোধীরা কি এইসব নির্দেশাত্মক দলিলগুলির কথা জানেন? অবশ্যই তাঁরা জানেন। সে ক্ষেত্রে কেন তাঁরা এসব সম্পর্কে কিছু বলছেন না? কারণ তাঁদের উদ্দেশ্য তো সত্যকে উপস্থিত করা নয়, কোনওরকম হৈ চৈ তোলা।

এবং তথাপি একটা সময় ছিল যখন বিরোধীদের বর্তমান নেতারা, বিশেষতঃ জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ লেনিনবাদের কিছুটা বুঝেছিলেন ও চীনা বিপ্লব সম্পর্কে মুখ্যতঃ সেই একই নীতির সপক্ষে বলেছিলেন যা কমিনটার্ন অনুসরণ করেছিল ও কমরেড লেনিন যা আমাদের প্রয়োজনে তাঁর তত্ত্বসমূহে রূপায়ণ[১৩] করেছিলেন। ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের কথা আমার মনে আছে। তখন জিনোভিয়েভ ছিলেন কমিনটার্নের সভাপতি, তিনি তখনো ছিলেন একজন লেনিনবাদী এবং তখনো ট্রট্স্কির শিবিরে স্থলিত হননি। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের কথা আমি উল্লেখ করছি এই কারণে যে চীনা বিপ্লব সম্পর্কে ঐ অধিবেশনের একটি প্রস্তাব[১৪] ছিল, ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে তা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছিল এবং চীনা বিপ্লবের প্রথম স্তর সম্পর্কে, ক্যাণ্টন কুওমিনতাঙ সম্পর্কে ও ক্যাণ্টন সরকার সম্পর্কে তা মোটামুটি ঠিক সেই একই মূল্যায়ন উপস্থিত করেছিল যেমনটি কমিনটার্ন ও সি. পি. এস. ইউ. (বি) পেশ করেছিল কিন্তু বিরোধীরা এখন সেটিকেই প্রত্যাখান করেছেন। আমি এই প্রস্তাবটির উল্লেখ করছি এই কারণে যে জিনোভিয়েভ সে সময় এটির সপক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্যও, এমনকি ট্রট্স্কি, কামেনেভ বা বর্তমান বিরোধীদের অন্যান্য নেতারাও কেউ এটির বিরোধিতা করেননি।

ঐ প্রস্তাবটি থেকে অল্প কয়েকটি অনুচ্ছেদ উধৃত করতে আমায় অনুমতি দিন।

কুওমিনতাঙ সম্পর্কে ঐ প্রস্তাবে এইরকমই বলা হয়েছিল:

'চীনা শ্রমিকদের সাংহাই ও হংকংয়ের রাজনৈতিক ধর্মঘট (জুন-সেপ্টেম্বর, ১৯২৫) বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে চীনা জনগণের মুক্তি-সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক দিকপরিবর্তন সূচনা করেছে।... শ্রমিকশ্রেণীর

রাজনৈতিক কার্যক্রম দেশের সকল বিপ্লবী-গণতন্ত্রী সংগঠনের, বিশেষতঃ গণ-বিপ্লবী পার্টি, কুওমিনতাঙ এবং ক্যান্টনের বিপ্লবী সরকারের আরও বিকাশ ও সংহতিকে শক্তিশালী অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। কুওমিনতাঙ দল যার মূল অংশটি চীনা কমিউনিস্টদের সঙ্গে একত্রে সক্রিয় তা হল **শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও শহুরে গণতন্ত্রীদের এক বিপ্লবী মোর্চা** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন), তা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ও গোটা সামরিক-সামন্তবাদী জীবনধারার বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতার জন্য এবং একটি একক বিপ্লবী-গণতন্ত্রী সরকারের জন্য পরিচালিত সংগ্রামে এইসব স্তরের সাধারণ শ্রেণীস্বার্থের ভিত্তিতে রচিত' ('ই. সি. সি. আই-এর ষষ্ঠ প্লেনামের প্রস্তাব' দেখুন)।

অতএব, ক্যান্টন কুওমিনতাঙ হল চারটি 'শ্রেণীর' একটি জোট। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এ হল কমিনটার্নের তদানীন্তন সভাপতি স্বয়ং জিনোভিয়েভ কর্তৃক শুদ্ধীকৃত 'মার্তিনভবাদ'[১৫] বিশেষ।

ক্যান্টন কুওমিনতাঙ সরকার সম্বন্ধে ঃ

'**কুওমিনতাঙ পার্টি কর্তৃক ক্যান্টনে প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী সরকার** ইতিমধ্যেই শ্রমিক, কৃষক ও শহুরে গণতন্ত্রীদের ব্যাপকতম সাধারণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সফল হয়েছে এবং তাদের ওপর নিজেকে কায়েম করে সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনপুষ্ট প্রতিবিপ্লবী দলগুলিকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে (এবং কোয়াংতুং প্রদেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক জীবনের চূড়ান্ত গণতন্ত্রীকরণের জন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছে)। এইভাবে চীনা জনগণের স্বাতন্ত্র্যের জন্য সংগ্রামে অগ্রবাহিনী হয়ে **ক্যান্টন সরকার দেশের ভবিষ্যৎ বিপ্লবী গণতন্ত্রী বিকাশের একটি আদর্শ হিসেবে উপস্থাপিত হচ্ছে**' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (ঐ)।

এটা প্রতিপন্ন হল যে চারটি 'শ্রেণীর' একটি জোট হিসেবে ক্যান্টন কুওমিনতাঙ সরকার ছিল এক **বিপ্লবী** সরকার, আর শুধু বিপ্লবীই নয়, তা হল এমনকি চীনের ভবিষ্যৎ বিপ্লবী-গণতন্ত্রী সরকারের **একটি আদর্শও** বটে।

শ্রমিক, কৃষক ও বুর্জোয়াদের যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে ঃ

'নতুন বিপদের মুখোমুখি হয়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও কুওমিনতাঙকে গণফৌজের লড়াইয়ের সমর্থনে গণকার্যক্রম সংগঠিত করার মাধ্যমে ও

সাম্রাজ্যবাদীদের শিবিরের ভেতরকার দ্বন্দ্বগুলির সুযোগ গ্রহণ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী-গণতন্ত্রী সংগঠনগুলির নেতৃত্বাধীনে **জনগণের (শ্রমিক, কৃষক ও বুর্জোয়া) ব্যাপকতম স্তরের একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় বিপ্লবী ফ্রণ্ট** গঠনের মাধ্যমে বিস্তৃততম রাজনৈতিক কার্যকলাপ অবশ্যই বিকশিত করে তুলতে হবে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (ঐ)।

এটা প্রতিপন্ন হয় যে ঔপনিবেশিক বিপ্লবের একটি নির্দিষ্ট স্তরে উপনিবেশ দেশগুলিতে **বুর্জোয়াদের** সঙ্গে সাময়িক মোর্চা ও চুক্তি শুধু অনুমোদনীয়ই নয়, তা নিশ্চয়ই আবশ্যকও বটে।

এটা কি সত্য নয় যে উপনিবেশ ও পরনির্ভর দেশগুলিতে কমিউনিস্টদের কৌশল সম্পর্কে তাঁর সুবিদিত নির্দেশগুলিতে লেনিন আমাদেরকে ঠিক এই-রকম একই কথা বলেছিলেন? এটা কিন্তু দুঃখজনক যে জিনোভিয়েভ তা ইত্যবসরেই বিস্মৃত হতে পেরেছেন।

কুওমিনতাঙ থেকে সরে আসা সম্পর্কে প্রশ্ন:

'চীনা বৃহৎ বুর্জোয়াদের কিছু অংশ যারা কুওমিনতাঙ পার্টির পাশে সাময়িকভাবে নিজেদেরকে দলবদ্ধ করেছিল তারা গত বছর তা থেকে সরে আসে। এর ফলে কুওমিনতাঙদের দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে একটি ছোট্ট গোষ্ঠীর উদ্ভব হয় যারা কুওমিনতাঙ ও শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক সাধারণের মধ্যে কোনও ঘনিষ্ঠ মৈত্রীর প্রকাশ্য বিরোধিতা করে, কুওমিনতাঙদের থেকে কমিউনিস্টদের বহিষ্কার দাবি করে এবং ক্যান্টন সরকারের বিপ্লবী নীতির বিরোধিতা করে। **কুওমিনতাঙের দ্বিতীয় কংগ্রেসে (জানুয়ারি, ১৯২৬) এই দক্ষিণপন্থীদেরকে নিন্দাজ্ঞাপন ও কুওমিনতাঙ এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে একটি জঙ্গী মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতিদান কুওমিনতাঙ ও ক্যান্টন সরকারের কার্যকলাপের বৈপ্লবিক ধারাকে প্রমাণ করে এবং কুওমিনতাঙদের পক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সমর্থনকে সুনিশ্চিত করে'** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (ঐ)।

দেখা যায় যে চীনা বিপ্লবের প্রথম স্তরে কুওমিনতাঙদের থেকে কমিউনিস্ট-দের সরে আসাটা একটা গুরুতর ভ্রান্তি হতো। কিন্তু এটা দুঃখজনক যে সেই

জিনোভিয়েভ যিনি এই প্রস্তাবের সপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন তিনি ইত্যবসরে প্রায় একমাসের মধ্যেই তা ভুলে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন কারণ এপ্রিল, ১৯২৬ সালেই (এক মাসের মধ্যে) জিনোভিয়েভ কুওমিনতাঙ থেকে কমিউনিস্টদের অবিলম্বে সরে আসার দাবি করেছিলেন।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি এবং বিপ্লবের কুওমিনতাঙ স্তরকে লংঘন করার অননুমোদনীয়তা সম্বন্ধেঃ

> 'চীনা কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ দুটি সমান ক্ষতিকারক বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে বিকশিত হয়ে উঠবে—দক্ষিণপন্থী বিলুপ্তিবাদের বিরুদ্ধে যা চীনা সর্বহারাশ্রেণীর স্বতন্ত্র শ্রেণীকর্তব্যকে অবহেলা করে এবং সাধারণ গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে এক নিরাকার সংমিশ্রণে পরিণত হয়; এবং জাতীয় মুক্তির জন্য চীনা আন্দোলনের যা বুনিয়াদী ও নির্ণায়ক উপাদান সেই **কৃষকসমাজ সম্পর্কে বিস্মৃত হয়ে** সর্বহারার একনায়কত্ব ও সোভিয়েত ক্ষমতার কর্তব্যে আশু উত্তরণের উদ্দেশ্যে **আন্দোলনের বিপ্লবী-গণতন্ত্রী স্তরকে ডিঙিয়ে চলে যাওয়ার** অনুকূলে চরম বামপন্থী মানসিকতার বিরুদ্ধে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (ঐ)।

আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে চীনে বিকাশের কুওমিনতাঙ স্তরকে লংঘন করতে চাওয়ার জন্য, কৃষক-আন্দোলনের গুরুত্বকে লঘু করে দেখার জন্য ও তড়িঘড়ি সোভিয়েতের দিকে ছুটবার জন্য বিরোধীদের দোষী সাব্যস্ত করার মতো এখানে সব মালমশলাই রয়েছে। এ সব তো ঠিক মাথার ওপরেই আঘাতটা হানবে।

জিনোভিয়েভ, কামেনেভ ও ট্রট্স্কির কি এই প্রস্তাব সম্পর্কে জানা আছে?

আমরা নিশ্চয়ই ধরে নেব যে তাঁদের তা জানাই আছে। নিদেনপক্ষে জিনোভিয়েভের নিশ্চয়ই এটা জানা আছে কারণ তাঁর সভাপতিত্বেই কমিনটার্নের ষষ্ঠ প্লেনামে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় ও তিনি স্বয়ং সেটার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের সর্বোচ্চ সংস্থার এই প্রস্তাবটি বিরোধীদের নেতারা কেন এখন এড়িয়ে যাচ্ছেন? এটা সম্পর্কে তাঁরা নীরব থাকছেন কেন? কারণ চীনা বিপ্লব সম্পর্কে সমস্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রেই এটি তাঁদের বিরুদ্ধে চলে যায়। কারণ এটি বিরোধীদের বর্তমান গোটা ট্রট্স্কিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরই বিরুদ্ধে চলে যায়। কারণ তাঁরা কমিনটার্ন পরিত্যাগ

করেছেন, লেনিনবাদ পরিত্যাগ করেছেন এবং এখন নিজেদের অতীতকে ভয় পেয়ে, নিজেদের আপন ছায়াকে ভয় পেয়ে কাপুরুষের মতো কমিনটার্নের ষষ্ঠ প্লেনামের প্রস্তাবকে এড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

চীনা বিপ্লবের প্রথম স্তর সম্পর্কে ব্যাপারটা এইরকমই দাঁড়ায়।

এবার আমরা চীনা বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরের আলোচনায় যাব।

প্রথম স্তরের বিশিষ্ট লক্ষণ যেখানে ছিল এই যে বিপ্লবের বর্শামুখ মুখ্যতঃ পরিচালিত হয়েছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সেখানে দ্বিতীয় স্তরের বিশিষ্ট লক্ষণ হল এই যে বিপ্লবের বর্শামুখ এখন মুখ্যতঃ আভ্যন্তরীণ শত্রুদের বিরুদ্ধে, প্রাথমিকভাবে সামন্তবাদী জমিদারদের বিরুদ্ধে, সামন্তবাদী জমানার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে।

প্রথম স্তরটি কি তার বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ উৎখাতের কর্তব্য পালন করেছিল? না, তা করেনি। তা এই কর্তব্য পালনের ভার চীনা বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরকে অর্পণ করেছিল। তা শুধু বিপ্লবী জনসাধারণের মধ্যে সেই প্রথম আলোড়নটি তুলেছিল যা তাদেরকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তোলে যাতে স্তরটির ধারা অব্যাহত থাকে ও ভবিষ্যতের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করা যায়।

এটাও নিশ্চয়ই অনুমান করতে হবে যে বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরও সাম্রাজ্য-বাদীদেরকে বহিষ্কার করার কর্তব্যটি সম্পূর্ণ সম্পাদনে সফল হবে না। তা চীনা শ্রমিক ও কৃষকদের ব্যাপক সাধারণের মধ্যে আবার একটি আলোড়ন সৃষ্টি করবে যাতে তাদেরকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তোলা যায়, কিন্তু এরকম করা হবে যাতে এই কর্তব্য পূর্ণ সম্পাদনের ভার চীনা বিপ্লবের পরবর্তী স্তরে, সোভিয়েত স্তরে অর্পণ করা যায়।

এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আমরা কি জানি না যে আমাদের বিপ্লবের ইতিহাসেও অন্য পরিস্থিতিতে এবং অন্য পরিবেশে হলেও অনুরূপ ঘটনাই ঘটেছে? আমরা কি জানি না যে আমাদের বিপ্লবেরও প্রথম স্তরটি তার কৃষি বিপ্লব সম্পাদনের কর্তব্য পুরোপুরি সম্পন্ন করেনি এবং বিপ্লবের পরবর্তী স্তরে, অক্টোবর বিপ্লবের ওপর সেই কর্তব্যভার অর্পণ করেছিল, পরে সেটিই পুরোপুরি ও সামগ্রিকভাবে সামন্তবাদের অবশেষসমূহকে দূরীভূত করার কর্তব্য সম্পাদন করেছিল? সুতরাং এটা কিছু বিস্ময়জনক হবে না যদি চীনা বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তর কৃষি-বিপ্লবকে পূর্ণ সম্পাদনে সফল না হয় এবং যদি বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তর কৃষকসমাজের ব্যাপক সাধারণের মধ্যে একটি আলোড়ন

সৃষ্টি করে ও তাদেরকে সামন্তবাদের লুপ্তাবশেষসমূহের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলে তারপর এই কর্তব্য পূর্ণ সম্পাদনের ভার বিপ্লবের পরবর্তী স্তরে, সোভিয়েত স্তরে অর্পণ করে দেয়। তা চীনের ভবিষ্যতে সোভিয়েত বিপ্লবের একটি উৎকর্ষই হয়ে উঠবে।

চীনা বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরে যখন বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্র সুনিশ্চিত-ভাবে ক্যান্টন থেকে উহানে স্থানান্তর হয়েছিল এবং উহানের বিপ্লবী কেন্দ্রের সমান্তরালভাবেই নানকিংয়ে একটি প্রতিবিপ্লবী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন কমিউনিস্টদের কর্তব্য কি ছিল ?

কর্তব্য ছিল পার্টিকে, শ্রমিকশ্রেণীকে (ট্রেড ইউনিয়ন), কৃষকসমাজকে (কৃষক সমিতি) এবং সাধারণভাবে বিপ্লবকে প্রকাশ্যে সংগঠিত করার সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা।

কর্তব্য ছিল উহান কুওমিনতাঙপন্থীদের বামমার্গের দিকে, কৃষি-বিপ্লবের দিকে পরিচালিত করা।

কর্তব্য ছিল উহান কুওমিনতাঙকে প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটি কেন্দ্রে ও শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজের ভবিষ্যৎ বিপ্লবী-গণতন্ত্রী এক-নায়কত্বের একটি অন্তঃসারে পরিণত করা।

এই নীতি কি সঠিক ছিল ?

ঘটনাবলী দেখিয়ে দিয়েছে যে এটাই ছিল একমাত্র সঠিক নীতি এক-মাত্র নীতি যা বিপ্লবের আরও বিকাশের জন্য ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষক-সাধারণকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে সক্ষম।

সেই সময় বিরোধীরা অবিলম্বে শ্রমিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত গঠনের দাবি তুলেছিল। কিন্তু এটা ছিল একেবারে হঠকারিতা, এক হঠকারী উল্লম্ফন, কারণ সে-সময় সোভিয়েতসমূহের আশু গঠনের অর্থই দাঁড়াত বিকাশের বাম কুওমিনতাঙ স্তরকে ডিঙিয়ে চলে যাওয়া।

কেন ?

কারণ উহানের কুওমিনতাঙ যারা কমিউনিস্টদের সঙ্গে জোটবদ্ধতাকে সমর্থন করেছিল তারা তখনো পর্যন্ত ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকসাধারণের চোখের সামনে হেয় প্রতিপন্ন হয়নি ও নিজেদের মুখোস উদ্‌ঘাটিত করেনি এবং একটি বুর্জোয়া বিপ্লবী সংগঠন হিসেবে নিজেদেরকে তখনো পর্যন্ত শক্তিহীন করে ফেলেনি।

কারণ এরকম একটি সময়ে উহান সরকারের উৎখাতের ও সোভিয়েতের

শ্লোগান তোলার অর্থই দাঁড়াত জনগণ থেকে বেশি দূরে লাফ মারা, তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, জনগণের সমর্থন হারানো এবং এইভাবে যে আন্দোলন ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তার ব্যর্থতার কারণ ঘটানো যখন পর্যন্ত জনসাধারণ তাদের নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সেই সরকারের অপদার্থতা সম্পর্কে ও তা উৎখাতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়নি।

বিরোধীরা মনে করেন যে তাঁরা যদি এটা বুঝে থাকেন যে উহান সরকার হল অবিশ্বস্ত, অস্থায়ী ও যথেষ্ট বিপ্লবী নয় (এবং কোনও যোগ্য রাজনৈতিক কর্মীর পক্ষেই এটা বোঝা কঠিন নয়) তাহলে সেটা জনগণের পক্ষেও এই-সব বুঝে ফেলার জন্য যথেষ্ট হবে; কুওমিনতাঙের বদলে সোভিয়েত কায়েমের জন্য ও জনগণের সমর্থনলাভের জন্য সেটাই হবে যথেষ্ট। কিন্তু এটা হল বিরোধীদের স্বাভাবিক 'অতি-বাম' ভ্রান্তি, তাঁরা নিজেদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও বোধকেই শ্রমিক ও কৃষকের ব্যাপক সাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতা ও বোধ বলে গণ্য করেন।

বিরোধীরা সঠিক যখন তাঁরা বলেন যে পার্টিকে এগিয়ে যেতেই হবে। এটা হল এক সাধারণ মার্কসীয় নীতি এবং এর প্রতি আশ্লিষ্ট না থাকলে কোনও সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টিই হতে পারে না। কিন্তু এটা হল সত্যের অংশ-মাত্র। গোটা সত্য হল এই যে পার্টিকে শুধু আবশ্যিকভাবে এগিয়ে চললেই হবে না, বরং তাকে অবশ্যই ব্যাপক জনসাধারণের অনুগমনও সুনিশ্চিত করতে হবে। ব্যাপক জনসাধারণের অনুগমন সুনিশ্চিত না করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার বাস্তব অর্থই হবে আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। পশ্চাদ্‌বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, পশ্চাদ্‌বাহিনীর অনুগমন সুনিশ্চিত করতে সক্ষম না হয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার অর্থই হল বেশি দূরে লাফ মারা যা কিছু সময়ের জন্য জনগণের অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে পারে। লেনিনীয় নেতৃত্বের সারবস্তুই হল স্পষ্টতঃ এই যে অগ্রবাহিনীকে পশ্চাদ্‌বাহিনীর অনুগমন সুনিশ্চিত করায় সক্ষম হতে হবে, অগ্রবাহিনীকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু অগ্রবাহিনী যাতে জনগণ থেকে বিশ্লিষ্ট না হয়ে যায়, অগ্রবাহিনী যাতে সত্যসত্যই ব্যাপক জনসাধারণের অনুগমন সুনিশ্চিত করতে পারে সেজন্য একটি নির্ণায়ক পরিবেশের প্রয়োজন, তা হল এই যে জনসাধারণ নিজেরাই তাদের আপন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে

সুনিশ্চিত হবে যে অগ্রবাহিনীর প্রদত্ত নির্দেশ, পরামর্শ এবং শ্লোগানগুলি সঠিক।

বিরোধীদের দুর্ভাগ্য এই যে ব্যাপক জনসাধারণকে নেতৃত্ব দেওয়ার এই সাদামাটা লেনিনীয় রীতিটি তাঁরা গ্রহণ করেন না। তাঁরা এটা বোঝেন না যে ব্যাপক জনসাধারণের সমর্থন ছাড়া পার্টি একা, একটি অগ্রণী গোষ্ঠী একা বিপ্লব সম্পাদন করতে পারে না, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে একটি বিপ্লব 'সম্পন্ন হয়' শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক সাধারণেরই দ্বারা।

১৯১৭র এপ্রিলে যদিও এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে খুব নিকট ভবিষ্যতেই আমাদেরকে অস্থায়ী সরকার উৎখাতের ও সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনের সম্মুখীন হতে হবে তাহলেও আমরা বলশেভিকরা কেন অস্থায়ী সরকার উৎখাতের ও রাশিয়ায় সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার বাস্তব শ্লোগান পেশ করা থেকে বিরত হয়েছিলাম?

কারণ পশ্চাদ্ভাগে ও সম্মুখ রণাঙ্গনে উভয়তঃই শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক সাধারণ, ও সবশেষে সোভিয়েতগুলি স্বয়ং তখনো পর্যন্ত ঐ রকম একটি শ্লোগান গ্রহণে রাজী ছিল না। তারা তখনো পর্যন্ত বিশ্বাস করত যে অস্থায়ী সরকার হল বিপ্লবী।

কারণ অস্থায়ী সরকার তখনো পর্যন্ত পশ্চাদ্ভাগে ও সম্মুখ রণাঙ্গনে প্রতি-বিপ্লবকে সমর্থন করে নিজেকে হতশ্রদ্ধ ও হেয় প্রতিপন্ন করেনি।

১৯১৭ সালের এপ্রিলে লেনিন কেন পেত্রোগ্রাদের সেই বাগদাতিয়েভ গোষ্ঠীকে নিন্দা করেছিলেন যারা অস্থায়ী সরকার অবিলম্বে উৎখাতের ও সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার শ্লোগান উপস্থিত করেছিল?

কারণ বাগদাতিয়েভের প্রয়াস ছিল এমন এক বিপজ্জনক উল্লম্ফন যা বলশেভিক পার্টির পক্ষে শ্রমিক ও কৃষকের ব্যাপক সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বিপদ সৃষ্টি করেছিল।

রাজনীতির ক্ষেত্রে হঠকারিতা, চীনা বিপ্লব সম্পর্কিত বিষয়ে বাগদাতিয়েভপনা—আমাদের ট্রট্স্কিবাদী বিরোধীদেরকে এই জিনিসই এখন নিকেশ করছে।

জিনোভিয়েভ দাবি করছেন যে বাগদাতিয়েভপনার কথা বলে আমি বর্তমান চীনা বিপ্লবকে অক্টোবর বিপ্লবের সঙ্গে অভিন্ন করে তুলছি। এটা কিন্তু মূর্খামি। প্রথমতঃ, আমি স্বয়ং আমার 'সমসাময়িক বিষয় সংক্রান্ত

মন্তব্য' নিবন্ধে এই বাধার উল্লেখ করেছি যে 'উপমা হল শর্তাধীন' এবং 'আমাদের সময়কার চীনের ও ১৯১৭র রাশিয়ার পরিস্থিতির মধ্যেকার পার্থক্যের কথা খেয়াল রেখেই আমি সব ধরনের বাধা-বিপত্তির সঙ্গেই সেরকম করেছি।'[১৬] দ্বিতীয়তঃ, এটা দাবি করা হবে মূঢ়তা যে একটি নির্দিষ্ট দেশের বিপ্লবের ক্ষেত্রে কিছু প্রবণতা ও কিছু ভ্রান্তির চারিত্র্য নির্ণয়ের সময় কেউ কোনমতেই অন্য দেশের বিপ্লবের সঙ্গে উপমা টানবে না। একটি দেশের বিপ্লব কি অন্য দেশগুলির বিপ্লব থেকে, সেসমস্ত বিপ্লব এক ধাঁচের না হলেও, কিছুই শিখবে না? তা যদি না-ই হয় তবে বিপ্লবের বিজ্ঞানটা কোথায় দাঁড়ায়?

মোদ্দা কথা, জিনোভিয়েভ এটা অস্বীকার করেন যে বিপ্লবের একটি বিজ্ঞান থাকতে পারে। এটা কি ঘটনা নয় যে অক্টোবর বিপ্লবের ঠিক পূর্বেই লেনিন চ্খেইদ্জে, সেরেতেলি, স্তেকলভ ও ১৮৪৮-এর ফরাসী বিপ্লবের 'লুই ব্ল্যাঙ্ক-বাদের' অন্যান্যদের অভিযুক্ত করেননি? লেনিনের 'লুই ব্ল্যাঙ্কবাদ'[১৭] নিবন্ধ দেখুন এবং বুঝতে পারবেন যে লেনিন যদিও খুব ভালমতই জানতেন যে ১৮৪৮-এর ফরাসী বিপ্লব আমাদের অক্টোবর বিপ্লবের অনুরূপ ধাঁচের নয়, তাহলেও লেনিন অক্টোবরের প্রক্কালে বিভিন্ন নেতার কৃত ভুল-ভ্রান্তিগুলির বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ১৮৪৮-এর ফরাসী বিপ্লব থেকে আহৃত ব্যাপক সংখ্যক উপমার ব্যবহার করেছেন এবং অক্টোবর বিপ্লবের আগেকার সময়পর্বে আমরা যদি চ্খেইদ্জে ও সেরেতেলির 'লুই ব্ল্যাঙ্কবাদের' কথা বলতে পারি তাহলে চীনের কৃষি-বিপ্লবের সময়পর্বে আমরা কেন জিনোভিয়েভ ও ট্রট্স্কির 'বাগ্‌দাতিয়েভবাদের' কথা বলতে পারি না?

বিরোধীরা জোর দিয়ে বলে যে উহান বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল না। তাহলে জিনোভিয়েভ কেন বলেছিলেন যে উহান কুওমিনতাঙকে 'সব-প্রকার সহযোগিতা প্রদান করতে হবে' যাতে তাকে চীনা ক্যাভাইনিয়াকদের (উনবিংশ শতাব্দীর জনৈক বিপ্লব-বিরোধী ফরাসী রাজনীতিক ও প্রশাসক; এঁর নাম থেকে বিপ্লব-বিরোধীদের 'ক্যাভাইনিয়াক' আখ্যা দেওয়া হয়—অনুবাদক, বাং সং) বিরুদ্ধে সংগ্রামের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা যায়? কেনই-বা অন্য কোথাও না হয়ে উহান অঞ্চলই কৃষি-আন্দোলনের ব্যাপকতম বিকাশের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল? এটা কি ঘটনা নয় যে স্পষ্টতঃ উহান অঞ্চলই (হুনান, হুপে) এই বছরের গোড়ার দিকে কৃষি-আন্দোলনের ব্যাপক-তম বিকাশের কেন্দ্র ছিল? যেখানে কোনও গণ-কৃষি আন্দোলন হয়নি সেই

ক্যাণ্টনকে কেন 'বিপ্লবের অস্ত্রাগার' (ট্রট্স্কি) বলা যাবে আর কৃষি-আন্দোলন আরব্ধ ও বিকশিত হয়েছিল যে উহান অঞ্চলে তাকে বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্র, 'অস্ত্রাগার' বলে কিছুতেই গণ্য করা যাবে না ? এক্ষেত্রে আমরা এই তথ্যকে কিভাবে ব্যাখ্যা করি যে বিরোধীরা দাবি করেছে উহান কুওমিনতাঙ ও উহান সরকারে কমিউনিস্ট পার্টিকে থাকতে হবে ? ১৯২৭ সালের এপ্রিলে কি বিরোধীরা 'প্রতিবিপ্লবী' উহান কুওমিনতাঙদের সঙ্গে একটি জোটের সত্য-সত্যই সপক্ষে ছিল ? বিরোধীদের মধ্যে কেন এই 'বিস্মৃতি' আর বিভ্রান্তি ?

বিরোধীরা এই ঘটনায় খুব উল্লাস প্রকাশ করছে যে উহান কুওমিনতাঙদের সঙ্গে জোট স্বল্পস্থায়ী বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং তদুপরি তা জোর দিয়ে বলছে যে উহান কুওমিনতাঙদের পতনের সম্ভাবনা সম্পর্কে কমিনটার্ন চীনা কমিউ-নিস্টদের সতর্ক করে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এতে প্রমাণের অবকাশ সামান্যই যে বিরোধীদের বিদ্বেষাত্মক উল্লাস তাদের রাজনৈতিক দেওলিয়াপনাকে প্রমাণই করে থাকে। স্পষ্টতঃই বিরোধীরা মনে করে যে উপনিবেশ দেশ-গুলিতে জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে জোটগুলিকে দীর্ঘস্থায়িত্বের হতে হবে; কিন্তু একমাত্র সেই লোকেরাই এমনটি ভাবতে পারে যারা লেনিনবাদের শেষতম অবশিষ্টটুকুও হারিয়ে ফেলেছে। যারা পরাজয়-মানসিকতায় আক্রান্ত একমাত্র তারাই এই ঘটনায় উল্লসিত হতে পারে যে বর্তমান স্তরে চীনে সামন্তবাদী জমিদার ও সাম্রাজ্যবাদীরা বিপ্লবের চাইতেও শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়েছে, যে এইসব বৈরী শক্তির সৃষ্ট চাপ উহান কুওমিনতাঙকে দক্ষিণপন্থায় ঝুঁকতে প্ররোচিত করেছে ও চীনা বিপ্লবের সাময়িক পরাজয় এনে দিয়েছে। কমিনটার্ন চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে উহান কুওমিনতাঙের সম্ভাব্য পতন সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে ব্যর্থ হয়েছে বলে বিরোধীরা যে দাবি করে সে সম্বন্ধে বলা যায় যে সেটা হল বিরোধীদের অস্ত্রাগারে এখন যে স্বাভাবিক সব কুৎসা অজস্র জমা রয়েছে তারই একটি।

বিরোধীদের কুৎসাকে খণ্ডন করার জন্য আমাকে কতকগুলি দলিল উল্লেখে অনুমতি দিন।

প্রথম দলিল, মে, ১৯২৭-এর :

'কুওমিনতাঙদের আভ্যন্তরীণ নীতির মধ্যে এখন যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা হল "কৃষক সমিতি ও গ্রামাঞ্চলের কমিটিগুলিকে সকল ক্ষমতা" এই শ্লোগানের অধীনে সবকটি প্রদেশে, বিশেষ করে কোয়াংতুংয়ে সুসম্বদ্ধ-

ভাবে কৃষি-বিপ্লবকে বিকশিত করে তোলা। **এটাই হল বিপ্লবের ও কুওমিনতাঙের সাফল্যের বনিয়াদ।** সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের বিরুদ্ধে চীনকে একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী রাজনৈতিক ও সামরিক সেনা-বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার এটাই হল ভিত্তি। বস্তুতঃ, হুনান, কোয়াং-তুং প্রভৃতি যেসব প্রদেশে একটি শক্তিশালী কৃষি-আন্দোলন বিদ্যমান সেখানে জমি বাজেয়াপ্তকরণের শ্লোগান খুব সময় মতো হয়েছে। **এটা ছাড়া কৃষি-বিপ্লবের প্রসার অসম্ভব** ·· (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন)।

'অবিলম্বে পুরোপুরি বিশ্বস্ত অফিসারদের নিয়ে বিপ্লবী কৃষক ও শ্রমিকদের আটটি কি দশটি ডিভিশন গড়ে তোলার কাজ শুরু করা আবশ্যক। অবিশ্বস্ত ইউনিটগুলিকে নিরস্ত্র করার জন্য সম্মুখ ও পশ্চাৎ-রণাঙ্গন উভয়তঃ সেটাই হবে একটি উহান রক্ষীবাহিনী। এতে কিছুতেই বিলম্ব করা চলবে না।

'পশ্চাৎ-রণাঙ্গন ও চিয়াং কাই-শেকের ইউনিটগুলিতে বিভাজনকারী কার্যকলাপ অবশ্যই জোরদার করতে হবে এবং জমিদারদের শাসন যেখানে বিশেষ করে দুঃসহ সেই কোয়াংতুংয়ে বিদ্রোহী কৃষকদেরকে অবশ্যই সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।'

দ্বিতীয় দলিল, মে ১৯২৭-এর :

একটি কৃষি-বিপ্লব ব্যতিরেকে বিজয়লাভ **অসম্ভব। এটা ছাড়া কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কমিটি অবিশ্বস্ত সেনানায়কদের এক জঘন্য ক্রীড়নকে রূপান্তরিত হবে।** বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে লড়তে হবে কিন্তু তা ফৌজ নিয়ে নয়, বরং কৃষক সমিতিগুলির মাধ্যমে। আমরা নিশ্চিতভাবেই জনগণ কর্তৃক বাস্তবে জমি দখলের সপক্ষে। তাঙ পিং-শানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আশংকাগুলি ভিত্তিহীন নয়। কিছুতেই শ্রমিক-শ্রেণী ও কৃষকদের আন্দোলন থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করলে চলবে না বরং তাকে সর্ববিধভাবে সাহায্য দিতে হবে, **অন্যথায় কাজকর্ম নষ্ট করে ফেলা হবে।**

'কুওমিনতাঙ কেন্দ্রীয় কমিটির পুরানো নেতাদের কেউ কেউ ঘটনাধারায় আতংকিত, তারা দোদুল্যমান হচ্ছে ও আপোষ করছে। কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কমিটিতে জনগণের মধ্য থেকে বেশি-

সংখ্যক নতুন কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর নেতাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। **তাদের দৃপ্ত কণ্ঠ হয় পুরানো নেতাদের মেরুদণ্ড শক্ত করবে অথবা তাদের অপসারণ ডেকে আনবে।** কুওমিনতাঙের বর্তমান কাঠামো অবশ্যই পাল্টাতে হবে। যেসব নতুন নেতা কৃষি-বিপ্লবে সামনের সারিতে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের দিয়ে কুওমিনতাঙের উচ্চতম নেতৃত্বকে অবশ্যই নিশ্চিতভাবে পুনর্জীবিত ও পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে, আর সেই সঙ্গে স্থানীয় সংগঠনগুলিকে শ্রমিক ও কৃষকদের সমিতির লক্ষ লক্ষ সদস্যের মাধ্যমে বিস্তৃত করে তুলতে হবে। **এটা যদি না করা হয় তাহলে কুওমিনতাঙ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ও সকল সম্মান হারানোর ঝুঁকি নেবে।**

'**অবিশ্বস্ত সেনাধ্যক্ষদের ওপর নির্ভরশীলতা নিশ্চয়ই বর্জন করতে হবে।** হাজার বিশেক কমিউনিস্টকে জমায়েত করুন, হুনান আর হুপে থেকে এর সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার বিপ্লবী শ্রমিক ও কৃষককে যুক্ত করুন, নতুন কিছু সেনাদল গঠন করুন, অফিসার বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কম্যাণ্ডার হিসেবে কাজে লাগান এবং **বেশি দেরী হয়ে যাওয়ার আগেই নিজেদের বিশ্বস্ত সেনাবাহিনী সংগঠিত করুন। এটা করা না হলে ব্যর্থতার বিরুদ্ধে কোনও গ্যারান্টিই নেই।** এটা কঠিন ব্যাপার, কিন্তু অন্য কোন পথ নেই।

'বিশিষ্ট অ-কমিউনিস্ট কুওমিনতাঙপন্থীদের নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী সামরিক বিচারালয় সংগঠিত করুন। **যেসব অফিসার চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে সংযোগ রাখে বা যারা জনগণ, শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে সৈন্যদেরকে উস্কানি দেয় তাদেরকে শাস্তি দিন।** বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করাতে যাওয়াই যথেষ্ট নয়। এটা কাজ করার সময়। **বদমায়েসদের শায়েস্তা করতেই হবে। কুওমিনতাঙপন্থীরা যদি বিপ্লবী জ্যাকোবিন হতে না শেখে তাহলে তারা জনগণ ও বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে।**' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন।)

আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে কমিনটার্ন ঘটনাপ্রবাহকে আগাম অনুভব করেছিল, যথাসময়ে তা বিপদ সম্পর্কে সতর্কবাণী দিয়েছিল এবং চীনা কমিউনিস্টদের বলেছিল যে কুওমিতাঙপন্থীরা বিপ্লবী জ্যাকোবিন হতে না

পারলে উহান কুওমিনতাঙ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

কামেনেভ বলেছেন যে, চীনা বিপ্লবের পরাজয়ের কারণ হল কমিনটার্নের নীতি এবং আমরাই 'চীনে ক্যাভাইনিয়াকদের লালন করেছি।' কমরেডগণ, একমাত্র সেই ব্যক্তিই আমাদের পার্টির সম্বন্ধে এমনধারা কথা বলতে পারে যে পার্টির বিরুদ্ধে কোনও অপরাধ করতে প্রস্তুত। ১৯১৭র জুলাই বিপর্যয়ের সময় যখন রুশ ক্যাভাইনিয়াকরা রঙ্গমঞ্চে হাজির হল তখন বলশেভিকদের বিরুদ্ধে ঠিক এমন কথাই মেনশেভিকরা বলেছিল। 'স্লোগান প্রসঙ্গে'[১৮] শীর্ষক তাঁর নিবন্ধে লেনিন লিখেছিলেন যে জুলাই বিপর্যয় হল 'ক্যাভাইনিয়াকদের একটি বিজয়'। মেনশেভিকরা তখন সোল্লাসে দাবি করেছিল যে রুশ ক্যাভাই-নিয়াকদের আবির্ভাবের কারণ হল লেনিনেরই নীতি। কামেনেভ কি মনে করেন যে ১৯১৭র জুলাই বিপর্যয়ের সময়ে রুশ ক্যাভাইনিয়াকদের আবির্ভাবের পেছনে কারণ ছিল লেনিনের নীতি, আমাদের পার্টির নীতি, অন্য কোনও কারণই ছিল না? এই বিষয়ে মেনশেভিক ভদ্রলোকদের অনুকরণ করাটা কি কামেনেভের পক্ষে সমীচীন? (হাস্যরোল।) আমি মনে করি না যে বিরোধীপক্ষের কমরেডরা অতটা নিচে নামবেন।...

আমরা জানি যে ১৯০৫ সালের বিপ্লব পরাজয় ভোগ করেছিল, তদুপরি সেই পরাজয় ছিল চীনা বিপ্লবের আজকের পরাজয়ের চাইতে গভীরতর। মেনশেভিকরা সে-সময় বলেছিল যে ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের হেতু হল বলশেভিকদের চরম বিপ্লবী রণকৌশল। কামেনেভ কি এখানে আমাদের বিপ্লবের ইতিহাসের মেনশেভিক বিশ্লেষণকেই নিজের আদর্শ বলে গ্রহণ করতে ও বলশেভিকদের দোষ ধরতে আগ্রহী হবেন?

এবং ব্যাভেরীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পরাজয়টাই-বা কিভাবে আমরা ব্যাখ্যা করব? বোধহয় লেনিনের নীতির ভিত্তিতে, শ্রেণীশক্তিসমূহের সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়?

হাঙ্গেরীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পরাজয়কে কিভাবে আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে? বোধহয় কমিনটার্নের নীতির ভিত্তিতে, শ্রেণীশক্তিসমূহের সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়?

এটা কিভাবে দাবি করা যেতে পারে যে, এই বা সেই পার্টির রণকৌশল শ্রেণীশক্তিসমূহের সম্পর্ককে বিলোপ বা চূড়ান্ত রূপান্তর করতে পারে? ১৯০৫ সালে আমাদের নীতি কি সঠিক ছিল অথবা ছিল না? কেন আমরা সেদিন

পরাজয় ভোগ করেছিলাম ? ঘটনাপ্রবাহ কি এরকমই দেখায় না যে বিরোধীদের নীতি যদি অনুসৃত হতো তাহলে চীনের বিপ্লব বাস্তবে যেমনটি হয়েছে তার থেকে আরও দ্রুত পরাজয়ের সম্মুখীন হতো ? সেই সমস্ত লোক সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য কি যারা বিপ্লবের সময়কালে শ্রেণীশক্তিসমূহের সম্পর্ক বিস্মৃত হয় ও যারা শুধু এই বা সেই পার্টির রণকৌশলের মধ্যে সেই তাবৎ বিষয় ব্যাখ্যার প্রয়াস পায় ? এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে একটি কথাই বলা যায়—তা হল এই যে তারা মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

সিদ্ধান্ত : বিরোধীদের প্রধান ভ্রান্তিগুলি নিম্নরূপ :

(১) বিরোধীরা চীনা বিপ্লবের চারিত্র্য ও সম্ভাবনা অনুধাবন করেননি।

(২) বিরোধীরা চীনের বিপ্লব ও রাশিয়ার বিপ্লবের মধ্যে, উপনিবেশ দেশগুলি ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বিপ্লবের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখেননি।

(৩) বিপ্লবের প্রথম স্তরে উপনিবেশ দেশসমূহে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নে বিরোধীরা লেনিনবাদী কৌশল থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন।

(৪) বিরোধীরা কুওমিনতাঙের মধ্যে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণের প্রশ্নটি অনুধাবন করতে পারেন না।

(৫) বিরোধীরা অগ্রবাহিনী (পার্টি) ও পশ্চাদ্‌বাহিনী (শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক সাধারণ)-র মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্নে লেনিনবাদী কৌশলের নীতিসমূহ লঙ্ঘন করছেন।

(৬) বিরোধীরা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের ষষ্ঠ ও সপ্তম প্লেনামের প্রস্তাবসমূহ থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন।

বিরোধীরা চীনের প্রশ্নে তাঁদের নীতি নিয়ে সোচ্চারে দম্ভ প্রকাশ করছেন এবং দাবি করছেন যে ঐ নীতি যদি গৃহীত হতো তাহলে চীনের পরিস্থিতি এখনকার থেকে আরও ভাল হতো। এতে প্রমাণের অবকাশ সামান্যই যে বিরোধীদের কৃত বিরাট ত্রুটিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যদি বিরোধীদের লেনিনবাদ-বিরোধী ও হঠকারী নীতি গ্রহণ করত তবে তা পুরোপুরি সংকটজনক অবস্থায় গিয়ে পড়ত।

চীনে কমিউনিস্ট পার্টি যে একটি স্বল্প সময়ের মধ্যেই পাঁচ কি ছ' হাজারের এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী থেকে ৬০,০০০ সদস্যবিশিষ্ট এক গণ-পার্টিতে বিকশিত হয়েছে এই ঘটনাটি ; চীনা কমিউনিস্ট পার্টি যে এই সময়ের মধ্যে প্রায় ৩০,০০,০০০ শ্রমিককে ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত করায় সফল হয়েছে এই ঘটনাটি ; চীনা

কমিউনিস্ট পার্টি যে কৃষকসমাজের বহু লক্ষকে তাদের জড়তা থেকে জাগিয়ে তুলতে এবং লক্ষ লক্ষ কৃষককে বিপ্লবী কৃষক সমিতিগুলিতে সামিল করতে সার্থক হয়েছে এই ঘটনাটি; চীনা কমিউনিস্ট পার্টি যে এই সময়ের মধ্যেই জাতীয় সেনাবাহিনীর গোটা রেজিমেন্ট আর ডিভিশনগুলিকে স্বপক্ষে জয় করে নিতে সফল হয়েছে এই ঘটনাটি; চীনা কমিউনিস্ট পার্টি যে এই সময়-কালের মধ্যে সর্বহারাশ্রেণীর একাধিপত্যের ভাবধারাকে একটি আকাঙ্ক্ষা থেকে একটি বাস্তব সত্যে রূপান্তর করতে সফল হয়েছে এই ঘটনাটি—চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যে এক স্বল্প সময়ের মধ্যেই এত সব সাফল্য অর্জনে সমর্থ হয়েছে তার পেছনে অন্যান্য সব কিছু ছাড়াও কারণ এই যে তা লেনিনের রূপায়িত পথ, কমিনটার্নের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করেছে।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে বিরোধীদের নীতিটিকে যদি ঔপনিবেশিক বিপ্লবের প্রশ্নে তার ভুলত্রুটি ও তার লেনিনবাদ-বিরোধী লাইনসমেত অনুসরণ করা হতো তবে চীন বিপ্লবের এই সাফল্যগুলি হয় আদপেই অর্জিত হতো না অথবা সেগুলি হতো একেবারেই গুরুত্বহীন।

কেবল 'অতিবাম' দলছুট আর হঠকারীরাই এতে সন্দিহান হতে পারে।

৩। ইঙ্গ-সোভিয়েত ঐক্য কমিটি[১৭]

ইঙ্গ-সোভিয়েত কমিটি প্রসঙ্গে। বিরোধীরা জোর দিয়ে বলে যে আমরা ইঙ্গ-সোভিয়েত কমিটির ওপরে বলতে গেলে ভরসাই করেছিলাম। এটা সত্য নয় কমরেডগণ। এ হল সেইসব কুৎসার মধ্যে একটি দেউলিয়া বিরোধীরা যার প্রায়শঃই আশ্রয় নিয়ে থাকে। গোটা পৃথিবীই জানে এবং সেই কারণে বিরোধীদেরও জানা উচিত যে আমরা ইঙ্গ-সোভিয়েত কমিটির ওপর নয়, নির্ভর করি বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলনের ওপর এবং সমাজতন্ত্র গড়ে তোলায় আমাদের সাফল্যের ওপর। বিরোধীরা যখন বলে যে আমরা ইঙ্গ-সোভিয়েত কমিটির ওপর নির্ভর করেছিলাম বা করছি তখন তারা পার্টিকে প্রতারিত করে।

তাহলে ইঙ্গ-সোভিয়েত কমিটিটি কি? ইঙ্গ-সোভিয়েত কমিটি হল আমাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলির, সংস্কারপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির, প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নগুলির যোগাযোগের একটি অন্যতম ধরন। বর্তমানে আমরা তিনটি মাধ্যম দিয়ে ইউরোপের শ্রমিক-শ্রেণীকে বৈপ্লবিকীকরণের জন্য আমাদের কাজটি পরিচালনা করছি:

(ক) কমিনটার্নের মাধ্যম দিয়ে, কমিউনিস্ট অংশগুলির মাধ্যম দিয়ে, যার আশু কর্তব্য হল শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন থেকে সংস্কারপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্বকে দূর করা ;

(খ) প্রফিনটার্নের মাধ্যম দিয়ে, বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন সংখ্যালঘুদের মাধ্যম দিয়ে, যার আশু কর্তব্য হল ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রমিক-আভিজাত্যকে পরাস্ত করা ;

(গ) ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে শ্রমিক-আভিজাত্যকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য প্রফিনটার্ন ও তার অংশগুলিকে তাদের সংগ্রামে সাহায্য করার একটি অন্যতম উপায় হিসেবে ইঙ্গ-সোভিয়েত ঐক্য কমিটির মাধ্যম দিয়ে।

প্রথম দুটি মাধ্যম হল প্রধান ও স্থায়ী মাধ্যম, যতদিন পর্যন্ত শ্রেণী ও শ্রেণীসমাজের অস্তিত্ব আছে ততদিন সেগুলি কমিউনিস্টদের কাছে আবশ্যক। তৃতীয়টি হল কেবল একটি সাময়িক, সহযোগী, ধারাবাহিক হলেও কিছুটা খাপছাড়া মাধ্যম এবং সেই কারণেই তা স্থায়ী নয়, নয় সর্বদা বিশ্বস্তও এবং কখনো কখনো তা একেবারেই অবিশ্বস্ত। তৃতীয় মাধ্যমটিকে প্রথম দুটির সমতুল ভাবা হল শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের, সাম্যবাদের বিরুদ্ধে যাওয়া। এই যদি ব্যাপার হয় তাহলে কিভাবে কেউ ইঙ্গ-সোভিয়েত কমিটির ওপর আমাদের নির্ভর করার কথা বলতে পারে ?

ইঙ্গ-সোভিয়েত কমিটি গঠন করায় আমাদের রাজী হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটেনের সংগঠিত শ্রমিকসাধারণের সঙ্গে একটা প্রকাশ্য সংযোগ স্থাপন করা।

কি উদ্দেশ্যে ?

প্রথমতঃ, পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমিকদের একটি যুক্তফ্রন্ট গঠনে সাহায্য করার বা নিদেনপক্ষে এ ধরনের একটি ফ্রন্ট গঠনের পথে প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বাধাদানের প্রচেষ্টাকে ব্যবহৃত করার উদ্দেশ্যে।

দ্বিতীয়তঃ, সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে ও বিশেষভাবে আগ্রাসী হস্তক্ষেপের বিপদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের একটি যুক্তফ্রন্ট গঠনে সাহায্য করার বা নিদেনপক্ষে এ ধরনের একটি ফ্রন্ট গঠনের পথে প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বাধাদানের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে।

প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নগুলির অভ্যন্তরে কমিউনিস্টদের কাজ করা কি আদৌ অনুমোদনযোগ্য ?

এটা শুধু অনুমোদনযোগ্যই নয়, বরং কিছু কিছু সময়ে এইরকম করাটাই নিশ্চিতরূপে আবশ্যক কারণ প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক রয়েছে এবং এইসব ইউনিয়নে যোগ দেওয়ায়, সাধারণের কাছে যাওয়ার একটি পথ খুঁজে পাওয়ায় ও তাদেরকে কমিউনিজমের দিকে জয় করে আনায় অস্বীকৃত হওয়ার কোনও অধিকার কমিউনিস্টদের নেই।

লেনিনের গ্রন্থ **'বামপন্থী' কমিউনিজম, একটি শিশুসুলভ বিশৃংখলা**[20] দেখুন এবং দেখবেন যে লেনিনের রণকৌশল প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নগুলির অভ্যন্তরে কাজ করায় অস্বীকৃত না হওয়াকে কমিউনিস্টদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করেছে।

প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে সাময়িক চুক্তি, ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ে বা রাজনৈতিক ব্যাপারে চুক্তি সম্পাদন করা কি আদৌ অনুমোদনযোগ্য ?

এটা শুধু অনুমোদনযোগ্যই নয় বরং কিছু কিছু সময়ে এরকম করাটা নিশ্চিতরূপেই আবশ্যক। সকলেই জানেন যে পাশ্চাত্যের ট্রেড ইউনিয়নগুলির বেশির ভাগই হল প্রতিক্রিয়াশীল, কিন্তু সেটা কোনও ব্যাপারই নয়। ব্যাপার হল এই যে এইসব ইউনিয়ন হল **গণ** ইউনিয়ন। ব্যাপার এই যে এইসব ইউনিয়নের মাধ্যমে সাধারণের কাছে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু যত্ন নিতে হবে যাতে এইসব চুক্তি বিপ্লবী বিক্ষোভ ও প্রচার পরিচালনায় কমিউনিস্টদের স্বাধীনতাকে না সংকুচিত করে, যাতে এইসব চুক্তি সংস্কারপন্থীদের শিবির বিচ্ছিন্ন করতে ও সেই শ্রমিকসাধারণ যারা এখনো প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের অনুসরণ করে চলে তাদের বিপ্লবী করে তুলতে সাহায্য করে। এইসব শর্তাধীনে, গণ-প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে সাময়িক চুক্তি শুধু অনুমোদনযোগ্যই নয় বরং কখনো কখনো নিশ্চিতরূপে আবশ্যক।

এই বিষয়ে লেনিন যা বলেছেন তা হল :

'পুঁজিবাদ আর পুঁজিবাদ থাকবে না যদি "নির্ভেজাল" সর্বহারারা সর্বহারা ও প্রায় সর্বহারা (যারা নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করে তাদের জীবিকা অংশতঃ নির্বাহ করে) এই দুয়ের মধ্যে, প্রায়-সর্বহারা ও ছোট কৃষক (এবং সাধারণভাবে সামান্য কারিগর, হস্তশিল্পের শ্রমিক ও ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোক্তা) এই দুয়ের মধ্যে, ছোট কৃষক ও মাঝারি কৃষক এই দুয়ের মধ্যে ইত্যাকার অতীব বিচিত্র সব অন্তর্বর্তী স্তরের সাধারণ মানুষ দ্বারা পরিবেষ্টিত না হয়

এবং যদি সর্বহারাশ্রেণী স্বয়ং আরও বেশি বিকশিত ও আরও কম বিকশিত স্তরগুলিতে বিভক্ত না হয়, যদি তা জন্মস্থান, ব্যবসা ও কখনো কখনো ধর্ম ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভক্ত না হয়। **এবং এই সবকিছু থেকেই সর্বহারাশ্রেণীর অগ্রবাহিনীর, তার শ্রেণী-সচেতন অংশের, কমিউনিস্ট পার্টির সর্বহারাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে, শ্রমিক ও ক্ষুদ্র শিল্পোৎপাদকদের বিভিন্ন পার্টির সঙ্গে কৌশলী অভিযানের, বন্দোবস্তের, সমঝওতার আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা, চূড়ান্ত প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়।** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন।) গোটা ব্যাপারটাই নিহিত আছে সর্বহারার রাজনৈতিক সচেতনতা, বিপ্লবী মানসিকতা ও লড়াইয়ের এবং জয়ের সামর্থ্যের **সাধারণ** মানকে অবনত নয় **উন্নত** করার জন্য ঐসব রণকৌশল প্রয়োগের **পদ্ধতি জানার** মধ্যে' (লেনিন: 'রচনাবলী', ২৫তম খণ্ড)।

এবং পুনশ্চ:

'হেণ্ডারসন, ক্লাইনিস, ম্যাকডোনাল্ড ও স্নোডেনরা যে আত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল সেটা সত্য। এটাও সমান সত্য যে তাদের নিজেদের হাতে ক্ষমতালাভে ইচ্ছুক (যদিও প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে তারা বুর্জোয়াদের সঙ্গে একটি যুক্ত মোর্চাকে পছন্দ করে), যে তারা পুরানো বুর্জোয়া ধারায় 'শাসন' করতে চায়, এবং তারা যখন ক্ষমতায় যাবে তখন তারা নিশ্চিতভাবেই শিদেম্যান ও নোস্কেদের মতোই আচার-ব্যবহার করবে। এ সবই সত্য। **কিন্তু এর থেকে কোনমতেই এটা প্রমাণ হয় না যে, তাদের সমর্থন করা হল বিপ্লবের প্রতি বেইমানী করা, বরং এই দাঁড়ায় যে বিপ্লবের স্বার্থেই শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবীদের, এইসব ভদ্রমহোদয়কে কিছুটা পরিমাণে সংসদীয় সমর্থন যোগাতে হবে'** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (ঐ)।

বিরোধীদের দুর্ভাগ্য এই যে তারা লেনিনের এইসব নির্দেশ বোঝে না ও মানে না এবং লেনিনের নীতির বদলে তারা প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেড ইউনিয়নগুলি সম্পর্কে 'অতি-বাম' বাগাড়ম্বর পছন্দ করে।

ইঙ্গ-সোভিয়েত কমিটি কি আমাদের বিক্ষোভ ও প্রচারকে সংকুচিত করে, তা কি এসব সংকুচিত করতে পারে? না, তা পারে না। ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর

ব্যাপক সাধারণের কাছে ব্রিটিশ শ্রমিক-আন্দোলনের নেতাদের অবিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে আমরা সর্বদাই ঐসব নেতাদের সমালোচনা করেছি ও ভবিষ্যতেও সমালোচনা করব। বিরোধীরা এই ঘটনাকে অস্বীকার করুক তো যে আমরা সর্বদাই জেনারেল কাউন্সিলের প্রতিক্রিয়াশীল কাজকর্মের প্রকাশ্যে ও নির্মমভাবে সমালোচনা করেছি।

আমাদের বলা হয়েছে যে এই সমালোচনার দরুণ ব্রিটিশরা ইঙ্গ-সোভিয়েত কমিটি ভেঙে দিতে পারে। বেশ, তাই তারা করুক। ব্যাপারটা এই নয় যে একটা ভাঙন হবে কি হবে না, বরং ব্যাপারটা এই যে কোন্ প্রশ্নের ভিত্তিতে তেমন ঘটছে, সেই ভাঙনের দ্বারা কোন্ ধারণা প্রতিফলিত হবে? বর্তমানে আমরা সাধারণভাবে যুদ্ধের ও বিশেষভাবে আগ্রাসী হস্তক্ষেপের বিপদের সম্মুখীন। ব্রিটিশরা যদি ভেঙে বেরিয়ে যায় তাহলে শ্রমিকশ্রেণী জানবে যে ব্রিটিশ শ্রমিক-আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াশীল নেতারা ভেঙে বেরিয়ে গেছে এই কারণে যে তারা তাদের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের যুদ্ধের সংগঠনকে **মোকাবিলা করতে চায়নি।** এতে সন্দেহের অবকাশ সামান্যই যে এই ধরনের পরিস্থিতিতে ব্রিটিশদের পুরাসংগঠিত কোনও ভাঙন জেনারেল কাউন্সিলকে হেয় করতেই কমিউনিস্টদের সাহায্য করবে কারণ যুদ্ধের প্রশ্নটি হল আজকের দিনের মৌলিক প্রশ্ন।

এটা সম্ভব যে তারা ভেঙে বেরিয়ে যেতে সাহস করবে না। কিন্তু তার অর্থ কি? তার অর্থ এই যে আমরা ব্রিটিশ শ্রমিক-আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদেরকে আমাদের সমালোচনা করার স্বাধীনতা, তাদেরকে অব্যাহতভাবে সমালোচনা করার, ব্যাপক জনগণের কাছে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদকে প্রকট করে দেওয়ার আমাদের স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। এটা কি শ্রমিক-আন্দোলনের পক্ষে ভাল হবে? আমি মনে করি যে এটা খারাপ হবে না।

কমরেডগণ, এই হল ইঙ্গ-সোভিয়েত কমিটির প্রশ্নে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি।

৪। যুদ্ধের হুমকি এবং ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতিরক্ষা

যুদ্ধের প্রশ্ন। সর্বপ্রথমে আমাকে জিনোভিয়েভ ও ট্রট্স্কির এই পুরোপুরি ভুল ও মিথ্যা দাবিটি নস্যাৎ করতে হবে যে আমি আমাদের পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে তথাকথিত 'সামরিক বিরোধীপক্ষের' অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। কমরেডগণ,

এটা পুরোপুরি অসত্য। আরও ভাল কিছু তৈরী করতে না পেরে জিনোভিয়েভ আর ট্রট্স্কি এই অতিকথার উদ্ভাবন করেছিলেন। আমার কাছে আমার সামনেই আছে সেই আক্ষরিক রিপোর্টটি যা থেকে এটা স্পষ্ট যে লেনিনের সঙ্গে একযোগে আমি তথাকথিত 'সামরিক বিরোধীপক্ষের' বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছিলাম। সর্বোপরি এখানে এমন লোকও আছেন যাঁরা অষ্টম পার্টি কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন এবং যাঁরা এই ঘটনাটিকে সঠিক বলেই স্বীকৃতি দিতে পারেন যে অষ্টম কংগ্রেসে আমি 'সামরিক বিরোধীপক্ষের' বিরুদ্ধে বলেছিলাম। আমি ঠিক ততটা কঠোরভাবে 'সামরিক বিরোধীপক্ষের' সমালোচনা করিনি ট্রট্স্কি সম্ভবতঃ যতটা পছন্দ করতেন, তার কারণ এই যে আমি মনে করেছিলাম সামরিক বিরোধীপক্ষের মধ্যে এমন সব চমৎকার কর্মীরা আছেন রণাঙ্গনে যাঁদেরকে বাদ দেওয়া চলে না; কিন্তু আমি যে নিশ্চিতভাবেই সামরিক বিরোধীপক্ষের বিরুদ্ধে বলেছিলাম ও তাদের সঙ্গে লড়াই করেছিলাম সেটা হল এমন একটা ঘটনা যার সম্পর্কে একমাত্র জিনোভিয়েভ আর ট্রট্স্কির মতো বেয়াড়া ব্যক্তিরাই বিতর্ক করতে পারেন।

অষ্টম কংগ্রেসে বিরোধটা ছিল কি নিয়ে? তা ছিল স্বেচ্ছামূলক নীতি ও গেরিলা মনোভাবের অবসান ঘটানো নিয়ে; লৌহদৃঢ় শৃংখলা দ্বারা গ্রথিত শ্রমিক ও কৃষকের একটি অকৃত্রিম, নিয়মিত সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা নিয়ে; এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সামরিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে।

একটি নিয়মিত সেনাবাহিনী ও লৌহদৃঢ় শৃংখলার যারা সমর্থক তারা একটি খসড়া প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। এটির সমর্থন করেছিলেন লেনিন, সোকোলনিকভ, স্তালিন ও অন্যান্যরা। অন্য একটি খসড়া ছিল ভি. স্মার্নভের যা সেনাবাহিনীর মধ্যে যারা গেরিলা মানসিকতার উপাদান বজায় রাখার পক্ষপাতী তাদের দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছিল। সেটার সমর্থন করেছিলেন ভি. স্মার্নভ, সাফারভ, ভরোশিলভ, প্যাতাকভ প্রভৃতি।

আমার ভাষণ থেকে সারাংশ এখানে দেওয়া হল:

'এখানে আলোচিত সবকটি প্রশ্নই শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় একটিতে: রাশিয়ায় একটি কঠোর শৃংখলাবদ্ধ নিয়মিত ফৌজ থাকবে কি থাকবে না?

'ছ'মাস আগে পুরানো জার সেনাবাহিনীর বিপর্যয়ের পরে আমাদের ছিল একটি নতুন, একটি স্বেচ্ছাসেবক ফৌজ, যে ফৌজ ছিল খারাপভাবে সংগঠিত,

যার ছিল যৌথ নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং যা সর্বদা নির্দেশ গ্রাহ্য করত না। এটা ছিল সেই সময়ে যখন আঁতাতগোষ্ঠীর আক্রমণোদ্যোগটা আসন্ন দেখা দিচ্ছিল। ফৌজটি তৈরী হয়েছিল পুরোপুরিভাবে যদি না-ও হয় তবু প্রধানতঃ শ্রমিকদের দিয়ে। এই স্বেচ্ছাসেবক ফৌজে শৃংখলার অভাবহেতু, তা যে সর্বদা নির্দেশ গ্রাহ্য করত না সেইহেতু, ফৌজের পরিচালনায় বিশৃংখলার হেতু আমরা পরাজয় ভোগ করেছিলাম ও কাজানকে শত্রুদের কাছে সমর্পণ করেছিলাম, সে জায়গায় ক্র্যাস্নভ তখন সাফল্যের সঙ্গে দক্ষিণ থেকে অগ্রসরমাণ।...এইসব ঘটনা দেখিয়ে দেয় যে একটি স্বেচ্ছাসেবক ফৌজ সমালোচনার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না, যে আমরা আমাদের প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারব না যদি না আমরা অন্য একটি সেনাবাহিনী, একটি নিয়মিত সেনাবাহিনী তৈরী করি যা শৃংখলাবোধে অনুপ্রাণিত, যা একটি সক্ষম রাজনৈতিক দপ্তরের অধিকারী এবং যা প্রথম নির্দেশেই জেগে উঠতে ও শত্রুর বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতে সমর্থ ও প্রস্তুত।

'আমি এটা বলবই যে আমাদের সেনাবাহিনীতে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ রয়েছে সেই অ-শ্রমিকশ্রেণী উপাদানসমূহ—কৃষকরা—সমাজতন্ত্রের জন্য স্বেচ্ছায় লড়বে না। বহু তথ্যই এই বক্তব্যকে সমর্থন করে। পশ্চাৎ ও সম্মুখ রণাঙ্গনে ক্রমিক বিদ্রোহগুলি, সম্মুখ রণাঙ্গনে ব্যাপক বাড়াবাড়িগুলি প্রমাণ করে যে আমাদের সেনাবাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা তৈরী করছে সেই অ-শ্রমিকশ্রেণী উপাদানসমূহ সাম্যবাদের জন্য স্বেচ্ছায় লড়াই করতে আগ্রহী নয়। সুতরাং, আমাদের কর্তব্য হল এইসব উপাদানকে পুন-শিক্ষিত করা, তাদেরকে লৌহদৃঢ় শৃংখলার আদর্শে অনুপ্রাণিত করা, সম্মুখ ও পশ্চাৎ রণাঙ্গন উভয়তঃই তাদেরকে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব অনুসরণ করানো, আমাদের সাধারণ সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের জন্য তাদেরকে লড়াইয়ে বাধ্য করানো ও যুদ্ধের গতিধারায় এমন একটি সত্যকারের নিয়মিত ফৌজ গঠনের কাজ সম্পূর্ণ করা যা দেশকে রক্ষা করতে একমাত্র সক্ষম।

'প্রশ্নটি দাঁড়ায় এইরকমই।

'...হয় আমরা একটি সত্যিকারের শ্রমিক ও কৃষকের সেনাবাহিনী, একটি কঠোর শৃংখলাবদ্ধ নিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলব ও প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করব অথবা তা আমরা করব না, আর সে ক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্য যাবে হারিয়ে।

'...স্মার্নভ পরিকল্পনা গ্রহণের অযোগ্য কারণ তা মাত্র সেনাবাহিনীর মধ্যেকার শৃংখলাকে নস্যাৎই করে ও একটি নিয়মিত সেনাবাহিনী গড়ে তোলাকে অসম্ভব করে।'[২১]

কমরেডগণ, এই হল ঘটনা।

দেখতেই পাচ্ছেন যে ট্রট্স্কি আর জিনোভিয়েভ আবার কুৎসা ছড়ানোর আশ্রয় নিয়েছেন।

পুনশ্চ। কামেনেভ এখানে জোর দিয়ে বলেছেন যে আমরা যে নৈতিক পুঁজি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আগে অধিকার করেছিলাম তা অতীতের সময়কালে, এই দু'বছর সময়কালে আমরা একেবারে নষ্ট করে ফেলেছি। এটাই কি সত্য? নিশ্চয়ই না! এটা একেবারেই অসত্য!

কামেনেভ বলেননি যে জনগণের কোন্ অংশের কথা তিনি মনে করছেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জনগণের কোন্ অংশের মধ্যে আমরা প্রভাব হারিয়েছি বা লাভ করেছি। কিন্তু আমাদের, মার্কসবাদীদের কাছে স্পষ্টতঃ এই প্রশ্নটিই নির্ণায়ক। উদাহরণস্বরূপ, চীনের কথা ধরা যাক। এটা কি জোর দিয়ে বলা যেতে পারে যে চীনা শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে যে নৈতিক পুঁজি আমাদের দখলে ছিল তা আমরা হারিয়েছি? স্পষ্টতঃই তা হারাতে পারে না। এই কিছুদিন আগেও চীনের শ্রমিক ও কৃষকদের ব্যাপক সাধারণ আমাদের সম্বন্ধে অল্পই জানত। এই কিছুদিন আগেও ইউ. এস. এস. আর-এর মানমর্যাদা চীনা সমাজের এক সংকীর্ণ উচ্চস্তরের মধ্যেই সীমিত ছিল, সীমিত ছিল কুওমিনতাঙদের উদারপন্থী বুদ্ধিজীবীদের সংকীর্ণ মহলে, ফেন উ-সিয়াঙের মতো নেতা, ক্যান্টন জেনারেল ইত্যাদিদের মধ্যে। এখন সেই পরিস্থিতি আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানকালে ইউ. এস. এস. আর চীনের শ্রমিক ও কৃষকের ব্যাপক সাধারণের মধ্যে এমন এক মর্যাদা ভোগ করে যাতে বিশ্বের যে-কোন শক্তি, যে-কোন রাজনৈতিক দল যথেষ্ট ঈর্ষান্বিত হতে পারে। পক্ষান্তরে, চীনের উদারপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে, বিভিন্ন জেনারেল ইত্যাদিদের মধ্যে ইউ. এস. এস. আর-এর সম্মান যথেষ্ট মাত্রায় হ্রাস পেয়েছে; এবং এদের মধ্যে অনেকেই ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে একটা লড়াই চালাতে শুরু করেছে। কিন্তু এতে বিস্ময়ের বা খারাপ কি আছে? ইউ. এস. এস. আর, সোভিয়েত সরকার, আমাদের পার্টির কাছে এরকম কি প্রত্যাশা থাকতে পারে যে আমাদের দেশ চীনা সমাজের **সকল স্তরের মধ্যেই** নৈতিক মর্যাদা উপভোগ করবে?

উদারপন্থীরা ছাড়া আর কেই-বা আমাদের পার্টির কাছ থেকে, সোভিয়েত সরকারের কাছ থেকে এমন প্রত্যাশা করতে পারে? আমাদের কাছে কোন্‌টা বেশি ভাল: চীনের উদারপন্থী বুদ্ধিজীবী ও সকল ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল জেনারেলদের কাছে সম্মান অথবা চীনের শ্রমিক ও কৃষকদের ব্যাপক সাধারণের কাছে সম্মান? আমাদের আন্তর্জাতিক অবস্থানের দিক থেকে, সারা বিশ্ব জুড়ে বিপ্লবের বিকাশের দিক থেকে কোন্‌টা নির্ণায়ক: **চীনা সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল উদারপন্থী গোষ্ঠীসমূহের কাছে ইউ. এস. এস. আর-এর মর্যাদার নিঃসংশয় হ্রাসের সাথে সাথে** শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক সাধারণের কাছে ইউ. এস. এস. আর-এর মর্যাদা বৃদ্ধি, অথবা **জনগণের ব্যাপক সাধারণের কাছে নৈতিক প্রভাবের হ্রাসের সাথে সাথে** ঐসব প্রতিক্রিয়াশীল উদারপন্থী গোষ্ঠীদের মধ্যে সম্মান? কামেনেভ যে সত্য থেকে অনেক দূরে তা বুঝবার জন্য এই প্রশ্নটি উপস্থিত করাই যথেষ্ট।…

কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের ব্যাপারটা কি? এটা কি বলা যেতে পারে যে পাশ্চাত্ত্যের সর্বহারা স্তরের মধ্যে যে নৈতিক পুঁজি আমাদের দখলে ছিল তা আমরা নষ্ট করে দিয়েছি? নিশ্চয়ই না। উদাহরণস্বরূপ, ভিয়েনার শ্রমিকশ্রেণীর সাম্প্রতিক কার্যধারায়, ব্রিটেনে কয়লাখনি ধর্মঘট ও সাধারণ ধর্মঘটে এবং ইউ. এস. এস. আর-এর সমর্থনে জার্মানি ও ফ্রান্সে বহু সহস্র শ্রমিকের বিক্ষোভে কি দেখা যায়? সেগুলি কি এইটাই দেখায় যে শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক সাধারণের মধ্যে সর্বহারার একনায়কত্বের নৈতিক প্রভাবের অবনতি ঘটছে? নিশ্চয়ই না। পক্ষান্তরে সেগুলি দেখায় এই যে পাশ্চাত্ত্যের শ্রমিকদের মধ্যে ইউ.এস.এস. আর এর নৈতিক প্রভাব বাড়ছে ও আরও শক্তিশালী হচ্ছে; যে পাশ্চাত্ত্যের শ্রমিকরা তাদের বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে 'রুশ পদ্ধতিতে' লড়াই করতে শুরু করেছে।

এতে সন্দেহ নেই যে শান্তিবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল উদারপন্থী বুর্জোয়া-শ্রেণীর কিছু স্তরের মধ্যে ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে বৈরিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষ করে বিশজন 'প্রখ্যাত' সন্ত্রাসবাদী ও প্ররোচককে গুলি করে হত্যার[২২] নিমিত্ত। কিন্তু কামেনেভ কি পাশ্চাত্ত্যের বিশাল সর্বহারা জনগণের সৎ পরামর্শের চাইতে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল উদারপন্থী শান্তিবাদী মহলগুলির সুপরামর্শকেই সত্যিকারের মূল্য দেন? এই ঘটনাকে অস্বীকার করার সাহস কার আছে যে বিশজন 'প্রখ্যাত ব্যক্তিদের' গুলি করে হত্যা

করাকে পাশ্চাত্যের শ্রমিকদের ব্যাপক সাধারণ ও সেই সঙ্গে ইউ. এস. এস. আর-এর আমরাও এক গভীর সহমর্মী প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে গ্রহণ করেছি? 'ওদের ঠিকমত সাজা দেওয়া হয়েছে, যতসব শয়তান!'—এই ধরনের ধ্বনির সঙ্গেই বিশজন 'প্রখ্যাত ব্যক্তিকে' গুলি করে হত্যা করাকে শ্রমিকশ্রেণীর জেলাগুলি গ্রহণ করেছে।

আমি জানি যে আমাদের মধ্যে এক ধরনের লোক আছে যারা জোর দিয়ে বলে থাকে যে যত বেশি শান্তশিষ্টভাবে আমরা আচরণ করব ততই আমাদের ভাল হবে। এইসব লোক আমাদেরকে বলে থাকে: 'ব্রিটেন যখন ইউ. এস. এস. আর-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল তখন ইউ. এস. এস. আর-এর সবকিছু ভালই ছিল এবং তা আরও ভাল হয়েছিল যখন ভোইকোভ নিহত হন; কিন্তু ব্যাপারটা খারাপ হয়ে দাঁড়ায় যখন ভোইকোভের হত্যার জবাবে আমরাও আমাদের দাঁত খিঁচিয়ে উঠি ও বিশজন 'প্রখ্যাত' প্রতিবিপ্লবীদের গুলি করে হত্যা করি। ইউরোপে তারা আমাদের জন্য দুঃখিত হয়েছিল ঐ বিশজনকে আমরা গুলি করে মারার আগে, তারা আমাদের প্রতি সহানুভূতিও জানিয়েছিল; আর গুলিচালনার পরে সেই সহানুভূতি উবে গেল ও ইউরোপের জনমত আমাদেরকে যেমনটি চেয়েছিল তেমনটি ভালমানুষ না হওয়ার জন্য তারা আমাদের অভিযুক্ত করতে শুরু করল।'

এই প্রতিক্রিয়াশীল উদারপন্থী চিন্তাধারা সম্পর্কে কি আর বলা যেতে পারে? এর সম্পর্কে একমাত্র এইটুকুই বলা যায় যে এর স্রষ্টারা ইউ. এস. এস. আরকে দন্তহীন, নিরস্ত্র, তার শত্রুদের পদতলে অবলুণ্ঠিত ও তাদের কাছে আত্মসমর্পিত করে দেখতে চায়। এক ছিল 'রক্তাক্ত বেলজিয়াম' যার ছবি একদা সিগারেটের মোড়ক অলংকৃত করত। তাহলে এক 'রক্তাক্ত' ইউ. এস. এস. আর থাকবে না কেন? সব লোকে তখন তাকে সহানুভূতি জানাবে, তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করবে। কিন্তু না, কমরেডগণ! আমরা এতে রাজী নই। বরং ঐসব উদারপন্থী শান্তিবাদী দার্শনিকেরা তাদের ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতি 'সহানুভূতি' সমেত জাহান্নমে যাক! শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক সাধারণের সহানুভূতি যদি আমাদের থাকে তাহলে বাদবাকী স্বতঃই আসবে। আর এটা যদি দরকারই হয় যে কারুর 'রক্তপাত' হতে হবে, তাহলে যাকে রক্তাক্তভাবে ক্ষতবিক্ষত হতে হবে ও যার 'রক্তপাত' হবে তা ইউ. এস. এস. আর না হয়ে যাতে কোনও বুর্জোয়া দেশ হয় সেটা

নিশ্চিত করার জন্য আমরা সর্ববিধ প্রচেষ্টা চালাব।

যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী কিনা সে সম্পর্কে। জিনোভিয়েভ অত্যন্ত জোরের সঙ্গে এখানে বলেছেন যে বুখারিনের তত্ত্বের মতে যুদ্ধ 'সম্ভব' ও 'অবশ্যম্ভাবী', কিন্তু তা চূড়ান্ত অবশ্যম্ভাবী নয়। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে এরকম একটি ধারণা পার্টিকে বিভ্রান্ত করে দেবে। আমি জিনোভিয়েভের 'ভবিষ্যৎ যুদ্ধের নক্শা' নিবন্ধটি সংগ্রহ করে তার ওপর চোখ বুলিয়েছিলাম। এবং কি দেখলাম? দেখলাম যে জিনোভিয়েভের নিবন্ধে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী **হয়ে পড়া** সম্পর্কে একটি কথাও নেই; আক্ষরিক অর্থেও একটি শব্দ নেই। উক্ত নিবন্ধে জিনোভিয়েভ বলেছেন যে একটি নতুন যুদ্ধ **সম্ভব**। একটি যুদ্ধ যে **সম্ভব** তা প্রমাণের জন্য সেখানে একটি গোটা অধ্যায়ই নিযুক্ত হয়েছে। সেই অধ্যায় শেষ হয়েছে এই বাক্যটি দিয়ে: 'সেই কারণেই বলশেভিক-লেনিনবাদীদের পক্ষে একটি নতুন যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্পর্কে চিন্তা করা ন্যায়সংগত ও আবশ্যক।' (**সাধারণের হাস্যরোল।**) কমরেডগণ, লক্ষ্য করুন—একটি নতুন যুদ্ধের **সম্ভাবনা** সম্পর্কে **'চিন্তা করা'**। নিবন্ধের একটি অনুচ্ছেদে জিনোভিয়েভ বলেছেন যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী **'হতে চলেছে'**, কিন্তু তিনি যুদ্ধের ইতিমধ্যেই অবশ্যম্ভাবী **হয়ে পড়া** সম্পর্কে একটি কথাও বলেননি, আক্ষরিক অর্থেও বলেননি একটি শব্দ। এবং এই ব্যক্তিটিরই বুখারিনের সেই তত্ত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের ঔদ্ধত্য—আর কোন্ নম্রতমভাবেই-বা এ কথা বলা যায়?—হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে যুদ্ধ সম্ভব ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে।

যুদ্ধ 'সম্ভব' বলতে এখন কি বোঝানো হচ্ছে? এর অর্থ হচ্ছে আমাদেরকে অন্ততঃপক্ষে সাত বছর মতো পেছনে টেনে নিয়ে যাওয়া, কারণ সেই সুদূর প্রায় সাত বছর আগে লেনিন বলেছিলেন যে ইউ. এস. এস. আর এবং পুঁজিবাদী দুনিয়ার মধ্যে যুদ্ধ সম্ভব। যা অনেককাল আগে বলা হয়েছিল তার পুনরুল্লেখ করা ও অতীতের নিকট নিজের প্রত্যাবর্তনকে এক নতুন বক্তব্য উত্থাপন বলে প্রতিপন্ন করা কি জিনোভিয়েভের পক্ষে সমীচীন?

যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী **হতে চলেছে** বলতে এখন কি বোঝানো হচ্ছে? এর অর্থ হচ্ছে আমাদেরকে অন্ততঃপক্ষে চার বছর মতো পেছনে টেনে নিয়ে যাওয়া কারণ সেই সুদূর কার্জন চরমপত্রের[২৩] আমলেই আমরা বলেছিলাম যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হতে চলেছে।

এটা কি করে হতে পারে যে এই গতকালই মাত্র যে জিনোভিয়েভ যুদ্ধ সম্পর্কে এমন এক বিভ্রান্তিকর ও পুরোপুরি অলীক এক নিবন্ধ লিখেছিলেন যাতে যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়া সম্পর্কে একটি শব্দও অন্তর্ভুক্ত নেই, কি করে হতে পারে যে সেই ব্যক্তিই যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে বুখারিনের স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট তত্ত্বাবলীকে আক্রমণ করার স্পর্ধা দেখিয়েছেন? এটা হয়েছে কারণ জিনোভিয়েভ নিজে গতকাল যা লিখেছিলেন তা ভুলে গেছেন। মোদ্দা ব্যাপার এই যে জিনোভিয়েভ সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের মধ্যে একজন যারা আগের দিন নিজেরাই কি লিখেছে শুধু সেইটা ভুলে যাওয়ার জন্য লিখে চলে। (**হাস্যরোল।**)

জিনোভিয়েভ এখানে জোর দিয়ে বলেছেন যে যুদ্ধ সম্ভব ও অবশ্যম্ভাবী এই মন্তব্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বুখারিন তাঁর তত্ত্ব রচনায় কমরেড চিকেরিনের দ্বারা 'প্ররোচিত' হয়েছেন। আমি প্রশ্ন করি: যুদ্ধ যখন ইতিমধ্যেই অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে তখন যুদ্ধ বর্তমানে সম্ভব হতে চলেছে এই বিষয় নিয়ে একটি নিবন্ধ রচনায় জিনোভিয়েভ কার দ্বারা 'প্ররোচিত' হয়েছেন? (**হাস্যরোল।**)

পুঁজিবাদের সুস্থিতীভবন সংক্রান্ত প্রশ্ন। জিনোভিয়েভ এখানে বুখারিনের তত্ত্বকে আক্রমণ করেছেন এই জোর বক্তব্য রেখে যে সুস্থিতীভবনের প্রশ্নে তা কমিনটার্নের অবস্থান থেকে বিচ্যুত। নিঃসন্দেহে এটা বাজে বক্তব্য। এর দ্বারা জিনোভিয়েভ সুস্থিতীভবনের প্রশ্নে, বিশ্ব পুঁজিবাদের প্রশ্নে নিজের অজ্ঞতাকেই মাত্র উদ্ঘাটন করেছেন। জিনোভিয়েভ মনে করেন যে একবার সুস্থিতীভবন হলেই বিপ্লবের উদ্দেশ্য বিলুপ্ত হয়! তিনি বুঝতে পারেন না যে সুস্থিতীভবনের ফল হিসেবেই পুঁজিবাদের সংকট ও তার পতনের প্রস্তুতি উদ্ভূত হয়। এটা কি ঘটনা নয় যে পুঁজিবাদ সম্প্রতিকালে তার কলাকৌশলকে পূর্ণাঙ্গ ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিন্যস্ত করেছে ও এমন এক বিরাট পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করেছে যা বাজার খুঁজে পাচ্ছে না? এটা কি ঘটনা নয় যে শ্রমিক-শ্রেণীকে আক্রমণ করে ও সাময়িকভাবে নিজেদের আপন অবস্থানকে শক্তিশালী করে পুঁজিবাদী সরকারগুলি আরও বেশি বেশি করে এক ফ্যাসিবাদী চরিত্র পরিগ্রহ করছে? এইসব ঘটনায় কি প্রতিপন্ন হয় যে সুস্থিতীভবন স্থায়ী হতে পেরেছে? অবশ্যই তা নয়। পক্ষান্তরে, এ সমস্তই হল ঠিক সেই ঘটনাগুলি যা বিশ্ব পুঁজিবাদের বর্তমান সংকটকে তীব্রতর করে তুলতে চলছে, এ সংকট

বিগত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পূর্ববর্তী সংকটের চাইতে অতুলনীয়ভাবে গভীর।

পুঁজিবাদী সরকারগুলি যে একটি ফ্যাসিবাদী চরিত্র পরিগ্রহ করছে ঠিক এই ঘটনাটিই পুঁজিবাদী দেশগুলির আভ্যন্তর পরিস্থিতিকে ঘোরাল করতে উদ্যত হয় ও শ্রমিকদের বৈপ্লবিক কার্যক্রমের উন্মেষ ঘটায় (ভিয়েনা, ব্রিটেন)।

পুঁজিবাদ যে তার কলাকৌশলকে বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে বিন্যস্ত করছে ও এমন এক বিরাট পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করছে যা বাজার গ্রহণ করতে অক্ষম এই ঘটনাটি, ঠিক এই ঘটনাটিই বাজারের জন্য ও পুঁজি রপ্তানির ক্ষেত্রের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের অভ্যন্তরে লড়াই তীব্রতর করতে উদ্যত হয় এবং এক নতুন যুদ্ধের, দুনিয়ার এক নতুন পুনর্বণ্টনের পরিবেশ সৃষ্টির দিকে এগিয়ে চলে।

এটা বোঝা কি কঠিন যে বিশ্ববাজারের সীমিত সামর্থ্য ও 'প্রভাবাধীন এলাকা'র স্থায়িত্বের সঙ্গে একত্রিত হয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদন-যোগ্যতার মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি বাজারের জন্য লড়াইকে জোরদার করে ও পুঁজিবাদের সংকটকে গভীর করে তোলে?

পুঁজিবাদ এই সংকটের সমাধান করতে পারত যদি তা শ্রমিকদের মজুরি কয়েকগুণ বাড়াতে পারত, যদি তা কৃষকসমাজের বৈষয়িক অবস্থা ভালমতো উন্নত করতে পারত, যদি তা এসবের মাধ্যমে শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক সাধারণের ক্রয়ক্ষমতাকে ভালমতো বাড়াতে পারত ও আভ্যন্তরীণ বাজারের সামর্থ্যকে প্রসারিত করতে পারত। কিন্তু তা যদি এমনই করত তাহলে তো পুঁজিবাদ আর পুঁজিবাদ থাকত না। পুঁজিবাদ যে এমন করতে পারে না স্পষ্টতঃ সেই কারণে, পুঁজিবাদ যে তার 'আয়'কে ব্যবহার করে শ্রমজীবী জনগণের অধিকাংশের উন্নতিবিধানে নয় বরং তাদের শোষণকে জোরদার করার জন্য ও আরও বেশি 'আয়'-এর উদ্দেশ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে পুঁজি রপ্তানি করার জন্য স্পষ্টতঃ সেই কারণে—স্পষ্টতঃই সেইহেতু বাজারের জন্য ও পুঁজি রপ্তানির ক্ষেত্রের জন্য লড়াই দুনিয়ার ও প্রভাবাধীন এলাকাগুলির এক নতুন পুনর্বণ্টনের এমন এক বেপরোয়া সংগ্রামের উদ্ভব ঘটায় যে সংগ্রাম এক নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে ইতিমধ্যেই অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে।

কিছু সাম্রাজ্যবাদী মহল কেন ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতি বাঁকা চোখে তাকায় ও তার বিরুদ্ধে একটি যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলে? কারণ ইউ. এস. এস. আর হল একটি খুবই মূল্যবান বাজার ও পুঁজি রপ্তানির ক্ষেত্র। কেন এই

একই সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী চীনে হস্তক্ষেপ করছে? কারণ চীন হল একটি খুবই মূল্যবান বাজার ও পুঁজি রপ্তানির ক্ষেত্র। ইত্যাদি ইত্যাদি।

একটি নতুন যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতার এই হল ভিত্তি আর হেতু, তা সে আলাদা আলাদা সাম্রাজ্যবাদী মোর্চার মধ্যে অথবা ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে যেখানেই ঘটুক না কেন।

বিরোধীদের দুর্ভাগ্য এই যে তারা এইসব সহজ, প্রাথমিক ব্যাপারগুলি অনুধাবন করে না।

আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্ন। এবং এইবার আমাকে এই সর্বশেষ প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করতে অনুমতি দিন যে আমাদের বিরোধীরা ইউ. এস. এস. আরকে কেমনভাবে রক্ষা করতে চাইছে।

কমরেডগণ, একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর, একটি নির্দিষ্ট প্রবণতার, একটি নির্দিষ্ট পার্টির বৈপ্লবিক ভাবধারা তার প্রদত্ত বিবৃতি বা ঘোষণাসমূহের মাধ্যমেই পরীক্ষিত হয় না। একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর, একটি নির্দিষ্ট প্রবণতার, একটি নির্দিষ্ট পার্টির পরীক্ষা হয় তার কাজের দ্বারা, তার ব্যবহারিক আচরণের দ্বারা, তার ব্যবহারিক পরিকল্পনার দ্বারা। বিবৃতি আর ঘোষণাগুলি যত চমৎকারই হোক না কেন যদি সেগুলি কাজের দ্বারা পরিপুষ্ট না হয়, যদি সেগুলি বাস্তবে না রূপায়িত হয় তবে সেগুলি বিশ্বাস করা যেতে পারে না।

সকল সম্ভাব্য গোষ্ঠীগুলির প্রবণতা ও পার্টিগুলির মধ্যে একটি সীমারেখা হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এ রকম একটি প্রশ্ন রয়েছে যা সেগুলি বিপ্লবী কি বিপ্লব-বিরোধী তা যাচাই করে। আজ সেই প্রশ্নটি হল সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতিরক্ষার, ইউ. এস. এস. আর-এর নিঃশর্ত ও দ্বিধাহীন প্রতিরক্ষার।

একজন **বিপ্লবী** হল সে-ই যে কোনও দ্বিধা ছাড়া, শর্ত ছাড়া, গোপন সামরিক সম্মেলনে না গিয়েই প্রকাশ্যে ও সৎভাবে ইউ. এস. এস. আরকে রক্ষা করতে, তাকে বাঁচাতে প্রস্তুত; কারণ ইউ. এস. এস. আর-ই হল দুনিয়ায় প্রথম সর্বহারার বিপ্লবী রাষ্ট্র, এমন একটি রাষ্ট্র যা সমাজতন্ত্র গঠনে রত। একজন **আন্তর্জাতিকতাবাদী** হল সে-ই যে দ্বিধা ছাড়া, দোদুল্যমানতা ছাড়া, শর্তহীনভাবে ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতিরক্ষায় প্রস্তুত; কারণ ইউ. এস. এস. আর-ই হল বিশ্ববিপ্লবী আন্দোলনের ঘাঁটি আর ইউ. এস. এস. আরকে রক্ষা না করলে এই বিপ্লবী আন্দোলনকে রক্ষা করা ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে

পারে না। কারণ ইউ. এস. এস. আরকে বর্জন করে বা তার বিরুদ্ধাচরণ করে বিশ্ববিপ্লবী আন্দোলনকে রক্ষা করার কথা যে ব্যক্তিই চিন্তা করে সে বিপ্লবেরই বিরুদ্ধে যায় ও অবশ্যই সুনিশ্চিতভাবে বিপ্লবের শত্রুদের শিবিরে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

যুদ্ধের হুমকির সামনে পড়ে এখন দুটি শিবির তৈরী হয়েছে এবং তার ফলে দুটি অবস্থানের উদ্ভব ঘটেছে: ইউ. এস. এস. আর-এর নিঃশর্ত প্রতিরক্ষার এবং ইউ. এস. এস. আর-এর সঙ্গে লড়াইয়ের। এই দুয়ের মধ্য থেকেই বেছে নিতে হবে কারণ তৃতীয় কোন অবস্থান নেই, তা থাকতে পারেও না। এই বিষয়ে নিরপেক্ষতা, দোলাচলচিত্ততা, সংশয়, একটি তৃতীয় অবস্থানের অন্বেষণ হল দায়িত্ব পরিহারের, ইউ. এস. এস. আরকে রক্ষা করার নিঃশর্ত লড়াই থেকে এড়িয়ে যাওয়ার, ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতিরক্ষার সবচেয়ে সংকটময় সময়ে হারিয়ে যাওয়ারই প্রয়াস। দায়িত্ব পরিহারের অর্থ কি? এর অর্থ হল ইউ. এস. এস. আর এর শত্রুদের শিবিরে সঙ্গোপনে স্খলিত হওয়া।

ব্যাপারটি এখন এইরকমই দাঁড়িয়ে আছে।

ইউ. এস. এস. আরকে রক্ষা করার, তার প্রতিরক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধীদের ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়িয়ে আছে?

যেহেতু ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে তাই ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ বেধে যায় তাহলে ট্রট্স্কি যে প্রতিরক্ষার 'তত্ত্বটি', প্রতিরক্ষার শ্লোগানটিকে হাতে মজুত রাখছেন সেইটি আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কাছে লেখা ট্রট্স্কির চিঠিটির উল্লেখ করতে আমাকে অনুমতি দিন। কমরেড মলোটভ তাঁর ভাষণে এই চিঠি থেকে ইতিমধ্যেই একটি অনুচ্ছেদ উধৃত করেছেন কিন্তু তিনি গোটা বক্তব্যটি উধৃত করেননি। এটি সম্পূর্ণ উধৃত করতে আমাকে অনুমতি দিন।

পরাজয়বাদ ও প্রতিরক্ষাবাদ বলতে ট্রট্স্কি এইরকমই বুঝে থাকেন:

'পরাজয়বাদ কি? তা হল একটি নীতি যা একটি বৈরী শ্রেণীর দখলীকৃত কারুর "নিজের" রাষ্ট্রেরই পরাজয়কে সহজসাধ্য করার লক্ষ্যকে অনুসরণ করে। পরাজয়বাদের অন্য কোনও ধারণা ও ব্যাখ্যা হবে তাকে ভুল বোঝানো। এইভাবে, উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি বলে যে স্পষ্টতঃ শ্রমিকদের রাষ্ট্রের জয়লাভের স্বার্থে অজ্ঞ ও অসৎ জোচ্চোরদের রাজনৈতিক লাইনকে জঞ্জালের মতো দূরে হঠাতে হবে তাহলে সেই বক্তব্য তাকে

"পরাজয়বাদী" করে তোলে না। পক্ষান্তরে, নির্দিষ্ট বাস্তব পরিবেশে সে তদ্দ্বারা বিপ্লবী প্রতিরক্ষাবাদকেই অকৃত্রিমভাবে প্রকাশ করছে: মতাদর্শগত জঞ্জাল জয়লাভ এনে দেয় না!

'অন্যান্য শ্রেণীর ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত, এবং খুব শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্তই পাওয়া যেতে পারে। আমরা কেবল একটির উল্লেখ করব। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সূচনাপর্বে ফরাসী বুর্জোয়াশ্রেণী তার নেতৃত্বে পেয়েছিল এমন একটি সরকার যার পাল বা হাল কিছু ছিল না। ক্লিমেনসিউ গোষ্ঠী সেই সরকারের বিরুদ্ধে ছিল। যুদ্ধ এবং সামরিক বিবাচন (সেন্সরশিপ) সত্ত্বেও, জার্মানরা যে প্যারি থেকে আশি কিলোমিটার দূরে এমনকি এই ঘটনা সত্ত্বেও (ক্লিমেনসিউ বলেছিলেন: "ঠিক এই কারণেই"), তিনি পেটি-বুর্জোয়া ন্যাকামি ও অস্থিরমতির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী দুর্দমনীয়তা ও নির্মমতার জন্য এক প্রচণ্ড লড়াই চালিয়েছিলেন। ক্লিমেনসিউ তাঁর শ্রেণী, বুর্জোয়াদের প্রতি বেইমান ছিলেন না; বরং তিনি তাদের ভিভিয়ানী, পেনলিভ্ কোম্পানীর চাইতে অনেক বেশি আনুগত্যের সঙ্গে, দৃঢ়তার সঙ্গে ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সেবা করেছিলেন। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ এটাই প্রমাণ করেছিল। ক্লিমেনসিউ গোষ্ঠী ক্ষমতাশীল হয় ও তারা অনেক বেশি সুসম্বদ্ধ, অধিকতর লুণ্ঠনমুখী সাম্রাজ্যবাদী নীতি ফরাসী বুর্জোয়াশ্রেণীর জয়লাভকে সুনিশ্চিত করে। এমন কোনও ফরাসী সাংবাদিক ছিল কি যে ক্লিমেনসিউ গোষ্ঠীকে পরাজয়বাদী বলবে? নিশ্চয়ই ছিল: সকলশ্রেণীর প্রবাহেই বোকা আর কুৎসা নিক্ষেপকারীরা থাকে। তারা কিন্তু সব সময় সমান এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ পায় না' (কমরেড ওর্জো-নিকিদ্জের কাছে ট্রট্স্কির চিঠির উধৃতি, ১১ই জুলাই, ১৯২৭)।

ট্রট্স্কির প্রস্তাবিত ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতিরক্ষার 'তত্ত্বটি' হল এই-রকমই।

এর দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে 'পেটি-বুর্জোয়া ন্যাকামি ও অস্থিরমতি'—এইটিই হল আমাদের পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা, আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠতা, আমাদের সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ক্লিমেনসিউ—তা হল ট্রট্স্কি ও তার গোষ্ঠী। (**হাস্যরোল**।) এতে প্রতিপন্ন হয় যে শত্রু যদি ক্রেমলিনের প্রাচীরের, ধরা যাক, আশি কিলোমিটারের মধ্যে চলে আসে তাহলে ক্লিমেনসিউর এই নতুন সংস্করণ, এই মজাদার-যাত্রাদলের ক্লিমেনসিউ সর্বপ্রথমে বর্তমান সংখ্যা-

শুরুকে উৎখাত করার জন্য চেষ্টা করবেন স্পষ্টতঃই এই কারণে যে শত্রু ক্রেমলিন থেকে আশি কিলোমিটারের মধ্যে এবং একমাত্র তার পরেই তিনি রক্ষাকার্য শুরু করবেন। এবং এতে প্রতিপন্ন হয় যে আমাদের মজাদার-যাত্রাদলের ক্লিমেনসিউ যদি তাতে সফল হন তাহলে সেটাই হবে ইউ. এস. এস. আর-এর অকৃত্রিম ও নিঃশর্ত প্রতিরক্ষা।

এবং এটা করতে গিয়ে তিনি, ট্রট্স্কি অর্থাৎ ক্লিমেনসিউ সর্বপ্রথমে 'শ্রমিকদের রাষ্ট্রের জয়লাভের স্বার্থে জঞ্জাল দূরে হঠিয়ে দেওয়ার' জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন। এবং এই 'জঞ্জালটা' কি? প্রতিপন্ন হয় যে তা হল আমাদের পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা, কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে শত্রু যখন ক্রেমলিনের আশি কিলোমিটারের মধ্যে আসে তখন এই মজাদার-যাত্রাদলের ক্লিমেনসিউ ইউ. এস. এস. আরকে রক্ষা করতে নয়, বরং পার্টির বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠকে উৎখাত করতেই মাথা ঘামাবেন। আর এটাকেই তিনি বলেন প্রতিরক্ষা।

অবশ্য চার মাস সময়কালের মধ্যে যারা কোনওক্রমে কষ্টেসৃষ্টে হাজারখানেক ভোট জড়ো করতে পেরেছে সেই ক্ষুদ্র অসার-কল্পনাপ্রবণ গোষ্ঠীর কাছ থেকে, সেই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর কাছ থেকে দশ লক্ষের শক্তিবিশিষ্ট একটি পার্টিকে 'আমরা তোমাদের দূরে হঠিয়ে দেব' এই হুমকি দিতে শোনা বেশ মজারই ব্যাপার। ট্রট্স্কির গোষ্ঠীর অবস্থা যে নিশ্চিতভাবেই কতদূর শোচনীয় তা এ থেকেই আপনারা যাচাই করতে পারবেন যে তারা চার মাস মাথার ঘাম ফেলে মেহনত করে কোনওক্রমে হাজারখানেক স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছে। আমি মনে করি যে যে কোনও বিরোধী গোষ্ঠীই যদি কিভাবে কাজে নিরত হতে হয় তা জানে তাহলে কয়েক হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহে সক্ষম। আমি আবার বলছি যে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী যার নেতাদের সংখ্যা সৈন্যদের ছাপিয়ে যায় (**হাস্যরোল**) এবং যারা পুরো চার মাসকাল কঠোর পরিশ্রম করে কোনওক্রমে কষ্টেসৃষ্টে হাজারখানেক স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছে তাদের কাছ থেকে দশ লক্ষ শক্তিবিশিষ্ট একটি পার্টিকে 'আমরা তোমাদের দূরে হঠিয়ে দেব' বলে হুমকি দিতে শোনাটা মজারই ব্যাপার। (**হাস্যরোল।**)

কিন্তু কিভাবে দশ লক্ষ শক্তির একটি পার্টিকে এক ক্ষুদ্র উপদলীয় গোষ্ঠী 'দূরে হঠিয়ে দিতে' পারে? বিরোধীপক্ষের কমরেডরা কি মনে করেন যে পার্টির বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা, কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোনও আকস্মিক

ব্যাপার, পার্টিতে তার কোন ভিত্তিই নেই, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে তার কোন মূল নেই, তা এক মজাদার-যাত্রাদলের ক্লিমেনসিউর হাতে নিজেকে স্বেচ্ছায় 'দূরে হঠে' যেতে দেবে? না, এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোনও আকস্মিক ব্যাপার নয়। তা আমাদের পার্টির বিকাশের গতিপথে বছরের পর বছর ধরে গড়ে উঠেছে; তা অক্টোবরের সময়কালে, অক্টোবরের পরবর্তী সময়কালে, গৃহযুদ্ধের সময়কালে এবং সমাজতন্ত্র গঠনের সময়ে সংগ্রামের আগুনে পরীক্ষিত হয়েছে।

এমন একটি সংখ্যাগরিষ্ঠকে 'দূরে হঠাতে' হলে পার্টির ভেতর গৃহযুদ্ধের সূচনা করা প্রয়োজন। এবং সেই কারণে শত্রু যখন ক্রেমলিন থেকে আশি কিলোমিটার দূরে থাকবে তেমন একটি সময়ে ট্রট্স্কি পার্টির ভেতর গৃহযুদ্ধ শুরু করার চিন্তা করছেন। মনে হয় এর থেকে বেশি দূরে খুব কম লোক যেতে পারে।...

কিন্তু বিরোধীদের বর্তমান নেতাদের ব্যাপার কি? তারা কি পরীক্ষিত হননি? এটা কি আকস্মিক যে তাঁরা, আমাদের পার্টিতে একদা যাঁরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁরা পরবর্তীকালে দলছুট হয়ে যান? এর কি প্রমাণের আর কোনও প্রয়োজন আছে যে এটাকে এক আকস্মিক ঘটনা বলে গণ্য করা যেতে পারে না? ভাল কথা, ট্রট্স্কি চাইছেন সেই ছোট্ট গোষ্ঠী যা বিরোধীদের কর্মসূচীতে স্বাক্ষর দিয়েছে তার সাহায্যে শত্রু যখন ক্রেমলিন থেকে আশি কিলোমিটারের মধ্যে থাকবে তখন সেইরকম একটি সময়ে আমাদের পার্টির ইতিহাসের চাকাকে উল্টোমুখে ঘুরিয়ে দিতে এবং বলা হয়েছে যে কমরেডদের কেউ কেউ যাঁরা বিরোধীদের কর্মসূচীতে সই দিয়েছেন তাঁরা তা করেছেন এই চিন্তা করে যে তাঁরা যদি সই করেন তবে তাঁদেরকে সামরিক কার্যোপলক্ষে তলব করা হবে না। **(হাস্যরোল।)**

না, প্রিয় ট্রট্স্কি আমার, 'জঞ্জাল দূরে হঠানোর' বিষয়ে কিছু না বলাটাই আপনার পক্ষে বেশি ভাল হবে। এ বিষয়ে কিছু না বলাটা বেশি ভাল এই কারণে যে, এসব শব্দ হল সংক্রামক। সংখ্যাগরিষ্ঠ যদি জঞ্জাল দূরে হঠানোর প্রক্রিয়ায় আপনাদের দ্বারা সংক্রামিত হয় তাহলে আমি জানি না যে সেটা বিরোধীদের পক্ষে ভাল হবে কিনা। সর্বোপরি, কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যা-গরিষ্ঠের পক্ষে এই প্রক্রিয়ায় সংক্রামিত হয়ে পড়া ও কাউকে না কাউকে 'দূরে হটিয়ে দেওয়া' অসম্ভব নয়।

দূরে হটিয়ে দেওয়া সম্পর্কে কথা বলাটা সর্বদা কাম্য বা নিরাপদ নয় কারণ

তা আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে 'সংক্রামিত' হতে পারে ও তাকে বাধ্য করতে পারে কাউকে না কাউকে 'দূরে হঠিয়ে দিতে'। এবং ট্রট্স্কি যদি পার্টি ও তার সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে ঝাঁটা চালানোর কথা ভাবেন, তাহলে এটা কি বিস্ময়-জনক হবে যদি পার্টি সেই ঝাঁটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয় ও বিরোধীপক্ষের বিরুদ্ধে তা ব্যবহার করে?

এখন আমরা জানছি যে বিরোধীরা কেমনভাবে ইউ. এস. এস. আরকে রক্ষা করতে আগ্রহী। সমগ্র বিরোধীপক্ষের দ্বারা যা সমর্থিত ট্রট্স্কির সেই ক্লিমেনসিউ সম্বন্ধীয় মূলতঃ পরাজয়বাদী তত্ত্বই এর যথেষ্ট উজ্জ্বল সাক্ষ্য।

তাহলে দাঁড়ায় এই যে ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতিরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য সর্বপ্রথমে দরকার ক্লিমেনসিউ পরীক্ষাটি পরিচালনা করা।

ইউ. এস. এস. আর-এর 'নিঃশর্ত' প্রতিরক্ষার পথে সেটাই, বলতে গেলে, বিরোধীদের প্রথম পদক্ষেপ।

এটাও প্রতিপন্ন হয় যে ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতিরক্ষার পথে দ্বিতীয় পদক্ষেপ হল আমাদের পার্টিকে একটি মধ্যপন্থী পার্টি বলে ঘোষণা করা। আমাদের পার্টি যে কমিউনিজমের বাম বিচ্যুতি (ট্রট্স্কি-জিনোভিয়েভ) ও কমিউনিজমের দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি (স্মার্ভ-স্তাপ্রোনভ) উভয়ের সঙ্গেই লড়াই করছে এই ঘটনাটিকে আমাদের অজ্ঞ বিরোধীরা আপাতঃদৃষ্টিতে মধ্যপন্থা বলে গণ্য করছে।

এটা প্রতিপন্ন হয় যে এই মূর্খেরা ভুলে গেছে যে দুটো বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা কেবল লেনিনের নির্দেশই পালন করছি, তিনি 'বাম তত্ত্বান্ধতা' ও 'দক্ষিণ সুবিধাবাদ' উভয়েরই বিরুদ্ধে এক দৃঢ়পণ লড়াইয়ের ওপর পুরোমাত্রায় জোর দিয়েছিলেন।

বিরোধীদের নেতারা লেনিনবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে গেছেন ও তাঁরা লেনিনের নির্দেশগুলিকে বিস্মৃতির গর্ভে প্রেরণ করেছেন। বিরোধীদের নেতারা এ কথা মানতে গররাজী হন যে তাঁদের গোষ্ঠী, বিরোধী গোষ্ঠী হল কমিউ-নিজমের বাম ও দক্ষিণ ভ্রষ্টাচারীদেরই একটি গোষ্ঠী, তাঁরা এটাও মানতে গররাজী হন যে তাঁদের বর্তমান গোষ্ঠীটি হল ট্রট্স্কির সেই অন্ধকার অতীতের জঘন্য আগস্ট গোষ্ঠীরই এক নতুন ভিত্তির ওপর নতুন সৃষ্টি। তাঁরা বুঝতে অনিচ্ছুক যে এটা হল সেই গোষ্ঠী যা অধঃপতনের বিপদকে লালন করে। তাঁরা স্বীকার করতে গররাজী যে সেই বজ্জাত ও প্রতিবিপ্লবী মাসলো ও রুথ

ফিশারের মতো 'অতি-বাম' এবং জর্জীয় জাতীয়তাবাদী ভ্রষ্টাচারীদের একই শিবিরে মিলন হল সবচেয়ে খারাপ ধরনের বিলুপ্তিবাদী আগস্ট গোষ্ঠীরই এক অনুকৃতি।

এবং সেই কারণেই এটা প্রতিপন্ন হয় যে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজন হল আমাদের পার্টিকে একটি মধ্যপন্থী পার্টি বলে ঘোষণা করা এবং শ্রমিকদের চোখে তার যা আকর্ষণ আছে তা থেকে তাকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চালানো।

ইউ. এস. এস. আর-এর 'নিঃশর্ত' প্রতিরক্ষার পথে বিরোধীদের, বলতে গেলে, এটাই হল দ্বিতীয় পদক্ষেপ।

ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতিরক্ষার পথে সম্ভবতঃ তৃতীয় পদক্ষেপটি হল আমাদের পার্টিকে অস্তিত্বহীন বলে ঘোষণা করা ও একে 'স্তালিনের উপদল' বলে চিত্রিত করা। বিরুদ্ধবাদীরা এর দ্বারা কি বোঝাতে চায়? তারা বোঝাতে চায় এই যে কোনও পার্টি নেই, আছে কেবল 'স্তালিনের উপদল'। তারা বোঝাতে চায় যে পার্টির নির্দেশগুলি তাদের ওপর বাধ্যতামূলক নয় এবং সব সময়ে ও সকল পরিস্থিতিতেই সেই নির্দেশগুলি অমান্য করার অধিকার তাদের রয়েছে। এইভাবেই তারা আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে তাদের লড়াইকে সুগম করতে চায়। সত্যসত্যই তারা মেনশেভিক সৎসিয়ালিস্তিচেস্কি ভেস্তনিক[২৪] এবং বুর্জোয়া রুল[২৫]-এর অস্ত্রাগার থেকে এই অস্ত্র গ্রহণ করেছে। এটা সত্য যে কমিউনিস্টদের পক্ষে মেনশেভিক ও বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবীদের হাতিয়ার গ্রহণ করা অসঙ্গত, কিন্তু ওরা এসবের কিই-বা পরোয়া করে? বিরোধীরা যতক্ষণ পর্যন্ত পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই চলছে ততক্ষণ সব পন্থাকেই ন্যায়সঙ্গত মনে করে।

এবং সেই কারণেই প্রতিপন্ন হয় যে ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতিরক্ষার প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন হল ঠিক সেই পার্টিকেই অস্তিত্ববিহীন বলে ঘোষণা করা যে পার্টি ছাড়া কোনও প্রতিরক্ষারই ধারণা করা যায় না।

বলতে কী, এটাই হল ইউ. এস. এস. আর-এর 'নিঃশর্ত' প্রতিরক্ষার পথে বিরোধীদের তিন নম্বর পদক্ষেপ।

ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতিরক্ষার পথে, মনে হয়, চার নম্বর পদক্ষেপটি হল কমিনটার্নে ভাঙন আনা, সেই বজ্জাত ও প্রতিবিপ্লবী রুথ ফিশার আর মাসলোর নেতৃত্বে জার্মানিতে এক নতুন পার্টি সংগঠিত করা ও তদ্দ্বারা পশ্চিম

ইউরোপীয় সর্বহারাশ্রেণীর পথে ইউ. এস. এস. আরকে সমর্থন করাকে কঠিনতর করে তোলা।

এবং সেই কারণেই প্রতিপন্ন হয় যে ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতিরক্ষার প্রস্তুতির জন্য দরকার হল কমিনটার্নে ভাঙন ধরানো।

বলতে কী, এটাই হল ইউ. এস. এস. আর-এর 'নিঃশর্ত' প্রতিরক্ষার পথে চার নম্বর পদক্ষেপ।

ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতিরক্ষার জন্য সম্ভবতঃ পাঁচ নম্বর পদক্ষেপটি হল আমাদের পার্টির ওপর থার্মিডোর প্রবণতা আরোপ করা, তাতে ভাঙন ধরানো এবং এক নতুন পার্টি সৃষ্টির কাজ শুরু করা। কারণ আমাদের যদি কোন পার্টি-ই না থাকে, যদি থাকে কেবল 'স্তালিন চক্র' যার সিদ্ধান্তসমূহ পার্টির সদস্যদের ওপর বাধ্যতামূলক নয়, যদি সেই উপদল হয় থার্মিডোর উপদল—যদিও আমাদের পার্টির ভেতর থার্মিডোর প্রবণতার কথা বলা নির্বোধ ও অজ্ঞের কাজ—তাহলে আর কিই-বা করা যায়?

এবং সেই কারণে প্রতিপন্ন হয় যে ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজন হল আমাদের পার্টিতে ভাঙন ধরানো ও এক নতুন পার্টি সংগঠিত করার কাজ শুরু করা।

বলতে কী, এই হল ইউ. এস. এস. আর-এর 'নিঃশর্ত' প্রতিরক্ষার জন্য বিরোধীদের পঞ্চম পদক্ষেপ।

ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতিরক্ষার জন্য বিরোধীদের প্রস্তাবিত এই পাঁচটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা আপনারা পেলেন।

এটা প্রমাণের আর কি কোনও প্রয়োজন আছে যে বিরোধীদের প্রস্তাবিত এইসব ব্যবস্থাগুলির সঙ্গে আমাদের দেশের প্রতিরক্ষার, বিশ্ব বিপ্লবের কেন্দ্রের প্রতিরক্ষার কোনও সঙ্গতিই নেই?

আর এইসব লোকই আমাদের কাছ থেকে চায় যে আমাদের পার্টি-সংবাদপত্রে তাদের পরাজয়বাদী, প্রায় মেনশেভিক নিবন্ধগুলি প্রকাশ করি! তারা আমাদের ভাবেটা কি? আমাদের কি ইতিমধ্যেই 'নৈরাজ্যবাদী থেকে রাজতন্ত্রবাদী' সবাইয়েরই জন্য সংবাদপত্রের 'স্বাধীনতা' আছে? না, আমাদের তা নেই। আমরা কেন মেনশেভিক নিবন্ধগুলি প্রকাশ করি না? কারণ 'নৈরাজ্যবাদী থেকে রাজতন্ত্রবাদী' লেনিনবাদ-বিরোধী, সোভিয়েত-বিরোধী প্রবণতাগুলির জন্য আমাদের কোনও সংবাদপত্রের 'স্বাধীনতা' নেই।

তাদের প্রায়-মেনশেভিক, পরাজয়বাদী নিবন্ধগুলি প্রকাশের জন্য আমাদের ওপর পীড়াপীড়ি করায় বিরুদ্ধবাদীদের লক্ষ্যটা কি? তাদের লক্ষ্য হল সংবাদপত্রের বুর্জোয়া 'স্বাধীনতা'র জন্য একটি ছিদ্র রচনা করা; আর তারা এটা দেখতে ব্যর্থ হচ্ছে যে তদ্দ্বারা তারা সোভিয়েত-বিরোধী শক্তিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করছে, সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের ওপর তাদের চাপকে শক্তিশালী করছে ও বুর্জোয়া 'গণতন্ত্রের' পথ খুলে দিচ্ছে। তারা ঘা দিচ্ছে এক দরজায়, খুলছে আরেকটি।

বিরোধীদের সম্পর্কে দান মহাশয় নিম্নরূপ বক্তব্য রেখেছেন:

'রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা বিরোধীদের এইরকম একটি আইনানুগতাকে সাগ্রহে স্বাগত জানাবে যদিও তাদের সঙ্গে তার সমর্থক কর্মসূচীর কোন সঙ্গতিই নেই। তারা রাজনৈতিক সংগ্রামের আইনগ্রাহ্যতাকে, একনায়কত্বের প্রকাশ্য আত্মবিলোপকে এবং সেই ধরনের নতুন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় উত্তরণকে স্বাগত জানাবে যেগুলি এক প্রশস্ত শ্রমিক আন্দোলনের সুযোগ দেবে' (**সৎসিয়ালিস্তিচেস্কি ভেস্তনিক**, নং ১৩, জুলাই, ১৯২৭)।

'একনায়কত্বের প্রকাশ্য আত্মবিলোপ'—ঠিক এই জিনিসই 'আপনাদের কাছ থেকে ইউ. এস. এস. আর-এর শত্রুরা চাইছে, এবং বিরোধীপক্ষের কমরেডগণ, আপনাদের নীতিও চলেছে ঠিক সেইদিকেই।

কমরেডগণ, আমরা দু'টি বিপদের সম্মুখীন: যুদ্ধের বিপদ যা যুদ্ধের হুমকিতে পরিণত হয়েছে; এবং আমাদের পার্টির কিছু কিছু অংশের অধঃপতনের বিপদ। প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি শুরু করতে গিয়ে আমাদের অবশ্যই পার্টির ভেতর লৌহদৃঢ় শৃংখলা সৃষ্টি করতে হবে। এই ধরনের শৃংখলা ছাড়া প্রতিরক্ষা অসম্ভব। আমাদের অবশ্যই পার্টি-শৃংখলাকে শক্তিশালী করতে হবে, সেইসব ব্যক্তি যারা আমাদের পার্টিকে বিশৃংখল করছে তাদেরকে আমাদের অবশ্যই দমন করতে হবে। আমাদের নিশ্চয়ই সেইসব ব্যক্তিকে দমন করতে হবে যারা প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে আমাদের ভ্রাতৃস্থানীয় পার্টিগুলিতে ভাঙন ধরাচ্ছে। (**হর্ষধ্বনি**।) আমাদের সেইসব ব্যক্তিকে অবশ্যই দমন করতে হবে যারা পাশ্চাত্যে আমাদের ভ্রাতৃস্থানীয় পার্টিগুলিতে ভাঙন ধরাচ্ছে ও এই কাজে সৌভরিন, রুথ ফিশার, মাসলোর মতো বজ্জাত এবং সেই

জড়বুদ্ধি ট্রেইণ্টের দ্বারা মদৎ পেয়ে থাকে।

একমাত্র এইভাবেই, শুধু এই পথেই আমরা পুরোপুরি সশস্ত্রভাবে যুদ্ধের মোকাবিলা করতে সক্ষম হব এবং সেই একই সঙ্গে কিছু বৈষয়িক স্বার্থত্যাগের মূল্যে যুদ্ধকে মুলতুবি রাখার জন্য, সময়লাভ করার জন্য, পুঁজিবাদের হাত থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

এটা আমাদের করতে হবেই এবং আমরা তা করবও।

দ্বিতীয় বিপদ হল অধঃপতনের বিপদ।

কোথা থেকে এটা আসে? ঐখান থেকে! (**বিরোধীদের দিকে নির্দেশ করে।**) এই বিপদ দূরে হঠাতেই হবে। (**দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি।**)

কমরেডগণ, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ইতিমধ্যেই স্থিরীকৃত প্রশ্নটিতে জিনোভিয়েভ তাঁর ভাষণে পিছু ফিরে যাওয়ায় এই প্লেনামের প্রতি চূড়ান্ত আনুগত্যহীন হয়েছেন।

আমরা এখন আলোচ্যসূচীর ৪নং বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি, তা হল: 'ট্রট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভ কর্তৃক পার্টি-শৃংখলা লংঘন।' জিনোভিয়েভ অবশ্য আলোচ্য বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রশ্নে পিছু ফিরেছেন ও পূর্বাহ্ণেই স্থিরীকৃত প্রশ্নের এক আলোচনা পুনরায় উত্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তা ছাড়া, তাঁর ভাষণে তিনি স্তালিনের ওপর আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করেছেন এটা ভুলে গিয়ে যে আমরা স্তালিন নিয়ে নয়, বরং জিনোভিয়েভ ও ট্রট্‌স্কি কর্তৃক পার্টি শৃংখলা লংঘন নিয়ে আলোচনা করছি।

আমি সেই কারণে আমার ভাষণে জিনোভিয়েভের ভাষণ যে ভিত্তিহীন ছিল তা দেখানোর উদ্দেশ্যে সেই পূর্বাহ্ণেই স্থিরীকৃত প্রশ্নটির কয়েকটি দিক নিয়ে পুনরায় আলোচনা করতে বাধ্য হচ্ছি।

কমরেডগণ, আমি ক্ষমাপ্রার্থী, কিন্তু স্তালিনের প্রতি জিনোভিয়েভের আঘাতগুলি সম্পর্কেও আমাকে অল্প দু'চার কথা বলতে হবে। (**একাধিক কণ্ঠস্বর :** 'অনুগ্রহ করে বলুন!')

প্রথমতঃ। কোনও কারণে জিনোভিয়েভ তাঁর ভাষণে স্তালিনের ১৯১৭র মার্চের দোদুল্যমানতাকে আবার স্মরণ করেছেন ও তা করতে গিয়ে তিনি এক বিরাট সংখ্যক রূপকথা পুঞ্জীভূত করেছেন। আমি এটা কখনই অস্বীকার করিনি যে ১৯১৭র মার্চে আমি কিছুটা দোদুল্যমান হয়েছিলাম কিন্তু সেটা স্থায়ী ছিল মাত্র দু-এক সপ্তাহ; ১৯১৭র এপ্রিলে লেনিনের আগমনের সাথে সাথে সেই দোদুল্যমানতার ইতি হয় ও ১৯১৭র এপ্রিল সম্মেলনে কামেনেভ ও তাঁর বিরোধী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কমরেড লেনিনের পাশেই আমি দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের পার্টি-পত্রিকায় এ কথা আমি বহুবার উল্লেখ করেছি (**অক্টোবরের পথে, ট্রট্‌স্কিবাদ না লেনিনবাদ?** প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

আমি কখনোই নিজেকে অভ্রান্ত বলে মনে করিনি, আজও তা করি না।

আমি কখনোই আমার ভুলত্রুটিগুলি বা আমার মুহূর্তের দোলাচলচিত্ততাকে গোপন করিনি। এটাও কিন্তু কেউ নিশ্চয়ই উপেক্ষা করবে না যে আমি কখনোই আমার ভুলে নাছোড়বান্দা থাকিনি অথবা আমার মুহূর্তের দোদুল্যমানতার ওপর ভিত্তি করে কোন কর্মসূচী প্রণয়ন করিনি বা গঠন করিনি কোন গোষ্ঠী ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু তার সঙ্গে জিনোভিয়েভ ও ট্রট্স্কি কর্তৃক পার্টি-শৃংখলা লংঘন—এই আলোচ্য প্রশ্নের সম্পর্ক কোথায়? জিনোভিয়েভ কেন আলোচ্য প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে ১৯১৭র মার্চের স্মৃতিচারণায় পিছু ফিরছেন? তিনি কি তাঁর নিজের ভুলত্রুটি, লেনিনের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই, লেনিনের পার্টির বিরুদ্ধে আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর, ১৯১৭-এ তাঁর আলাদা কর্মসূচীর কথা সত্য সত্যই ভুলে গেছেন? জিনোভিয়েভ সম্ভবতঃ তাঁর অতীতের স্মৃতিচারণার মাধ্যমে জিনোভিয়েভ ও ট্রট্স্কি কর্তৃক পার্টি-শৃংখলা লংঘনের বর্তমান আলোচ্য বিষয়টি পেছনে ঠেলে দেওয়ার আশা করছেন? না, জিনোভিয়েভের ঐ কায়দা সফল হবে না।

দ্বিতীয়তঃ। জিনোভিয়েভ ১৯২৩-এর জার্মান বিপ্লবের কয়েক মাস আগে ১৯২৩ সালের গ্রীষ্মে তার কাছে আমার লিখিত একটি পত্র থেকে একটি অনুচ্ছেদ উধৃত করেছেন। আমি সে চিঠির ইতিহাসটা স্মরণ করতে পারছি না, তার অনুলিপি আমার কাছে নেই এবং সেই কারণে জিনোভিয়েভ সেটি যথাযথ উধৃত করেছেন কিনা সে বিষয়ে নিশ্চয়তার সঙ্গে কিছু বলতে অক্ষম। আমার মনে হয় যে সেটি আমি ১৯২৩-এর জুলাইয়ের শেষে বা আগস্টের গোড়ায় লিখেছিলাম। আমি অবশ্য এটা বলব যে ঐ চিঠিটি ছিল আদ্যন্তই সঠিক। ঐ চিঠিটির উল্লেখ করে জিনোভিয়েভ স্পষ্টতঃই বোঝাতে চাইছেন যে ১৯২৩-এর জার্মান বিপ্লব সম্বন্ধে আমি সাধারণভাবে সংশয়ী ছিলাম। এটা অবশ্যই বাজে কথা।

ঐ চিঠিটি সর্ব প্রথমে কমিউনিস্টদের অবিলম্বে ক্ষমতা দখল করা উচিত কিনা সেই প্রশ্নের আলোচনা করেছিল। ১৯২৩-এর জুলাইয়ে বা আগস্টের প্রথমে জার্মানিতে তখনো পর্যন্ত সেই গভীর বিপ্লবী সংকট ছিল না যা ব্যাপক জনসাধারণকে নিজেদের পায়ে দাঁড় করায়, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির আপোষ-নীতিকে প্রকট করে দেয়, বুর্জোয়াশ্রেণীকে চরম বিশৃংখল করে দেয় ও কমিউনিস্টদের দ্বারা অবিলম্বে ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটি উত্থাপন করে। স্বভাবতঃই

জুলাই-আগস্টে কায়েম পরিস্থিতিতে জার্মানিতে কমিউনিস্টদের দ্বারা অবিলম্বে ক্ষমতা দখলের প্রশ্নই উঠতে পারে না, সর্বোপরি তারা শ্রমিকশ্রেণীর মহলে ছিল একটি সংখ্যালঘু।

এই অবস্থানটি কি সঠিক ছিল? আমার মনে হয় যে তা-ই ছিল। এবং ঠিক সেই অবস্থানই পলিটব্যুরো কর্তৃক তখন গৃহীত হয়েছিল।

ঐ চিঠিতে আলোচিত দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল কমিউনিস্টদের এমন একটি সময়ে এক বিক্ষোভের সম্বন্ধে যখন সশস্ত্র ফ্যাসিবাদীরা কমিউনিস্টদেরকে অকাল কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্ররোচিত করছিল। আমি সে-সময় এই অবস্থান গ্রহণ করেছিলাম যে কমিউনিস্টদের নিজেদেরকে প্ররোচিত হতে দেওয়া উচিত নয়। আমিই যে একা এই অবস্থান নিয়েছিলাম তা নয়, এটা ছিল গোটা পলিটব্যুরোরই অবস্থান।

অবশ্য দু'মাস পরে জার্মানির পরিস্থিতিতে এক চূড়ান্ত পরিবর্তন ঘটে; বিপ্লবী সংকট আরও তীব্র হয়ে ওঠে; পয়কেয়ার জার্মানির বিরুদ্ধে এক সামরিক আক্রমণোদ্যোগের সূচনা করে; জার্মানিতে অর্থনৈতিক সংকট হয়ে দাঁড়ায় সর্বনাশা; জার্মান সরকার ভেঙে পড়তে শুরু করে ও মন্ত্রিসভায় এক অদলবদল শুরু হয়; বিপ্লবী জোয়ার উত্থিত হয় যা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের ভাসিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়; শ্রমিকরা দলবদ্ধভাবে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের পরিত্যাগ করতে ও কমিউনিস্টদের দিকে চলে যেতে শুরু করে; কমিউনিস্টদের দ্বারা ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটি সমসাময়িক কর্মসূচীতে পরিণত হয়। এই পরিস্থিতিতে কমিনটার্ন কমিশনের অন্যান্য সদস্যের ন্যায় আমিও দৃঢ় ও সুনির্দিষ্টভাবে কমিউনিস্টদের দ্বারা অবিলম্বে ক্ষমতা দখলের সপক্ষে দাঁড়িয়েছিলাম।

এটা জানা কথা যে জিনোভিয়েভ, বুখারিন, স্তালিন, ট্রট্স্কি, রাদেক ও কয়েকজন জার্মান কমরেডদের নিয়ে সে সময়ে প্রতিষ্ঠিত কমিনটার্নের জার্মান কমিশন ক্ষমতা দখলের বিষয়ে জার্মান কমরেডদের প্রত্যক্ষ সাহায্যদানের সম্বন্ধে একপ্রস্থ সুসম্বদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল।

সেই সময়ে কমিশনের সদস্যরা সকল বিষয়েই কি সর্বসম্মত ছিলেন? না, তাঁরা তা ছিলেন না। জার্মানিতে সোভিয়েতসমূহ প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা এই প্রশ্নে সে-সময় মতান্তর ছিল। বুখারিন ও আমার যুক্তি ছিল এই যে কারখানা কমিটিগুলি সোভিয়েতসমূহের বিকল্পের কাজ দিতে পারে না ও প্রস্তাব করেছিলাম যাতে জার্মানিতে অবিলম্বে সর্বহারার সোভিয়েত সংগঠিত করা হয়।

ট্রট্স্কি ও রাদেক এবং সেই সঙ্গে জার্মান কমরেডদের কেউ কেউ সোভিয়েত-সমূহের সংগঠনের বিরোধিতা করেন ও যুক্তি দেন যে ক্ষমতা দখলের জন্য কারখানা কমিটিগুলিই যথেষ্ট হবে। জিনোভিয়েভ এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দোদুল্যমান ছিলেন।

কমরেডগণ, অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে এটা সেই চীনের কোনও প্রশ্ন নয় যেখানে মাত্র অল্প কয়েক লক্ষ সর্বহারা বর্তমান, এটা হল জার্মানির প্রশ্ন, যা একটি অত্যন্ত শিল্পায়িত দেশ, যেখানে প্রায় দেড় কোটি সর্বহারা বর্তমান।

এইসব মতবিরোধের পরিণতি কি ছিল? ছিল এই যে জিনোভিয়েভ ট্রট্স্কি আর রাদেকের দিকে পলায়ন করেন ও সোভিয়েতসমূহের প্রশ্নটি নেতি-বাচকভাবে স্থিরীকৃত হয়।

সত্য যে, পরবর্তীকালে জিনোভিয়েভ তাঁর অপরাধের জন্য অনুতাপ করে-ছিলেন, কিন্তু তাতে এই ঘটনাটি পরিত্যক্ত হয় না যে সে-সময়ে জিনোভিয়েভ জার্মান বিপ্লবের এক অন্যতম বুনিয়াদী প্রশ্নে ছিলেন দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের পক্ষে আর সেখানে বুখারিন ও স্তালিন ছিলেন বিপ্লবী কমিউনিস্টের পক্ষে।

এই সম্বন্ধে জিনোভিয়েভ পরে এইরূপ বলেছিলেন:

'সোভিয়েতসমূহের প্রশ্নে (জার্মানিতে—জে. স্তালিন) ট্রট্স্কি ও রাদেকের কাছে মাথা নুইয়ে আমরা একটি ভুল করেছিলাম। এইসব প্রশ্নে যখনি কোন রেয়াৎ দেওয়া হয়েছে তখনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে কেউ একটা ভুল করছে। সে-সময়ে শ্রমিকদের সোভিয়েত গঠন ছিল অসম্ভব ব্যাপার, কিন্তু তবু কর্মনীতিটি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট না কমিউনিস্ট তা উদ্‌ঘাটন করার জন্য সেটাই ছিল কষ্টিপাথর। এই প্রশ্নে আমাদের মাথা নোয়ানো ঠিক হয়নি। আত্মসমর্পণ করাটা হয়েছিল আমাদের তরফে একটি ভ্রান্তি। ব্যাপারটা, কমরেডগণ, এইরকমই দাঁড়ায়।' (জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের সঙ্গে ই. সি. সি. আই-এর সভাপতিমণ্ডলীর পঞ্চম সভার আক্ষরিক রিপোর্ট, ১৯শে জানুয়ারি, ১৯২৪।)

এই অনুচ্ছেদে জিনোভিয়েভ বলছেন যে, 'আমরা একটি ভুল করেছিলাম।' কারা এই 'আমরা'? কোনও 'আমরা' ছিল না এবং তা থাকতেও পারে না। ট্রট্স্কি আর রাদেকের পক্ষে পালিয়ে গিয়ে ও তাঁদের ভ্রান্ত বক্তব্য গ্রহণ করে জিনোভিয়েভই একটি ভুল করেছিলেন।

এইরকমই হল ঘটনা।

জিনোভিয়েভ ১৯২৩-এর জার্মান বিপ্লবের কথা পুনরায় স্মরণ না করলেও প্লেনামের সামনে নিজেকে হেয় না করলেই ভাল করতেন; এটা আরও এই জন্য যে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে, জার্মান বিপ্লবের প্রশ্নটি যা তিনি উত্থাপন করেছেন তার সঙ্গে প্লেনামের আলোচ্যসূচীর ৪নং বিষয় যা আমরা বর্তমানে আলোচনা করছি তার কোনও সম্পর্ক নেই।

চীনের প্রশ্ন। জিনোভিয়েভের বক্তব্য অনুসারে প্রতীয়মান হয় যে পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসে স্তালিন তাঁর রিপোর্টে চীনকে আমেরিকার সাথে অভিন্ন করে দেখেছেন। এটা অবশ্যই বাজে কথা। আমার রিপোর্টে আমেরিকার সঙ্গে চীনের অভেদ রচনার কোনও প্রশ্ন ছিল না, তা থাকতেও পারত না। বস্তুতঃ, আমার রিপোর্টে আমি কেবল চীনা জনগণের বিদেশী জোয়াল থেকে জাতীয় ঐক্য এবং জাতীয় মুক্তির অধিকার নিয়েই আলোচনা করেছিলাম। সাম্রাজ্যবাদী সংবাদপত্রমহলের ওপর আমার সমালোচনাকে কেন্দ্রীভূত করে আমি বলেছিলাম: যদি আপনারা, সাম্রাজ্যবাদী মহাশয়বৃন্দ, যে-কোনও অবস্থাতেই হোক না কেন মুখের কথাতেও এক বিদেশী জোয়াল থেকে ঐক্য ও মুক্তির জন্য ইতালীর জাতীয় যুদ্ধ, আমেরিকার জাতীয় যুদ্ধ এবং জার্মানির জাতীয় যুদ্ধকে ন্যায্য বলে মনে করেন তাহলে চীন এইসব দেশ থেকে কোন্ কারণে নিকৃষ্ট এবং চীনা জনগণেরই-বা কেন জাতীয় ঐক্য ও মুক্তির অধিকার থাকবে না?

চীনা বিপ্লবের কর্তব্য ও সম্ভাবনার প্রশ্ন কমিউনিজমের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনওরকমের আলোচনায় না গিয়ে আমি ঠিক এই বক্তব্যই আমার রিপোর্টে রেখেছিলাম।

বুর্জোয়া সংবাদপত্রমহলের বিরোধিতা করে প্রশ্নটির এইরকম উপস্থাপনা কি উচিত ছিল? নিশ্চয়ই তা ছিল। জিনোভিয়েভ এইরকমের একটা সাদামাটা বিষয়ও বোঝেন না, কিন্তু এজন্য অন্য কিছুকে নয়, বরং তাঁর নিজের স্থূলবুদ্ধিকেই দোষী করতে হবে।

উহান কুওমিনতাঙকে, যখন তা বিপ্লবী ছিল তখন শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-সমাজের ভবিষ্যৎ বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের অন্তঃসারে রূপান্তর করার নীতিকে জিনোভিয়েভ বোধহয় ভ্রান্ত বলে গণ্য করেন। প্রশ্ন আসে: এতে ভ্রান্তিটা কোথায়? এটা কি ঘটনা নয় যে এই বছরের গোড়ার দিকে উহান কুওমিনতাঙ বিপ্লবী ছিল? উহান কুওমিনতাঙ যদি বিপ্লবীই না হয় তবে

জিনোভিয়েভ কেন উহান কুওমিনতাঙকে 'সর্ববিধ সাহায্যপ্রদানের' জন্ম চিৎকার তুলেছিলেন? উহান কুওমিনতাঙ যদি সে-সময় বিপ্লবীই না থাকে তবে বিরোধীরা কেন শপথ করে বলে যে তারা উহান কুওমিনতাঙের মধ্যেই কমিউনিস্টদের অবস্থিতির সপক্ষে? সেই কমিউনিস্টদের মূল্য কি যারা উহান কুওমিনতাঙ সহযাত্রীদেরকে তাদের অনুগামী করার প্রয়াস পায়নি এবং উহান কুওমিনতাঙকে এক বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের অন্তঃসারে রূপান্তর করার প্রচেষ্টা চালায়নি? আমি বলব যে এরকম কমিউনিস্টদের মূল্য এক কানা-কড়িও নয়।

এটা সত্য যে, সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ সেই পর্যায়ে চীনে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী ভূস্বামীরা বিপ্লবের চাইতে অধিক শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়েছিল এবং ফলতঃ চীনা বিপ্লব সাময়িক বিপর্যয় ভোগ করেছিল। কিন্তু তা থেকে কি এটাই দাঁড়ায় যে কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ভুল ছিল?

১৯০৫ সালে রুশ কমিউনিস্টরাও তদানীন্তনকালে বর্তমান সোভিয়েতগুলিকে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের ভবিষ্যৎ এক বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রের অন্তঃসারে রূপান্তরের প্রয়াস পেয়েছিল; কিন্তু সে-সময় ঐ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় কারণ শ্রেণীশক্তিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল প্রতিকূল, কারণ ঘটনা ছিল এই যে জারতন্ত্র ও সামন্তবাদী ভূস্বামীরা বিপ্লবের চাইতে অধিক শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়েছিল। এর থেকে কি এই দাঁড়ায় যে বলশেভিকদের নীতি ছিল ভুল? নিশ্চয়ই তা দাঁড়ায় না।

জিনোভিয়েভ আরও দাবি করেছেন যে লেনিন চীনে অবিলম্বে শ্রমিক ডেপুটিদের সোভিয়েত সংগঠিত করার পক্ষে ছিলেন এবং তিনি লেনিনের ঔপনিবেশিক প্রশ্নের ওপর প্রণীত সেই তত্ত্বগুলির উল্লেখ করেছেন যেগুলি কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু জিনোভিয়েভ এক্ষেত্রে পার্টিকে স্রেফ বিভ্রান্ত করছেন।

এটা সংবাদপত্রে কয়েকবারই বিবৃত হয়েছে, এবং এখানেও অবশ্যই পুনরুল্লেখ করতে হবে যে, লেনিনের তত্ত্বে চীনে শ্রমিক ডেপুটিদের সোভিয়েত সম্পর্কে একটি শব্দও নেই।

এটা সংবাদপত্রে কয়েকবারই বিবৃত হয়েছে, এবং এখানেও অবশ্যই পুনরুল্লেখ করতে হবে যে লেনিন তাঁর তত্ত্বে শ্রমিক ডেপুটিদের সোভিয়েতের কথা ভাবেননি, ভেবেছিলেন 'কৃষক সোভিয়েত', 'জনগণের সোভিয়েত',

'মেহনতি মানুষের সোভিয়েত' সম্পর্কে এবং তিনি এই বিশেষ শর্ত আরোপ করেছিলেন যে এগুলি সেই দেশগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য **'যেখানে কোনও শিল্প-শ্রমিক নেই** অথবা **বস্তুতঃ তেমন কিছুই নেই**।'

চীনকে কি এই দেশগুলির পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায় 'যেখানে কোনও শিল্প-শ্রমিক নেই অথবা বস্তুতঃ তেমন কিছুই নেই'? নিশ্চয়ই না। চীনের পক্ষে কি **সর্বপ্রথমে শ্রমিকশ্রেণীর** শ্রেণী-সোভিয়েত গঠন না করেই কৃষক-সোভিয়েত, মেহনতি মানুষের সোভিয়েত বা গণ-সোভিয়েত গঠন করা সম্ভব? নিশ্চয়ই নয়। তাহলে আর বিরোধীরা কেন লেনিনের তত্ত্বের উল্লেখ করে পার্টিকে ঠকাচ্ছেন?

বিরতির প্রশ্ন। ১৯২১ সালে গৃহযুদ্ধের অবসান হলে লেনিন বলেছিলেন যে এখন আমাদের যুদ্ধ থেকে কিছুটা বিরতি আছে এবং সেই বিরতির সুযোগ আমাদের নিতে হবে সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য। জিনোভিয়েভ এখন এই কথা জোরের সঙ্গে বলে স্তালিনের ত্রুটি খুঁজছেন যে স্তালিন সেই বিরতিকে বিরতির এক সময়পর্বে পরিণত করেন, তাঁর অভিযোগ যে এটা ইউ. এস. এস. আর ও সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে যুদ্ধের হুমকির তত্ত্বটির বিরোধিতা করে।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, জিনোভিয়েভের এই ছিদ্রান্বেষণ মূঢ়তা ও হাস্যকর। এটা কি ঘটনা নয় যে গত সাত বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে ইউ. এস. এস. আর-এর কোন সামরিক সংঘর্ষ নেই? সাত বছরের এই সময়কালকে কি বিরতির একটি **সময়পর্ব** বলে অভিহিত করা যায়? নিশ্চয়ই তা পারা যায়, আর তা-ই করতে হবে। লেনিন একাধিকবার ব্রেস্ট শান্তির **সময়পর্বের** কথা বলেছেন, কিন্তু সবাই জানে যে সেই সময়পর্বটি এক বছরের বেশি স্থায়ী হয়নি। ব্রেস্ট শান্তির এক বছরের সময়কালকে একটি সময়পর্ব বলা যেতে পারে, আর সাত বছরের বিরতির সময়কালকে বিরতির একটি সময়পর্ব বলা যেতে পারে না কেন? এই ধরনের হাস্যকর ও মূঢ় ছিদ্রান্বেষণ দিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুগ্ম প্লেনামের সময়কে কি করে আটকানো সম্ভব?

পার্টির একনায়কত্ব সম্বন্ধে। আমাদের পার্টি-পত্রিকায় এ কথা কয়েকবারই বলা হয়েছে যে পার্টির একনায়কত্বের সঙ্গে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের অভেদ রচনা করে জিনোভিয়েভ পার্টির 'একনায়কত্ব' সম্বন্ধে লেনিনের

ধারণাকে বিকৃত করছেন। আমাদের পার্টি-পত্রিকায় এটা কয়েকবারই বলা হয়েছে যে পার্টির 'একনায়কত্ব' বলতে লেনিন বুঝিয়েছেন **শ্রমিকশ্রেণীর ওপর** পার্টির নেতৃত্ব, তার অর্থ হল শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে পার্টির শক্তিপ্রয়োগ নয় বরং বোঝানোর মাধ্যমে, শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনৈতিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে নেতৃত্ব, সংক্ষেপে তা হল এমন **একটি** পার্টির নেতৃত্ব যা সেই নেতৃত্বকে অন্যান্য পার্টির সঙ্গে ভাগ করে নেয় না ও ভাগ করে নিতে চায়ও না।

জিনোভিয়েভ এটা বোঝেন না এবং লেনিনের ধারণার বিকৃতি ঘটান। কিন্তু পার্টির 'একনায়কত্ব' সম্পর্কে লেনিনের ধারণার বিকৃতি ঘটিয়ে জিনোভিয়েভ সম্ভবতঃ না বুঝেই পার্টির মধ্যে 'এ্যারাকশিয়েভ' পদ্ধতির অনুপ্রবেশের জন্য এবং লেনিন 'শ্রমিকশ্রেণীর ওপর পার্টির একনায়কত্ব' প্রয়োগ করছেন এই মর্মে ট্রট্স্কির কুৎসাপ্রণোদিত অভিযোগকে ন্যায্য প্রমাণের জন্য পথ খুলে দিচ্ছেন। এটা করা কি ভাল ব্যাপার? নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু জিনোভিয়েভ যদি এই সহজ সব ব্যাপার না বোঝেন তবে কাকে দোষ দেওয়া যায়?

জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে। জিনোভিয়েভ এখানে জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে যেসব বাজে কথা বলেছেন তাকে কোনওভাবে বিস্মৃতি থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে যাতে পার্টি এটা জানতে পারে যে জিনোভিয়েভ ইউ. এস. এস. আর-এর জনগণের জাতীয় সংস্কৃতির এক সোভিয়েত ভিত্তিতে বিকাশের বিরুদ্ধেও তিনি বাস্তবে ঔপনিবেশিকতার এক প্রবক্তা।

এক বহুজাতিক রাষ্ট্র বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রভুত্বের যুগে জাতীয় সংস্কৃতির শ্লোগানকে আমরা একটি বুর্জোয়া শ্লোগান বলে গণ্য করতাম ও এখনও তা-ই গণ্য করি। কেন? কারণ এইরকম একটি রাষ্ট্রে বুর্জোয়াশ্রেণীর আধিপত্যের আমলে ঐ শ্লোগানের অর্থ হল বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বের কাছে, আধিপত্যের কাছে, একনায়কত্বের কাছে সমগ্র জাতিসত্তার শ্রমজীবী মানুষের আত্মিক অধীনতা।

সর্বহারাশ্রেণী ক্ষমতা দখলের পর আমরা **সোভিয়েতের ভিত্তিতে** ইউ. এস. এস. আর-এর জনগণের জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশের শ্লোগানটি ঘোষণা করি। এর অর্থ কি? এর অর্থ এই যে আমরা ইউ. এস. এস. আর-এর জনগণের মধ্যে সমাজতন্ত্রের স্বার্থ ও প্রয়োজন অনুযায়ী, সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের স্বার্থ ও প্রয়োজন অনুযায়ী, ইউ. এস. এস. আর-এর সকল জাতিসত্তার শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ ও প্রয়োজন অনুযায়ী জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশকে খাপ খাইয়ে নিয়ে থাকি।

তার মানে কি এই যে আমরা এখন সাধারণভাবে জাতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে? না, তা নয়। এর অর্থ শুধু এই যে আমরা এখন ইউ. এস. এস. আর-এর জনগণের জাতীয় সংস্কৃতিকে, তাদের জাতীয় ভাষাগুলিকে, বিদ্যালয়, ছাপাখানা ও সংবাদপত্র ইত্যাদিকে **সোভিয়েতের ভিত্তিতে** বিকশিত করনোর সপক্ষে। এখন 'সোভিয়েতের ভিত্তিতে' শর্তটির অর্থ কি? এর অর্থ এই যে ইউ. এস. এস. আর-এর জনগণের সংস্কৃতি যা সোভিয়েত সরকার বিকশিত করছে তা **তার অন্তর্বস্তুর ক্ষেত্রে** অবশ্যই হবে সকল শ্রমজীবী মানুষের সাধারণ এক সংস্কৃতি, এক সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি; তার **রূপের ক্ষেত্রে** কিন্তু তা ইউ. এস. এস. আর-এর সকল জনগণের জন্য আলাদা আলাদা হয়ে থাকে আর ভবিষ্যতেও তা-ই হবে; ভাষা ও বিশেষ জাতিগত লক্ষণের পার্থক্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তা ইউ. এস. এস. আর-এর বিভিন্ন জনগণের ক্ষেত্রে এক আলাদা আলাদা জাতীয় সংস্কৃতি হয়ে থাকে আর ভবিষ্যতেও তা-ই হবে। প্রায় তিন বছর আগে প্রাচ্যের শ্রমজীবী মানুষের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রদত্ত ভাষণে[২৬] আমি এই সম্পর্কেই বলেছিলাম। এইসব নীতিরই ভিত্তিতে আমাদের পার্টি সর্বদাই কাজ করছে, জাতীয় সোভিয়েত বিদ্যালয়, একটি জাতীয় সোভিয়েত সংবাদপত্র ও ছাপাখানা এবং অন্যান্য সব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশকে উৎসাহিত করছে; উৎসাহ দিয়েছে পার্টি-হাতিয়ারের 'জাতীয়করণে', সোভিয়েত হাতিয়ারের 'জাতীয়করণে'।

স্পষ্টতঃ এই কারণেই লেনিন জাতীয় অঞ্চল ও প্রজাতন্ত্রগুলিতে কর্মরত কমরেডদের লেখা তাঁর চিঠিগুলিতে সোভিয়েতের ভিত্তিতে এইসব অঞ্চল ও প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশের আহ্বান দিয়েছেন।

আমরা যে সর্বহারাশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের সময় থেকেই এই নীতিকে অনুসরণ করেছি স্পষ্টতঃ সেই কারণেই আমরা এমন একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তুলতে সফল হয়েছি যা দুনিয়ায় পূর্বে কখনো দেখা যায়নি, সেই সংগঠন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্র বলে পরিচিত।

জিনোভিয়েভ অবশ্য এখন জাতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এই সবকিছুকেই উল্টে দিতে, মুছে দিতে, বিলুপ্ত করতে চান। আর জাতীয় প্রশ্নের ওপর এই ঔপনিবেশিক বাজে বুকনিকে তিনি লেনিনবাদ বলেন! কমরেডগণ, এটা কি হাস্যকর নয়?

একটি দেশে সমাজতন্ত্র গঠন। জিনোভিয়েভ এবং সাধারণভাবে সব বিরোধীরাই (ট্রট্স্কি, কামেনেভ) এই প্রশ্নটিতে পর পর নিদারুণ আঘাত পেয়েও বারংবার তাঁরা এতে নাছোড়বান্দা হচ্ছেন ও প্লেনামের সময় নষ্ট করছেন। তাঁরা এটা দেখাতে চাইছেন যে ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতন্ত্রের বিজয়লাভ সম্ভব এই তত্ত্বটি লেনিনের মতবাদ নয়, তা স্তালিনেরই 'মতবাদ'।

এতে প্রমাণের প্রয়োজন সামান্যই যে বিরোধীদের এই জোরালো বক্তব্যটি পার্টিকে ঠকানোরই একটি প্রচেষ্টা। এটা কি ঘটনা নয় যে অন্য কেউ নয়, স্বয়ং লেনিনই সেই সুদূর ১৯১৫ সালে বলেছিলেন যে একটি দেশে সমাজতন্ত্রের জয়লাভ সম্ভব ?[২৭] এটা কি ঘটনা নয় যে **ঠিক সেই সময়েই** অন্য কেউ নয়, স্বয়ং ট্রট্স্কি এই প্রশ্নে লেনিনের বিরোধিতা করেন ও লেনিনের তত্ত্বকে 'জাতীয় সংকীর্ণচিত্ততা' বলে আখ্যা দেন ? এর সঙ্গে স্তালিনের 'মতবাদের' সম্পর্ক কোথায় ?

এটা কি ঘটনা নয় যে অন্য কেউ নয়, স্বয়ং কামেনেভ আর জিনোভিয়েভই ১৯২৫ সালে ট্রট্স্কির পায়ে পায়ে অনুগমন করেছিলেন ও ঘোষণা করেছিলেন যে একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়লাভ সম্ভব বলে লেনিনের যে শিক্ষা তা হল 'জাতীয় সংকীর্ণচিত্ততা' ? এটা কি ঘটনা নয় যে আমাদের পার্টি, তার চতুর্দশ সম্মেলনে যেমন প্রতিফলিত হয়েছে, সেইমত একটি বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল এই ঘোষণা করে যে ট্রট্স্কির প্রায়-মেনশেভিক তত্ত্ব সত্ত্বেও ইউ. এস. এস. আর-এর সমাজতন্ত্রের বিজয়ী গঠন সম্ভব ?[২৮]

ট্রট্স্কি, জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ চতুর্দশ সম্মেলনের এই প্রস্তাবটি কেন এড়িয়ে যান ?

এটা কি ঘটনা নয় যে আমাদের পার্টি, চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাবটি তার চতুর্দশ কংগ্রেসে যেমন প্রতিফলিত হয়েছে সেইমত অনুমোদন করেছিল ও তার সিদ্ধান্তের বর্শামুখকে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছিল ?[২৯]

এটা কি ঘটনা নয় যে আমাদের পার্টির পঞ্চদশ সম্মেলনে বিস্তারিতভাবে তথ্যভিত্তিক একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এই ঘোষণা করে যে ইউ.এস.এস. আর-এ সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব[৩০] ও সেই সিদ্ধান্তের বর্শামুখটি তা প্রয়োগ করে বিরোধী গোষ্ঠী এবং তার পাণ্ডা ট্রট্স্কির বিরুদ্ধে ?

এটাও কি ঘটনা নয় যে ই. সি. সি. আই-এর সপ্তম পরিবর্ধিত প্লেনাম

সি. পি. এস. ইউ. (বি)র পঞ্চদশ সম্মেলনের ঐ প্রস্তাবটি অনুমোদন করে এবং ট্রট্স্কি, জিনোভিয়েভ ও কামেনেভকে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিচ্যুতির দায়ে অপরাধী বলে চিহ্নিত করে?[৩১]

প্রশ্ন এই যে : এর সঙ্গে স্তালিনের 'মতবাদের' সম্পর্ক কোথায়?

স্তালিন কি বিরোধীদের কাছ থেকে এ ছাড়া অন্য কিছু দাবি করেছেন যে তাদেরকে আমাদের পার্টির ও কমিনটার্নের সর্বোচ্চ সংস্থাগুলির এইসব সিদ্ধান্তের অভ্রান্ততা স্বীকার করতে হবে?

বিরোধীদের নেতাদের যদি বিবেক পরিষ্কার থাকে তাহলে তাঁরা কেন এসব তথ্য এড়িয়ে যাচ্ছেন? তাঁরা কিসের ওপর নির্ভর করছেন? পার্টিকে ঠকানোর ওপর? কিন্তু এটা কি বোঝা কঠিন যে আমাদের বলশেভিক পার্টিকে কেউ ঠকাতে সফল হবে না?

কমরেডগণ, প্রকৃতপ্রস্তাবে এইসব প্রশ্নগুলির সঙ্গে ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভ কর্তৃক পার্টি-শৃংখলা লংঘনের ব্যাপারে আলোচ্য বিষয়ের কোনও যোগ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও জিনোভিয়েভ এসব টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এসেছেন আমাদের চোখে ধুলো দেওয়ার ও আলোচ্য প্রশ্নটিকে উপেক্ষা করা উদ্দেশ্যে।

এইসব প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে আপনাদের সময় গ্রাস করার জন্য আমি আবার আপনাদেরকে আমায় ক্ষমা করতে বলব, কিন্তু এছাড়া আমি অন্য কিছু করতে পারতাম না কারণ পার্টিকে ঠকানোর জন্য আমাদের বিরুদ্ধপন্থীদের ইচ্ছাকে বিনষ্ট করার অন্য কোন পথ ছিল না।

এবং এইবার আমাকে, কমরেডগণ, 'আত্মরক্ষা' থেকে আক্রমণে এগিয়ে যেতে দিন।

বিরোধীদের আসল দুর্ভাগ্য এই যে তারা এখনো বুঝছে না কেন তারা 'এই ধরনের অবস্থায় অধঃপতিত হয়েছে'।

সত্য সত্যই কেন এর নেতারা যারা এই গতকালও ছিল পার্টির নেতৃত্বের মধ্যে, তারা 'হঠাৎ' দলছুট হয়ে পড়ল? এটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? খোদ বিরোধীরা এর জন্য একটা ব্যক্তিগত চরিত্রের কারণ নির্দেশ করতে আগ্রহী, যথা : স্তালিন 'সাহায্য করেনি', বুখারিন 'আমাদের বসিয়ে দিয়েছে', রাইকভ 'সমর্থন করেনি', ট্রট্স্কি 'সুযোগ হারিয়েছে', জিনোভিয়েভ 'উপেক্ষা করেছে' ইত্যাদি। কিন্তু এই শস্তা 'ব্যাখ্যাটা' ব্যাখ্যার ছায়ামাত্রও নয়। বিরোধীদের বর্তমান নেতারা যে পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন এই ঘটনাটি কিছু কম

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়। এবং একে নিশ্চয়ই আকস্মিক কিছু বলা চলে না। বিরোধীদের বর্তমান নেতারা যে পার্টি থেকে বিচ্যুত এই ঘটনাটির সুগভীরে কারণ আছে। স্পষ্টই প্রতীয়মান যে জিনোভিয়েভ, ট্রট্স্কি ও কামেনেভ কতকগুলি প্রশ্নে বিপথগামী হয়েছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই কোনও মারাত্মক অপরাধ করেছিলেন—নচেৎ পার্টি তাঁদের কাছ থেকে দলছুটদের কাছ থেকে যেমন তেমন মুখ ফিরিয়ে নিত না। সুতরাং প্রশ্নটি দাঁড়ায়: বর্তমান বিরোধীদের নেতারা কোন্ বিষয়ে বিপথগামী হয়েছিলেন, 'এই ধরনের অবস্থায় অধঃপতিত' হওয়ার যোগ্যতালাভের মতো তাঁরা কি করেছিলেন ?

যে **প্রথম মৌলিক প্রশ্নে** তাঁরা বিপথগামী হয়েছিলেন তা হল লেনিনবাদের প্রশ্ন, আমাদের পার্টির লেনিনবাদী মতাদর্শের প্রশ্ন। লেনিনবাদকে ট্রট্স্কিবাদ দ্বারা **সম্পূরণ** করার জন্য, বস্তুতঃ লেনিনবাদের **পরিবর্তে** ট্রট্স্কিবাদ প্রয়োগের জন্য তাঁরা যে চেষ্টা করেছেন ও এখনো করছেন তাতেই তাঁরা বিপথগামী হয়েছেন। কিন্তু কমরেডগণ, এইরকম কাজ করে বিরোধীদের নেতারা একটা খুবই মারাত্মক অপরাধ করেছেন পার্টি যা ভুলতে পারেনি ও ভুলতে পারে না। পার্টি স্পষ্টতঃই লেনিনবাদ থেকে ট্রট্স্কিবাদে অতিক্রমণে তাঁদের প্রয়াসে তাঁদেরকে অনুসরণ করতে পারেনি এবং এই কারণেই বিরোধীদের নেতারা নিজেদেরকে পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে দেখেন।

প্রাক্তন লেনিনবাদীদের সঙ্গে বিরোধীপক্ষে ট্রট্স্কিপন্থীদের বর্তমান জোটটি কি ? তাদের বর্তমান জোটটি হল লেনিনবাদকে ট্রট্স্কিবাদ দিয়ে সম্পূরণের প্রয়াসের বাস্তব প্রতিফলন। 'ট্রট্স্কিবাদ' শব্দটির উদ্ভাবনা যিনি করেছেন তিনি আমি নই। লেনিনবাদের বিরুদ্ধে কোনও কিছুকে চিহ্নিত করার জন্য এটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন কমরেড লেনিন।

ট্রট্স্কিবাদের মুখ্য অপরাধ কি ? ট্রট্স্কিবাদের মুখ্য অপরাধ হল শ্রমিকশ্রেণীর শাসন সংহত করার সংগ্রামে ও বিশেষতঃ আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের জয়লাভের জন্য সংগ্রামে উভয়ক্ষেত্রেই কৃষকসমাজকে, কৃষকসমাজের মূল অংশকে নেতৃত্বদানে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি ও সামর্থ্যে অনাস্থা।

ট্রট্স্কিবাদের মুখ্য অপরাধ হল এই যে তা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে অর্জন ও সংহত করার ক্ষেত্রে, বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্র গঠন করার ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর আধিপত্য (কৃষকসমাজের পরিপ্রেক্ষিতে) সম্পর্কে লেনিনবাদী

ভাবধারাকে অনুধাবন করে না ও বস্তুতঃ তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হয়।

প্রাক্তন লেনিনবাদীরা—জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ—কি ট্রট্স্কিবাদের অন্তর্ভূত এই ত্রুটিগুলি সম্পর্কে অবহিত? হাঁ, তাঁরা অবহিত। এই গতকালই তাঁরা বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছিলেন যে লেনিনবাদ হল এক জিনিস আর ট্রট্স্কিবাদ হল আরেক জিনিস। এই গতকালই তাঁরা চিৎকার করছিলেন যে লেনিনবাদের সঙ্গে ট্রট্স্কিবাদের গরমিল আছে। কিন্তু লেনিনবাদী পার্টির বিরুদ্ধে, তার মতাদর্শের বিরুদ্ধে, লেনিনবাদের বিরুদ্ধে এক যুক্ত লড়াই গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এইসব ভুলে যাওয়ার জন্য ও ট্রট্স্কিবাদের সপক্ষে দাঁড়ানোর জন্য পার্টির সঙ্গে বিরোধে নামতে এবং নিজেদেরকে সংখ্যালঘুদের মধ্যে ফেলতে তাঁদের পক্ষে এই ছিল যথেষ্ট।

আপনারা নিঃসন্দেহে চতুর্দশ কংগ্রেসে আমাদের বিরোধগুলির ব্যাপারে মনে রেখেছেন। তথাকথিত 'নয়া বিরোধীশক্তি'র সঙ্গে সে-সময় আমাদের বিরোধটা কি ছিল? সেটা ছিল আমাদের দেশে কারিগরী পশ্চাদ্‌পদতা সত্ত্বেও সমাজতন্ত্র গঠনের ক্ষেত্রে মাঝারি কৃষকদের ভূমিকা ও গুরুত্ব বিষয়ে, কৃষকসমাজের মূল অংশের ভূমিকা ও গুরুত্ব বিষয়ে, কৃষকসমাজের মূল অংশকে শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক নেতৃত্বদানের সম্ভাবনার বিষয়ে।

অন্যভাবে বলা যায় যে বিরোধীদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ ছিল ঠিক সেই বিষয়কে নিয়ে যার ওপর আমাদের পার্টি ট্রট্স্কিবাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল বিরোধিতায় অবতীর্ণ। আপনারা জানেন যে চতুর্দশ কংগ্রেসে এই বিরোধগুলির ফল 'নয়া বিরোধীশক্তি'র পক্ষে শোচনীয় হয়েছিল। আপনারা জানেন যে এইসব বিরোধের পরিণতিক্রমে 'নয়া বিরোধীশক্তি' সর্বহারা বিপ্লবের যুগে শ্রমিকশ্রেণীর আধিপত্যের লেনিনবাদী ভাবধারার মৌলিক প্রশ্নে ট্রট্স্কিবাদের দিকে সরে গিয়েছিল। ঠিক এই ভিত্তিতেই বিরোধীদের ট্রট্স্কিপন্থী ও প্রাক্তন লেনিনবাদীদের তথাকথিত বিরোধী জোটের উদ্ভব হয়েছিল।

'নয়া বিরোধীশক্তি' কি জানতেন যে কমিনটার্নের পঞ্চম কংগ্রেস ট্রট্স্কিবাদকে এক **পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতি** বলে নির্দেশ করেছিল?[৩২] নিশ্চয়ই তা জানতেন। তদুপরি তাঁরা নিজেরাই পঞ্চম কংগ্রেসে অনুপূরক প্রস্তাবটি গ্রহণে সাহায্য করেছিলেন। 'নয়া বিরোধীশক্তি' কি এ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন যে লেনিনবাদের সঙ্গে একটি পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতির মিলমিশ নেই? নিশ্চয়ই তাঁরা সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তদুপরি, তাঁরা তাই নিয়ে

বাড়ির ছাদ থেকে চিৎকার করছিলেন যাতে গোটা পার্টি শুনতে পায়।

এবার নিজেরাই বিচার করুন : পার্টি কি এইসব নেতাদের প্রত্যাখ্যান না করে পারে যারা গতকাল যাকে পুজো করেছে আজ তাকে দাহ করে, যারা গতকালই পার্টির কাছে উচ্চকণ্ঠে যা প্রচার করেছে আজ তা-ই অস্বীকার করে, যারা লেনিনবাদে ট্রট্স্কিবাদের মিশেল দেয় এ ঘটনা সত্ত্বেও যে এই গতকালই তারা এই ধরনের প্রচেষ্টাকে লেনিনবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে নিন্দা করেছে? স্পষ্টতঃই পার্টিকে এইসব নেতাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয়।

সবকিছুকে ওলটপালট করে দেওয়ার আগ্রহে বিরোধীরা এতদূর পর্যন্ত গেছে যে তারা এটাও অস্বীকার করছে যে ট্রট্স্কি অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বকালে মেনশেভিকদের মধ্যেই ছিলেন। কমরেডগণ, এতে যেন বিস্মিত হবেন না। বিরোধীরা সোজাসুজি বলে দেয় যে ১৯০৪ সাল থেকে ট্রট্স্কি কোনদিনই মেনশেভিক ছিলেন না। এটাই কি ঘটনা? লেনিনের দিকে তাকানো যাক।

অক্টোবর বিপ্লবের সাড়ে তিন বছর আগে, ১৯১৪ সালে লেনিন ট্রট্স্কি সম্পর্কে নিম্নরূপ বলেছিলেন :

'রাশিয়ায় মার্কসবাদী আন্দোলনের পুরানো অংশগ্রহণকারীরা ট্রট্স্কির চরিত্র খুব ভালই জানেন এবং তাঁদের উপকারের জন্য তাঁর সম্পর্কে আর আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু শ্রমিকদের নবীনতর প্রজন্মের কাছে তিনি চেনা-জানা নন এবং সেইহেতু তাঁর বিষয়ে আলোচনা করা দরকার কারণ তিনি হলেন বাইরের সেই পাঁচটি উপদলের সবকটির মধ্যেই দৃষ্টান্তস্বরূপ যা বস্তুতঃ বিলুপ্তিবাদী আর পার্টির মধ্যে দোদুল্যমানও থেকেছে।

'পুরানো **ইস্ক্রার** সময়কালে (১৯০১-০৩) এই দোলাচলচিত্তরা যারা "অর্থনীতিবাদী" থেকে "ইস্ক্রাবাদী"তে বাসা বদল করেছিল এবং আবার ফিরে গিয়েছিল তাদেরকে "তুশিনো পলাতক" (রাশিয়ার দুর্যোগের সময়ে যে সৈন্যরা এক শিবির থেকে অন্য শিবিরে পালিয়ে যেত তাদেরকে দেওয়া নাম) আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।...

'নিজেদেরকে উপদলের ঊর্ধ্বে বলে "তুশিনো পলাতকরা" যে একটিমাত্র কারণে দাবি করতে পারে সেটা হল এই যে তারা একদিন একটি উপদল থেকে আর পরের দিন আরেকটি উপদল থেকে তাদের মতাদর্শ "ঋণ" করে থাকে। ১৯০১-০৩ সালে ট্রট্স্কি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ "**ইস্ক্রাপন্থী**"

এবং রায়াজানোভ ১৯০৩-এর কংগ্রেসে তাঁর ভূমিকাকে "লেনিনের মুগুর" বলে বর্ণনা করেছিলেন। **১৯০৩ সালের শেষে ট্রটস্কি ছিলেন একনিষ্ঠ এক মেনশেভিক** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন), অর্থাৎ তিনি **ইসক্রা**পন্থী থেকে "**অর্থনী**তিবাদীদের" দিকে চলে গিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে "পুরানো আর নতুন **ইসক্রার** মধ্যে এক বিরাট ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে।" ১৯০৪-০৫ সালে তিনি মেনশেভিকদের ত্যাগ করেন ও এক মুহূর্তে মার্তিনভের (একজন "অর্থনীতিবাদী") সঙ্গে হাত মিলিয়ে আবার পর মুহূর্তেই তার কিম্ভূতরকমের বাম "নিরন্তর বিপ্লব" তত্ত্ব ঘোষণা করে এদিক-ওদিক দুলতে শুরু করেন। ১৯০৬-০৭ সালে তিনি বলশেভিকদের দ্বারস্থ হন এবং ১৯০৭-এর বসন্তে তিনি ঘোষণা করেন যে তিনি রোজা লুক্সেমবার্গের সঙ্গে একমত।

'ভাঙনের সময়, দীর্ঘকালের "অ-উপদলীয়" দোদুল্যমানতার পর তিনি আবার **দক্ষিণদিকে ভেড়েন এবং ১৯১২র আগস্টে তিনি বিলুপ্তিবাদীদের সঙ্গে একটি জোটে ঢুকে পড়েন। এখন তিনি পুনরায় তাঁদের পরিত্যাগ করেছেন যদিও সারবস্তুর দিক থেকে তিনি তাদেরই তুচ্ছ আদর্শগুলির পুনরুল্লেখ করছেন।** (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন।)

'অতীত ঐতিহাসিক ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষের মতো এই ধরনের নমুনাগুলি ছিল সেই সময়ের লক্ষণ রাশিয়ায় যখনও পর্যন্ত গণ-শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন সুপ্তাবস্থায় ছিল এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীরই এমন "সুযোগ" ছিল যাতে তারা একটি ঝোঁক, গোষ্ঠী বা উপদল হিসেবে, সংক্ষেপে অন্যান্যদের মিলনের জন্য আলোচনারত একটি "শক্তি" হিসেবে নিজেকে জাহির করতে পারে।

'শ্রমিকদের নতুন পুরুষের প্রয়োজন হল তাদের সঙ্গে যেসব ব্যক্তির কাজ-কারবার হচ্ছে তাদেরকে তখনই পুরোপুরি চিনে-জেনে নেওয়া যখন ঐ ব্যক্তিরা তাদের সামনে অবিশ্বাস্য সব ভণ্ড দাবি নিয়ে হাজির হয় কিন্তু যে পার্টি সিদ্ধান্তগুলি ১৯০৮ সাল থেকে বিলুপ্তিবাদীদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্দিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত করেছে সেগুলিকে কিংবা রাশিয়ায় ইদানীংকালের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন যা উপরিউক্ত সিদ্ধান্তগুলির পূর্ণ স্বীকৃতির ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের **ঐক্যকে** বাস্তবে সম্ভব করেছে তার অভিজ্ঞতাকে আমল দিতে একেবারেই গররাজী' (রচনাবলী : ১৭শ খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং প্রতিপন্ন হয় যে ১৯০৩ সালের পরবর্তী পুরো সময়টা ধরেই ট্রট্স্কি ছিলেন বলশেভিক শিবিরের বাইরে—একবার মেনশেভিক শিবিরে বাসাবদল করছেন আরেকবার তা পরিত্যাগ করছেন কিন্তু কখনই বলশেভিক-দের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন না; এবং ১৯১২ সালে তিনি মেনশেভিকদেরই অনুরূপ শিবিরে থাকাকালে লেনিন ও তাঁর পার্টির বিরুদ্ধে মেনশেভিক বিলুপ্তি-বাদীদের সঙ্গে একটি জোট সংগঠিত করেন।

এটা কি আশ্চর্যের যে এ ধরনের একটি 'চরিত্রকে' আমাদের বলশেভিক পার্টি অবিশ্বাস করে?

এটা কি আশ্চর্যের যে এই 'চরিত্রের' দ্বারা পরিচালিত বিরোধী জোট পার্টি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ও তার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে দেখে?

যে **দ্বিতীয় মৌলিক প্রশ্নের** ভিত্তিতে বিরোধীদের নেতারা বিপথগামী হন তা ছিল এই যে সাম্রাজ্যবাদের সময়কালে একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব কিনা। বিরোধীদের ভুল এই যে তারা একটি দেশে সমাজতন্ত্রের জয়লাভের সম্ভাবনা সম্বন্ধে লেনিনের শিক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করার অনির্ণেয় প্রয়াস পেয়েছে।

এটা এখন কারুর কাছেই গোপন নেই যে অক্টোবর বিপ্লবের দু'বছর আগে সেই ১৯১৫ সালেই লেনিন সাম্রাজ্যবাদের পরিবেশে অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের নিয়মের ভিত্তিতে এই তত্ত্ব ঘোষণা করেছিলেন যে 'আলাদা আলাদাভাবে নিলে কয়েকটি, এমনকি একটিমাত্র পুঁজিবাদী দেশেও সমাজতন্ত্রের জয়লাভ প্রথমে সম্ভব' (লেনিন, ১৮শ খণ্ড দেখুন)।

এটা এখন কারুর কাছেই গোপন নেই যে অন্য কেউ নয় স্বয়ং ট্রট্স্কিই ঐ একই বছর ১৯১৫ সালে লেনিনের তত্ত্বকে সংবাদপত্রে **বিরোধিতা** করেন এবং ঘোষণা করেন যে আলাদা আলাদা দেশে সমাজতন্ত্রের জয়লাভের সম্ভাবনাকে স্বীকার করার অর্থ হল 'ঠিক সেই **জাতিগত সংকীর্ণচিত্ততারই** শিকারে পরিণত হওয়া যা সামাজিক-দেশপ্রেমবাদের অন্তঃসার গঠন করে' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (ট্রট্স্কি, **১৯১৭ সাল**, তৃতীয় খণ্ড, ১ম ভাগ)।

আর এটাও কিছু গোপন নয়, বরং এক বিশ্ববিদিত ঘটনাই যে লেনিন ও ট্রট্স্কির মধ্যে এই মতদ্বৈধতা বস্তুতঃ সেই ১৯২৩ সালে লেনিনের সর্বশেষ পুস্তিকা **সমবায় প্রসঙ্গে**[৩৩]-এর প্রকাশকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, সেখানে তিনি বারংবার এটা ঘোষণা করেন যে, আমাদের দেশে 'এক পূর্ণাঙ্গ সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ' গড়ে তোলা সম্ভব।

লেনিনের মৃত্যুর পর আমাদের পার্টির ইতিহাসে এই প্রশ্ন সম্বন্ধে কি কি পরিবর্তন ঘটেছে? ১৯২৫ সালে আমাদের পার্টির চতুর্দশ সম্মেলনে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ কয়েকবার দোদুল্যমানতার পর একটি দেশে সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনা-বিষয়ে লেনিনের শিক্ষাকে মেনে নেন ও পার্টির সঙ্গে এই প্রশ্নে নিজেদেরকে ট্রট্স্কিবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। কয়েকমাস পরে অবশ্য চতুর্দশ কংগ্রেসের আগে তাঁরা যখন নিজেদেরকে পার্টির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সংখ্যালঘুতে পরিণত হতে দেখেন ও ট্রট্স্কির সংগে একটি জোটে প্রবেশ করতে বাধ্য হন তখন 'হঠাৎ' তারা চতুর্দশ সম্মেলনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন ও একটি দেশে সমাজতন্ত্রের জয়লাভের সম্ভাবনা-বিষয়ে লেনিনের শিক্ষাকে বর্জন করে ট্রট্স্কিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ফলতঃ, লেনিনের তত্ত্বের জাতিগত সংকীর্ণচিত্ততা সম্বন্ধে ট্রট্স্কির প্রায়-মেনশেভিক বাজে বুকনিগুলি বিরোধীদের এমন একটি আড়ালের কাজ দিয়েছে যার মাধ্যমে তারা সমাজতন্ত্র গঠনের প্রশ্নে লেনিনবাদকে নিশ্চিহ্ন করায় উদ্দিষ্ট তাদের কার্যকলাপকে গোপন করার চেষ্টা করে।

প্রশ্নটি হল: এই ঘটনায় বিস্ময়ের কি আছে যে লেনিনবাদের ভাবধারায় শিক্ষিত ও দীক্ষিত পার্টি এই সবকিছুর পরে এই বিলুপ্তিবাদীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া প্রয়োজন বোধ করেছিল ও বিরোধীদের নেতারা নিজেদেরকে পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে দেখেছিলেন?

যে তৃতীয় মৌলিক প্রশ্নের ভিত্তিতে বিরোধীদের নেতারা বিপথগামী হয়ে যান সেটা ছিল আমাদের পার্টির, তার একশিলা চরিত্রের, তার লৌহদৃঢ় ঐক্যের সম্পর্কে প্রশ্ন।

লেনিনবাদ শিক্ষা দেয় যে সর্বহারাশ্রেণীর পার্টিকে অবশ্যই হতে হবে ঐক্যবদ্ধ ও একশিলা, তার মধ্যে অবশ্যই কোন উপদল বা উপদলীয় কেন্দ্র থাকবে না, তার অবশ্যই থাকবে একটি একক পার্টি-কেন্দ্র ও একটি একক আকাঙ্ক্ষা। লেনিনবাদ শিক্ষা দেয় যে সর্বহারাশ্রেণীর পার্টির স্বার্থে প্রয়োজন হল পার্টি নীতির প্রশ্নগুলির সংস্কারমুক্ত উদার আলোচনা, পার্টি নেতৃত্বের প্রতি পার্টি-সদস্যদের ব্যাপক সাধারণের সংস্কারমুক্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গি, পার্টির ত্রুটির সমালোচনা, তার ভ্রান্তির সমালোচনা। অবশ্য একই সংগে লেনিনবাদের এটাও প্রয়োজন যে পার্টির সিদ্ধান্তগুলি পার্টির সকল সদস্য কর্তৃক প্রশ্নাতীতভাবে পালিত হতে হবে যখন নেতৃস্থানীয় পার্টি সংস্থাগুলির দ্বারা সেই সিদ্ধান্তগুলি একবার গৃহীত ও অনুমোদিত হয়ে যায়।

ট্রট্স্কিবাদ বিষয়টির দিকে ভিন্নভাবে তাকায়। ট্রট্স্কিবাদ অনুসারে পার্টি হল পৃথক পৃথক উপদলীয় কেন্দ্র সমেত উপদলীয় গোষ্ঠীর একটি যুক্ত মোর্চা ধরনের। ট্রট্স্কিবাদের মতে পার্টির সর্বহারা শৃংখলা হল অসহনীয়। ট্রট্স্কিবাদ পার্টিতে সর্বহারা শাসন সহ্য করতে পারে না! ট্রট্স্কিবাদ বোঝে না যে পার্টিতে যদি লৌহদৃঢ় শৃংখলা না থাকে তাহলে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বকে কার্যকরী করা হবে অসম্ভব।

বিরোধীপক্ষের প্রাক্তন লেনিনবাদীরা কি ট্রট্স্কিবাদের এই আঙ্গিক ত্রুটিগুলি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন? নিশ্চয়ই তাঁরা তা ছিলেন। তদুপরি তাঁরা বাড়ির ছাদ থেকে চিৎকার করে এ কথা বলেছিলেন যে ট্রট্স্কিবাদের 'সাংগঠনিক পরিকল্পনার' সংগে লেনিনবাদের সাংগঠনিক নীতিসমূহের মিলমিশ নেই। ১৬ই অক্টোবর, ১৯২৬ সালে বিরোধীরা তাঁদের বিবৃতিতে পার্টি হল গোষ্ঠীগুলির যুক্ত মোর্চাবৎ এই ধারাটিকে যে বাতিল করেছিলেন এই ঘটনাটি শুধু সেই তথ্যেরই অতিরিক্ত স্বীকৃতি যে এই বিষয়টিতে দাঁড়ানোর মতো অবস্থা তাঁদের নেই ও ছিল না। অবশ্য ঐ বাতিল করে দেওয়াটা ছিল নিছক মৌখিক, তা ছিল আন্তরিকহীন। আসল কথা হল, ট্রট্স্কিবাদীরা কখনোই আমাদের পার্টির মধ্যে ট্রট্স্কিবাদী সাংগঠনিক নীতির অনুপ্রবেশ ঘটানোর জন্য তাদের প্রচেষ্টা বর্জন করেনি এবং জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ তাদেরকে সেই জঘন্য কাজে মদৎ যুগিয়ে চলেছেন। পার্টির বিরুদ্ধে তাদের লড়াইয়ে নিজেদের সংখ্যালঘুতে পরিণত হতে দেখাই ছিল জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের পক্ষে যথেষ্ট যার ভিত্তিতে তাঁরা ট্রট্স্কিপন্থী, প্রায় মেনশেভিক সাংগঠনিক পরিকল্পনার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ট্রট্স্কিবাদীদের সংগে একযোগে পার্টির ভেতরে সর্বহারার শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সাম্প্রতিক শ্লোগান হিসেবে ঘোষণা করেন।

এই ঘটনায় বিস্ময়ের কি আছে যে আমাদের পার্টি লেনিনবাদের সাংগঠনিক নীতিকে কবরে দেওয়া সম্ভব বলে মনে করেনি এবং বিরোধীদের বর্তমান নেতাদের তা খারিজ করে দিয়েছে।

কমরেডগণ, এই হল সেই তিনটি মৌলিক প্রশ্ন যার ভিত্তিতে বিরোধীপক্ষের বর্তমান নেতারা বিপথগামী হয়েছিলেন ও লেনিনবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন।

এর পরেও কি কেউ এতে বিস্মিত হতে পারেন যে লেনিনের পার্টি তার তরফে ঐ নেতাদের সংগে ভিন্ন হয়ে যায়?

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিরোধীদের অধঃপতন সেখানেই শেষ হয়নি। তা আরও নীচে এমন সীমানায় নেমেছে যাকে ডিঙিয়ে যাওয়া পার্টির থেকে বাইরে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া অসম্ভব।

আপনারা নিজেরাই বিচার করুন।

আজ পর্যন্ত এটা ভাবা কঠিন ছিল যে, যে-নীচে তারা নেমেছে তাতে বিরোধীরা আমাদের দেশের নিঃশর্ত প্রতিরক্ষার প্রশ্নেও দোদুল্যমানতা দেখাবে। কিন্তু এখন আমরা শুধু ধারণাই যে করছি তা নয়, জোর দিয়েই বলছি যে বিরোধীদের বর্তমান নেতাদের মনোভাব হল এক পরাজয়বাদী মনোভাব। এ ছাড়া আর কিভাবে ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে এক নতুন যুদ্ধের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে একটি ক্লিমেনসিউ পরীক্ষা সম্পর্কে ট্রট্স্কির সেই অর্থহীন ও অলীক তত্ত্বটিকে একজন ব্যাখ্যা করবে? এতে কি আর সন্দেহ থাকতে পারে যে এটা হল তারই চিহ্ন যে বিরোধীরা আরও অনেক নীচে নেমেছে?

আজ পর্যন্ত ভাবা শক্ত ছিল যে, বিরোধীরা আমাদের বিরুদ্ধে কখনো একটি থার্মিডোর পার্টি হয়ে যাওয়ার অর্থহীন ও বেখাপ্পা অভিযোগ বর্ষণ করবে। ১৯২৫ সালে যখন জালুৎস্কি আমাদের পার্টির ভেতরে থার্মিডোর প্রবণতা নিয়ে প্রথম বক্তব্য রাখেন তখন বিরোধীদের বর্তমান নেতারা নিজেদেরকে তার থেকে দৃঢ়ভাবে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। কিন্তু এখন তাঁরা এতই নীচে নেমেছেন যে জালুৎস্কির থেকেও তাঁরা বেশি দূর এগিয়ে গেছেন ও পার্টিকে এক থার্মিডোর পার্টি হওয়ার দায়ে অভিযুক্ত করছেন। আমি যেটা বুঝতে পারি না তা হল এই যে, যেসব মানুষ জোর দিয়ে বলে যে আমাদের পার্টি একটি থার্মিডোর পার্টিতে পরিণত হয়েছে তারা কিভাবে তার সংগে এক সারিতে থাকে?

আজ পর্যন্ত বিরোধীরা 'শুধু' কমিনটার্নের অংশগুলিতে আলাদা আলাদা উপদলীয় গোষ্ঠী সংগঠিত করারই চেষ্টা করেছে। এখন কিন্তু তারা এতদূর গেছে যে জার্মানিতে বর্তমান কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে গিয়ে প্রকাশ্যভাবে জার্মানিতে একটি নতুন পার্টি সংগঠিত করছে, এ হল সেই প্রতিবিপ্লবী শয়তান মাসলো আর রুথ ফিশারের পার্টি। এটা হল কমিনটার্নে সরাসরি ভাঙন আনার মনোভাব। কমিনটার্নের অংশসমূহে উপদলীয় গোষ্ঠী গঠন থেকে কমিনটার্নে ভাঙন আনা—এই হল সেই অধঃপতনের রাস্তা বিরোধীদের নেতারা যা বেয়ে চলেছেন।

এটা লক্ষ্য করার যে জিনোভিয়েভ তাঁর ভাষণে জার্মানিতে যে একটা বিভেদ রয়েছে তা অস্বীকার করেননি। এই কমিউনিস্ট-বিরোধী পার্টিটি যে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারাই সংগঠিত হয়েছে তা শুধু এই ঘটনা থেকেই প্রতিপন্ন হতে পারে যে আমাদের বিরোধীপক্ষের নেতাদের পার্টি-বিরোধী নিবন্ধ ও ভাষণগুলি মাসলো ও রুথ ফিশারের দ্বারাই মুদ্রিত ও প্রচারিত হচ্ছে। (**একটি কণ্ঠস্বর :** 'ছি ছি!')

এবং এই ঘটনারই-বা গুরুত্ব কি যে বিরোধী জোট ভিউয়োভিচকে আমাদের সংবাদপত্রে জার্মানির এই দ্বিতীয়, মাসলো-রুথ ফিশারের, পার্টিকে রাজনৈতিক রক্ষণের ভার অর্পণ করেছে? এটা দেখায় এই যে আমাদের বিরোধীরা মাসলো ও রুথ ফিশারকে **খোলাখুলি** মদৎ দিচ্ছে, তাদেরকে কমিনটার্নের **বিরুদ্ধে,** তার শ্রমিকশ্রেণীর অংশসমূহের বিরুদ্ধে মদৎ যোগাচ্ছে। কমরেডগণ, এটা আর নিছক উপদলীয় বৃত্তি নয়। এটা হল কমিনটার্নে **খোলাখুলি ফাটল** ধরানোর নীতি। (**একাধিক কণ্ঠস্বর :** 'একেবারে ঠিক কথা!')

পূর্বে, বিরোধীপক্ষ আমাদের পার্টির অভ্যন্তরে উপদলীয় গোষ্ঠীগুলির স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। এখন তাদের পক্ষে এটা আর যথেষ্ট নয়। এখন তারা ইউ. এস. এস. আর-এ নিজস্ব কেন্দ্রীয় কমিটি ও নিজস্ব আঞ্চলিক সংগঠন সমেত একটি নতুন পার্টি প্রতিষ্ঠা করে এক **সরাসরি বিভেদের** রাস্তা নিচ্ছে। উপদলীয় বৃত্তির নীতি থেকে এক সরাসরি বিভেদের নীতি, এক নতুন পার্টি স্থাপনের নীতি, 'অসলোভস্কি-বাদের'[৩৪] নীতি—এই ধরনের অতলেই আমাদের বিরোধীপক্ষের নেতারা নিমজ্জিত হয়েছেন।

পার্টি ও কমিনটার্ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, কমিনটার্ন ও সি. পি. এস. ইউ. (বি)তে ফাটল ধরানোর নীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে বিরোধীদের আরও অধঃপতনের রাস্তায় এই সবই হল প্রধান চিহ্ন।

এই ধরনের পরিস্থিতি আর কি সহ্য করা যায়? নিশ্চয়ই না। বিভেদাত্মক নীতিকে কমিনটার্নে সি. পি. এস. ইউ. (বি)-তে কোথাও অনুমোদিত করা যেতে পারে না। পার্টি এবং কমিনটার্নের স্বার্থকে, তাদের ঐক্যের স্বার্থকে যদি আমরা মূল্য দিই তাহলে এই অমঙ্গলকে অবশ্যই দূর করতে হবে।

এই হল সেই পরিস্থিতির প্রকৃতি যা কেন্দ্রীয় কমিটিকে বাধ্য করেছিল

ট্রট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভকে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বহিষ্কার করার প্রশ্ন উত্থাপন করতে।

আপনারা জিজ্ঞাসা করবেন যে—বেরোবার পথ কোথায়?

বিরোধীপক্ষ এক সংকটজনক অবস্থায় পড়েছে। কর্তব্য হল বিরোধীপক্ষ যাতে ঐ সংকট থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে সেজন্য তাদেরকে সাহায্য করার এক সর্বশেষ প্রচেষ্টা চালানো। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের তরফে কমরেড ওর্‌জোনিকিদ্‌জে এখানে যা প্রস্তাব করেছেন তা হল একটি পদ্ধতি ও সর্বোচ্চ পরিমাণের রেয়াৎ যাতে পার্টি রাজী হতে পারে পার্টির ভেতর শান্তি উন্নীত করার উদ্দেশ্যে।

প্রথমতঃ, বিরোধীপক্ষকে অবশ্যই দৃঢ়ভাবে ও অপ্রত্যাহারসাধ্যভাবে তার 'থার্মিডোর' বাগাড়ম্বরকে ও একটি ক্লিমেনসিউ পরীক্ষার মূঢ় শ্লোগানকে বর্জন করতে হবে। বিরোধীদের এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও এই ধরনের প্রবণতাওয়ালা মানুষ আমাদের দেশের ওপর যে যুদ্ধের হুমকি ঝুলছে তা থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে না। বিরোধীদের এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও এই ধরনের প্রবণতাওয়ালা ব্যক্তি আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে বহাল থাকতে পারে না। (**একাধিক কণ্ঠস্বর ঃ** 'একেবারে ঠিক কথা!')

দ্বিতীয়তঃ, বিরোধীপক্ষকে খোলাখুলি ও নির্দিষ্টভাবে জার্মানির বিভেদকারী, লেনিনবাদ-বিরোধী মাসলো-রুথ ফিশার গোষ্ঠীকে নিন্দা করতে হবে ও তার সঙ্গে সকল সংযোগ ছিন্ন করতে হবে। কমিনটার্নে ভাঙন ধরানোর নীতির সমর্থন আর সহ্য করা যেতে পারে না। (**একাধিক কণ্ঠস্বর ঃ** 'একেবারে ঠিক কথা!')

কমিনটার্নে ভাঙন ধরানোকে এবং কমিনটার্নের অংশসমূহের বিশৃংখলা ঘটানোকে সমর্থন যোগালে ইউ. এস. এস. আরকে রক্ষা করা যেতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, বিরোধীপক্ষকে সেই সমস্ত উপদলীয়তা ও সমস্ত রাস্তাকে দৃঢ় ও অপ্রত্যাহারসাধ্যভাবে বর্জন করতে হবে, যা সি. পি. এস. ইউ. (বি)র অভ্যন্তরে এক নতুন পার্টি তৈরী করার দিকে এগোয়। আমাদের পার্টি কংগ্রেসের দু'মাস এমনকি দু'ঘণ্টা আগেও কখনোই আমাদের পার্টির ভেতরে বিভেদ ঘটানোর নীতিকে কিছুতেই অনুমোদন করা হবে না। (**একাধিক কণ্ঠস্বর :** 'পুরোপুরি ঠিক কথা!')

কমরেডগণ, এই হল তিনটি প্রধান শর্ত যা অবশ্যই পালন করতে হবে যদি ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভকে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে বজায় থাকতে আমাদের অনুমতি দিতে হয়।

বলা হবে যে এটা হল উৎপীড়ন। হাঁ, এটা উৎপীড়নই। আমরা কখনো উৎপীড়নের হাতিয়ারকে আমাদের পার্টির অস্ত্রাগারের বহির্ভূত কিছু বলে গণ্য করিনি। আমরা এখানে আমাদের পার্টির দশম কংগ্রেসের সুবিদিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে কমরেড লেনিনের দ্বারা খসড়াকৃত ও সম্পাদিত প্রস্তাবটি[৩৫] অনুসারেই কাজ করছি। এই প্রস্তাবের ৬নং এবং ৭নং ধারাটি হল নিম্নরূপ :

৬নং ধারা : 'কংগ্রেস যেসব গোষ্ঠী একটা-না-একটা কর্মসূচীর ভিত্তিতে তৈরী হয়েছে ব্যতিক্রম নির্বিশেষে তাদের আশু বিলুপ্তির নির্দেশ দিচ্ছে এবং সমস্ত সংগঠনকে নির্দেশ দিচ্ছে কঠোরভাবে এটা লক্ষ্য রাখতে যাতে কোন ধরনেরই উপদলীয় ঘোষণা না হয়। কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত পালিত না হলে পার্টি থেকে সুনির্দিষ্টভাবে এবং অবিলম্বে বহিষ্কার করা হবে।'

৭নং ধারা : 'পার্টির ভেতরে ও সমস্ত সোভিয়েত কার্যক্রমে কঠোর শৃংখলা সুনিশ্চিত করার এবং সকল উপদলীয় বৃত্তিকে পরিহার করে সর্বোচ্চ মাত্রায় মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটিকে শৃংখলা ভঙ্গ বা উপদলীয় বৃত্তির পুনরুত্থান বা তোষণের ক্ষেত্রে (ক্ষেত্রসমূহে) পার্টি থেকে বহিষ্কার এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের ক্ষেত্রে তাঁদেরকে প্রার্থী-সদস্যের স্তরে নামিয়ে দেওয়া ও এমনকি একটি চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসেবে পার্টি থেকে তাঁদের বহিষ্কার পর্যন্ত ও তা সমেত পার্টি-অনুসৃত সকল শাস্তি প্রয়োগের কর্তৃত্বভার দিচ্ছে। এই ধরনের একটি চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের (কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও প্রার্থী-সদস্য এবং নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সদস্যদের বিরুদ্ধে) একটি শর্ত হল কেন্দ্রীয় কমিটির একটি প্লেনাম অবশ্যই আহ্বান যাতে কেন্দ্রীয় কমিটির সকল প্রার্থী-সদস্য ও নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সকল সদস্য আমন্ত্রিত হবেন। পার্টির অত্যন্ত দায়িত্বশীল নেতৃবর্গের এই ধরনের একটি সাধারণ সভা যদি কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্যকে একটি প্রার্থী-সদস্যের স্তরে নামিয়ে দেওয়া বা তাঁকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা প্রয়োজন বলে গণ্য করে তাহলে ঐ ব্যবস্থা অবিলম্বে অবশ্যই কার্যকরী করতে হবে।'

একাধিক কণ্ঠস্বর : এটা এখনি কার্যকরী করা উচিত।

স্তালিন : কমরেডগণ, অপেক্ষা করুন, তাড়াহুড়ো করবেন না। এটা কমরেড লেনিনের দ্বারা লিখিত এবং আমাদের ওপর অর্পিত হয়েছিল কারণ তিনিই জানতেন যে পার্টি-শৃংখলা কি জিনিস, সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব কি। কারণ তিনিই জানতেন যে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রযুক্ত হয় পার্টির মাধ্যমে, পার্টি ছাড়া, একটি ঐক্যবদ্ধ ও একশিলা পার্টি ছাড়া সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব অসম্ভব।

এই হল সেই শর্তগুলি যা ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভকে যদি আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে বজায় থাকতে হয় তাহলে মানতেই হবে। বিরোধীপক্ষ যদি এই শর্তগুলি মেনে নেয় তাহলে বেশ ভাল কথা। আর যদি তা না মানে তাহলে সেটা সমান খারাপই হবে। (**হর্ষধ্বনি।**)

৮ই আগস্ট, ১৯২৭ তারিখে বিরোধী-পক্ষের 'ঘোষণা' প্রসঙ্গে

(৯ই আগস্ট প্রদত্ত ভাষণ)

কমরেডগণ, বিরোধীপক্ষ আমাদেরকে যেটা দিচ্ছে তাকে পার্টির ভেতরে শান্তি বলে গণ্য করা যেতে পারে না। কোনও মোহ লালন করা আমাদের চলবে না। বিরোধীরা আমাদেরকে যা দিচ্ছে তা হল এক সাময়িক যুদ্ধবিরতি। (**একটি কণ্ঠস্বর :** 'এমনকি সাময়িকও নয়!') এটা হল এক সাময়িক যুদ্ধবিরতি যা কতকগুলি পরিস্থিতিতে সামনে এগোনোর এক পদক্ষেপের মতো হতে পারে, আবার ক্ষেত্রান্তরে তা নাও হতে পারে। এটা সব সময়ের জন্য অবশ্যই মনে রাখতে হবে। বিরোধীপক্ষ আরও নতি স্বীকার করতে রাজী হোক না হোক এটা মনে রাখতেই হবে।

পার্টির কাছে এটা একটা সামনে এগোনোর পদক্ষেপ, কারণ যে তিনটি প্রশ্ন আমরা বিরোধীদের সামনে রেখেছিলাম তার সবকটিতেই তারা খানিকটা পিছু হটেছে। তারা কিছুটা পিছু হটেছে, কিন্তু তা এমন ধরনের শর্তসাপেক্ষে যা ভবিষ্যতে আরও একটা তীক্ষ্ণ লড়াইয়ের ভিত তৈরী করতে পারে। **একাধিক কণ্ঠস্বর :** 'ঠিক কথা একেবারে!' 'পুরোপুরি ঠিক! সেটাই সত্যি!')

যুদ্ধের যে হুমকি দেখা দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতিরক্ষার প্রশ্নটি হল একটি মৌলিক প্রশ্ন। বিরোধীপক্ষ তার ঘোষণায় এক ইতিবাচক ভঙ্গীতেই বলেছে যে, তা ইউ. এস এস. আর-এর নিঃশর্ত ও দ্বিধাহীন প্রতিরক্ষার সপক্ষে, কিন্তু তা ট্রট্স্কির সুবিদিত সূত্র—তার ক্লিমেনসিউ সম্পর্কিত সুবিদিত শ্লোগানটিকে নিন্দা করতে গররাজী। ট্রট্স্কির নিশ্চয়ই ঘটনাকে স্বীকার করার সাহস আছে।

আমি মনে করি যে কেন্দ্রীয় কমিটির ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পুরো প্লেনামই এ সম্পর্কে একমত হবে যে, যে-ব্যক্তি শুধু কথায় নয়, তাঁর মনে ও তাঁর কাজেও আমাদের দেশের নিঃশর্ত প্রতিরক্ষার সপক্ষে তিনি কমরেড ওর্জো-নিকিদ্জের নিকট প্রেরিত কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে তাঁর চিঠিতে ট্রট্স্কি যা লিখেছেন তা লিখবেন না।

আমি মনে করি যে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পুরো প্লেনামই এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত যে ক্লিমেনসিউ সম্পর্কে ট্রট্স্কির এই শ্লোগান, এই সূত্র কেবল ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতিরক্ষা বিষয়ে ট্রট্স্কির আন্তরিকতা সম্বন্ধেই সন্দেহ জাগিয়ে তুলতে পারে। তদুপরি, তা এই ধারণা গড়ে তোলে যে আমাদের দেশের নিঃশর্ত প্রতিরক্ষার প্রশ্নগুলির প্রতি ট্রট্স্কি এক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। (**একাধিক কণ্ঠস্বর :** 'ঠিকই বলেছেন, একেবারে খাঁটি কথা!')

আমি মনে করি যে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পুরো প্লেনামই এ ব্যাপারে প্রগাঢ়-নিশ্চিত যে ক্লিমেনসিউ সম্পর্কে এই শ্লোগান, এই সূত্র প্রকাশ করে ট্রট্স্কি ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতিরক্ষাকে এই বিষয়ে নিহিত আমাদের পার্টির নেতৃত্ব ও সোভিয়েত সরকারের নেতৃত্ব পরিবর্তন সম্পর্কিত শর্তের ওপর নির্ভরশীল করিয়েছেন। যারা অন্ধ একমাত্র তারাই এটা দেখতে ব্যর্থ হতে পারে। ট্রট্স্কির যদি নিজের ভুল স্বীকারের সাহস, প্রাথমিক সাহসটুকুও না থাকে তাহলে স্বয়ং তাঁকেই দোষ দিতে হবে।

যেহেতু বিরোধীপক্ষ তার দলিলে ট্রট্স্কির এই ভুলটির নিন্দা করেনি, সুতরাং এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে দেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্কে পার্টি যে নীতি অনুসরণ করছে সেই সম্পর্কে পার্টির ওপর ভবিষ্যতে আক্রমণ হানার জন্য বিরোধীপক্ষ হাতে একটি অস্ত্র মজুত রাখতে চায়। এর অর্থ এই যে বিরোধীপক্ষ একটি অস্ত্র মজুত রাখছে সেটি ব্যবহার করার ইচ্ছা নিয়েই।

সুতরাং, এই মৌলিক প্রশ্নটির ক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষ শান্তি চাইছে না, চাইছে একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতি যার সংগে রয়েছে এমন এক শর্ত যা ভবিষ্যতে লড়াইকে আরও বেশি জোরদার করতে পারে। (**একটি কণ্ঠস্বর :** 'আমাদের কোন সাময়িক যুদ্ধবিরতির প্রয়োজন নেই, আমাদের শান্তির প্রয়োজন।')

না কমরেডগণ, ভুল করছেন, আমাদের প্রয়োজন সাময়িক একটি যুদ্ধবিরতি। আমাদের যদি একটা উদাহরণই নিতে হয় তাহলে সবচেয়ে ভাল হবে গোগোলের (প্রসিদ্ধ রুশ নাট্যকার ও গল্পলেখক নিকোলাই গোগোল— অনুবাদক) ওসিপ্‌কে নেওয়া, যে বলেছিল : 'একগাছি সুতো? তাই দিন এখন, একগাছি সুতোও কাজে লাগাবার মতো হবে।' গোগোলের ওসিপের মতো আচরণই হবে নিঃসংশয়ে সর্বোত্তম। আমরা সম্পদে তেমন সমৃদ্ধ নই এবং নই

তেমন শক্তিমানও যে একগাছি সুতোও আমরা বাতিল করতে সক্ষম হতে পারি। এমনকি একগাছি সুতো পর্যন্ত আমরা অবশ্যই বাতিল করব না। ভাল করে ভাবুন এবং তাহলে বুঝবেন যে আমাদের তূণে একগাছি সুতোও থাকতে হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটিতে, থার্মিডোর সংক্রান্ত প্রশ্নে বিরোধীপক্ষ নিঃসন্দেহে পিছু হটেছে, এই বিষয়ে তারা তাদের আগেকার অবস্থান থেকে কিছুটা পিছু হটেছে কারণ এই ধরনের একটি পিছু হটার পর পার্টির 'থার্মিডোরসুলভ অধঃপতন' নিয়ে আর সে ধরনের কোনও মূঢ় বিক্ষোভ থাকতে পারে না (অবশ্য যুক্তিসঙ্গতভাবে) যা বিরোধীপক্ষের কয়েকজন সদস্য, বিশেষতঃ তাদের প্রায়-মেনশেভিক সদস্যদের কয়েকজন চালিয়ে গেছে।

বিরোধীপক্ষ কিন্তু এই রেয়াৎয়ের সংগে এক শর্ত জুড়ে দিয়েছে যা ভবিষ্যতে কোনও যুদ্ধবিরতি ও শান্তির সমস্ত সম্ভাবনাকেই মুছে দিতে পারে। তারা বলে থাকে যে আমাদের দেশে এইরকম কিছু শক্তি আছে যা এক থার্মিডোরের দিকে, তার এক পুনরুত্থানের দিকে ঝোঁক প্রকাশ করে। কিন্তু সে কথা তো কেউ এযাবৎ অস্বীকার করেনি। যেহেতু বৈরীভাবাপন্ন শ্রেণীগুলি বর্তমান, যেহেতু শ্রেণীগুলিকে লুপ্ত করা হয়নি সেহেতু পুরানো জমানার পুনরুত্থানের জন্য সর্বদাই অবশ্যই প্রচেষ্টা চালানো হবে। কিন্তু সেটা আমাদের বিরোধের বিষয় নয়। বিরোধের বিষয় হল এই যে বিরোধীপক্ষ তার দলিলগুলিতে কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে, সুতরাং পার্টিরও বিরুদ্ধে, থার্মিডোর প্রবণতা প্রসঙ্গে আঘাত হেনেছে। কেন্দ্রীয় কমিটিকে তো পার্টি থেকে আলাদা করা যেতে পারে না। তা হতেও পারে না। সেটা হল অর্থহীন। শুধু সেই পার্টি-বিরোধী ব্যক্তিরা যারা লেনিনের সাংগঠনিক কাঠামোর বুনিয়াদী প্রাথমিক সূত্রগুলি অনুধাবনে ব্যর্থ হয় তারাই এরকম ধারণা করতে পারে যে কেন্দ্রীয় কমিটিকে, বিশেষ করে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটিকে, পার্টি থেকে আলাদা করা যায়।

বিরোধীপক্ষ অবশ্য তাদের রেয়াৎগুলির সংগে আমি যেমন উল্লেখ করেছি তেমন সব শর্ত জুড়ে দেয়। আর ঐসব শর্ত বিরোধীপক্ষকে আবার যখন সুযোগ আসে তখন পার্টিকে আক্রমণ করার জন্য মজুত হিসেবে একটি হাতিয়ার যুগিয়ে থাকে।

কেন্দ্রীয় কমিটির থার্মিডোর প্রবণতা নিয়ে কথা বলা নিশ্চয়ই হাস্যকর। আমি আরও বলব : এটা হল অর্থহীন কথা। আমি মনে করি না যে খোদ

বিরোধীপক্ষও এই অর্থহীন কথাটায় বিশ্বাস করে কিন্তু এটাকে তার দরকার ঝামেলা করার একটি অজুহাত হিসেবে। কারণ বিরোধীপক্ষ যদি সত্যই এটা বিশ্বাস করত তাহলে তারা অবশ্যই আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে ও আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করত; কিন্তু তারা আমাদের এই আশ্বাস দিচ্ছে যে তারা পার্টিতে শান্তিই চায়।

আর তাই, দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কেও বিরোধীপক্ষ একটি অস্ত্র মজুত রাখছে যা দিয়ে পরবর্তীকালে পার্টির উপর আবার আক্রমণ চালানো যায়। কমরেডগণ, সমস্ত পরিস্থিতিতে এটাও খেয়াল রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বিরোধীপক্ষের নেতাদের আমরা হটিয়ে দিই বা না দিই থার্মিডোর সম্বন্ধীয় মৌলিক প্রশ্নে তাদের হাতে একটি অস্ত্র মজুত থেকে যাবে এবং পার্টিকে এখন অবশ্যই সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করতে হবে যাতে করে বিরোধীরা যদি এই পার্টি-বিরোধী অস্ত্রকে আবার গ্রহণ করে তাহলে তাদেরকে দূরে হটিয়ে দেওয়া যায়।

তৃতীয় প্রশ্নটি হল জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙন সম্পর্কে, রুথ ফিশার ও মাসলোর লেনিনবাদ-বিরোধী ও বিভেদকামী গোষ্ঠী সম্পর্কে।

গতকাল কমিশনে আমাদের এক অদ্ভুত কথোপকথন হয়েছে। অনেক বক্তৃতাদির পর বিরাট, খুবই বিরাট অসুবিধার সঙ্গে বিরুদ্ধবাদীরা এই কথাটি বলবার সাহস পান যে কমিনটার্নের সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্যের জন্য—তাঁরা যে যুক্তির দ্বারা আশ্বস্ত সেজন্য নয়, কমিনটার্নের সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্যের খাতিরেই—তাঁরা এটা মানতে রাজী হয়েছেন যে এই পার্টি-বিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে সাংগঠনিক যোগাযোগ রাখা অননুমোদনীয়। আমি প্রস্তাব দিলাম: 'এই গোষ্ঠীর সঙ্গে সাংগঠনিক যোগাযোগ এবং একে সমর্থন।' ট্রট্স্কি বললেন: 'না, তার দরকার নেই, আমরা তা মানতে পারি না। কমিনটার্নের তাদেরকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল। আমি ঐ ব্যক্তিদের—রুথ ফিশার ও মাসলোকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করব।'

এটা কি প্রমাণ করে? আপনারা নিজেরাই বিচার করুন। পার্টি-নীতির প্রাথমিক ধারণাটুকুও কেমন সম্পূর্ণভাবেই এইসব ব্যক্তিদের মন থেকে উবে গেছে।

ধরা যাক আজকে সি. পি. এস. ইউ. (বি) মিয়াসনিকোভকে বহিষ্কার

করল যার পার্টি-বিরোধী কাজকর্ম সম্পর্কে আপনারা সবাই জানেন। আগামী-কাল ট্রটস্কি এগিয়ে আসবেন ও বলবেন: 'আমি মিয়াস্নিকোভকে সমর্থন না করে পারি না কারণ কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত ভুল ছিল, তবে আপনাদের নির্দেশের প্রতি আনুগত্যবশতঃ তার সঙ্গে আমি সাংগঠনিক যোগাযোগ ছিন্ন করতে চাই।'

আগামীকাল আমরা 'শ্রমিক সত্য' গোষ্ঠীকে[৩৬] বহিষ্কার করলাম যাদের পার্টি-বিরোধী কার্যকলাপ সম্বন্ধে আপনারাও জানেন। ট্রটস্কি এগিয়ে আসবেন ও বলবেন: 'আপনারা যেহেতু এই গোষ্ঠীকে বহিষ্কার করে ভুল করেছেন তাই একে সমর্থন না করে আমি পারি না।'

আগামী পরশু কেন্দ্রীয় কমিটি অস্‌সোভস্কিকে বহিষ্কার করল কারণ আপনারা খুব ভালই জানেন যে সে পার্টির একজন শত্রু। ট্রটস্কি আমাদের বলবেন যে অস্‌সোভস্কিকে বহিষ্কার করা ভুল হয়েছে এবং তিনি তাকে সমর্থন না করে পারেন না।

কিন্তু রুথ ফিশার ও মাসলোসহ কয়েকজন ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কে বিস্তৃত এক আলোচনার পর যদি পার্টি, যদি কমিনটার্ন, যদি সর্বহারাশ্রেণীর এই উর্ধ্বতন সংস্থাগুলি সিদ্ধান্ত নেয় যে এই ধরনের লোকদের অবশ্যই বহিষ্কার করতে হবে এবং যদি তা সত্ত্বেও ট্রটস্কি বহিষ্কৃত ব্যক্তিদেরকে সমর্থনে অব্যাহত থেকে যান তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়ায়? আমাদের পার্টির, কমিনটার্নের অবস্থা কি দাঁড়ায়? আমাদের জন্য কি তাঁদের অস্তিত্ব থাকে? প্রতিপন্ন হয় এটাই যে, ট্রটস্কির জন্য কী পার্টি কী কমিনটার্ন কিছুই থাকে না, থাকে কেবল ট্রটস্কির ব্যক্তিগত মতামত।

কিন্তু কেবল ট্রট্স্কিই নন, পার্টির অন্যান্য সদস্যরাও যদি ট্রট্স্কির মতো ব্যবহার করতে চান তাহলে কি হবে? স্পষ্টতঃই, এই গেরিলা মনোভাব, এই হেত্‌ম্যান মনোভাব পার্টি-নীতিকে কেবল ধ্বংসের দিকেই নিয়ে যেতে পারে। তখন কোন পার্টি থাকবে না; তার পরিবর্তে প্রত্যেক হেত্‌ম্যানের ব্যক্তিগত মতামতই থাকবে। ট্রট্স্কি এটাই বুঝতে অস্বীকার করছেন।

কমিউনিস্ট-বিরোধী মাসলো-রুথ ফিশার গোষ্ঠীকে সমর্থন করা থেকে নিরস্ত হতে বিরোধীরা কেন গররাজী? এই বিষয়ে আমাদের সংশোধনীটিকে বিরোধীপক্ষের নেতারা কেন মেনে নিতে অস্বীকার করলেন? কারণ তাঁরা একটি তৃতীয় হাতিয়ার মজুত রাখতে ইচ্ছুক যা দিয়ে কমিনটার্নকে

আক্রমণ করা যায়। এটাও অবশ্য মনে রাখতে হবে।

আমরা তাঁদের সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছাই বা না পৌঁছাই, কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে তাঁরা অপসৃত হন বা না হন কমিনটার্নের ওপর ভবিষ্যতে এক আঘাত হানার জন্য তাঁরা এই অস্ত্র মজুত রেখেই দেবেন।

চতুর্থ প্রশ্নটি হল উপদলগুলিকে বিলোপ করা সম্বন্ধে। আমরা প্রস্তাব দিই যে সৎভাবে ও সরাসরি বলা হোক যে: 'উপদলকে অবশ্যই অব্যর্থভাবে বিলোপ করতে হবে।' বিরোধীপক্ষের নেতারা তা বলতে রাজী নন। পক্ষান্তরে তাঁরা বলছেন: 'উপদলীয় মনোবৃত্তির শক্তিকে অবশ্যই অপসারণ করতে হবে'; সঙ্গে কিন্তু তাঁরা এটাও জুড়ছেন: 'পার্টির আভ্যন্তর নিয়ামক ব্যবস্থাই উপদলীয় মনোবৃত্তিকে জন্ম দিয়েছে।'

এইখানে আপনারা পাচ্ছেন চতুর্থ ছোট্ট শর্তটি। আমাদের পার্টি ও তার ঐক্যের বিরুদ্ধে এটাও মজুত রাখা একটি হাতিয়ার।

সেই উপদলটি যা বিরোধীদের আছে ও এখানে মস্কোতে যা দু-এক দিনের মধ্যেই একটি অবৈধ সম্মেলন অনুষ্ঠান করতে চায় তার বিলুপ্তির প্রস্তাবক সূত্রটি গ্রহণে আপত্তি জানানোর মধ্যে তাদের বাসনাটা কি? এর অর্থ এই যে তারা রেলওয়ে স্টেশনে স্টেশনে বিক্ষোভ সংগঠিত করে যাওয়ার অধিকার বজায় রাখতে চায় এত দূর পর্যন্ত বলতে যে: দোষ দিতে হবে নিয়ামক ব্যবস্থাটিরই, আমরা আরও একটি বিক্ষোভ সংগঠনে বাধ্য হয়েছি। এর অর্থ এই যে তারা পার্টিকে আক্রমণ করে যাওয়ার অধিকার বজায় রাখতে চায় এত দূর পর্যন্ত বলতে যে: নিয়ামক ব্যবস্থাটিই আমাদেরকে আক্রমণ হানতে বাধ্য করছে। আপনারা এখানে দেখছেন আরও একটি হাতিয়ার যা তারা মজুতে রাখছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুগ্ম প্লেনামকে এই সবকিছুই জানতে ও মনে রাখতে হবে।

প্রথম মার্কিন শ্রমিক প্রতিনিধি-মণ্ডলীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭

১। প্রতিনিধিমণ্ডলীর প্রশ্নসমূহ এবং কমরেড স্তালিনের উত্তর

প্রথম প্রশ্ন : লেনিন এবং কমিউনিস্ট পার্টি কার্যতঃ মার্কসবাদে কি কি নতুন নীতি যোগ করেছেন? এটা বলা কি ঠিক হবে যে লেনিন বিশ্বাস করতেন 'সৃজনশীল বিপ্লবে', কিন্তু পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের বিকাশের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছানোর প্রতি মার্কসের মনোভাব ছিল অধিকতর অনুকূল?

উত্তর : আমি মনে করি লেনিন মার্কসবাদে কোন 'নতুন নীতি' 'যোগ করেন'নি, অথবা তিনি মার্কসবাদের কোন একটি 'পুরানো' নীতির বিলোপ সাধন করেননি। লেনিন মার্কস ও এঙ্গেলসের সর্বাধিক অনুগত ও অটল শিষ্য ছিলেন এবং আছেন, তিনি সমগ্রভাবে ও পরিপূর্ণরূপে মার্কসবাদের নীতি-গুলির ওপর নিজেকে স্থাপিত করেছিলেন।

কিন্তু লেনিন শুধু মার্কস ও এঙ্গেলসের শিক্ষাই অনুসরণ করেননি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই শিক্ষার ধারাবাহিকতা এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

তার অর্থ কি?

তার অর্থ হল এই যে, বিকাশের নতুন নতুন অবস্থা, পুঁজিবাদের নতুন পর্যায়—সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তিনি মার্কস ও এঙ্গেলসের শিক্ষা আরও বিবর্ধিত করেন। তার অর্থ হল এই যে, শ্রেণী-সংগ্রামের নতুন নতুন পরিস্থিতিতে মার্কস ও এঙ্গেলসের শিক্ষা আরও বিবর্ধিত করার মধ্য দিয়ে লেনিন মার্কস ও এঙ্গেলস যা সৃষ্টি করেছিলেন, পুঁজিবাদের প্রাক্-সাম্রাজ্যবাদী পর্বে যা সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল, তার তুলনায় নতুন কিছু অবদান রেখেছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে মার্কসবাদের নতুন জ্ঞানভাণ্ডারে লেনিনের অবদানের ভিত্তি সমগ্র এবং পরিপূর্ণভাবে মার্কস ও এঙ্গেলসের রচিত নীতির ওপর স্থাপিত।

এই অর্থেই আমরা লেনিনবাদকে বলি সাম্রাজ্যবাদ এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ।

মার্কসের শিক্ষা আরও বিকশিত করে লেনিন যে কয়েকটি প্রশ্নে নতুন অবদান রেখেছিলেন সেগুলি নিচে দেওয়া হল।

প্রথমতঃ, একচেটিয়া পুঁজিবাদ এবং পুঁজিবাদের নতুন পর্যায় হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্ন।

ক্যাপিটালে মার্কস ও এঙ্গেলস পুঁজিবাদের ভিত্তিসমূহ বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলস জীবনযাপন করেছিলেন প্রাক্-একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রাধান্যের পর্বে, জীবনযাপন করেছিলেন পুঁজিবাদের স্বচ্ছন্দ ক্রমবিকাশ এবং সারা পৃথিবী জুড়ে তার 'শান্তিপূর্ণ' সম্প্রসারণের যুগে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরু নাগাদ পুঁজিবাদের সেই পুরানো পর্বের অবসান হল। তখন মার্কস ও এঙ্গেলস আর জীবিত ছিলেন না। এটা প্রণিধানযোগ্য যে, পুঁজিবাদের পুরানো পর্যায়ের পরিণতিতে, বিকাশের সাম্রাজ্যবাদী, একচেটিয়া পর্যায়ের পরিণতিতে—যখন পুঁজিবাদের আকস্মিক ও প্লাবনসৃষ্টিকারী বিকাশ তার স্বচ্ছন্দ ক্রমবিকাশকে অনুসরণ করে, যখন বিকাশের অসমতা ও পুঁজিবাদের স্ববিরোধিতাসমূহ বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং যখন পুঁজিবাদের চূড়ান্ত অসমতার পরিস্থিতিসমূহে বাজার এবং পুঁজি রপ্তানির জন্য সংগ্রাম বিশ্বের পর্যাবৃত্ত পুনর্বিভাজন এবং প্রভাবের ক্ষেত্রসমূহের জন্য পুনরাবৃত্ত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধসমূহ অপরিহার্য করে তোলে, তখন যে পুঁজিবাদের উদ্ভব হয় তার বিকাশের পক্ষে নতুন নতুন অবস্থা মার্কস ও এঙ্গেলস মাত্র অনুমান করতে পেরেছিলেন।

এখানে লেনিন যে কর্ম সম্পাদন করেছিলেন—এবং সুতরাং তাঁর নতুন অবদান—তা হল এই যে লেনিন **ক্যাপিটালের** মৌলিক নীতিসমূহের ভিত্তিতে পুঁজিবাদের শেষ পর্যায় হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের একটি বাস্তবায়িত মার্কসীয় বিশ্লেষণ করেন এবং তার দূষিত ক্ষত ও তার অপরিহার্য বিনাশের অবস্থাসমূহ উন্মোচিত করেন। সেই বিশ্লেষণ লেনিনের তত্ত্বের ভিত্তি রচনা করে যে সাম্রাজ্যবাদের পরিস্থিতিতে, পৃথকভাবে গৃহীত, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুঁজিবাদী দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রশ্ন।

শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক শাসন এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে পুঁজির ক্ষমতা উৎখাত করার পদ্ধতি হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মৌলিক ধ্যানধারণা মার্কস ও এঙ্গেলস উপস্থাপিত করেন।

এই ক্ষেত্রে লেনিনের নতুন অবদান ছিল :

(ক) সোভিয়েত ব্যবস্থাকে তিনি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সর্বোৎকৃষ্ট রূপ হিসেবে আবিষ্কার করেন ; এরজন্য তিনি প্যারি কমিউন এবং রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা কাজে লাগান ;

(খ) পরিচালক হিসেবে শ্রমিকশ্রেণী এবং পরিচালিত হিসেবে অ-শ্রমিক-শ্রেণীসমূহের (কৃষকসমাজ ইত্যাদি) শোষিত ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে শ্রেণী-মৈত্রীর একটি বিশেষ রূপ হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে বিশ্লেষণ করে তিনি শ্রমিকশ্রেণীর মিত্রসমূহের সমস্যার দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সূত্র বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

(গ) তিনি এই ঘটনার ওপর বিশেষ জোর দেন যে **পুঁজিবাদী** গণতন্ত্র যা কিনা সংখ্যালঘুদের (শোষকদের) স্বার্থ প্রকাশ করে তার তুলনামূলক বৈপরীত্যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হল শ্রেণীসমাজে গণতন্ত্রের উচ্চতম বিশিষ্ট রূপ, **শ্রমিকশ্রেণীর** একনায়কত্বের রূপ, যা সংখ্যাগুরুদের (শোষিতদের) স্বার্থ প্রকাশ করে।

তৃতীয়তঃ, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সময়কালে, পুঁজিবাদ থেকে সমাজ-তন্ত্রে উত্তরণপর্বে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক পরিবেষ্টিত একটি দেশে সাফল্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ধরন এবং পদ্ধতিসমূহের প্রশ্ন।

বিপ্লবী সংঘর্ষ এবং গৃহযুদ্ধে পরিপূর্ণ একটি কমবেশি দীর্ঘস্থায়ী সময়পর্ব হিসেবে মার্কস ও এঙ্গেলস শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সময়কালকে গণ্য করেন ; এই সময়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে শ্রমিকশ্রেণী পুরানো পুঁজিবাদী সমাজের পরিবর্তে একটি নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ, শ্রেণীহীন ও রাষ্ট্রহীন একটি সমাজ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক উপায়সমূহ অবলম্বন করবে। মার্কস ও এঙ্গেলসের এই মৌলিক নীতিসমূহের ওপর লেনিন সমগ্র এবং পরিপূর্ণভাবে নিজেকে স্থাপিত করেছিলেন।

এই ক্ষেত্রে লেনিনের নতুন অবদান ছিল :

(ক) তিনি প্রমাণ করেন যে, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি দ্বারা পরিবেষ্টিত শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের দেশে একটি সম্পূর্ণ সমাজ গড়ে তোলা যেতে পারে, যদি কিনা চতুর্দিকে পরিবেষ্টনকারী পুঁজিবাদী দেশগুলির সামরিক হস্তক্ষেপের দ্বারা সেই দেশটি শ্বাসরুদ্ধ না হয় ;

(খ) তিনি অর্থনৈতিক নীতির ('নয়া অর্থনৈতিক নীতি') বাস্তব কর্ম-পন্থাসমূহ রচনা করেন, যার দ্বারা অর্থনৈতিক মূল অবস্থানসমূহের (শিল্প, জমি, যানবাহন, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি) দখলদার হয়ে শ্রমিকশ্রেণী সমাজতান্ত্রিকতায় পর্যবসিত শিল্পকে কৃষির সঙ্গে সংযুক্ত করে ('শিল্প এবং কৃষি-অর্থনীতির সংযোগ') এবং এইভাবে সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে সমাজতন্ত্রের দিকে পরিচালিত করে;

(গ) সমবায়গুলির মাধ্যমে কৃষকসমাজের প্রধান ব্যাপক কৃষক-সাধারণকে ক্রমশঃ পরিচালিত করা এবং তাদের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণযজ্ঞের খাতে টেনে আনার বাস্তব পন্থাসমূহ তিনি রচনা করেন; সমবায়গুলি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের আওতায় ক্ষুদ্র কৃষি-অর্থনীতির রূপান্তরণের এবং কৃষকসমাজের প্রধান ব্যাপক কৃষকসাধারণকে সমাজতন্ত্রের আদর্শে পুনর্শিক্ষিত করে তোলার পক্ষে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার।

চতুর্থতঃ, বিপ্লবে, প্রতিটি জনপ্রিয় বিপ্লবে, জারতন্ত্র এবং পুঁজিবাদ উভয়ের বিরুদ্ধে বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রশ্ন।

মার্কস ও এঙ্গেলস শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ধারণার প্রধান প্রধান রূপরেখা দিয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রে লেনিনের নতুন অবদান হল এই যে, তিনি এই সমস্ত রূপরেখাকে একটি সমন্বয়পূর্ণ প্রথায় এবং শুধুমাত্র জারতন্ত্র ও পুঁজিবাদ উৎখাত করায় নয়, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলাতেও শহর ও গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণের ওপর নেতৃত্বের একটি সমন্বয়পূর্ণ প্রথায় আরও বিকশিত ও সম্প্রসারিত করেন।

আমরা জানি যে, লেনিন ও তাঁর পার্টির কল্যাণে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ধারণা দক্ষতাপূর্ণ পদ্ধতিতে রাশিয়ায় প্রযুক্ত হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ, এইটেই ব্যাখ্যা করে রাশিয়ায় বিপ্লব কেন শ্রমিকশ্রেণীকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

অতীতে, ঘটনাসমূহ সাধারণতঃ নিম্নোক্ত পথ ধরে চলত: বিপ্লবের সময় শ্রমিকেরা ব্যারিকেডে যুদ্ধ করত, তাদেরই রক্তপাত হতো এবং তারাই পুরানো প্রথাকে ধ্বংস করত, কিন্তু ক্ষমতা গিয়ে পড়ত বুর্জোয়াদের হাতে, তারা তখন শ্রমিকদের নিপীড়ন ও শোষণ করত। ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে তাই ঘটেছিল। সেরকমটি ঘটেছিল জার্মানিতেও। কিন্তু, এখানে রাশিয়ায় ঘটনা পৃথক মোড় নিল। রাশিয়ায় শ্রমিকেরা শুধুমাত্র বিপ্লবের দুঃসাধ্য ও দুঃসাহসিক আক্রমণের বাহিনী ছিল না। বিপ্লবের দুঃসাধ্য ও দুঃসাহসিক আক্রমণের বাহিনী হওয়ার সঙ্গে একই সময়ে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী, শহর ও

গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক শোষিত জনসাধারণকে বুর্জোয়াদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এবং রাজনৈতিকভাবে বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন করে ও শোষিত জনসাধারণকে নিজের চারিপাশে জড়ো করে কর্তৃত্বলাভের জন্য, শোষিত জনসাধারণের ওপর রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালায়। এবং ব্যাপক শোষিত জনসাধারণের নেতা হওয়ার সময়ে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, নিজের হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করা এবং নিজের স্বার্থে তাকে সদ্ব্যবহার করার জন্য সংগ্রাম করে। এটাই প্রকৃতপক্ষে ব্যাখ্যা করে কেন রাশিয়ায় বিপ্লবের প্রতিটি শক্তিশালী অভ্যুদয়—১৯০৫ সালের এবং ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে—ক্ষমতার পুরানো যন্ত্র, বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট যার কাজ হল শ্রমিকশ্রেণীকে দমন করা, তার বিরুদ্ধে ক্ষমতার নতুন যন্ত্র যার কাজ হল বুর্জোয়াদের দমন করা, তার সূত্রপাত হিসেবে রঙ্গমঞ্চে শ্রমিক ডেপুটিদের সোভিয়েতসমূহের আবির্ভাব ঘটিয়েছিল।

রাশিয়ায় বুর্জোয়ারা বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং সোভিয়েতসমূহের অবসান ঘটাতে দুবার চেষ্টা করেছিল: ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে, প্রাক্-পার্লামেণ্টের সময়ে, বলশেভিকদের দ্বারা ক্ষমতা দখলের পূর্বে এবং ১৯১৮ সালের জানুয়ারি মাসে, সংবিধান পরিষদের সময়ে, শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা ক্ষমতা দখলের পরে; কিন্তু দুবারই বুর্জোয়ারা পরাজয় বরণ করে। কেন? যেহেতু বুর্জোয়ারা ইতিমধ্যেই রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, যেহেতু বিরাট ব্যাপক শ্রমজীবী জনসাধারণ শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবের একমাত্র নেতা হিসেবে গণ্য করেছিল, এবং যেহেতু তাদের শ্রমিকদের নিজস্ব সরকার হিসেবে সোভিয়েতসমূহ ইতিমধ্যে ব্যাপক জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত এবং পরীক্ষিত হয়েছিল; সেগুলির পরিবর্তে বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট বিনিময় করা শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে হতো আত্মহত্যার সামিল। সেইহেতু, এটা বিস্ময়কর নয় যে, রাশিয়ায় বুর্জোয়া পার্লামেণ্টবাদ শিকড় গাড়েনি। এরজন্যই রাশিয়ার বিপ্লবের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর শাসনের উদ্ভব ঘটে।

বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের লেনিনের প্রথার প্রয়োগের পরিণতিসমূহ ছিল এরূপই।

পঞ্চমতঃ, জাতীয় এবং ঔপনিবেশিক প্রশ্ন।

তাঁদের সময়কার আয়ার্ল্যাণ্ড, ভারত, চীন, মধ্য ইউরোপীয় দেশসমূহ, পোল্যাণ্ড এবং হাঙ্গেরীর ঘটনা বিশ্লেষণ করে মার্কস ও এঙ্গেলস জাতীয় ও

ঔপনিবেশিক প্রশ্নে মৌলিক ও প্রারম্ভিক ধারণাগুলি জুগিয়ে দেন। তাঁর রচনাবলীতে লেনিন নিজেকে ঐসব ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই ক্ষেত্রে লেনিনের নতুন অবদান ছিল :

(ক) সাম্রাজ্যবাদের যুগে জাতীয় ও ঔপনিবেশিক বিপ্লবসমূহের প্রশ্নে তিনি ঐ সমস্ত ধারণাকে মতামতের একটি সমন্বয়পূর্ণ মতবাদে ঐক্যবদ্ধ করেন ;

(খ) তিনি জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নকে সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করার প্রশ্নের সঙ্গে সংযুক্ত করেন ;

(গ) জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নকে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের সাধারণ প্রশ্নের একটি উপাদানমূলক অংশ হিসেবে তিনি ঘোষণা করেন।

সর্বশেষে, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির প্রশ্ন।

মার্কস ও এঙ্গেলস শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে পার্টির প্রশ্নে প্রধান প্রধান রূপরেখা অঙ্কন করেন, যা (পার্টি) ব্যতিরেকে কি ক্ষমতা দখলের অর্থে, অথবা পুঁজিবাদী সমাজ রূপান্তরিত করার অর্থে শ্রমিকশ্রেণী তার মুক্তি অর্জন করতে পারে না।

এই ক্ষেত্রে লেনিনের নতুন অবদান ছিল এই যে, সাম্রাজ্যবাদের যুগে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের নতুন নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে তিনি সেইসব রূপরেখা আরও বিকশিত করেন এবং দেখান :

(ক) শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনের অন্যান্য রূপের (ট্রেড ইউনিয়ন; সমবায়, রাষ্ট্রীয় সংগঠন) তুলনায় পার্টি হল শ্রেণী-সংগঠনের উচ্চতম রূপ, পার্টির কাজ হল এদের কার্যকলাপের সাধারণ রূপ দেওয়া ও তাকে পরিচালিত করা ;

(খ) একনায়কত্বের পরিচালিকাশক্তি হিসেবে পার্টির মাধ্যমেই একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব বাস্তবায়িত করা যেতে পারে ;

(গ) কেবলমাত্র একটি পার্টি—কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা পরিচালিত হলেই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্পূর্ণ হতে পারে , এই পার্টি অন্যান্য পার্টিকে নেতৃত্বের অংশ দেয় না এবং অতি অবশ্যই তা দেবে না ;

(ঘ) পার্টিতে লৌহদৃঢ় শৃংখলা না থাকলে, শোষকদের দমন করা এবং শ্রেণীসমাজকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের করণীয় কাজসমূহ সম্পাদন করা যায় না।

মার্কসের শিক্ষার বাস্তব রূপ দিয়ে এবং সাম্রাজ্যবাদের যুগে শ্রমিকশ্রেণীর

সংগ্রামের নতুন নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে সেই শিক্ষাকে আরও বিকশিত করে তাঁর রচনাবলীতে মোটের ওপর এই-ই হল লেনিনের নতুন অবদান।

এরজন্যই আমরা বলি, লেনিনবাদ হল সাম্রাজ্যবাদ এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ।

এ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে লেনিনবাদকে মার্কসবাদ থেকে পৃথক করা যায় না; আরও কম যায় তাকে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে রেখে সমভার করা।

প্রতিনিধিমণ্ডলীর দ্বারা উপস্থাপিত প্রশ্নে আরও বলা হয়েছে:

'এটা বলা কি ঠিক হবে যে লেনিন বিশ্বাস করতেন "সৃজনশীল বিপ্লবে", কিন্তু তদ্বিপরীতে অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের সর্বোচ্চ সীমায় পৌছানোর প্রতি মার্কসের মনোভাব ছিল অধিকতর অনুকূল?'

আমি মনে করি এটা বলা সম্পূর্ণ ভুল হবে। আমি মনে করি, একটা লোকায়ত বিপ্লব, যদি তা সত্যসত্যই একটা লোকায়ত বিপ্লব হয়, তাহলে তা একটা সৃজনশীল বিপ্লবও, কারণ তা পুরানো ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে নতুন ব্যবস্থা সৃষ্টি করে।

অবশ্য সেইসব 'বিপ্লবে'—যদি অবশ্য সেগুলিকে বিপ্লব বলা যায়—কিছুই সৃজনশীল থাকে না, যা সময় সময় কতকগুলি পশ্চাদ্‌পদ দেশে ঘটে, অন্য উপ-জাতির বিরুদ্ধে একটি উপজাতির খেলনার মতো 'অভ্যুত্থানের' আকারে। কিন্তু মার্কসবাদীরা কখনোই এরূপ খেলার মতো 'অভ্যুত্থানগুলিকে' বিপ্লব হিসেবে গণ্য করেনি। স্পষ্টতঃই এরূপ সব 'অভ্যুত্থানের' প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হল একটি ব্যাপক লোকায়ত বিপ্লবের, যেখানে নিপীড়িত শ্রেণীসমূহ নিপীড়ক শ্রেণীসমূহের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে। এরূপ বিপ্লব সৃজনশীল না হয়ে পারে না। মার্কস ও লেনিন যথার্থতঃ এরূপ বিপ্লবকে, কেবলমাত্র এরূপ বিপ্লবকেই সমর্থন করেছিলেন। এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে এরূপ বিপ্লব সমস্ত পরিস্থিতিতে সংঘটিত হতে পারে না, তা ঘটতে পারে একমাত্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রকৃতির সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন: এটা কি বলা যেতে পারে যে কমিউনিস্ট পার্টি সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে?

উত্তর: নিয়ন্ত্রণ বলতে কি বোঝায় তার ওপর সমস্ত কিছু নির্ভর করে।

পুঁজিবাদী দেশসমূহে নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বরং একটা বিশিষ্ট ধারণা রয়েছে। আমি জানি, কতকগুলি পুঁজিবাদী দেশে 'গণতান্ত্রিক' পার্লামেন্টের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও সেই দেশগুলি বড় বড় ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। পার্লামেন্টগুলি দাবি করে যে তারা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সরকারগুলির গঠন পূর্বনির্ধারিত এবং তাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে বড় বড় অর্থ বিনিয়োগকারী সংঘ। কে না জানে যে এমন একটিমাত্রও পুঁজিবাদী 'দেশ' নেই যেখানে বড় বড় অর্থ বিনিয়োগকারী ক্ষমতাবানদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মন্ত্রিসভা গঠিত হতে পারে? যেন তারা সম্মোহিত এইভাবে কেবিনেট মন্ত্রীদের পদ থেকে দ্রুত সরিয়ে দেবার পক্ষে আর্থিক চাপ প্রয়োগ করাই যথেষ্ট। পার্লামেন্ট কর্তৃক আপাতঃদৃষ্টিতে প্রতীয়মান নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও এটাই হল প্রকৃতপক্ষে ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক সরকারসমূহের নিয়ন্ত্রণ।

যদি এরূপ নিয়ন্ত্রণ মনে করা হয়, তাহলে আমাকে অতি অবশ্যই ঘোষণা করতে হবে যে ধনী ব্যক্তিদের দ্বারা সরকারের নিয়ন্ত্রণ আমাদের দেশে অকল্পনীয় এবং সম্পূর্ণরূপে প্রশ্নাতীত—কেবলমাত্র যদি এই কারণেই হয় যে আমাদের দেশে ব্যাঙ্কগুলিকে দীর্ঘকাল রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে এবং অর্থের মালিকদের ইউ. এস. এস. আর থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়েছে।

সম্ভবতঃ প্রতিনিধিবর্গ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে চাননি, প্রশ্ন করতে চেয়েছেন পার্টি কর্তৃক সরকার পরিচালনা করা সম্পর্কে। যদি প্রতিনিধিবর্গ তাই-ই প্রশ্ন করতে চেয়ে থাকেন, তাহলে আমার জবাব হল: হাঁ, আমাদের দেশে পার্টি সরকার পরিচালনা করে। এবং পার্টি তা করতে সক্ষম এইজন্যই যে পার্টি শ্রমিকদের এবং সাধারণভাবে শ্রমজীবী জনগণের সংখ্যাগুরু অংশের আস্থা উপভোগ করে এবং সেই সংখ্যাগুরু অংশের নামে পার্টির অধিকার আছে সরকারের সংস্থাসমূহকে পরিচালনা করার।

ইউ. এস. এস. আর-এ শ্রমিকদের পার্টি, ইউ. এস. এস. আর-এর কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা সরকারের পরিচালনা কিভাবে অভিব্যক্ত হয়?

সর্বপ্রথম অভিব্যক্ত হয় সোভিয়েতসমূহ এবং তাদের কংগ্রেসের মাধ্যমে, প্রধান প্রধান সরকারী পদে তার প্রার্থীসমূহের নির্বাচন, তার সর্বোৎকৃষ্ট কর্মীগণ, যারা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের প্রতি ঐকান্তিকতাপূর্ণ এবং অনুগত ও বিশ্বস্তভাবে শ্রমিকদের সেবা করতে প্রস্তুত, তাদের নির্বাচন নিশ্চিত করার পক্ষে কমিউনিস্ট পার্টির কঠোর প্রচেষ্টা দ্বারা। বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ ঘটনায় কমিউনিস্ট পার্টি

তা করতে সফল হয় এইজন্য যে, পার্টির ওপর শ্রমিক ও কৃষকদের আস্থা রয়েছে। এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয় যে আমাদের দেশে সরকারী সংস্থাসমূহের নেতারা হলেন কমিউনিস্ট এবং এই সমস্ত নেতারা দেশে প্রভূত মর্যাদা ভোগ করেন।

দ্বিতীয়তঃ, অভিব্যক্ত হয় প্রশাসনের সংস্থাসমূহের কাজ, সরকারের সংস্থাসমূহের কাজ পরীক্ষা করা, অপরিহার্য ভুলভ্রান্তি এবং ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করা, সরকারের সিদ্ধান্ত পালন করতে ঐসব সংস্থাকে সাহায্য করা এবং তাদের পক্ষে ব্যাপক জনসাধারণের সমর্থন অর্জন করার পক্ষে প্রচেষ্টা দ্বারা ; অধিকন্তু, পার্টি থেকে যথাযথ নির্দেশ ব্যতীত তারা কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না।

তৃতীয়তঃ, অভিব্যক্ত হয় এই ঘটনার দ্বারা যে, যখন শিল্প অথবা কৃষির ক্ষেত্রে, অথবা ব্যবসায় বা সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার কাজের পরিকল্পনা রচিত হয়, তখন যে সময়পর্বে এই সমস্ত পরিকল্পনার কাজ চালু থাকে সেই সময় এই সমস্ত সংস্থার কাজকর্মের চরিত্র ও লক্ষ্য নির্ধারণ করে পার্টি সাধারণ পরিচালনাকারী নির্দেশ দেয়।

বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে পার্টির 'হস্তক্ষেপে' সাধারণতঃ 'বিস্ময়' প্রকাশ করে। কিন্তু এই 'বিস্ময়' পুরোদস্তুর প্রতারণাপূর্ণ। এটা সুবিদিত যে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বুর্জোয়া পার্টিগুলি সমানভাবে রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে 'হস্তক্ষেপ করে', সরকার পরিচালনা করে এবং এই সমস্ত দেশে সেই পরিচালনা একটি সংকীর্ণ চক্রের হাতে সীমাবদ্ধ থাকে ; তারা কোন-না-কোন-ভাবে বড় বড় ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংযুক্ত এবং, তার জন্য, তারা যে ভূমিকা পালন করে জনগণের নিকট থেকে তা লুকিয়ে রাখতে তারা সচেষ্ট থাকে।

কে না জানে যে ব্রিটেনে, অথবা অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশে, প্রতিটি বুর্জোয়া পার্টির একটি গোপন কেবিনেট থাকে, সংকীর্ণ চরিত্রের লোকজন নিয়ে এই গোপন কেবিনেট গঠিত এবং তাদের হাতে এই পরিচালনার প্রয়োগ কেন্দ্রীভূত? দৃষ্টান্তস্বরূপ, লিবারেল পার্টিতে 'ছায়া' কেবিনেট সম্পর্কে লয়েড জর্জের উল্লেখ স্মরণ করুন। এই ব্যাপারে সোভিয়েতভূমি এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য হল :

(ক) পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বুর্জোয়া পার্টিগুলি বুর্জোয়াদের স্বার্থে এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র পরিচালনা করে; তদ্বিপরীতে ইউ. এস. এস.

আর-এ কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে এবং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র পরিচালনা করে।

(খ) বুর্জোয়া পার্টিগুলি সন্দেহজনক গোপন কেবিনেটগুলির আশ্রয় অবলম্বন করে জনগণের কাছ থেকে তাদের পরিচালনাকারী ভূমিকা লুকিয়ে রাখে; তদ্বিপরীতে ইউ. এস. এস. আর-এ কমিউনিস্ট পার্টির কোন গোপন কেবিনেটের দরকার হয় না। কমিউনিস্ট পার্টি গোপন কেবিনেটের নীতি ও প্রথার নিন্দা করে এবং সমগ্র দেশের কাছে খোলাখুলি ঘোষণা করে যে তা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

একজন প্রতিনিধি: পার্টি কি একই নীতিতে ট্রেড ইউনিয়নগুলি পরিচালনা করে?

স্তালিন: মোটের ওপর, একই নীতিতে। আনুষ্ঠানিকভাবে, পার্টি ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে কোন নির্দেশ দিতে পারে না; কিন্তু যে কমিউনিস্টরা ট্রেড ইউনিয়নসমূহে কাজ করেন পার্টি তাঁদের নির্দেশ দেয়। এটা জানা ব্যাপার যে ট্রেড ইউনিয়নসমূহে কমিউনিস্ট গ্রুপগুলি আছে, যেমন আছে সোভিয়েত, সমবায় ইত্যাদিতে। এই সমস্ত কমিউনিস্ট গ্রুপের কর্তব্যকাজ হল ট্রেড ইউনিয়ন, সোভিয়েত, সমবায় এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি যাতে পার্টির নির্দেশ-সমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করে সে বিষয়ে যুক্তি-পরামর্শ প্রভৃতি দ্বারা রাজী করাতে চেষ্টা করা। এবং বিরাট সংখ্যাধিক ঘটনায় তারা এতে সফল হয়, কেননা ব্যাপক জনগণের মাঝে পার্টির প্রভাব রয়েছে এবং পার্টি তাদের বিপুল আস্থা ভোগ করে। এইভাবে চূড়ান্তরূপ ভিন্ন শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনসমূহের মধ্যে কাজের ঐক্য নিশ্চিত হয়। এটা ব্যতিরেকে শ্রমিকশ্রেণীর এই সমস্ত সংগঠনের কাজে বিশৃংখলা এবং অসঙ্গতি ঘটত।

তৃতীয় প্রশ্ন: যেহেতু রাশিয়ায় একটিমাত্র পার্টি বৈধতা ভোগ করে, আপনি কিভাবে জানেন যে ব্যাপক জনগণের সাম্যবাদের ওপর সহানুভূতি আছে?

উত্তর: সত্য বটে ইউ. এস. এস. আর-এ কোন বৈধ বুর্জোয়া পার্টি নেই, কেবলমাত্র একটি পার্টি—শ্রমিকদের পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি বৈধতা ভোগ করে। সে যা হোক, আমাদের কি এরূপ উপায়-উপকরণ আছে যাতে আমরা নিজেদের বিশ্বাস জন্মাতে পারি যে কমিউনিস্টদের ওপর শ্রমিকদের, ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণের সংখ্যাধিক অংশের সহানুভূতি আছে? নিঃসন্দেহে,

এটা ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকসাধারণের প্রশ্ন, নতুন বুর্জোয়াদের অথবা পুরানো শোষকশ্রেণীসমূহ, যাদের শ্রমিকশ্রেণী ইতিমধ্যেই চূর্ণবিচূর্ণ করেছে, তাদের টুক্‌রো টুক্‌রো অংশের প্রশ্ন নয়। হাঁ, কমিউনিস্টদের ওপর ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষক জনসাধারণের সহানুভূতি আছে কি নেই তা নির্ধারণ করার আমাদের সম্ভাবনা ও উপায়-উপকরণ আছে।

আমাদের দেশের জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সময়পর্বগুলি বিবেচনা করে দেখা যাক, কমিউনিস্টদের ওপর ব্যাপক জনসাধারণের সত্যিকারের সহানুভূতি আছে কি নেই, তা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করার যুক্তি আছে কিনা।

সর্বপ্রথম, ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের মতো সময়কালই ধরা যাক; তখন কমিউনিস্ট পার্টি, ঠিক ঠিক একটা পার্টি হিসেবে, বুর্জোয়াদের শাসন উচ্ছেদ করতে শ্রমিকদের ও কৃষকদের খোলাখুলি আহ্বান জানিয়েছিল এবং তখন এই পার্টি শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের প্রভূত পরিমাণে সংখ্যাধিক অংশের সমর্থন অর্জন করেছিল।

সেই সময়ে পরিস্থিতি কি ছিল? তখন ক্ষমতায় ছিল বুর্জোয়াদের সঙ্গে জোট গঠনকারী সোশ্যাল রিভলিউশনারিরা (এস-আর'স) এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা (মেনশেভিক)। কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক রাষ্ট্রযন্ত্র, ১ কোটি ২০ লক্ষ সৈন্যের কর্তৃত্বের যন্ত্রও ছিল ঐ সমস্ত পার্টির, সরকারের হাতে। কমিউনিস্ট পার্টি ছিল আধা-বৈধ অবস্থায়। সমস্ত দেশের বুর্জোয়ারা বলশেভিক পার্টির অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করল। আঁতাত (ফ্র্যাঙ্কো-ব্রিটিশ—অনুবাদক, বাং. সং.) সমগ্রভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে কেরেনস্কি সরকারকে সমর্থন করল। তা সত্ত্বেও, বলশেভিক পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি সেই সরকারকে উচ্ছেদ এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে শ্রমিকশ্রেণীকে আহ্বান জানানো থেকে কখনো বিরত হয়নি। তারপর, কি ঘটেছিল? ব্যাপক মেহনতি জনগণের প্রভূত পরিমাণে সংখ্যাধিক অংশ, পশ্চাদ্ভাগে এবং রণাঙ্গনে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলশেভিক পার্টিকে সমর্থন করল—কেরেনস্কি সরকারের উচ্ছেদ ঘটল এবং শ্রমিকশ্রেণীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। বলশেভিক পার্টির বিনাশ সম্পর্কে সমস্ত দেশের বুর্জোয়াদের শত্রুতাপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও সে-সময়ে বলশেভিকরা যে বিজয়ী প্রমাণিত হল তা কিভাবে ঘটল? এটা কি প্রমাণ করে না যে, কমিউনিস্ট পার্টির ওপর বিরাট ব্যাপক মেহনতি জনসাধারণের সহানুভূতি রয়েছে? আমি মনে করি, তা প্রমাণিত হচ্ছে।

বিরাট ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে পার্টির সম্মান ও প্রভাব সম্পর্কে এখানে আপনারা প্রথম পরীক্ষা পেলেন।

পরবর্তী সময়কাল ধরা যাক—হস্তক্ষেপের সময়কাল, গৃহযুদ্ধের সময়কাল, যখন ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা রাশিয়ার উত্তরাংশ—আর্কেঞ্জেল এবং মুরমানস্কের এলাকা—দখল করেছিল, যখন মার্কিন, ব্রিটিশ, জাপানী এবং ফরাসী পুঁজিপতিরা সাইবেরিয়া দখল করে নিল এবং কলচাককে একেবারে পুরোভাগে এগিয়ে দিল, যখন ব্রিটিশ ও ফরাসী পুঁজিপতিরা 'দক্ষিণ রাশিয়া' দখল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করল এবং ডেনিকিন ও র‍্যাঙ্গেলকে সমর্থন করল।

সেই যুদ্ধ মস্কোর কমিউনিস্ট সরকার এবং আমাদের বিপ্লবের অক্টোবর মাসের বিজয়সমূহের বিরুদ্ধে আঁতাত এবং রাশিয়ার প্রতিবিপ্লবী জেনারেলদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। এটা ছিল সেই সময়পর্ব যখন বিরাট ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকসাধারণের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি ও সুপ্রতিষ্ঠা কঠোরতম পরীক্ষাধীন হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু কি ঘটেছিল? এটা কি জানা ঘটনা নয় যে গৃহযুদ্ধের পরিণতি এই হয়েছিল যে দখলদার সৈন্যবাহিনীসমূহ রাশিয়া থেকে বিতাড়িত হয় এবং প্রতি-বিপ্লবী জেনারেলরা লালফৌজ দ্বারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়?

ফলতঃ এটা প্রমাণিত হল যে একটি যুদ্ধের ভাগ্য, সর্বশেষ বিশ্লেষণে, প্রযুক্তিগত সাজসরঞ্জামের দ্বারা—যা ইউ. এস. এস. আর-এর শত্রুরা প্রচুর পরিমাণে কলচাক ও ডেনিকিনকে সরবরাহ করেছিল—নির্ণীত হয় না, নির্ণীত হয় একটি সঠিক নীতির দ্বারা, নির্ণীত হয় বিরাট ব্যাপক জনসমষ্টির সহানুভূতি ও সমর্থনের দ্বারা।

বলশেভিক পার্টি যে তখন বিজয়ী প্রমাণিত হয়েছিল তা কি একটা আকস্মিক ঘটনা ছিল? অবশ্যই না। এটা কি প্রমাণ করে না যে আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টি বিরাট ব্যাপক মেহনতি জনসাধারণের সহানুভূতি ভোগ করে? আমি মনে করি তা প্রমাণিত হয়।

এখানেই রয়েছে ইউ. এস. এস. আর-এ কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি ও সুপ্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় পরীক্ষা।

বর্তমান সময়পর্ব, যুদ্ধপরবর্তী সময়পর্বে অতিক্রান্ত হওয়া যাক, যখন শান্তিপূর্ণ নির্মাণযজ্ঞের বিষয়সমূহ হল সমসাময়িক কাজকর্ম, যখন অর্থনৈতিক ভাঙনের সময়কালের স্থান গ্রহণ করেছে শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময়কাল এবং, চূড়ান্ত-

ভাবে, নতুন প্রযুক্তিকৌশলগত ভিত্তিতে আমাদের সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠনের সময়কাল। কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি ও সুপ্রতিষ্ঠা পরীক্ষা করার, বিরাট ব্যাপক মেহনতি জনগণের মাঝে এই পার্টির বিদ্যমান সহানুভূতির পরিমাণ নির্ধারণ করার উপায়-উপকরণ কি আমাদের বর্তমানে আছে?

সর্বপ্রথম, ধরা যাক সোভিয়েত ইউনিয়নের ট্রেড ইউনিয়নগুলি, এদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রায় ১ কোটি শ্রমিক; আমাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থাসমূহের গঠন পরীক্ষা করা যাক। এটা কি একটা আকস্মিক ঘটনা যে কমিউনিস্টরা এই সমস্ত সংস্থার নেতৃত্বে রয়েছে? অবশ্যই না। এটা মনে করা উদ্ভট হবে যে, ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থাসমূহের গঠন ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকদের নিকট একটি ঔদাসীন্যের ব্যাপার। তিনটি বিপ্লবের ঝড়ের মধ্য দিয়ে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকরা বড় হয়ে উঠেছে, শিক্ষিত হয়েছে। তারা শিখেছিল—এমনটি আর কেউ শেখেনি—তাদের নেতাদের পরখ করতে এবং নেতারা যদি শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থসাধন না করে তাহলে তাদের বের করে দিতে। এক সময়ে প্লেখানভ আমাদের পার্টিতে সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তা সত্ত্বেও, শ্রমিকদের যখন দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে প্লেখানভ শ্রমিকশ্রেণীর লাইন থেকে সরে গেছেন, তখন তাঁকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করতে তারা ইতস্ততঃ করল না। এবং যদি এরূপ শ্রমিকেরা কমিউনিস্টদের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে, ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে দায়িত্ব-পূর্ণ পদে তাদের নির্বাচিত করে, তাহলে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য না দিয়ে পারে না যে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির রয়েছে প্রচুর শক্তি ও প্রতিষ্ঠা।

এখানে আপনারা প্রমাণ পাচ্ছেন যে কমিউনিস্ট পার্টির ওপর বিরাট ব্যাপক শ্রমিকসাধারণের রয়েছে নিশ্চিত সহানুভূতি।

সোভিয়েতসমূহে গত নির্বাচনগুলির কথাই ধরা যাক। ইউ. এস. এস. আর-এ স্ত্রী-পুরুষ বা জাতিত্ব নির্বিশেষে ১৮ বছর বয়স থেকে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক জনগণের সোভিয়েতসমূহের নির্বাচনে ভোট দেবার অধিকার রয়েছে—কেবলমাত্র বুর্জোয়া অংশসমূহ, যারা অন্যের শ্রম শোষণ করে, তারা ভোট দেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এতে ভোটারের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে প্রায় ৬ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। অবশ্যই, এই ভোটারদের প্রভূত পরিমাণে সংখ্যাধিক অংশ হল কৃষকেরা। এই ৬ কোটির মধ্যে প্রায় ৫১ শতাংশ, অর্থাৎ ৩ কোটির ওপর

ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। এখন আমাদের কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সোভিয়েতসমূহের নেতৃস্থানীয় সংস্থাসমূহের গঠন পরীক্ষা করুন। একে কি একটি আকস্মিক ঘটনা বলা যেতে পারে যে নির্বাচিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিসমূহের প্রভূত পরিমাণে সংখ্যাধিক অংশ হল কমিউনিস্ট? স্পষ্টতঃই তা বলা যায় না। এই ঘটনা কি এটা দেখায় না যে কমিউনিস্ট পার্টি কৃষক-সমাজের বিরাট ব্যাপক কৃষকসাধারণের আস্থা ভোগ করে? আমি মনে করি, তা দেখায়।

এখানে আপনারা পাচ্ছেন কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি ও সুপ্রতিষ্ঠার আরও একটি পরীক্ষা।

কমসোমোল (যুব কমিউনিস্ট লীগ)-এর কথা ধরা যাক; এর মধ্যে মিলিত রয়েছে প্রায় ২০ লক্ষ যুব শ্রমিক ও কৃষক। একে কি একটা আকস্মিক ঘটনা বলা যেতে পারে যে যুব কমিউনিস্ট লীগের নির্বাচিত নেতৃস্থানীয় যুবদের প্রভূত পরিমাণে সংখ্যাধিক অংশ হল কমিউনিস্ট? আমি মনে করি তা বলা যায় না।

এখানে আপনারা পাচ্ছেন কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি ও মর্যাদার আরও একটি পরীক্ষা।

সর্বশেষে, ধরা যাক অসংখ্য সমাবেশ, সম্মেলন, প্রতিনিধি-সভা ইত্যাদির কথা; এগুলিতে থাকে ইউ. এস. এস. আর-এর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জাতি-সত্তার বিরাট ব্যাপক মেহনতি জনসাধারণ, শ্রমিক ও কৃষক, নারী ও পুরুষ। পশ্চিমী দেশসমূহের লোকজনেরা অনেক সময় এই সমস্ত সম্মেলন, সমাবেশ নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করে, জোর দিয়ে বলে যে সাধারণভাবে রাশিয়ানরা প্রচুর কথা বলতে ভালবাসে। কিন্তু ব্যাপক জনগণের মেজাজ পরীক্ষা করার উপায় হিসেবে এবং আমাদের ভুলভ্রান্তিসমূহ উদ্‌ঘাটিত করানো এবং যে যে পদ্ধতিতে সেগুলি সংশোধন করা যেতে পারে তা সূচিত করার উপায় হিসেবেও এই সমস্ত সম্মেলন ও সমাবেশ আমাদের কাছে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ; কেননা আমরা ভুলভ্রান্তি খুব কম করি না এবং আমরা সেগুলি গোপনও করি না, যেহেতু আমরা মনে করি ভুলভ্রান্তি উন্মোচিত করা এবং সততার সঙ্গে সেগুলি সংশোধন করাই হল দেশের প্রশাসন উন্নত করার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এই সমস্ত সম্মেলন ও সমাবেশে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি পড়ুন, এই সমস্ত 'সাধারণ লোক-জন'—শ্রমিক ও কৃষকদের—বাস্তব ও সরাসরি মন্তব্যগুলি পড়ুন, তারা যে

সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করে সেসব পড়ুন, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব ও মর্যাদা কত বিপুল, বুঝতে পারবেন এই প্রভাব ও মর্যাদা সম্পর্কে বিশ্বের যে-কোন পার্টি ঈর্ষা বোধ করতে পারে।

এখানে আপনারা পাচ্ছেন কমিউনিস্ট পার্টির সুপ্রতিষ্ঠার আরও একটি পরীক্ষা।

এরূপই হল উপায়-উপকরণ যার দ্বারা ব্যাপক জনগণের মধ্যে আমরা কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি ও প্রভাব পরখ করতে পারি।

এইভাবেই আমি বুঝতে পারি যে ইউ. এস. এস. আর-এর বিরাট ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকসাধারণ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন।

চতুর্থ প্রশ্ন : যদি পার্টি-বহির্ভূত লোকজন একটি গোষ্ঠী গঠন করে সোভিয়েত সরকারকে সমর্থন করার কর্মপন্থা নিয়ে নির্বাচনসমূহে তাদের প্রার্থী মনোনীত করে, কিন্তু একই সময়ে যদি তারা বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া ক্ষমতার বিলুপ্তি দাবি করে, তাহলে কি তাদের নিজস্ব তহবিল থাকতে পারে, এবং তারা কি একটি সক্রিয় রাজনৈতিক প্রচার আন্দোলন চালাতে পারে?

উত্তর : আমি মনে করি এই প্রশ্নে খাপ-খাওয়ানো যায় না এমন এক স্ববিরোধিতা আছে। আমরা এমন একটি গ্রুপের কল্পনা করি না যা সোভিয়েত সরকারের প্রতি সমর্থনের কর্মপন্থার ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, এবং সংগে সংগে বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারের বিলুপ্তি দাবি করবে। কেন? যেহেতু বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার সোভিয়েত সরকারের কর্মপন্থার অন্যতম অবিচল ভিত্তি; যেহেতু সে গ্রুপ বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারের বিলুপ্তি দাবি করে যে গ্রুপ সোভিয়েত সরকারকে সমর্থন করতে পারে না; যেহেতু এরূপ একটি গ্রুপ সমগ্র সোভিয়েত প্রথার বিরুদ্ধে গভীরভাবে শত্রু মনোভাবাপন্ন হবে।

অবশ্য ইউ.এস.এস.আর-এ এমন সব লোকজন আছে যারা বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারের বিলুপ্তি দাবি করে। তারা হল নেপম্যান, কুলাক, ইতিমধ্যেই ছত্রভঙ্গ শোষকশ্রেণীসমূহের টুকরো টুকরো অংশ ইত্যাদি। কিন্তু এইসব লোকজন জনসমষ্টির একটি অকিঞ্চিৎকর অংশ। আমি মনে করি না প্রতিনিধিমণ্ডলী তাঁদের প্রশ্নে এই সমস্ত লোকজনের কথা বলছেন। কিন্তু যদি তাঁদের মনে শ্রমিক ও কৃষকসমাজের ব্যাপক মেহনতি কৃষকসাধারণের কথা থাকে, তাহলে আমাকে অতি অবশ্যই বলতে হবে যে, শেষোক্তদের

মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারের বিলুপ্তির দাবি কেবলমাত্র ঠাট্টাবিদ্রূপ এবং শত্রুতাপূর্ণ মনোভাবের উদ্রেক করবে।

বস্তুতঃ, শ্রমিকদের পক্ষে বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারের বিলুপ্তির অর্থ কি দাঁড়াবে? তাদের পক্ষে এর অর্থ দাঁড়াবে, দেশের শিল্পায়ন পরিত্যাগ করা, নতুন নতুন মিল ও ফ্যাক্টরির নির্মাণকার্য এবং পুরানোগুলির সম্প্রসারণ বন্ধ করা। তাদের পক্ষে এর অর্থ দাঁড়াবে, পুঁজিবাদী দেশগুলি থেকে ইউ. এস. এস. আর-এ দ্রব্যসামগ্রীর বন্যা বইয়ে দেওয়া, আমাদের দেশের শিল্পের আপেক্ষিক দুর্বলতার জন্য তা গুটিয়ে ফেলা, বেকারি বৃদ্ধি, শ্রমিকশ্রেণীর বস্তুগত অবস্থা মন্দতর হয়ে যাওয়া, তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান দুর্বলতর হওয়া। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তার অর্থ হবে, নেপম্যান ও সাধারণভাবে নতুন নতুন বুর্জোয়াদের শক্তিশালী করা। ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী কি এইভাবে আত্মহত্যা করতে সম্মত হতে পারে? স্পষ্টতঃই, তারা তা পারে না।

এবং কৃষকসমাজের ব্যাপক মেহনতি কৃষকসাধারণের পক্ষে বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারের বিলুপ্তির অর্থ কি দাঁড়াবে? তার অর্থ দাঁড়াবে একটি স্বাধীন দেশ থেকে একটি আধা-ঔপনিবেশিক দেশে আমাদের দেশকে রূপান্তরিত করা এবং ব্যাপক কৃষকসাধারণকে দারিদ্র্য-পীড়িত করা। তার অর্থ হবে 'অবাধ-বাণিজ্যের' রাজত্বে প্রত্যাবর্তন করা—যে রকমটি বিদ্যমান ছিল কলচাক ও ডেনিকিনের অধীনে—যখন কৃষকসমাজের বিরাট ব্যাপক কৃষকসাধারণকে অন্যায়ভাবে ও বলপূর্বক বঞ্চিত ও লুণ্ঠন করার ব্যাপারে প্রতিবিপ্লবী জেনারেল ও 'মিত্রদের' মিলিত বাহিনীসমূহের অবাধ ক্ষমতা ছিল। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এর অর্থ হবে গ্রামাঞ্চলে কুলাকদের এবং অন্যান্য শোষকশ্রেণীদের শক্তিশালী করা। ইউক্রেনে, উত্তর ককেশাসে, ভল্গা নদীর তীরে, সাইবেরিয়ায় কৃষকদের সেই রাজত্বের মনোহারিত্বের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। তারা আবার তাদের গলায় সেই ফাঁস লাগাতে চাইবে তা ধারণা করার কি যুক্তি আছে? এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে কৃষকসমাজের ব্যাপক মেহনতি কৃষকসাধারণ বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার বিলুপ্ত করার অনুকূলে থাকতে পারে না?

একজন প্রতিনিধি : প্রতিনিধিরা বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার, তার বিলুপ্তি সম্পর্কে বিষয়টি এই হিসেবে তুলেছিল যার চারিপাশে

জনসমষ্টির একটি সমগ্র গোষ্ঠী সংগঠিত হতে পারে, যদি না ইউ. এস. এস. আর-এ একটিমাত্র পার্টি বৈধতার একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে।

স্তালিন ঃ এর ফলে প্রতিনিধিমণ্ডলী ইউ. এস. এস. আর-এ একমাত্র বৈধ পার্টি হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টি যে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে সেই প্রশ্নে প্রত্যাবর্তন করছেন। আমি সংক্ষেপে এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছি যখন কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি বিরাট ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকসাধারণের সহানুভূতি পরখ করার উপায়-উপকরণের কথা বলেছি তখন।

জনসমষ্টির অন্যান্য স্তর সম্পর্কে—কুলাক, নেপম্যান, পুরানো, ছত্রভঙ্গ শোষক-শ্রেণীগুলির অবশিষ্টাংশেরা তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যেমন তারা বঞ্চিত হয়েছে ভোট দেবার অধিকার থেকে। বুর্জোয়াদের কাছ থেকে শ্রমিকশ্রেণী শুধু ফ্যাক্টরি ও মিল, ব্যাঙ্ক এবং রেলওয়ে, জমি ও খনিসমূহ নিয়ে নেয়নি, তারা তাদের কাছ থেকে রাজনৈতিক সংগঠন করার অধিকারও কেড়ে নিয়েছে। স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান যে, প্রতিনিধিমণ্ডলী এই ঘটনায় আপত্তি তুলবেন না যে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়া ও জমিদারদের ফ্যাক্টরি ও মিল, জমি ও রেলওয়ে, ব্যাঙ্ক ও খনিগুলি থেকে বঞ্চিত করেছে। (**হাস্যরোল।**)

তৎসত্ত্বেও আমার মনে হয়, শ্রমিকশ্রেণী যে এতে সীমাবদ্ধ না থেকে আরও এগিয়ে গিয়ে বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, এই ঘটনায় প্রতিনিধিমণ্ডলী কিছুটা বিস্মিত। আমি মনে করি তা পুরোপুরি যুক্তি-সঙ্গত নয়, অথবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, তা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক। বুর্জোয়াদের প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর মহানুভবতা দেখাবার দরকার কেন? পাশ্চাত্যের বুর্জোয়ারা, যেখানে তারা ক্ষমতায় আছে, সেখানে কি তারা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিন্দুমাত্র মহানুভবতা দেখায়? তারা কি প্রকৃত বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলিকে গোপন অবস্থায় যেতে বাধ্য করে না? ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীকে তার শ্রেণী-শত্রুর প্রতি মহত্ত্ব দেখাতে হবে কেন? আমি মনে করি যে-কোন ব্যক্তির যুক্তিসম্মত মনোভাবাপন্ন হওয়া উচিত। যারা মনে করে বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক অধিকারসমূহ ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে, যুক্তিবাদী হতে গেলে তাদের আরও এগিয়ে গিয়ে বুর্জোয়াদের ফ্যাক্টরি ও মিল, রেলওয়ে ও ব্যাঙ্কসমূহ ফিরিয়ে দেবার প্রশ্ন অতি অবশ্যই তুলতে হবে।

একজন প্রতিনিধি ঃ প্রতিনিধিমণ্ডলীর উদ্দেশ্য ছিল, কমিউনিস্ট পার্টির

মতামত ছাড়া শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের আলাদা মতামতের কিভাবে বৈধ প্রকাশ হতে পারে তা খুঁজে বের করা। তার এই অর্থ করা ভুল হবে যে, প্রতিনিধিমণ্ডলী বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক অধিকারসমূহ মঞ্জুর করার বিষয়ে আগ্রহী এবং আগ্রহী এই বিষয়ে যে বুর্জোয়ারা কিভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করার বৈধ উপায় পেতে পারে। আমরা যার উল্লেখ করছি তা হল কমিউনিস্ট পার্টির মতামত ছাড়া শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের আলাদা মতামতের কিভাবে বৈধ প্রকাশ হতে পারে।

অন্য একজন প্রতিনিধি: এই সমস্ত আলাদা মতামত শ্রমিকশ্রেণীর গণ-সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতিতে প্রকাশ পেতে পারে।

স্তালিন: ভাল কথা। কাজেই, বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক অধিকারসমূহ ফিরিয়ে দেবার প্রশ্ন এটা নয়, এটা হল শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে মতবিরোধের প্রশ্ন।

বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিকদের ও কৃষকসমাজের ব্যাপক মেহনতি কৃষকসাধারণের মধ্যে কোন মতবিরোধ আছে কি? নিঃসন্দেহে আছে। সমস্ত বাস্তব প্রশ্নে এবং বিশদ দফায় লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও কৃষক যে একইভাবে ভাববে তা অসম্ভব। সর্বপ্রথম, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থান এবং বিভিন্ন প্রশ্নে তাদের মতামত সম্পর্কে শ্রমিকদের ও কৃষকদের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকশ্রেণীর নিজের মধ্যে মতামতের কিছুটা পার্থক্য আছে—প্রশিক্ষণের পার্থক্য, বয়স ও মেজাজের পার্থক্য, বহুদিন ধরে কাজ-করা শ্রমিক এবং যে সমস্ত শ্রমিক সম্প্রতি গ্রামাঞ্চল থেকে এসেছে তাদের মধ্যে পার্থক্য, ইত্যাদি। এ সবের ফলে শ্রমিকদের ও কৃষকসমাজের ব্যাপক মেহনতি কৃষকসাধারণের মধ্যে মতবিরোধের উদ্ভব ঘটে এবং এগুলির বৈধ প্রকাশ ঘটে সভা-সমিতিতে, ট্রেড ইউনিয়নে, সমবায়ে সোভিয়েতসমূহে নির্বাচনের সময়ে, ইত্যাদি।

কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের পরিস্থিতিসমূহের অধীনে এখনকার মতবিরোধ এবং অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে অতীতে যে মতবিরোধ ছিল, তাদের মধ্যে একটা মূলগত পার্থক্য রয়েছে। অতীতে শ্রমিকদের এবং কৃষকসমাজের ব্যাপক মেহনতি কৃষকসাধারণের মধ্যে মতবিরোধ প্রধানতঃ কেন্দ্রীভূত ছিল জমিদার, জারতন্ত্র এবং বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করার প্রশ্নসমূহে, বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে চূর্ণ করার প্রশ্নে। এখন, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের পরিস্থিতিসমূহের অধীনে

মতবিরোধ সোভিয়েত শক্তির উচ্ছেদ, সোভিয়েত প্রথা চূর্ণ করার প্রশ্নসমূহের চারিপাশে আবর্তিত হয় না, আবর্তিত হয় সোভিয়েত সংস্থাসমূহের, তাদের কাজের উন্নতিসাধনের প্রশ্নসমূহের চারিপাশে। এখানেই রয়েছে একটা মূলগত পার্থক্য।

এই ঘটনায় বিস্ময়ের কিছুই নেই যে অতীতে বিদ্যমান প্রথাকে বিপ্লবী পথে ভেঙে ফেলার প্রশ্নকে ঘিরে মতবিরোধ শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজের ব্যাপক মেহনতি কৃষকসাধারণের মধ্যে কয়েকটি প্রতিদ্বন্দ্বী পার্টির অভ্যুদয়ের ভিত্তি জুগিয়েছিল। ঐ পার্টিগুলি ছিল: বলশেভিক পার্টি, মেনশেভিক পার্টি, সোস্যাল রিভলিউশনারি পার্টি। অন্যপক্ষে, এটা উপলব্ধি করা আদৌ দুরূহ নয় যে এখন শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনে মতবিরোধের লক্ষ্য হল সোভিয়েত প্রথাকে ভেঙে ফেলা নয়, পরন্তু তাকে উন্নত ও সংহত করা; তাই তা শ্রমিকশ্রেণী ও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক মেহনতি জনগণের মধ্যে বিভিন্ন পার্টির অস্তিত্বের ভিত্তি রচনা করে না।

সেইজন্যই একটিমাত্র পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টির বৈধতা, সেই পার্টি যে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে তা শ্রমিক ও মেহনতি কৃষকদের মধ্য থেকে শুধু কোন আপত্তির সম্মুখীনই হয় না, কিন্তু পক্ষান্তরে, তা প্রয়োজনীয় ও আকাঙ্ক্ষিত কিছু হিসেবে গৃহীতও হয়।

দেশে একমাত্র বৈধ পার্টি হিসেবে আমাদের পার্টির অবস্থান (কমিউনিস্ট পার্টির একচেটিয়া অধিকার) কৃত্রিম এবং সুপরিকল্পিতভাবে আবিষ্কৃত কোন কিছু নয়। প্রশাসনিক ফন্দিফিকির প্রভৃতির দ্বারা এরূপ অবস্থান কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট করা যায় না। আমাদের পার্টির একচেটিয়া অধিকার জীবন থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, সোস্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিক পার্টিদ্বয়ের চরম দেউলিয়াপনা এবং আমাদের দেশে বিদ্যমান অবস্থাসমূহের অধীনে রঙ্গমঞ্চ থেকে তাদের অপসরণের ফলে তা ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত হয়েছিল।

অতীতে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিক পার্টিগুলি কি ছিল? শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বুর্জোয়া প্রভাবের প্রণালী ছিল এই পার্টিগুলি। ১৯১৭ সালের অক্টোবরের আগে কিসে এই পার্টিগুলিকে লালন ও তাদের পুষ্টিসাধন করেছিল?—বুর্জোয়াশ্রেণীর অস্তিত্ব, এবং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, বুর্জোয়া শাসনের অস্তিত্বই তা করেছিল। এটা কি স্পষ্ট নয় যে বুর্জোয়ারা উৎখাত হবার পর, ওই পার্টিগুলির অস্তিত্বের ভিত্তিও অন্তর্হিত হতে বাধ্য ছিল?

১৯১৭ সালের অক্টোবরের পরে এই পার্টিগুলির অবস্থা কি দাঁড়িয়েছিল? তারা হয়ে দাঁড়াল পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিকশ্রেণীর শাসন উচ্ছেদের সমর্থক পার্টি। এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে শ্রমিকদের এবং কৃষকসমাজের মেহনতি স্তরের মধ্যে এই পার্টিগুলি সমস্ত জমিন এবং সমস্ত প্রভাব হারাতে বাধ্য ছিল?

শ্রমিকশ্রেণীর ওপর প্রভাবের প্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক পার্টিগুলির মধ্যে সংগ্রাম গতকাল আরম্ভ হয়নি। এই সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছিল তখন, যখন রাশিয়ায় একটি গণ-বিপ্লবী আন্দোলনের প্রাথমিক চিহ্নগুলি অভিব্যক্ত হয়েছিল—এমনকি ১৯০৫ সালের আগেও। ১৯০৩ সাল থেকে ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত সময়কাল ছিল আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে তীব্র মতবিরোধের সময়কাল, ছিল শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে প্রভাবের জন্য বলশেভিক, মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের মধ্যে সংগ্রামের সময়কাল। সেই সময়পর্বে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী তিনটি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছিল। ঐ বিপ্লবগুলির আলোকে তারা এই পার্টিসমূহকে বিচার ও পুংখানুপুংখরূপে পরখ করেছিল, পরখ করেছিল শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের স্বার্থে তাদের যোগ্যতাকে, পরখ করেছিল তাদের শ্রমিকশ্রেণীসুলভ বিপ্লবী চরিত্রকে। এবং এইরূপে, ১৯১৭ সালের অক্টোবরের দিনগুলির ঠিক পূর্বে, যখন ইতিহাস সমগ্র অতীত বিপ্লবী সংগ্রামকে পর্যালোচনা করেছে, যখন ইতিহাস শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামরত বিভিন্ন পার্টিগুলিকে তুলাদণ্ডে ওজন করেছে তখন—ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী অবশেষে তার সুনির্দিষ্ট বাছাই করে কমিউনিস্ট পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণীর একমাত্র পার্টি হিসেবে গ্রহণ করেছে।

শ্রমিকশ্রেণী যে কমিউনিস্ট পার্টিকে বাছাই করেছিল, সেই ঘটনাটিকে আমাদের কিভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে? এটা কি সত্য ঘটনা নয় যে, পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতে বলশেভিকরা, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে একটি অকিঞ্চিৎকর সংখ্যালঘু অংশ ছিল? এটা কি সত্য ঘটনা নয় যে, সে সময় সোভিয়েতসমূহে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিকদের প্রভূত সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল? এটা কি সত্য ঘটনা নয় যে, অক্টোবরের দিনগুলির ঠিক পূর্বে সমগ্র সরকারী যন্ত্র এবং দমন করার সমস্ত উপায় সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিক পার্টির হাতে ছিল যারা বুর্জোয়াদের সঙ্গে জোট গঠন করেছিল?

এর ব্যাখ্যা হল এই যে, কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধবিরতি এবং একটি আশু গণতান্ত্রিক শান্তি সমর্থন করেছিল, তার বিপরীতে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিকদের পার্টিগুলি সমর্থন করেছিল 'যুদ্ধের বিজয়ী পরিসমাপ্তিকে' সমর্থন করেছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াকে।

এর ব্যাখ্যা হল এই যে, কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থন করেছিল কেরেনস্কি সরকারের উচ্ছেদ, বুর্জোয়া শাসনের উচ্ছেদ, ফ্যাক্টরি এবং মিল, ব্যাঙ্ক এবং রেলওয়েগুলির রাষ্ট্রীয়করণ, তার বিপরীতে মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টিগুলি কেরেনস্কি সরকারের প্রতিরক্ষায় সংগ্রাম করেছিল এবং ফ্যাক্টরি ও মিল, ব্যাঙ্ক ও রেলওয়েগুলির মালিকানা সম্পর্কে বুর্জোয়াদের অধিকার সমর্থন করেছিল।

এর ব্যাখ্যা হল এই যে, কৃষকসমাজের কল্যাণার্থে কমিউনিস্ট পার্টি জমিদারের জমি আশু বাজেয়াপ্ত করার পক্ষে ছিল, তার বিপরীতে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিক পার্টিগুলি সংবিধান পরিষদের অধিবেশন পর্যন্ত এই প্রশ্নটি স্থগিত রেখেছিল, যে সংবিধান পরিষদ আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রশ্নটিকে স্থগিত রাখে।

তাহলে, এটা কি বিস্ময়কর যে শ্রমিক ও কৃষকেরা কমিউনিস্ট পার্টির অনুকূলে তাদের চূড়ান্ত বাছাই সম্পাদন করেছিল?

তাহলে, এটা কি বিস্ময়কর যে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিক পার্টিগুলি এত দ্রুত তলায় চলে গিয়েছিল?

এখান থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির একচেটিয়া অধিকার আসছে এবং এর জন্যই কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতাসীন হয়।

পরবর্তী সময়পর্ব, ১৯১৭ সালের অক্টোবরের পরবর্তী সময়পর্ব, গৃহযুদ্ধের সময়পর্ব ছিল মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টিগুলির চরম দুর্ভাগ্যের, আর বলশেভিক পার্টির চূড়ান্ত বিজয়ের সময়পর্ব। সেই সময়কালে মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা নিজেরাই কমিউনিস্ট পার্টির বিজয় সহজতর করেছিল। অক্টোবর বিপ্লবের সময়ে যে মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টিগুলি চূর্ণ হয়ে ডুবে যায়, তাদের টুকরো টুকরো অংশগুলি প্রতিবিপ্লবী কুলাক বিদ্রোহসমূহের সংগে সংযোগস্থাপন করতে থাকে, কলচাকপন্থী ও ডেনিকিনপন্থীদের সংগে জোট গঠন করে, আঁতাতের সেবায় লেগে যায় এবং শ্রমিক ও কৃষকদের চোখে নিজেদেরকে

চূড়ান্তভাবে মর্যাদাহীন করে তোলে। তখন যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, তা হল এই যে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিকরা বুর্জোয়া বিপ্লবী থেকে সরে গিয়ে বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবী বনে গিয়ে নবীন সোভিয়েত রাশিয়ার কণ্ঠরোধ করতে আঁতাতের প্রচেষ্টায় তাকে সাহায্য করল; তদ্বিপরীতে, বলশেভিক পার্টি, যা কিছু প্রাণবন্ত এবং বৈপ্লবিক ছিল তাকে নিজের চারিপাশে জড়ো করে সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির জন্য সংগ্রামে, আঁতাতের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিক ও কৃষকদের বেশি বেশি করে নতুন নতুন বাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগল।

সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে, সেই সময়কালে কমিউনিস্টদের জয়লাভের ফলে সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি এবং মেনশেভিকদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটা অবধারিত ছিল, এবং কার্যতঃ, তা ঘটেও ছিল। তাহলে এটা কি বিস্ময়কর যে এ সবের পরেও কমিউনিস্ট পার্টিই শ্রমিকশ্রেণী এবং গরিব কৃষকসমাজের একমাত্র পার্টি হয়ে দাঁড়াল?

এইভাবেই দেশে একমাত্র বৈধ পার্টি হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির একচেটিয়া অধিকার উদ্ভূত হল।

আপনারা বর্তমান সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অবস্থাসমূহের অধীনে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে মতবিরোধের কথা বলছেন। আমি আগেই বলেছি যে, মতবিরোধ আছে এবং থাকবে, মতবিরোধ ব্যতীত কোন অগ্রগতি সম্ভব নয়। কিন্তু বর্তমান অবস্থাসমূহের অধীনে মতবিরোধ সোভিয়েত ব্যবস্থা উচ্ছেদ করার মূলগত প্রশ্নের চারিপাশে আবর্তিত হয় না, আবর্তিত হয় সোভিয়েত-গুলিকে উন্নীত করা, সোভিয়েত সংস্থাগুলির ভুলভ্রান্তি সংশোধন করা এবং তার পরিণতিতে, সোভিয়েত সরকারকে সুসংহত করার বাস্তব প্রশ্নগুলির চারিপাশে। এটা সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য যে এরূপ মতবিরোধ কমিউনিস্ট পার্টিকে কেবলমাত্র শক্তিশালী ও পূর্ণাঙ্গ করতে পারে। এটা সম্পূর্ণ বোধগম্য যে এরূপ মতবিরোধ কমিউনিস্ট পার্টির একচেটিয়া অধিকারকে কেবলমাত্র শক্তিশালীই করতে পারে। এটা সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য যে এরূপ মতবিরোধ শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতি কৃষকসমাজের মধ্যে অন্যান্য পার্টি গঠনের পক্ষে ভিত্তি রচনা করতে পারে না।

পঞ্চম প্রশ্ন: সংক্ষেপে বলবেন কি আপনার ও ট্রট্স্কির মধ্যে প্রধান প্রধান মতানৈক্য কি কি?

উত্তর ঃ সর্বপ্রথম আমাকে অতি অবশ্যই বলতে হবে যে, ট্রট্স্কির সংগে মতানৈক্যসমূহ ব্যক্তিগত মতানৈক্য নয়। যদি সেগুলি ব্যক্তিগত মতানৈক্য হতো, তাহলে পার্টি সেগুলি নিয়ে এক ঘণ্টার জন্যও মাথা ঘামাত না, কেননা ব্যক্তিমানুষেরা মাথা আগ বাড়িয়ে দিক পার্টি তা পছন্দ করে না।

স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান, আপনারা পার্টিতে মতানৈক্যসমূহের উল্লেখ করছেন। আমি এইভাবে প্রশ্নটাকে বুঝছি। রাইকভ মস্কোতে এবং বুখারিন লেনিনগ্রাদে সম্প্রতি যে রিপোর্টগুলি দিয়েছেন সেগুলিতে এই সমস্ত মতানৈক্যের চরিত্র অনেকটা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই রিপোর্টগুলি প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত মতানৈক্য সম্পর্কে সেগুলিতে যা বলা হয়েছে তার ওপর আমার যোগ করার কিছু নেই। আপনারা যদি ঐ দলিলগুলি না পেয়ে থাকেন, তাহলে আপনারা যাতে ওগুলি পান আমি তা দেখব। (**প্রতিনিধিমণ্ডলী বলেন যে তাঁরা ঐ দলিলগুলি পেয়েছেন।**)

জনৈক প্রতিনিধি ঃ আমরা ফিরে গেলে, আমাদের ঐ সমস্ত মতানৈক্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, কিন্তু আমরা সবগুলি দলিলই পাইনি। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা '৮৩ জনের কর্মসূচী' পাইনি।

স্তালিন ঃ আমি সেই 'কর্মসূচীতে' স্বাক্ষর করিনি। অন্যান্য লোকদের দলিলপত্র বিতরণের আমার কোন অধিকার নেই। (**হাস্যরোল।**)

ষষ্ঠ প্রশ্ন ঃ পুঁজিবাদী দেশসমূহে উৎপাদন বাড়াবার পক্ষে প্রধান উদ্দীপনাদায়ক বস্তু হল মুনাফা অর্জন করার প্রত্যাশা। নিঃসন্দেহে, ইউ.এস.এস.আর-এ এই বস্তুটি আপেক্ষিকভাবে অনুপস্থিত। এর পরিবর্তে কোন্ বস্তুটি কাজ করে এবং আপনার মতে এই পরিবর্ত বস্তুটি কতটা কার্যকর ? এটা কি স্থায়ী হতে পারে ?

উত্তর ঃ এটা সত্য যে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে প্রধান চালিকাশক্তি হল মুনাফা। এটাও সত্য যে আমাদের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মুনাফা লক্ষ্যও নয়, চালিকাশক্তিও নয়। তাহলে, আমাদের শিল্পের চালিকাশক্তি কি ?

সর্বপ্রথম, এই ঘটনা যে, আমাদের দেশের ফ্যাক্টরি ও মিলগুলির মালিক হল সমগ্র জনগণ, পুঁজিবাদীরা নয়, এই ঘটনা যে, ফ্যাক্টরি ও মিলগুলি পুঁজিবাদীদের এজেন্টদের দ্বারা পরিচালিত হয় না, পরিচালিত হয় শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিদের দ্বারা। শ্রমিকেরা পুঁজিবাদীদের জন্য কাজ করে না, কাজ করে তাদের নিজেদের রাষ্ট্র, তাদের নিজেদের শ্রেণীর জন্য—এই সচেতনতা আমাদের শিল্পের বিকাশে ও তার পূর্ণাঙ্গসাধনে একটা বিরাট চালিকাশক্তি।

এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, আমাদের দেশে ফ্যাক্টরি ও মিল-ম্যানেজারদের প্রভূত পরিমাণে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হল ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে মতৈক্যের ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মরত ব্যক্তি, এবং শ্রমিকদের অথবা সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন একজনও ফ্যাক্টরি ম্যানেজার তাঁর পদে থাকতে পারেন না।

এটাও লক্ষ্য করতে হবে যে, প্রতিটি ফ্যাক্টরি ও কারখানায় ফ্যাক্টরি অথবা কারখানা কমিটি রয়েছে; এই কমিটি নির্বাচিত হয় শ্রমিকদের দ্বারা এবং পরিচালনার সমস্ত কার্যকলাপ এই কমিটি নিয়ন্ত্রণ করে।

সর্বশেষে এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, প্রতিটি শিল্পগত কর্মসংস্থায় শ্রমিকদের উৎপাদন-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যাতে ঐ সংস্থার সমস্ত শ্রমিক উপস্থিত থাকে; সেখানে তারা ম্যানেজারের সমস্ত কাজ পরীক্ষা করে, ফ্যাক্টরি পরিচালকদের কর্ম-পরিকল্পনার ওপর আলোচনা করে, ভুলভ্রান্তি এবং ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিয়ে দেয় এবং তাদের ট্রেড ইউনিয়নসমূহ, পার্টি এবং সোভিয়েত সরকারী সংস্থাগুলির মাধ্যমে সেই ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি সংশোধন করার সুযোগ পায়

এটা উপলব্ধি করা কঠিন নয় যে, এইসব জিনিস বিভিন্ন কর্মসংস্থায় শ্রমিক-দের মর্যাদা এবং বস্তুসমূহের বিন্যাস আমূল পরিবর্তিত করে। যেখানে পুঁজিবাদের অধীনে শ্রমিক ফ্যাক্টরিকে তার নিজস্ব নয় এমন কিছু বলে, অন্য কারো সম্পত্তি বলে, এমনকি জেল বলে গণ্য করে সেখানে সোভিয়েত প্রথার অধীনে ফ্যাক্টরিকে শ্রমিক আর জেল বলে গণ্য করে না, গণ্য করে তার কাছাকাছি এবং প্রিয় কিছু বলে, যার বিকাশে ও উন্নতিতে সে পরম আগ্রহী।

এটা প্রমাণ করার বড় একটা দরকার হয় না যে, ফ্যাক্টরির প্রতি, কর্ম-সংস্থার প্রতি শ্রমিকদের এই নতুন মনোভাব, ফ্যাক্টরি যে তার কাছাকাছি এবং প্রিয় কিছু এই অনুভূতি আমাদের সমগ্র শিল্পের পক্ষে একটা বিরাট চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।

এটাই এই তথ্যটিকে ব্যাখ্যা করে যে উৎপাদনের প্রযুক্তিকৌশলের ক্ষেত্রে শ্রমিক-উদ্ভাবক এবং শিল্পের শ্রমিক-সংগঠকদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে।

দ্বিতীয়তঃ, এই ঘটনা যে আমাদের দেশে শিল্প থেকে অর্জিত আয় ব্যক্তিমানুষদের ধনবান করার কাজে ব্যবহৃত হয় না, ব্যবহৃত হয় শিল্পকে আরও

সম্প্রসারিত করায়, শ্রমিকশ্রেণীর বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক অবস্থাসমূহের উন্নতিসাধনে এবং শ্রমিক ও কৃষকদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রযোগে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য হ্রাস করায়, অর্থাৎ আর একবার ব্যাপক মেহনতি জনসাধারণের বস্তুগত অবস্থাসমূহের উন্নতিসাধনে।

পুঁজিপতি শ্রমিকশ্রেণীর কল্যাণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তার মুনাফা নিয়োজিত করতে পারে না। মুনাফা অর্জন তার লক্ষ্য; নচেৎ সে পুঁজিপতি হবে না। সে মুনাফা করে একে অতিরিক্ত পুঁজিতে পরিণত করার জন্য, অতিরিক্ত, আরও বেশি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশে এই পুঁজিকে রপ্তানি করার জন্য। এইভাবে পুঁজি উত্তর আমেরিকা থেকে চীন, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউরোপে, ফ্রান্স থেকে ফরাসী উপনিবেশসমূহে, ব্রিটেন থেকে ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে প্রবাহিত হয়।

আমাদের দেশে ঘটনাগুলি অন্যরকম, কেননা আমরা ঔপনিবেশিক নীতি পরিচালিতও করি না, স্বীকারও করি না। আমাদের দেশে শিল্প থেকে অর্জিত আয় এখানেই থাকে এবং শিল্পকে আরও সম্প্রসারিত করায় এবং শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিবর্ধনে ব্যবহৃত হয়, ব্যবহৃত হয় যন্ত্রযোগে উৎপাদিত জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে, কৃষক-বাজার সহ আভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসার বৃদ্ধি করায়। আমাদের দেশে শিল্প থেকে অর্জিত আয়ের প্রায় ১০ শতাংশ শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার উন্নতিবর্ধনে ব্যবহৃত হয়। সমগ্র মজুরি-অর্থের ১৩ শতাংশ রাষ্ট্রীয় খরচে শ্রমিকশ্রেণীর বীমার জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। আয়ের কোন একটি অংশ (আমি এখনই বলতে পারব না তা ঠিকঠিক কতখানি) সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং শ্রমিকদের জন্য বাৎসরিক ছুটির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আয়ের বেশ মোটা একটি অংশ (আমি আবারও বলতে পারব না তা ঠিকঠিক কতখানি) শ্রমিকদের টাকাকড়ি সংক্রান্ত মজুরি বাড়াবার জন্য ব্যবহৃত হয়। শিল্প থেকে আয়ের অবশিষ্ট ভাগ শিল্পের অধিকতর সম্প্রসারণে, পুরানো ফ্যাক্টরিগুলি মেরামত করায় ও নতুন নতুন ফ্যাক্টরি গড়ে তোলায় এবং সর্বশেষে, যন্ত্রযোগে উৎপাদিত জিনিসপত্রের দাম কমানোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

আমাদের শিল্পের জন্য এই সমস্ত ঘটনার বিরাট তাৎপর্য হল:

(ক) কৃষিকে শিল্পের অধিকতর কাছাকাছি টেনে আনা এবং শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈপরীত্য দূর করার কাজে তারা সাহায্য করে।

(খ) তারা সাহায্য করে আভ্যন্তরীণ বাজারের—শহরে ও গ্রামীণ—প্রসার বৃদ্ধি করার কাজে এবং তার দ্বারা শিল্পের অধিকতর বিকাশের জন্য একটি প্রতিনিয়ত সম্প্রসারণশীল ভিত্তি সৃষ্টি করে।

তৃতীয়তঃ, ঘটনা এই যে শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ সমগ্রভাবে শিল্পের পরিকল্পিত পরিচালনা ব্যবস্থাকে সহজতর করে।

আমাদের শিল্পের এইসব উদ্দীপক বস্তু এবং চালিকাশক্তিগুলি কি স্থায়ী উপাদান? তারা কি স্থায়ীভাবে সক্রিয় উপাদান হতে পারে? হাঁ, তারা নিঃসন্দেহে স্থায়ীভাবে সক্রিয় উদ্দীপক বস্তু এবং চালিকাশক্তি। এবং যতই আমাদের শিল্প বিকশিত হবে, ততই এইসব উপাদানের শক্তি ও তাৎপর্য বৃদ্ধি পাবে।

সপ্তম প্রশ্ন ঃ অন্যান্য দেশের পুঁজিবাদী শিল্পের সঙ্গে ইউ. এস. এস. আর কতদূর পর্যন্ত সহযোগিতা করতে পারে?

এরূপ সহযোগিতার ক্ষেত্রে কি একটি সুনির্দিষ্ট সীমা আছে, অথবা কোন্ ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্ভব এবং কোন্ ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্ভব নয় তা ধার্য করার পক্ষে এটা শুধুমাত্র একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা?

উত্তর ঃ সুস্পষ্টভাবে, প্রশ্নটি উল্লেখ করছে শিল্পের ক্ষেত্রে, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এবং সম্ভবতঃ কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সাময়িক চুক্তিসমূহের।

আমি মনে করি, দুটি বিরোধী প্রথা—পুঁজিবাদী প্রথা এবং সমাজতান্ত্রিক প্রথা—এ ধরনের চুক্তির সম্ভাবনাকে নিবারণ করে না। আমি মনে করি শান্তি-পূর্ণ বিকাশের অবস্থানসমূহের অধীনে এরূপ চুক্তি সম্ভব এবং উপযোগী।

এই ধরনের চুক্তির ক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানি হল সর্বাধিক উপযোগী ভিত্তি। আমাদের প্রয়োজন: সাজসরঞ্জাম, কাঁচামাল (দৃষ্টান্তস্বরূপ, কাঁচা তুলো), আধা-উৎপাদন (ধাতু প্রভৃতি থেকে যন্ত্রযোগে উৎপাদিত জিনিসপত্র ইত্যাদি), অপরদিকে পুঁজিবাদীদের প্রয়োজন এই সমস্ত জিনিসপত্রের কাটতির জন্য বাজার। চুক্তি সম্পাদনের জন্য এখানে একটা ভিত্তি রয়েছে। পুঁজিপতিদের প্রয়োজন: তৈল, কাঠ, শস্যোৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী, এই সমস্ত জিনিসপত্রের কাটতির জন্য আমাদের প্রয়োজন বাজারের। চুক্তি সম্পাদনের জন্য এখানেও একটা ভিত্তি রয়েছে। আমাদের প্রয়োজন ধারকর্জের; পুঁজি-পতিদের প্রয়োজন তাদের ধারের টাকার জন্য ভাল সুদ। এখানেও চুক্তি-

সম্পাদনের আরও একটি ভিত্তি রয়েছে, অর্থাৎ ধারকর্জের ক্ষেত্রে ; আর, এটা সুবিদিত যে, ধারের টাকা শোধ দেবার ব্যাপারে সোভিয়েত সংস্থাগুলি অন্য সবার তুলনায় সর্বাপেক্ষা সাবধানী।

কূটনৈতিক ক্ষেত্রে একই কথা বলা যেতে পারে। আমরা শান্তির নীতি অনুসরণ করছি এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে পারস্পরিক অনাক্রমণের চুক্তি স্বাক্ষরে আমরা প্রস্তুত। আমরা একটা শান্তির নীতি অনুসরণ করছি এবং আমরা নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারেও একটা চুক্তিতে আসতে প্রস্তুত, এমনকি স্থায়ী সৈন্যবাহিনীসমূহের সম্পূর্ণ বিলোপ পর্যন্ত ; জেনোয়া সম্মেলনে[৩৭] সমগ্র বিশ্বের নিকট আমরা ইতিমধ্যেই তা ঘোষণা করেছি। এখানে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনের একটা ভিত্তি রয়েছে।

এই সমস্ত চুক্তির সীমা ? দুটি প্রথার বিরোধী প্রকৃতির দ্বারা এই সীমাগুলি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যে প্রথা দুটির মধ্যে রয়েছে প্রতিযোগিতা ও সংগ্রাম। এই দুটি প্রথার দ্বারা অনুমোদিত সীমাগুলির মধ্যে—কেবলমাত্র এই সমস্ত সীমার মধ্যে—চুক্তি সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। জার্মানি, ইতালী, জাপান প্রভৃতির সঙ্গে চুক্তিগুলির অভিজ্ঞতা এটা দেখিয়ে দিচ্ছে।

এই সমস্ত চুক্তি কি শুধু একটা পরীক্ষা, অথবা এগুলি কমবেশি একটা দীর্ঘস্থায়ী চরিত্রের হতে পারে ? তা শুধু আমাদের ওপর নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে অন্যান্য পার্টির ওপরেও। তা নির্ভর করে সাধারণ পরিস্থিতির ওপর। একটি যুদ্ধ সমস্ত চুক্তি উল্টিয়ে ফেলতে পারে। চূড়ান্তভাবে, তা নির্ভর করে চুক্তির শর্তগুলির ওপর। আমরা দাসত্বমূলক শর্তগুলি গ্রহণ করতে পারি না। হ্যারিমানের সঙ্গে আমাদের একটা চুক্তি আছে, তিনি জর্জিয়ার ম্যাঙ্গানিজ খনিগুলি থেকে ম্যাঙ্গানিজ নিষ্কাশিত করে কাজে লাগাচ্ছেন। বিশ বছরের জন্য এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, কোনভাবেই এটি সংক্ষিপ্ত সময়সীমা নয়। লেনা স্বর্ণখনি কোম্পানির সঙ্গেও আমরা একটা চুক্তি করেছি, এরা সাইবেরিয়াতে স্বর্ণো-ত্তোলনের কাজে নিযুক্ত রয়েছে। এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে ত্রিশ বছরের জন্য—আরও দীর্ঘতর সময়কাল। পরিশেষে, জাপানের সঙ্গে আমাদের একটা চুক্তি রয়েছে সাখালিনে তৈল ও কয়লা খনিগুলিতে নিষ্কাশনের কাজের জন্য।

এই চুক্তিগুলি কমবেশি দীর্ঘস্থায়ী চরিত্রের হোক আমরা তা চাইব।

অবশ্য তা শুধুমাত্র আমাদের একার ওপরই নির্ভর করে না, নির্ভর করে অন্যান্য পার্টিগুলিরও ওপর।

অষ্টম প্রশ্ন : জাতীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি নীতি সম্পর্কে রাশিয়া এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থক্য কি কি?

উত্তর : সুস্পষ্টভাবে, এটা ইউ. এস. এস. আর-এ জাতিসত্তাগুলির কথা উল্লেখ করছে, যে জাতিসত্তাসমূহ ইতিপূর্বে জারতন্ত্র এবং শোষকশ্রেণীগুলির দ্বারা নিপীড়িত হতো এবং যাদের নিজস্ব রাষ্ট্রীয়ত্বের মর্যাদা ছিল না।

প্রধান পার্থক্য হল এই যে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে রয়েছে জাতীয় নিপীড়ন এবং জাতীয় ক্রীতদাসত্ব, তার বিপরীতে এখানে ইউ. এস. এস. আর-এ এ দুটিই সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত করা হয়েছে।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে প্রথম সারির, সুবিধাপ্রাপ্ত 'রাষ্ট্রের মর্যাদাসম্পন্ন' জাতিগুলি ছাড়া রয়েছে দ্বিতীয় সারির 'রাষ্ট্রের মর্যাদাহীন' অসম জাতিগুলি, এরা বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত, সর্বোপরি বঞ্চিত রাষ্ট্রীয়ত্বের মর্যাদা থেকে। কিন্তু আমাদের দেশে, ইউ. এস. এস. আর-এ জাতীয় অসমতা এবং জাতীয় নিপীড়নের সমস্ত লক্ষণ বিলোপ করা হয়েছে। আমাদের দেশে সমস্ত জাতির সমান অধিকার রয়েছে, তারা সার্বভৌম, কেননা প্রাধান্যপূর্ণ গ্রেট রাশিয়ান জাতি পূর্বতনকালে যেসব জাতীয় ও রাষ্ট্রসুলভ সুযোগসুবিধা ভোগ করত সেগুলির বিলোপ করা হয়েছে।

এটা অবশ্য জাতিসত্তাগুলির সমান অধিকারসমূহ সম্পর্কে ঘোষণার প্রশ্ন নয়। অধিকারসমূহের জাতীয় সমতা সম্পর্কে সমস্ত রকমের বুর্জোয়া ও সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টিগুলি অসংখ্য ঘোষণা করেছে। কিন্তু ঘোষণাগুলির কি মূল্য আছে যদি সেগুলি কার্যে পরিণত না করা হয়? এটা হল জাতীয় নিপীড়নের মাধ্যম, স্রষ্টা ও চালক শ্রেণীগুলির বিলোপ করার প্রশ্ন। আমাদের দেশে এই শ্রেণীগুলি ছিল জমিদার এবং পুঁজিপতিরা। আমরা এই শ্রেণীগুলিকে ধ্বংস করে তার দ্বারা জাতীয় নিপীড়নের সম্ভাবনাকে লোপ করেছিলাম। এবং ঠিকঠিক যেহেতু এই শ্রেণীগুলি ধ্বংস করেছিলাম, সেইহেতু অধিকারগুলির সত্যিকারের জাতীয় সমতা আমাদের দেশে সম্ভবপর হয়েছিল।

এটাই হল যা আমাদের দেশে আমরা বলি আলাদা হয়ে যাবার অধিকার সহ জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ধারণার বাস্তব রূপায়ণ। ঠিকঠিক

যেহেতু আমরা জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ কার্যে পরিণত করেছিলাম, সেইহেতু ইউ. এস. এস. আর-এর বিভিন্ন জাতিগুলির ব্যাপক মেহনতি জনগণের মধ্যে অবিশ্বাসের বিলোপসাধন করতে এবং স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে একটিমাত্র ইউনিয়ন রাষ্ট্রে এই জাতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে আমরা সফল হয়েছি। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্র (ইউ. এস. এস. আর), যা আজকের দিনে রূপায়িত হয়েছে, তা হল আমাদের জাতীয় নীতির পরিণতি এবং একটিমাত্র ইউনিয়ন রাষ্ট্রে ইউ. এস. এস. আর-এর জাতিসমূহের স্বেচ্ছাভিত্তিক ফেডারেশনের অভিব্যক্তি।

এটা প্রমাণ করার বড় একটা দরকার হয় না যে, জাতিগত প্রশ্নে এরূপ নীতি পুঁজিবাদী দেশসমূহে অকল্পনীয়, কেননা সেখানে পুঁজিপতিরা, যারা নিপীড়নের নীতির স্রষ্টা ও চালক, তারা এখনো ক্ষমতাসীন রয়েছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই তথ্য লক্ষ্য করতে কেউ ব্যর্থ হবে না যে, ইউ. এস. এস. আর-এ ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা, সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের নেতৃত্বে অবশ্যম্ভাবীরূপে একজন রুশ চেয়ারম্যান মাত্র নেই, নেতৃত্বে আছেন ইউ. এস. এস. আর-এ ঐক্যবদ্ধ ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির সংখ্যার অনুরূপ ৬ জন চেয়ারম্যান। এই চেয়ারম্যানদের একজন হলেন রুশীয় (কালিনিন), দ্বিতীয় জন ইউক্রেনী (পেট্রোভস্কি), তৃতীয় জন হলেন একজন বিয়েলোরুশীয় (চেরভিয়াকভ), চতুর্থ জন হলেন একজন আজারবাইজানী (মুসাবেকভ), পঞ্চম জন হলেন একজন তুর্কমেনী (আইতাকভ) এবং ষষ্ঠ জন হলেন একজন উজবেক (ফইজুল্লা খোজাইয়েভ)। এই ঘটনা আমাদের জাতীয় নীতির একটি লক্ষণীয় উদাহরণ। বলা বাহুল্য, কোন বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র, তা সে যতই গণতান্ত্রিক হোক না কেন, এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত না। অবশ্য আমাদের দেশে এটাকে অধিকারসমূহের জাতীয় সমতার নীতি থেকে যুক্তিসম্মত অনুবর্তী হিসেবে নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেওয়া হয়।

নবম প্রশ্ন ঃ মার্কিন শ্রমিক নেতারা দুটি যুক্তিতে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করে :

(১) ইউনিয়নগুলির মধ্যে তাদের উপদলীয় লড়াই এবং ইউনিয়নের যে সমস্ত কর্মকর্তা র‍্যাডিকাল (আমূল সংস্কারপন্থী—অনুবাদক, বাং. সং) নয় তাদের ওপর আক্রমণের দ্বারা কমিউনিস্টরা শ্রমিক-আন্দোলনে বিশৃঙ্খলা ঘটাচ্ছে ;

(২) আমেরিকার কমিউনিস্টরা মস্কো থেকে তাদের নির্দেশ নেয় এবং সেজন্য ভাল ট্রেড

ইউনিয়ন নেতা হতে পারে না, যেহেতু তারা তাদের নিজস্ব ইউনিয়নের চাইতে একটি বিদেশী সংগঠনের প্রতি তাদের বেশি আনুগত্য স্থাপন করে।

এই অসুবিধা কিভাবে দূরীভূত করা যেতে পারে যাতে করে আমেরিকার কমিউনিস্টরা আমেরিকার শ্রমিক-আন্দোলনের অন্যান্য ইউনিটগুলির সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়?

উত্তর: আমি মনে করি কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামকে আমেরিকার শ্রমিক নেতাদের সমর্থন করার প্রচেষ্টা বিন্দুমাত্র সমালোচনা সহ্য করতে পারে না। এখনো কেউ প্রমাণ করেনি, বা প্রমাণ করতে সক্ষমও হবে না যে, কমিউনিস্টরা শ্রমিক-আন্দোলনে বিশৃঙ্খলা ঘটায়। কিন্তু পক্ষান্তরে, এটা পুরোপুরি প্রমাণিত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে কমিউনিস্টরা আমেরিকা সহ সারা বিশ্ব জুড়ে শ্রমিক-আন্দোলনের সর্বাধিক ঐকান্তিকতা-পূর্ণ এবং নির্ভীক যোদ্ধা।

এটা কি সত্য ঘটনা নয় যে, শ্রমিকদের ধর্মঘট এবং বিক্ষোভ-মিছিলের সময়কালে কমিউনিস্টরা শ্রমিকশ্রেণীর সম্মুখ সারিগুলিতে অভিযান করে এবং পুঁজিবাদীদের প্রথম আঘাতগুলি মাথা পেতে নেয়, তার বিপরীতে এরূপ সময়কালে সংস্কারপন্থী শ্রমিক নেতারা পুঁজিবাদীদের বাড়ির পশ্চাদ্ভাগের উঠোনে আশ্রয় নেয়? সংস্কারপন্থী শ্রমিক নেতাদের ভীরুতা এবং প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রকে সমালোচনা করা থেকে কমিউনিস্টরা কিভাবে বিরত থাকতে পারে? এটা কি স্পষ্ট নয় যে এরূপ সমালোচনা শ্রমিক-আন্দোলনকে কেবল-মাত্র শক্তিশালী করতে এবং তাকে উদ্দীপনা জোগাবার পক্ষে কাজ করতে পারে?

সত্য বটে, এরূপ সমালোচনা প্রতিক্রিয়াশীল শ্রমিক নেতাদের মর্যাদা নষ্ট করে। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? প্রতিক্রিয়াশীল শ্রমিক নেতারা পাল্টা সমালোচনার দ্বারা জবাব দিন, কিন্তু ইউনিয়নগুলি থেকে কমিউনিস্টদের বহিষ্কার করে নয়।

আমি মনে করি আমেরিকার শ্রমিক-আন্দোলনকে যদি বেঁচে থাকতে এবং বিবর্ধিত হতে হয় তাহলে ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে মতবিরোধ এবং ঝোঁকের সংঘর্ষ ছাড়া তা চলতে পারে না। আমি মনে করি, ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে মত ও ঝোঁকের বিরোধ, প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের সমালোচনা ইত্যাদি সংস্কারপন্থী শ্রমিক নেতাদের প্রতিরোধ সত্ত্বেও, ক্রমেই বেশি বেশি করে

বেড়ে যাবে। এরূপ মতবিরোধ এবং এরূপ সমালোচনা আমেরিকার শ্রমিক-শ্রেণীর পক্ষে নিশ্চিতরূপে অবশ্য প্রয়োজনীয়, যাতে তারা বিভিন্ন ঝোঁকের মধ্যে বাছাই করতে পারে এবং আমেরিকার সমাজের মধ্যে একটি স্বাধীন সংগঠিত শক্তি হিসেবে সে চূড়ান্তভাবে তার অবস্থান গ্রহণ করতে পারে।

কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আমেরিকার সংস্কারপন্থী নেতাদের অভিযোগ-গুলিতে কেবলমাত্র দেখায় যে, তাঁরা যে সঠিক সে সম্পর্কে তাঁরা নিশ্চিত নন এবং তাঁরা অনুভব করেন, তাঁদের অবস্থা টলটলায়মান। সত্যসত্যই সেই কারণে তাঁরা সমালোচনাকে মহামারীর মতো ভয় করেন। এটা উল্লেখ্য যে আমেরিকার বহু বুর্জোয়ার তুলনায় আমেরিকার শ্রমিক নেতারা প্রাথমিক গণতন্ত্রের যে অধিকতর দৃঢ়সংকল্প বিরোধী, তা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান।

আমেরিকার কমিউনিস্টরা 'মস্কোর নির্দেশ' অনুযায়ী কাজ করে, এই দৃঢ় ঘোষণা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। বিশ্বের কোন কমিউনিস্টই তার নিজের দৃঢ় বিশ্বাসের, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিস্থিতির প্রয়োজনসমূহের বিপরীতে বাইরে থেকে 'নির্দেশের অধীনে' কাজ করতে রাজী হবে না। এবং এই ধরনের কমিউনিস্ট যদি থেকেও থাকে, তাহলে তাদের মূল্য এক কানাকড়িও নয়।

কমিউনিস্টরা হল সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসিক ও নির্ভীক, তারা বহু শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছে। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে কমিউনিস্টদের গুণ হল এই যে তারা তাদের দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম করতে দক্ষ। সেইজন্য, আমেরিকার কমিউনিস্টদের ক্ষেত্রে এ কথা বলা অদ্ভুত যে তাদের নিজেদের কোন দৃঢ় প্রত্যয় নেই এবং বাইরে থেকে 'নির্দেশের অধীনে' তারা কেবল কাজ করতে দক্ষ।

শ্রমিক নেতাদের সুদৃঢ় উক্তিতে এই একটিমাত্র জিনিসই আমেরিকার কমিউনিস্টরা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত এবং বিভিন্ন প্রশ্নে তাঁরা মাঝে মাঝে এই সংগঠনের কেন্দ্রীয় সংস্থার সঙ্গে পরামর্শ করেন। কিন্তু এতে কি কিছু খারাপ আছে? আমেরিকার শ্রমিক নেতারা কি আন্তর্জাতিক শ্রমিককেন্দ্রের একটি সংগঠনের বিরোধী? সত্য বটে তাঁরা আমস্টারডামের অন্তর্ভুক্ত নন,[৩৮] কিন্তু তার কারণ এই নয় যে তাঁরা আন্তর্জাতিক শ্রমিকদের একটি কেন্দ্রের সেভাবে বিরোধী, তার কারণ এই যে, তাঁরা মনে করেন আমস্টারডাম বড় বেশি প্রগতিপন্থী। (**হাস্যরোল**।)

পুঁজিবাদীরা আন্তর্জাতিকভাবে সংগঠিত হতে পারবে, আর শ্রমিকশ্রেণী,

অথবা তার একটি অংশের, কেন একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন থাকতে পারবে না?

এটা কি সুস্পষ্ট নয় যে আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার-এর[৩৯] গ্রীন ও তাঁর বন্ধুরা 'মস্কো থেকে নির্দেশ' সম্পর্কে গল্পকথা হীন বশম্বদভাবে পুনরাবৃত্তি করে আমেরিকার কমিউনিস্টদের সম্পর্কে কুৎসা রটনা করছেন?

কিছু কিছু লোক মনে করে মস্কোতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সদস্যরা বসে বসে সমস্ত দেশে নির্দেশ পাঠানো ছাড়া আর কিছুই করেন না। ৬০টির বেশি দেশ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং আপনারা মনে মনে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সদস্যদের অবস্থার চিত্র অঙ্কন করতে পারেন—তাঁরা ঘুমোন না, খান না, কিন্তু দিনরাত্রি বসে বসে ঐ সমস্ত দেশের কাছে নির্দেশ লিখে পাঠান। (**হাস্যরোল।**) আর আমেরিকার শ্রমিক নেতারা ভাবেন যে এই কৌতুককর গল্প ছড়িয়ে তাঁরা কমিউনিস্টদের সম্পর্কে তাঁদের ভীতিকে আড়াল করতে পারবেন এবং এই সত্য ঘটনাটিকে স্খালন করতে পারবেন যে কমিউনিস্টরা হল আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীর সর্বাধিক সাহসী ও উৎসর্গীকৃত কর্মী।

প্রতিনিধিমণ্ডলী জানতে চান, এই পরিস্থিতি থেকে বের হবার কোন পথ আছে কিনা। আমি মনে করি এই পরিস্থিতি থেকে বের হবার একটিমাত্র পথই আছে: আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে মত ও ঝোঁকের বিরোধ হতে দিন; ট্রেড ইউনিয়নগুলি থেকে কমিউনিস্টদের বিতাড়িত করার নীতি পরিত্যাগ করুন এবং আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীকে স্বাধীনভাবে এই সমস্ত ঝোঁকের মধ্য থেকে বাছাই করে নেবার সুযোগ দিন; কেননা আমেরিকায় এখনো তার অক্টোবর বিপ্লব ঘটেনি, সেখানকার শ্রমিকেরা ট্রেড ইউনিয়নসমূহে বিভিন্ন ঝোঁকের মধ্যে তাদের চূড়ান্ত বাছাই করে নেবার সুযোগ এখনো পায়নি।

দশম প্রশ্ন: আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টি অথবা কমিউনিস্ট সংবাদপত্র 'ডেইলি ওয়ার্কার'কে সাহায্য করার জন্য এখন কি আমেরিকায় টাকা পাঠানো হচ্ছে?

তা যদি না হয়, তাহলে বাৎসরিক অন্তর্ভুক্তিকরণ ফি হিসেবে আমেরিকার কমিউনিস্টরা তৃতীয় আন্তর্জাতিককে কত টাকা দেন?

উত্তর: এই প্রশ্ন যদি আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টি ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের মধ্যে সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে, তাহলে আমাকে অবশ্যই

বলতে হবে যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অংশ হিসেবে আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টি নিঃসন্দেহে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিককে অন্তর্ভুক্তিকরণ ফি দেয়, ঠিক যেমন—এটা অবশ্যই অনুমান করতে হবে—আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক যখনই প্রয়োজন মনে করে তখনই তা আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টিকে যা পারে সাহায্য দেয়। আমি মনে করি না, এতে বিস্ময়কর বা অস্বাভাবিক কিছু আছে।

কিন্তু যদি প্রশ্নটিতে আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টি ও ইউ. এস. এস. আর-এর কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হয়, তাহলে আমাকে অতি অবশ্যই বলতে হবে যে আমি এমন একটি ঘটনাও জানি না যাতে আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টি ইউ. এস. এস. আর-এর কমিউনিস্ট পার্টির কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করেছে। আপনাদের কাছে এটা অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু এটা একটা সত্য ঘটনা যা আমেরিকার কমিউনিস্টদের অত্যধিক বিবেকী দ্বিধা দেখিয়ে দেয়।

কিন্তু যদি আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টি ইউ. এস. এস. আর-এর কমিউনিস্ট পার্টির কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করত তাহলে কি ঘটত? আমি মনে করি, ইউ. এস. এস. আর-এর কমিউনিস্ট পার্টি তাকে যতটা পারত সাহায্য করত। বাস্তবিকই সেই কমিউনিস্ট পার্টির মূল্য কি, বিশেষ করে তা যদি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে, যদি তা পুঁজিবাদের জোয়ালে বাঁধা অন্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে সাধ্যমত সাহায্য দিতে অস্বীকার করে? আমাকে বলতেই হচ্ছে, এরূপ কমিউনিস্ট পার্টির মূল্য এক কানাকড়িও নয়।

ধরে নেওয়া যাক, বুর্জোয়াদের উৎখাত করে আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতায় এসেছে; ধরে নেওয়া যাক, আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণী, যা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম করে বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে এসেছে, তাকে অন্য একটি দেশের শ্রমিকশ্রেণী আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীর সাধ্যমত সাহায্য দেবার জন্য আবেদন করেছে, সেখানে আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণী কি তাকে সাহায্য দিতে অস্বীকার করবে? আমি মনে করি যদি তা সাহায্য দিতে ইতস্তত: করে তাহলে আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণী সেক্ষেত্রে নিজেকে অসম্মানে মণ্ডিত করবে।

একাদশ প্রশ্ন: আমরা জানি কিছু কিছু ভাল কমিউনিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির এই দাবির সঙ্গে একমত নয় যে সমস্ত নতুন সদস্যদের অবশ্যই নাস্তিক হতে হবে, যেহেতু প্রতি-

ক্রিয়াশীল যাজকসম্প্রদায়কে এখন দমন করা হয়েছে। এমন একটি ধর্ম যা বিজ্ঞানের সমস্ত শিক্ষাকে সমর্থন করে এবং কমিউনিজমের বিরোধিতা করে না, কমিউনিস্ট পার্টি কি ভবিষ্যতে এরূপ একটি ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ মনোভাব নিতে পারবে?

পার্টিসদস্যদের ধর্মসংক্রান্ত বিশ্বাস যদি তাঁদের পার্টির প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে সংঘর্ষে না আসে তাহলে ভবিষ্যতে কি আপনি পার্টি-সদস্যদের এরূপ ধর্মসংক্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করতে অনুমতি দেবেন?

উত্তর: এই প্রশ্নে কতকগুলি ভুল আছে।

প্রথমতঃ, প্রতিনিধিবর্গ এখানে যেরূপ উল্লেখ করছেন, আমি এরূপ কোন 'ভাল কমিউনিস্টদের' কথা জানি না। এটা সন্দেহপূর্ণ যে এরূপ কোন কমিউনিস্ট আদৌ আছে কিনা।

দ্বিতীয়তঃ, আমি অবশ্যই বর্ণনা করব যে, আনুষ্ঠানিকভাবে বলতে গেলে, পার্টিতে সদস্যদের গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমাদের এমন কোন শর্ত নেই যাতে প্রয়োজন হয় যে, পার্টি-সদস্যপদপ্রার্থীকে অপরিহার্যরূপে একজন নাস্তিক হতে হবে। আমাদের পার্টিতে ঢুকবার শর্তগুলি হল: পার্টির কর্মসূচী ও বিধি-নিয়ম মেনে নেওয়া; পার্টি ও তার সংস্থাসমূহের সিদ্ধান্তসমূহের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য স্বীকার; সদস্যপদের চাঁদা দেওয়া; পার্টির কোন একটি সংগঠনে সদস্যপদ গ্রহণ।

একজন প্রতিনিধি: প্রায়ই আমার চোখে পড়ে যে ভগবানে বিশ্বাস করার জন্য সদস্যদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়।

স্তালিন: আমাদের পার্টির সদস্যপদ সংক্রান্ত শর্তসমূহ সম্পর্কে আগেই যা বলেছি আমি কেবলমাত্র তা পুনরাবৃত্তি করতে পারি। আমাদের অন্য কোন শর্ত নেই।

এর অর্থ কি এই যে পার্টি ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ? না, তা নয়। ধর্মসংক্রান্ত কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে আমরা প্রচার করি, প্রচার করে যেতে থাকব। আমাদের দেশের আইন স্বীকার করে যে, প্রত্যেক নাগরিকের যে-কোন ধর্ম গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। এটা হল প্রতিটি ব্যক্তিবিশেষের বিবেকের বিষয়। ঠিক এইজন্যই আমরা রাষ্ট্র থেকে গির্জাকে পৃথক করেছিলাম। কিন্তু রাষ্ট্র থেকে গির্জাকে পৃথক করা এবং বিবেকের স্বাধীনতা ঘোষণা করার সময় যুক্তিতর্ক, প্রচার এবং আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিকের ধর্ম, সমস্ত ধর্মের সংগে লড়াই করবার অধিকার আমরা বজায় রেখেছিলাম।

পার্টি ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ হতে পারে না এবং সমস্ত ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে পার্টি ধর্ম-বিরোধী প্রচার পরিচালনা করে, কেননা পার্টি বিজ্ঞানের সমর্থক ; তার বিপরীতে, ধর্মসংক্রান্ত কুসংস্কারসমূহ বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে চলে, কেননা সমস্ত ধর্ম হল বিজ্ঞানের বিরোধী। আমেরিকায় যে সমস্ত ঘটনা ঘটে—সেখানে ডারউইনবাদীরা সম্প্রতি আদালতে অভিযুক্ত হয়েছিলেন[৪০]—সেরূপ ঘটনা এখানে ঘটতে পারে না, কেননা পার্টি সর্বরকমে বিজ্ঞানকে রক্ষা করার নীতি অনুসরণ করে।

পার্টি ধর্মীয় কুসংস্কারগুলি সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকতে পারে না এবং পার্টি এই সমস্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার-আন্দোলন চালিয়ে যাবে, কেননা তা-ই হল প্রতিক্রিয়াশীল যাজকদের প্রভাব ধ্বংস করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় ; এই যাজকেরা শোষকশ্রেণীগুলিকে সমর্থন করে এবং এই শ্রেণীগুলির প্রতি বশ্যতা স্বীকারের প্রচার করে।

পার্টি ধর্মীয় কুসংস্কারসমূহের প্রচারকদের এবং প্রতিক্রিয়াশীল যাজকদের সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকতে পারে না ; এরা ব্যাপক মেহনতি জনগণের মন বিষাক্ত করে।

আমরা কি প্রতিক্রিয়াশীল যাজকদের নিপীড়ন করেছি ? হ্যাঁ, আমরা তা করেছি। একমাত্র দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার এই যে তারা এখনো সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়নি। ধর্ম-বিরোধী প্রচার হল সেই উপায় যার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল যাজকদের নিশ্চিহ্ন করা সম্পূর্ণরূপে সাধিত হবে। কখনো কখনো এমন সব ঘটনা ঘটে যখন কিছু কিছু পার্টি-সদস্য ধর্ম-বিরোধী প্রচার-আন্দোলনের পরিপূর্ণ অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। এরূপ সদস্যদের পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হলে কাজটা বেশ ভালই হয়, কেননা আমাদের পার্টি-সদস্যদের সারিতে এই ধরনের 'কমিউনিস্টদের' জায়গা নেই।

দ্বাদশ প্রশ্ন : কমিউনিজম যে ভবিষ্যৎ সমাজ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে, সংক্ষেপে তার বৈশিষ্ট্যসমূহ কি আপনি আমাদের বলতে পারেন।

উত্তর : মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের রচনাবলীতে কমিউনিস্ট সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি দেওয়া আছে।

সংক্ষেপে কমিউনিস্ট সমাজের দৈহিক গঠন নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। এটি হল এমন একটি সমাজ যাতে : (ক) যেখানে উৎপাদনের যন্ত্র ও উপায়সমূহের কোন ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে

না, থাকবে সামাজিক ও যৌথ মালিকানা; (খ) যেখানে কোন শ্রেণী অথবা রাষ্ট্রশক্তি থাকবে না, থাকবে কৃষিতে ও শিল্পে মেহনতি মানুষ, যারা মেহনতি মানুষের স্বাধীন সংঘ হিসেবে অর্থনৈতিক বিষয়গুলি পরিচালনা করবে; (গ) শিল্প ও কৃষি উভয়তঃই পরিকল্পনা অনুযায়ী সংগঠিত জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি প্রযুক্তিকৌশলের সর্বোচ্চ স্তরের ওপর রচিত হবে; (ঘ) শহর ও গ্রাম, শিল্প ও কৃষির মধ্যে কোন বিরোধিতা থাকবে না; (ঙ) পুরানো ফরাসী কমিউনিস্টদের নীতি অনুযায়ী উৎপাদিত দ্রব্যের বণ্টন করা হবে: 'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী'; (চ) পরিপূর্ণ সমৃদ্ধি অর্জনে বিজ্ঞান ও কলা তাদের পক্ষে পর্যাপ্তরূপে অনুকূল অবস্থাসমূহ ভোগ করবে; (ছ) তার দৈনন্দিন খাদ্যদ্রব্য এবং 'ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের' সংগে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর অবশ্য প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উদ্বেগমুক্ত হয়ে ব্যক্তিমানুষ সত্যিকারের স্বাধীন হবে।

ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্পষ্টতঃ, এরূপ সমাজ থেকে আমরা এখনো অনেক দূরে।

কমিউনিস্ট সমাজের সম্পূর্ণ বিজয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিসমূহ পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বৈপ্লবিক সংকট এবং শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক কার্যকলাপের অগ্রগতির অনুপাতে আকার ধারণ করবে এবং এগিয়ে যাবে।

অবশ্যই এটা কল্পনা করা চলে না যে শ্রমিকশ্রেণী একটি দেশে অথবা কয়েকটি দেশে সমাজতন্ত্রের দিকে, এবং আরও বেশি সাম্যবাদের দিকে, অভিযান করবে এবং অন্যান্য দেশের পুঁজিবাদীরা তখনো হাত জোড় করে বসে থাকবে এবং উদাসীনভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। অবশ্যই আরও কম একটা কল্পনা করা চলে যে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী দেশে দেশে সমাজতন্ত্রের সফল অগ্রগতির কেবলমাত্র দর্শক হয়ে থাকতে রাজী হবে। বস্তুতঃ, এরূপ দেশগুলি ধ্বংস করার জন্য পুঁজিবাদীরা তাদের যথাসাধ্য করবে। বস্তুতঃ, কোন একটি দেশে সমাজতন্ত্রের দিকে, আরও বেশি সাম্যবাদের দিকে, গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের সংগে অবশ্যম্ভাবীরূপে অনুষঙ্গী হবে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ক্ষমতা ও সমাজতন্ত্র অর্জনের জন্য ঐসব দেশের শ্রমিকশ্রেণীর অদম্য প্রচেষ্টা।

এইভাবে আন্তর্জাতিক বিপ্লব এবং আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার আরও

বিকাশের গতিপথে দুটি বিশ্বকেন্দ্র গঠিত হবে: সমাজতান্ত্রিক কেন্দ্র, যা সমাজতন্ত্রের দিকে সমধিক আকৃষ্ট দেশগুলিকে তার নিজের দিকে আকর্ষণ করবে এবং পুঁজিবাদী কেন্দ্র, যা পুঁজিতন্ত্রের দিকে চালিত দেশগুলিকে তার নিজের দিকে আকর্ষণ করবে। এই দুই শিবিরের মধ্যে সংগ্রাম সারা বিশ্বে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের ভাগ্য নির্ধারণ করবে।

২। কমরেড স্তালিনের প্রশ্নসমূহ এবং প্রতিনিধিদের উত্তর

স্তালিন: প্রতিনিধিরা যদি খুব ক্লান্ত না হন, তাহলে আমার দিক থেকে আমি কিছু প্রশ্ন করবার অনুমতি চাইছি।

(**প্রতিনিধিরা রাজী হন।**)

প্রথম প্রশ্ন: আমেরিকায় ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে সংগঠিত শ্রমিকদের স্বল্প শতাংশ সম্পর্কে আপনাদের মূল্যায়ন কি?

আমার মনে হয় আমেরিকায় প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ শিল্প-শ্রমিক আছে। **(প্রতিনিধিরা বলেন, শিল্প-শ্রমিকদের সংখ্যা ১ কোটি ৮০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৯০ লক্ষ।)** আমার মনে হয় এদের মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ শ্রমিক সংগঠিত। **(প্রতিনিধিরা বলেন, আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবারের সদস্য-সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ এবং এর ওপরে ৫ লক্ষ শ্রমিক অন্যান্য ইউনিয়ন-গুলিতে সংগঠিত রয়েছে; এতে, সর্বসাকুল্যে, সংগঠিত শ্রমিকদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫ লক্ষে।)** ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, ট্রেড ইউনিয়ন-গুলিতে সংগঠিত শ্রমিকদের এই সংখ্যা মোট শ্রমিকদের একটি অতি ক্ষুদ্র শতাংশ। এখানে, ইউ. এস. এস. আর-এ দেশের শ্রমিকশ্রেণীর ৯০ শতাংশ ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত। আমি প্রতিনিধিমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে সংগঠিত শ্রমিকদের এরূপ আপেক্ষিকভাবে ক্ষুদ্র শতাংশকে তাঁরা ভাল বলে গণ্য করেন কিনা। **প্রতিনিধিমণ্ডলী কি মনে করেন না যে, এই তথ্য আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীর দুর্বলতার এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের হাতিয়ার-সমূহের দুর্বলতার একটি চিহ্ন?**

ব্রফি: ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যদের ক্ষুদ্র সংখ্যা শ্রমিক সংগঠনগুলিতে ভুল কর্মকৌশলের জন্য নয়, তার কারণ হল দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি-

সমূহ; এই পরিস্থিতিসমূহ সমগ্র শ্রমিকদের ব্যাপক সংখ্যাকে সংগঠিত হতে উদ্বুদ্ধ করে না এবং এদের অনুকূল চরিত্রের কল্যাণে সেগুলি পুঁজিবাদীদের সঙ্গে লড়াই করতে শ্রমিকশ্রেণীর প্রয়োজনকে হ্রাস করে। অবশ্য, এই পরিস্থিতিসমূহ পরিবর্তিত হবে এবং এই পরিবর্তনের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নগুলির অগ্রগতি ঘটবে ও সমগ্র ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ভিন্নপথ ধরবে।

ডগলাস: পূর্বের বক্তা যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমি তার সাথে একমত। প্রথমতঃ, আমি যোগ করতে চাই যে অবশ্যই এটা স্মরণে রাখতে হবে যে সাম্প্রতিককালে যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজিপতিরা নিজেরাই বেশ মোটারকমে মজুরি বৃদ্ধি করছে। মজুরি বৃদ্ধি করার এই ধারা দেখা গিয়েছিল ১৯১৭ সালে, ১৯১৯ সালে এবং তার পরবর্তী সময়ে। যদি বর্তমান সময়ের প্রকৃত মজুরি ১৯১১ সালের প্রকৃত মজুরির সঙ্গে তুলনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে তা পরিমাণে অনেক বেশি।

তার বিকাশের ধারায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গঠিত হয়েছিল—আজ যেভাবে গঠিত হয়েছে—কারিগরী শিল্পের ভিত্তিতে, শিল্প অনুযায়ী, এবং প্রধানতঃ দক্ষ শ্রমিকদের জন্যই ট্রেড ইউনিয়নগুলি গঠিত হয়েছিল। এই সমস্ত ইউনিয়নের নেতৃত্বে ছিল কিছু কিছু নেতা যারা একটি দৃঢ় সংগঠন তৈরী করে তাদের সদস্যদের জন্য কাজের উন্নততর অবস্থা পাবার জন্য চেষ্টা চালিয়েছিল। ট্রেড ইউনিয়নগুলি ব্যাপকতর করা এবং অদক্ষ শ্রমিকদের সংগঠিত করার ব্যাপারে তাদের কোন উৎসাহ ছিল না।

অধিকন্তু, আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সুসংগঠিত পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয় ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে সমস্ত শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়াকে ব্যাহত করার জন্য যাদের হাতে আছে সমস্ত রকমের উপায়-উপকরণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি একটি ট্রাষ্ট দেখে যে তার একটি প্ল্যান্টে ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিরোধ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠছে, তাহলে তা সেই প্ল্যান্ট বন্ধ করে দেওয়া পর্যন্ত যাবে এবং অন্য একটি প্ল্যান্টে উৎপাদন স্থানান্তরিত করবে। এইভাবে ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিরোধ ভেঙে দেওয়া হয়।

আমেরিকার পুঁজিবাদ নিজেই শ্রমিকদের মজুরি বাড়ায় কিন্তু কোন অর্থনৈতিক ক্ষমতা অথবা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি বর্ধনের জন্য সংগ্রাম করার কোন সুযোগ তাদের দেয় না।

আমেরিকায় আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, পুঁজিপতিরা বিভিন্ন

জাতিসত্তার শ্রমিকদের মধ্যে বিবাদ বাধায়। বেশির ভাগ ঘটনায় অদক্ষ শ্রমিকেরা হল ইউরোপ থেকে আগত বসবাসকারী, অথবা, সাম্প্রতিককালের ঘটনা হল তারা নিগ্রো। পুঁজিপতিরা বিভিন্ন জাতিসত্তার মধ্যে বিবাদের বীজ বপন করতে চেষ্টা করে। এই জাতিগত বিভাগ দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক, উভয়ের মধ্যে দেখা যায়। পুঁজিপতিরা দক্ষতার মান নির্বিশেষে বিভিন্ন জাতিসত্তার শ্রমিকদের মধ্যে সুসম্বদ্ধভাবে বিরোধের বীজ বপন করে।

গত দশ বছর ধরে আমেরিকার পুঁজিপতিরা একটি উন্নততর নীতি প্রবর্তন করে আসছে, তা হল তারা তাদের নিজেদের ট্রেড ইউনিয়ন, তথাকথিত কোম্পানি ইউনিয়ন গড়ে তুলেছে। তারা চেষ্টা করে প্ল্যান্টের কাজে উৎসাহ এবং মুনাফাসমূহে সুবিধা ইত্যাদি শ্রমিকদের দিতে। আমেরিকার পুঁজিবাদ অনুভূমিক বিভাগের পরিবর্তে লম্ব আকারের বিভাগ প্রতিস্থাপিত করতে, অর্থাৎ উৎসাহ দিয়ে, পুঁজিবাদে সুবিধা দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ভাঙন ঘটাবার ঝোঁক দেখাচ্ছে।

কয়েল ঃ আমি প্রশ্নটিকে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থিত করতে চাই। সত্য বটে, ভাল সময়ে শ্রমিকদের সংগঠিত করা সহজতর, কিন্তু আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার-এর সদস্যদের পরিসংখ্যান দেখিয়ে দেয় যে তার অদক্ষ শ্রমিকদের সদস্যসংখ্যা ক্রমে ক্রমে কমে যাচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে তার দক্ষ শ্রমিকদের সদস্যসংখ্যা। এইভাবে, আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার প্রধানতঃ দক্ষ শ্রমিকদের সংগঠন হতে চায় এবং ক্রমশঃ তাই হচ্ছে।

আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন অদক্ষ শ্রমিকদের খুব সামান্যই স্পর্শ করে। শিল্পের বড় বড় শাখায় ট্রেড ইউনিয়ন নেই। শিল্পের এই সমস্ত বড় বড় শাখার মধ্যে, কেবলমাত্র কয়লা ও রেলরোড শিল্পগুলিতে শ্রমিকেরা কিছুদূর পর্যন্ত সংগঠিত এবং এমনকি কয়লাশিল্পেও শ্রমিকদের ৬৫ শতাংশ অসংগঠিত। ইস্পাত, রবার, মোটরযানের মতো শিল্পগুলিতে শ্রমিকেরা প্রায় সম্পূর্ণরূপে অসংগঠিত। বলা যেতে পারে যে, ট্রেড ইউনিয়নগুলি অদক্ষ শ্রমিকদের স্পর্শ করে না।

আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার-এর বাইরে কিছু সংখ্যক ট্রেড ইউনিয়ন আছে যেগুলি অদক্ষ এবং অর্ধ দক্ষ শ্রমিকদের সংগঠিত করতে চেষ্টা করে। আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার-এর নেতাদের নীতি ও

মনোভাবের কথা বলতে গেলে বলা যায় তাদের একজন, দৃষ্টান্তস্বরূপ, মেশিনিষ্টদের ইউনিয়নের সভাপতি সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবে বলেন যে তিনি তাঁর ইউনিয়নে অদক্ষ শ্রমিকদের আকৃষ্ট করতে চান না। ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সম্পর্কে পরিস্থিতি হল এই যে, কয়েক কুড়ি লোক নিয়ে নেতাদের একটি উঁচু জাতের উদ্ভব হয়েছে, এই উঁচু জাতের নেতারা বছরে ১০,০০০ ডলার এবং তার চেয়েও বেশি পরিমাণ বেতন আয় করেন এবং এই জাতে ঢোকা খুবই দুরূহ ব্যাপার।

ডুন: কমরেড স্তালিনের প্রশ্ন যুক্তিসম্মতভাবে রাখা হয়নি, কেননা তাঁর দেশে যদি শ্রমিকদের ৯০ শতাংশ সংগঠিত হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে এটা মনে রাখতে হবে যে এখানে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তার বিপরীতে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকেরা একটি নির্যাতিত শ্রেণী এবং শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নসমূহে সংগঠিত হওয়াকে বাধা দিতে বুর্জোয়ারা সবকিছু করে থাকে।

অধিকন্তু, এই সমস্ত দেশে প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের দ্বারা পরিচালিত শ্রমিকদের মাথায় ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে। আমেরিকার বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের মাথায় ট্রেড ইউনিয়নবাদের ধারণাই ঢুকিয়ে দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। এটাই ব্যাখ্যা করে, আমেরিকায় ট্রেড ইউনিয়নবাদ এত সীমাবদ্ধ কেন।

স্তালিন: শেষ বক্তা কি আগেকার বক্তার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত যে আমেরিকার শ্রমিক-আন্দোলনের কিছু কিছু নেতা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রাখতে কঠোর প্রচেষ্টা চালায়?

ডুন: আমি এ বিষয়ে একমত।

স্তালিন: আমি কাউকে অসন্তুষ্ট করতে চাইনি। আমি শুধুমাত্র চেয়েছিলাম আমেরিকার পরিস্থিতি ও ইউ. এস. এস. আর-এর পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্যটা আমার নিজের জন্য পরিষ্কার করে নিতে। যদি আমি কারও অসন্তোষ বিধান করে থাকি, আমি ত্রুটি স্বীকার করছি। (**প্রতিনিধিদের হাস্য।**)

ডুন: আমি বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হইনি।

স্তালিন: আমেরিকায় কি শ্রমিকদের রাষ্ট্রবীমার কোন প্রথা আছে?

একজন প্রতিনিধি: আমেরিকায় শ্রমিকদের কোন রাষ্ট্রবীমার প্রথা নেই।

কয়েল : অধিকাংশ রাষ্ট্রে কাজ করার সময় দুর্ঘটনা ঘটলে আয় করার ক্ষমতার ক্ষতির সর্বাধিক ৩০ শতাংশ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। এই প্রথা অধিকাংশ রাষ্ট্রে প্রচলিত আছে। যে সমস্ত বেসরকারী কারবারের সংস্থায় উপার্জনক্ষমতার ক্ষতি হয়, সেই সমস্ত কারবারই ক্ষতিপূরণ দেয়, তবে আইনে ব্যবস্থা রয়েছে এরূপ ক্ষতিপূরণ দেবার।

স্তালিন : আমেরিকায় কি বেকারির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবীমা আছে ?

একজন প্রতিনিধি : না। যে বেকারি বীমা তহবিল আছে তাতে সমস্ত রাষ্ট্রের ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ বেকারের ব্যবস্থা হতে পারে।

কয়েল : শিল্প সংক্রান্ত দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে বীমা আছে (রাষ্ট্রীয় বীমা নয়), অর্থাৎ কাজ করতে করতে যে দুর্ঘটনাগুলি হয় তার বিরুদ্ধে, কিন্তু রোগ বা বার্ধক্যের জন্য কাজ করবার অক্ষমতার বিরুদ্ধে কোন বীমা নেই। শ্রমিকদের কাছ থেকে দান নিয়ে বীমা তহবিল গঠিত হয়। বস্তুতঃ সমগ্র তহবিলটা জোগায় শ্রমিকেরা নিজেরাই, কেননা শ্রমিকেরা যদি এইসব তহবিল সংগঠিত না করত, তাহলে অধিকতর পরিমাণে তাদের মজুরির বৃদ্ধি হতো এবং যেহেতু মালিকদের সঙ্গে মতৈক্যের ভিত্তিতে এই তহবিলগুলি স্থাপিত হয়, সেইহেতু শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি হয় অধিকতর কম পরিমাণে। প্রায় সমগ্র তহবিলটাই শ্রমিকেরা পরিপূরণ করে। প্রকৃতপক্ষে মালিকেরা এই তহবিলে টাকা দেয় অত্যন্ত কম অনুপাতে, প্রায় ১০ শতাংশ।

স্তালিন : আমি মনে করি কমরেডদের এটা জানা চিত্তাকর্ষক হবে যে এখানে, ইউ. এস. এস. আর-এ, শ্রমিকদের বীমা খাতে রাষ্ট্র বৎসরে ৮০ কোটি রুবলের চেয়ে বেশি অর্থ খরচ করে।

এটা যোগ করাও প্রয়োজনাতিরিক্ত হবে না যে, শিল্পের সমস্ত শাখায় আমাদের শ্রমিকেরা, তাঁদের সাধারণ মজুরির অতিরিক্ত সমগ্র বেতনের তালিকাভুক্ত অর্থের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের সমান অর্থ বীমা, কল্যাণ সংক্রান্ত উন্নতি, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতির আকারে পেয়ে থাকেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : আমেরিকায় শ্রমিকদের একটি বিশেষ গণ-পার্টির অভাব আপনারা কিভাবে ব্যাখ্যা করেন ?

আমেরিকায় বুর্জোয়াদের দুটি পার্টি আছে—রিপাবলিকান পার্টি এবং ডিমোক্র্যাটিক পার্টি, কিন্তু আমেরিকার শ্রমিকদের নিজেদের কোন গণ-রাজনৈতিক পার্টি নেই। কমরেডরা কি মনে করেন না শ্রমিকদের একটি গণ-

পার্টির অভাব—এমনকি ব্রিটেনের মতো একটা পার্টি (লেবার পার্টি)—পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে তাদের রাজনৈতিক সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীকে দুর্বলতর করে ?

তারপরে আর একটি প্রশ্ন : আমেরিকার শ্রমিক-আন্দোলনের নেতারা—গ্রীন এবং অন্যান্যেরা—আমেরিকায় একটি স্বাধীন শ্রমিকদের পার্টি গঠনের বিরুদ্ধে এত তীব্রভাবে বিরোধিতা করে কেন ?

ব্রফি : হাঁ, নেতারা সিদ্ধান্ত নেন যে এরূপ পার্টি গঠনের কোন প্রয়োজন নেই। তৎসত্ত্বেও একটি সংখ্যালঘু অংশ রয়েছে যারা মনে করে এরূপ একটি পার্টির প্রয়োজন। যেমন এর আগে বলা হয়েছে, বর্তমান সময়ে আমেরিকার বাস্তব অবস্থা এমন যে যুক্তরাষ্ট্রে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন অত্যন্ত দুর্বল এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দুর্বলতা আবার এই কারণে যে শ্রমিকশ্রেণীকে বর্তমানে সংগঠিত হয়ে পুঁজিপতিদের সঙ্গে লড়াই করতে হয় না, কেননা পুঁজিপতিরা নিজেরাই বেতন বৃদ্ধি করে এবং শ্রমিকদের জন্য সন্তোষজনক বস্তুগত অবস্থাসমূহের ব্যবস্থা করে।

স্তালিন : কিন্তু এমন ব্যবস্থা যদি আদৌ করা হয়, তাতে প্রধানত: দক্ষ শ্রমিকেরাই উপকৃত হয়। এখানে একটি স্ববিরোধিতা আছে। একদিকে এটা প্রতীয়মান হবে যে শ্রমিকদের সংগঠিত হবার প্রয়োজন নেই, কেননা শ্রমিকদের জন্য ভাল ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে আপনারা বলছেন, ঠিকঠিক সেই শ্রমিকেরাই, যাদের জন্য সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা করা হয়, অর্থাৎ দক্ষ শ্রমিকেরাই ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে সংগঠিত। তৃতীয়তঃ, এটা মনে হবে যে অসংগঠিত হল ঠিক সেই শ্রমিকেরাই, যাদের জন্য সবচেয়ে কম ব্যবস্থা করা হয় অর্থাৎ অদক্ষ শ্রমিকেরা, অন্য সবার তুলনায় যাদের সংগঠনের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আমি এটা আদৌ বুঝতে পারি না।

ব্রফি : হাঁ, এখানে একটা স্ববিরোধিতা আছে, কিন্তু আমেরিকার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতিগুলিই একইভাবে স্ববিরোধী।

ব্রেবনার : যদিও অদক্ষ শ্রমিকেরা সংগঠিত নয়, তাদের ভোট দেবার রাজনৈতিক অধিকার রয়েছে, যাতে করে কোন অসন্তোষ থাকলে অদক্ষ শ্রমিকেরা তাদের ভোট দেবার রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারে। পক্ষান্তরে, সংগঠিত শ্রমিকেরা যখন বিশেষভাবে কঠিন সময়ের সম্মুখীন হয়, তখন তারা তাদের ইউনিয়নের দিকে ফেরে

না, তারা তাদের ভোট দেবার রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করে। এইভাবে, ভোট দেবার রাজনৈতিক অধিকার ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের অভাবের ক্ষতিপূরণ করে

ইসরায়েলস: অন্যতম প্রধান অসুবিধা হল প্রথাটিই, যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন প্রথাটি। যে ব্যক্তি সারাদেশে অধিকাংশ ভোট পান, অথবা এমনকি কোন একটি শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভোট পান, তিনিই প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন না। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে একটি নির্বাচনী কলেজ আছে ; প্রত্যেকটি রাষ্ট্র কোন একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচক নির্বাচিত করে, যাঁরা প্রেসিডেণ্টের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হতে হলে প্রার্থীকে অবশ্যই ভোটের ৫১ শতাংশ পেতে হবে। তিনটি কি চারটি পার্টি থাকলে কোন প্রার্থীই নির্বাচিত হন না এবং প্রেসিডেণ্টের নির্বাচন কংগ্রেসে স্থানান্তরিত হয়। একটা তৃতীয় পার্টি গঠনের বিরুদ্ধে এটা একটা যুক্তি। যারা একটা তৃতীয় পার্টি গঠনের বিরোধিতা করে তারা এইভাবে যুক্তি দেয় : তৃতীয় প্রার্থী খাড়া করো না, কেননা তাতে তুমি উদারনৈতিক ভোট ভাগ করে ফেলবে এবং উদারনৈতিক প্রার্থীর নির্বাচিত হওয়াকে ব্যাহত করবে।

স্তালিন: কিন্তু সিনেটর লা ফলেট এক সময়ে একটি তৃতীয় বুর্জোয়া পার্টি সৃষ্টি করছিলেন। তা থেকে তাহলে এটা বেরিয়ে আসে যে, তৃতীয় পার্টি একটা বুর্জোয়া পার্টি হলে তা ভোট ভাঙতে পারে না, কিন্তু তা যদি একটা শ্রমিকদের পার্টি হয়, তাহলে এই পার্টি ভোট ভাঙতে পারে।

ডেভিস: আগেকার বক্তার উল্লিখিত ঘটনাকে আমি একটা মৌলিক ঘটনা বলে গণ্য করি না। আমার মনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল নিম্নোক্তটি। আমি যে শহরে বাস করি, সেই শহরের দৃষ্টান্ত নজির হিসেবে উল্লেখ করছি। নির্বাচনী অভিযানের সময় কোন একটি পার্টির প্রতিনিধি এসে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেয় এবং নির্বাচনী অভিযান সম্পর্কে তার ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহারের জন্য তার হাতে কিছু কিছু তহবিল রাখে ; ট্রেড ইউনিয়ন নেতা সেই অর্থ তার নিজের কাজে ব্যবহার করে। এতে সে যে কাজ পেয়েছে সে সম্পর্কে সে কিছু মর্যাদা লাভ করে। তাহলে, ফলতঃ, প্রমাণিত হয় যে ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা বুর্জোয়া পার্টিগুলির একটা বা অন্যটাকে সমর্থন করে। স্বভাবতঃই যখন একটা তৃতীয় পার্টি, শ্রমিকদের পার্টি গঠন করার কথা হয়, তখন শ্রমিক নেতারা এ ব্যাপারে কিছু করতে

অস্বীকার করে। তারা যুক্তি দেয়, যদি একটা তৃতীয় পার্টি গঠিত হয় তাহলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে একটা ভাঙন ঘটবে।

ডগলাস: কেবলমাত্র দক্ষ শ্রমিকরা কেন সংগঠিত হয় তার মুখ্য কারণ হল এই যে, ইউনিয়নে যোগ দিতে হলে কোন ব্যক্তির পক্ষে অর্থ থাকা এবং সমৃদ্ধ হবার দরকার, কেননা প্রবেশ ফি এবং দেয় অর্থ অত্যন্ত বেশি, অদক্ষ শ্রমিকেরা তা দিয়ে উঠতে পারে না।

অধিকন্তু, অদক্ষ শ্রমিকেরা যদি সংগঠিত হবার চেষ্টা করে, তাহলে মালিকদের দ্বারা বরখাস্ত হবার প্রতিনিয়ত বিপদের মধ্যে তাদের থাকতে হয়। দক্ষ শ্রমিকদের সক্রিয় সমর্থনেই শুধুমাত্র অদক্ষ শ্রমিকদের সংগঠিত করা যেতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা এই সমর্থন লাভ করে না এবং অদক্ষ শ্রমিকদের সংগঠিত করার পথে এটি অন্যতম প্রধান বাধা।

যে প্রধান উপায়ে শ্রমিকেরা তাদের অধিকার রক্ষা করতে পারে, তা হল রাজনৈতিক উপায়। আমার মতে এটাই হল প্রধান কারণ যার জন্য অদক্ষ শ্রমিকেরা অসংগঠিত থাকে।

আমি আমেরিকার নির্বাচনী প্রথার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যকে অতি অবশ্যই উল্লেখ করব—প্রাথমিক নির্বাচন, যাতে যে-কোন ব্যক্তি একটি প্রাথমিক কেন্দ্রে গিয়ে নিজেকে ডিমোক্র্যাট অথবা রিপাবলিকান ঘোষণা করে ভোট দিতে পারে। আমি স্থিরনিশ্চিত যে, গমপার্সের যদি প্রাথমিক ভোটদান সম্পর্কে এই যুক্তি না থাকত তাহলে তিনি শ্রমিকদের একটি অ-রাজনৈতিক কর্মসূচীতে আবদ্ধ রাখতে পারতেন না। তিনি সব সময়ে শ্রমিকদের বলতেন যে, তারা যদি রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা চায়, তাহলে তারা বিদ্যমান রাজনৈতিক পার্টি দুটির একটিতে যোগদান করে তাদের দায়িত্বপূর্ণ পদসমূহ অধিকার করে নিতে এবং প্রভাব অর্জন করতে পারে। এই যুক্তি উপস্থাপিত করে গমপার্স শ্রমিক-শ্রেণীকে সংগঠিত করা এবং শ্রমিকদের একটি পার্টি গঠন করার ধারণা থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেন।

তৃতীয় প্রশ্ন: আপনারা কিভাবে এই ঘটনার ব্যাখ্যা করবেন যে ইউ. এস. এস. আরকে স্বীকৃতি দেবার প্রশ্নে আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবারের নেতারা বহু বুর্জোয়াদের তুলনায় অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল?

আপনারা কিভাবে এই ঘটনাটির ব্যাখ্যা দেবেন যে মিঃ বোরার মতো বুর্জোয়া এবং অন্যান্যেরা ইউ. এস. এস. আরকে স্বীকৃতি দেবার অনুকূলে

ঘোষণা করেন, কিন্তু তার বিপরীতে গমপার্স থেকে গ্রীন পর্যন্ত আমেরিকার শ্রমিক নেতারা শ্রমিকদের প্রথম প্রজাতন্ত্র, ইউ. এস. এস. আর-এর স্বীকৃতির বিরুদ্ধে অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল প্রচার চালিয়ে আসছেন এবং এখনো চালাচ্ছেন ?

আপনারা কিভাবে এই ঘটনাটি ব্যাখ্যা করবেন যে যেখানে এমনকি মৃত প্রেসিডেণ্ট উডরো উইলসনের মতো একজন প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি সোভিয়েত রাশিয়াকে 'অভিনন্দন জানাতে' পারলেন, তার বিপরীতে গ্রীন এবং আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবারের অন্যান্য নেতারা পুঁজিপতিদের তুলনায় অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল হতে চান ?

১৯১৮ সালের মার্চ মাসে রাশিয়ার সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসে উডরো উইলসন যে 'অভিনন্দন বাণী' পাঠিয়েছিলেন তার বয়ান নিচে দেওয়া হল— সে-সময় জার্মান কাইজারের বাহিনীসমূহ সোভিয়েত পেত্রোগ্রাদের বিরুদ্ধে অভিযান করছিল।

> 'এই মুহূর্তে যখন স্বাধীনতার জন্য সামগ্রিক সংগ্রামে হস্তক্ষেপ করতে ও সেই সংগ্রামকে পশ্চাদপসরণ করাতে এবং রাশিয়ার জনগণের উদ্দেশ্যের বদলে জার্মানির অভিপ্রায়সমূহ স্থাপন করতে জার্মান রাষ্ট্রশক্তি অনধিকার প্রবেশ করেছে, তখন রাশিয়ার জনগণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের যে আন্তরিক সহানুভূতি রয়েছে তা প্রকাশ করার জন্য সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসের সুবিধা আমি কি গ্রহণ করতে পারি না ? যদিও যুক্তরাষ্ট্রের সরকার রাশিয়ার জনগণকে যে প্রত্যক্ষ ও কার্যকর সাহায্য দিতে চায় তা দিতে দুর্ভাগ্যক্রমে এখন সক্ষম নয়, এই কংগ্রেসের মাধ্যমে রাশিয়ার জনগণকে এই আশ্বাস আমি দিতে চাই যে, রাশিয়ার পক্ষে তার নিজস্ব ব্যাপারগুলিতে সম্পূর্ণ সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা এবং ইউরোপ ও আধুনিক বিশ্বের পরিপূর্ণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা আর একবার অর্জনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সরকার প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে। চিরদিনের জন্য স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া এবং তাদের নিজেদের জীবনের নিয়ন্তা হবার জন্য রাশিয়ার জনগণের প্রচেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের সমগ্র হৃদয় রাশিয়ার জনগণের সঙ্গে রয়েছে' (১৯১৮ সালের ১৬ই মার্চের ৫০নং **প্রাভদা** দেখুন)।

আমরা কি এটা স্বাভাবিক মনে করতে পারি যে আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার-এর নেতারা প্রতিক্রিয়াশীল উইলসন থেকে অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল হতে চান ?

ব্রফি : আমি একটা যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে পারি না ; কিন্তু আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার যে কারণে আমস্টারডাম আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত নয় সেই একই কারণে তা সোভিয়েত রাশিয়াকে স্বীকৃতিদানের বিরোধী। আমার মনে হয়, তার কারণ হল আমেরিকার শ্রমিকদের স্বতন্ত্র দর্শন এবং তাদের ও ইউরোপীয় শ্রমিকদের মধ্যে অর্থনৈতিক পার্থক্য।

স্তালিন : কিন্তু আমি যতদূর জানি তাতে আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার-এর নেতারা ফ্যাসিষ্টরা যেখানে শাসক সেই ইতালী ও পোল্যাণ্ডকে স্বীকৃতিদানে আপত্তি করে না।

ব্রফি : পোল্যাণ্ড ও ইতালীর দৃষ্টান্ত নজির হিসেবে উল্লেখ করে—যে দুটি দেশে রয়েছে ফ্যাসিষ্ট সরকার—আপনি ব্যাখ্যা করছেন কেন আমেরিকা ইউ. এস. এস. আরকে স্বীকৃতি দেয় না। ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতি এই শত্রুতার কারণ হল দেশের কমিউনিস্টরা আমেরিকার শ্রমিক নেতাদের পক্ষে অপ্রীতিকর অবস্থা ঘটায়।

ডুন : শ্রমিক নেতারা ইউ. এস. এস. আরকে স্বীকৃতি দিতে পারেন না, যেহেতু তাঁরা দেশের কমিউনিস্টদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারেন না—আগেকার বক্তার এই যে যুক্তি তা প্রত্যয় উৎপাদন করে না, কেননা আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠিত হবার আগেই তাঁরা ইউ. এস. এস. আরকে স্বীকৃতি না দেবার জন্য প্রচার চালিয়েছিলেন।

প্রধান কারণ হল যা-কিছুর মধ্যে সমাজতন্ত্রের গন্ধ আছে আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার তার বিরোধী। তাঁরা এতে পুঁজিপতিদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন, যে পুঁজিপতিদের জাতীয় নাগরিক ফেডারেশন (ন্যাশনাল সিভিক ফেডারেশন) নামে একটি সংগঠন আছে ; সংগঠনটি যে-কোন ধরনের সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমেরিকার জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। আইভি লী আমেরিকা ও ইউ. এস. এস. আর-এর মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কসমূহ বিকশিত করার পক্ষে যে ওকালতি করেছিলেন, এই সংগঠনটি তাঁর সেই নীতি ও মনোভাবের বিরোধিতা করে। এই সংগঠনের নেতারা বলেন : যখন উদারনৈতিকেরা ঐভাবে কথাবার্তা বলতে শুরু করেন তখন আমাদের নিজেদের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আমরা কিভাবে শৃংখলা বজায় রাখতে পারি? জাতীয় নাগরিক ফেডারেশন পুঁজিপতিদের একটা গোষ্ঠীর একটা সংগঠন, তারা এতে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছে এবং একে তারাই নিয়ন্ত্রণ করে।

উল্লেখ করতে হবে যে এই প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনের সহ-সভাপতি হলেন ম্যাথু ওল, যিনি আবার আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার-এরও সহ-সভাপতি।

স্তালিন: ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের পক্ষে প্রদত্ত কারণগুলিই প্রধান কারণ নয়। প্রশ্নটির মধ্যে আরও গভীরভাবে যেতে হবে। ইউ.এস.এস.আর-এ আমেরিকার প্রতিনিধিমণ্ডলীর উপস্থিতি হল সর্বোৎকৃষ্ট জবাব; আর তা দেখাচ্ছে যে আমেরিকার শ্রমিকদের একটি অংশ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। আমি মনে করি ইউ. এস. এস. আর সম্পর্কে আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার-এর নেতাদের মতামত আমেরিকার বেশির ভাগ শ্রমিকেরা যে মতামত পোষণ করেন তার থেকে পৃথক নয়। ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতি আমেরিকার বেশির ভাগ শ্রমিকদের মনোভাবের কারণ হল ইউ. এস. এস. আর-এর দূর ব্যবধান। আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণী আন্তর্জাতিক বিষয়গুলিতে আগ্রহী নন এবং বুর্জোয়ারা আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীর ওপর যে প্রভাব খাটায় ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতি তাদের মনোভাবে তা জোরালোভাবে অনুভূত হয়।

প্রাভদা, সংখ্যা ২১০
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭

কমরেড এম. আই. উলিয়ানোভার নিকট চিঠি

কমরেড এল. মাইখেলসনের নিকট জবাব

সেদিন জাতিগত প্রশ্নের ওপর কমরেড মাইখেলসনের চিঠির একটি প্রতিলিপি আমি আপনার নিকট থেকে পেয়েছিলাম। কয়েকটি কথায় এই হল আমার জবাব।

(১) বুরইয়াৎ কমরেডরা আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন: 'আমাদের পৃথক পৃথক স্বশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির সীমাসমূহের মধ্যে যে জাতীয় সংস্কৃতিগুলি বিকশিত হচ্ছে তাদের মধ্য দিয়ে একটিমাত্র সার্বজনীন সংস্কৃতিতে **উত্তরণ** কিভাবে কল্পনা করা যেতে পারে?' (স্তালিনের **লেনিনবাদের সমস্যা**[৪১] দেখুন।) আমি জবাব দিয়েছিলাম, এই উত্তরণকে কল্পনা করতে হবে 'সমাজতন্ত্রের সময়পর্বে একটিমাত্র সার্বজনীন ভাষা এবং অন্যান্য সমস্ত ভাষাগুলির বিলোপসাধনের'[৪২] মধ্য দিয়ে উত্তরণ হিসেবে নয়, কল্পনা করতে হবে জাতিসত্তাগুলির দ্বারা একটি সার্বজনীন সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হওয়ার ভেতর দিয়ে—এই সার্বজনীন সংস্কৃতি হবে **বিষয়বস্তুতে** শ্রমিকশ্রেণীর, কিন্তু তার **রূপ** হবে এই সমস্ত জাতিসত্তাসমূহের ভাষাগুলি ও জীবনযাত্রার ধরনের মানানসই (**লেনিনবাদের সমস্যা**: দেখুন)। এটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমাদের বিপ্লবের বিকাশ সম্পর্কে কতকগুলি ঘটনা নজির হিসেবে উল্লেখ করেছিলাম, যেগুলির ফলে পূর্বে পেছনে ঠেলে-দেওয়া জাতিসত্তাগুলি এবং তাদের সংস্কৃতি-সমূহের জাগরণ ও শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছিল। এই ব্যাপারটি সম্পর্কেই ছিল বিতর্ক।

কমরেড মাইখেলসন এই বিতর্কের সারবত্তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

(২) 'সমাজতন্ত্রের সময়পর্বে' (ওপরে দেখুন) আমার এই কথাগুলিতে এবং আমার এই বিবৃতি যে, কতকগুলি জাতিসত্তার অঙ্গীভূত হওয়ার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া সাধারণভাবে জাতিগুলির অন্তর্ধানের অর্থ প্রকাশ করে না, তাতে তুচ্ছ আপত্তি তুলে কমরেড মাইখেলসন দৃঢ়ভাবে বলছেন যে স্তালিনের সূত্র-সমূহের কতকগুলি, জাতিগত প্রশ্নে 'লেনিনবাদের সংশোধন' হিসেবে ব্যাখ্যা করার জন্য সঙ্গত কারণ জোগাতে পারে। অধিকন্তু তিনি লেনিনের এই বক্তব্য উধৃত করছেন যে, 'সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে মানবজাতির

বিভাজন এবং সমস্ত জাতিসমূহের বিচ্ছিন্নতা বিলুপ্ত করা শুধু নয়, জাতিগুলিকে শুধু কাছাকাছি টানা নয়, জাতিগুলিকে উচ্চতর কিছুতে অন্তর্ভুক্ত করাও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য।'[৪৩]

প্রথমতঃ, আমি মনে করি, বুরইয়াৎ কমরেডরা তাঁদের চিঠিতে প্রশ্নটিকে যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন কমরেড মাইখেলসন তা থেকে সরে আসছেন এবং যা থেকে স্তালিন প্রাচ্যের মেহনতি জনগণের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ভাষণে সম্ভবতঃ সরে আসতে পারেননি। বুরইয়াৎ কমরেডদের মনে ছিল জাতীয় সংস্কৃতিসমূহ থেকে ঠিকঠিক একটি সার্বজনীন সংস্কৃতিতে **উত্তরণের** কথা, অধিকন্তু তাঁরা স্পষ্টতঃ মনে করেছিলেন, **প্রথমতঃ** থাকবে জাতীয় সংস্কৃতিসমূহ এবং **পরবর্তীকালে** উদ্ভূত হবে একটি সার্বজনীন সংস্কৃতি। স্তালিন তাঁর জবাবে এতে আপত্তি তোলেন এবং বলেন, বুরইয়াৎ কমরেডরা যেভাবে কল্পনা করেন, এই **উত্তরণ** সেভাবে ঘটবে না, ঘটবে এইভাবে যে ইউ. এস. এস. আর-এর জাতিসত্তাসমূহের মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতি (রূপে) এবং একটি সার্বজনীন সংস্কৃতি (বিষয়বস্তুতে), **উভয়ের যুগপৎ** বিকাশ ঘটবে এবং কেবলমাত্র এই **উত্তরণের** পথে জাতিসত্তাগুলি দ্বারা সার্বজনীন সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হওয়া ঘটতে পারে (**লেনিনবাদের সমস্যা** দেখুন)।

আমি আরও মনে করি যে, কমরেড মাইখেলসন আমার জবাবের অর্থ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আমাদের দেশে 'সমাজতন্ত্রের সময়পর্বের' কথা বলার সময় সমাজতন্ত্রের 'চূড়ান্ত' বিজয়ের কথা আমার মনে ছিল না—যে বিজয় কেবল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে অর্জন করা যেতে পারে, যখন সমাজতন্ত্র **সমস্ত প্রধান প্রধান দেশসমূহে** অথবা **তাদের কতকগুলিতে** বিজয়ী হবে —মনে ছিল **আমাদের দেশে** সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কথা। প্রাচ্যের মেহনতি জনগণের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ভাষণে প্রশ্নটির সমগ্র উপস্থাপনে তা সুস্পষ্ট। এটা কি দৃঢ়ভাবে বলা যেতে পারে যে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সময়কালে ('সমাজতন্ত্রের সময়পর্ব'), অর্থাৎ অন্যান্য দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের পূর্বে, আমাদের দেশের জাতিসমূহ অব্যর্থভাবে অন্তর্হিত হবে এবং একটি সার্বজনীন ভাষাসহ একটি সার্বজনীন জাতিতে তারা মিশে যাবে? আমি মনে করি, তা দৃঢ়ভাবে বলা যায় না। **বিশ্ব পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিজয়ের পরেও, এমনকি তারও পরে, বহুকাল পর্যন্ত জাতিগত ও রাষ্ট্রীয় পার্থক্যগুলি বজায় থাকবে।**

লেনিন সম্পূর্ণ সঠিক ছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে, 'জাতি ও দেশ-গুলির মধ্যে জাতিগত ও রাষ্ট্রীয় পার্থক্যসমূহ…বিশ্ব পরিধিতে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও বহু, বহুকাল পরেও টিঁকে থাকবে' (২৫তম খণ্ড দেখুন)।

তাহলে, আমরা লেনিনের রচনা থেকে কমরেড মাইখেলসনের উধৃত লেনিনের রচনাংশটি কিভাবে অনুধাবন করব, যাতে বলা হয়েছে যে, সমাজ-তন্ত্রের লক্ষ্য হল, পরিণামে, জাতিসমূহের মিশে যাওয়া? আমি মনে করি, কমরেড মাইখেলসন যেভাবে উপলব্ধি করছেন আমাদের তা থেকে আলাদা-ভাবে উপলব্ধি করতে হবে, কেননা ওপরে যা বলা হয়েছে তা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, এই অনুচ্ছেদে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে জাতিসমূহের মিশে যাওয়ার কথা লেনিনের মনে ছিল; এই মিশে যাওয়া **সমস্ত দেশে** সমাজতন্ত্রের বিজয়ের পরিণতিতে অর্জিত হবে—'বিশ্ব পরিধিতে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার…বহু বহুকাল পরে।'

সুতরাং এতে এইটেই মনে হয়, কমরেড মাইখেলসন লেনিনের রচনা অনুধাবন করেননি।

(৩) আমি মনে করি, স্তালিনের 'সূত্রগুলিকে' 'অধিকতর যথাযথ' করার কোন প্রয়োজন নেই। পার্টি কংগ্রেসে একটা খোলাখুলি বিতর্কে জাতিগত প্রশ্নের নীতির ওপর কিছু বলতে বিরোধীশক্তি সাহস করবে, আমি তার জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করছি। আমার আশঙ্কা, তারা তা করতে সাহস করবে না, কেননা কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে জিনোভিয়েভের বিফল বক্তৃতার পর বিরোধীশক্তি তার সাম্প্রতিক 'কর্মসূচীতে' জাতীয় সংস্কৃতির প্রশ্নে একেবারে কিছু না বলাটাকেই পছন্দ করেছিল। কিন্তু যদি বিরোধীরা প্রশ্নটি তুলতে মনে সাহস আনে, তা পার্টির পক্ষে আরও ভাল হবে, কেননা তদ্দারা পার্টি শুধুমাত্র লাভবানই হবে।

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ জে. স্তালিন

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

রাশিয়ার বিরোধীশক্তির রাজনৈতিক রং

(১৯২৭ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর কমিনটার্নের কর্মপরিষদের সভাপতিমণ্ডলী এবং আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুক্ত অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ থেকে উদ্‌ধৃতি)

কমরেডগণ, এখানকার বক্তাদের ভাষণ এত ভাল হয়েছে এবং তাঁরা বিষয়-বস্তুটিকে এত পুংখানুপুংখরূপে আলোচনা করেছেন যে আমার বলার বড় একটা বাকি নেই।

হলে না থাকায় আমি ভুইওভিচের বক্তৃতা শুনিনি; আমি তাঁর বক্তৃতার কেবল শেষটুকু ধরতে পেরেছি। তা থেকে আমি বুঝতে পেরেছি যে তিনি সি. পি. এস. ইউ (বি)কে সুবিধাবাদের অপরাধে অভিযুক্ত করছেন, তিনি নিজেকে একজন বলশেভিক হিসেবে গণ্য করেন এবং সি. পি. এস. ইউ (বি)কে লেনিনবাদ শিখাবার দায়িত্ব গ্রহণ করছেন।

এ বিষয়ে কি বলা যেতে পারে? দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের পার্টিতে কিছু সংখ্যক লোক আছেন, যাঁরা নিজেদের বলশেভিক বলে অভিহিত করেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লেনিনবাদের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্কই নেই। এরূপ ব্যক্তিরা যখন সি. পি. এস. ইউ (বি)কে লেনিনবাদ শিখাবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, এ থেকে কিছুই বেরিয়ে আসে না। আমি মনে করি ভুইওভিচের সমালোচনা উত্তর দেবার যোগ্য নয়।

জার্মান কবি হাইনে সম্পর্কে একটা গল্প আমার মনে আসছে। গল্পটি আপনাদের কাছে বলার অনুমতি চাইছি। যেসব সমালোচক সংবাদপত্রের মাধ্যমে হাইনের বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন একজন হতভাগ্য, বরং প্রতিভাহীন সমালোচক, তাঁর নাম অফেনবার্গ। এই লেখকের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি সংবাদপত্রে হাইনেকে অক্লান্তভাবে 'সমালোচনা' এবং ধৃষ্টতার সঙ্গে তাঁকে আক্রমণ করতে থাকেন। স্পষ্টতঃ, হাইনে এই 'সমালোচনায়' কোন প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন প্রয়োজনীয় মনে করলেন না এবং একটা কঠিন নীরবতা বজায় রাখলেন। এতে হাইনের বন্ধুরা বিস্মিত হলেন, তাঁরা তাঁকে এই প্রশ্ন জানিয়ে চিঠি লিখলেন যে লেখক অফেনবার্গ তাঁর বিরুদ্ধে

ঝুড়ি ঝুড়ি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখছেন, অথচ তিনি সে-সবের জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করছেন না, এটা কিভাবে সম্ভব হচ্ছে। হাইনে তাতে কি বলেছিলেন? তিনি সংবাদপত্রে এই কয়েকটি কথা লিখলেন: 'লেখক অকেনবার্গকে আমি চিনি না; আমার বিশ্বাস তিনি আলিনকোটের মতো কেউ হবেন, যাকেও আমি চিনি না।'

হাইনের বক্তব্যকে শব্দান্তরিত করে রাশিয়ার বলশেভিকরা ভুইওভিচের প্রযুক্ত সমালোচনার জবাব দিতে পারেন: 'বলশেভিক ভুইওভিচকে আমরা চিনি না; আমাদের বিশ্বাস তিনি আলিবাবার মতো কেউ হবেন, যাকেও আমরা চিনি না।'

ট্রট্স্কি এবং বিরোধীশক্তি সম্পর্কে। বিরোধীদের প্রধান দুর্ভাগ্য হল যে তাঁরা কি সম্বন্ধে বলছেন তা তাঁরা জানেন না। তাঁর বক্তৃতায় ট্রট্স্কি চীন সম্পর্কিত নীতি বিষয়ে বলেছেন; কিন্তু তিনি এটা স্বীকার করতে অস্বীকার করেন যে চীন সম্পর্কে বিরোধীশক্তির কখনো কোন লাইন ছিল না, ছিল না কোন নীতি। বিরোধীশক্তি দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেছে, এদিক-ওদিক দুলেছে, কিন্তু কখনো তার কোন লাইন থাকেনি। চীন সম্পর্কে তিনটি প্রশ্নের চারিপাশে আমাদের মধ্যে বিতর্ক আবর্তিত হয়েছে: কুওমিনতাঙে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণের প্রশ্ন, সোভিয়েতসমূহের প্রশ্ন এবং চীনা বিপ্লবের চরিত্র সম্পর্কিত প্রশ্ন। এই তিনটি প্রশ্নেই বিরোধীশক্তি দেউলিয়া প্রমাণিত হয়, যেহেতু তার কোন লাইন ছিল না।

কুওমিনতাঙে অংশগ্রহণের প্রশ্ন। ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে, অর্থাৎ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের ষষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের একমাস পরে—যেখানে কমিউনিস্টদের কুওমিনতাঙের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অনুকূলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল—বিরোধীশক্তি কুওমিনতাঙ থেকে অবিলম্বে কমিউনিস্টদের সরিয়ে আনার দাবি করেন। কেন? কারণ চিয়াং কাই-শেকের সর্বপ্রথম আক্রমণে (মার্চ, ১৯২৬) ভীত হয়ে বিরোধীশক্তি কার্যতঃ চিয়াং কাই-শেকের নিকট মাথা নত করার দাবি করে; বিরোধীশক্তি চেয়েছিল চীনে বিপ্লবী শক্তিসমূহের কার্যকলাপ থেকে কমিউনিস্টদের প্রত্যাহার করে নিতে।

কিন্তু যেসব আনুষ্ঠানিক যুক্তির ওপর কুওমিনতাঙ থেকে সরে আসার জন্য বিরোধীশক্তি দাবি প্রতিষ্ঠিত করেছিল, সেগুলি হল এই যে, কমিউনিস্টরা বুর্জোয়া বিপ্লবী সংগঠনসমূহে অংশগ্রহণ করতে পারে না এবং কুওমিনতাঙ

নিশ্চিতরূপে এই ধরনেরই একটা সংগঠন। এক বছর পরে ১৯২৭-এর এপ্রিলে, বিরোধীশক্তি দাবি করল যে কমিউনিস্টদের উহান কুওমিনতাঙে **অংশগ্রহণ করা** উচিত। কেন? কি কি যুক্তিতে? ১৯২৭ সালে কুওমিনতাঙ কি একটা **বুর্জোয়া** সংগঠন থাকা থেকে বিরত হয়েছিল? এখানে কি একটা লাইন, এমনকি একটা লাইনের ছায়ামাত্রও আছে?

সোভিয়েতসমূহের প্রশ্ন। এখানেও বিরোধীশক্তির কোন নির্দিষ্ট লাইন ছিল না। ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে বিরোধীশক্তির একটি অংশ উহানে কুওমিনতাঙকে **উৎখাত করার** উদ্দেশ্যে চীনে অবিলম্বে সোভিয়েতসমূহ সংগঠিত করার দাবি তোলে (ট্রট্‌স্কি)। একই সময়ে বিরোধীশক্তির অপর একটি অংশ সোভিয়েতসমূহ অবিলম্বে গঠনের দাবি তোলে, কিন্তু তা উহানে কুওমিনতাঙকে উৎখাত করার জন্য নয়, সেখানে কুওমিনতাঙকে **সমর্থন করার** জন্য (জিনোভিয়েভ)। এবং একেই তাঁরা একটা লাইন বলেন! অধিকন্তু, বিরোধীশক্তির উভয় অংশই, ট্রট্‌স্কি এবং জিনোভিয়েভ দুজনেই, একই সময়ে কুওমিনতাঙে কমিউনিস্টদের **অংশগ্রহণ**, শাসক পার্টিতে অংশগ্রহণের দাবি উত্থাপন করেন! পারেন যদি, এর কিছু অর্থ খুঁজে বের করুন! সোভিয়েতসমূহ সংগঠিত করা, সঙ্গে সঙ্গে শাসক পার্টিতে, অর্থাৎ কুওমিনতাঙে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণ দাবি করা—সকলেই এরূপ বোকামি করতে সক্ষম নয়। এবং একেই একটা লাইন বলা হচ্ছে!

চীনা বিপ্লবের চরিত্রের প্রশ্ন। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক এই মত পোষণ করত এবং এখনো করে যে বর্তমান সময়কালে চীনে বিপ্লবের ভিত্তি হল ভূমি-ও-কৃষি বিপ্লব। এই বিষয়ে বিরোধীশক্তির মতামত কি? এ বিষয়ে কখনো তার কোন নির্দিষ্ট মতামত থাকেনি। এক সময়ে তা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে যে যেহেতু চীনে কোন সামন্ততন্ত্র নেই, তাই সেখানে কোন ভূমি-বিপ্লব হতে পারে না। অন্য সময়ে তা ঘোষণা করে যে, চীনে একটি ভূমি-বিপ্লব সম্ভব ও প্রয়োজন, যদিও সেখানে সামন্ততন্ত্রের উদ্বর্তনসমূহের ওপর বিরোধীশক্তি কোন গুরুতর তাৎপর্য আরোপ করেনি, যাতে এটা উপলব্ধি করা দুরূহ হয়েছিল কিসে ভূমি বিপ্লবের উদ্ভব ঘটাতে পারে। আবার অন্য একটি সময়ে এই শক্তি দৃঢ়ভাবে বলে যে চীনা বিপ্লবের প্রধান বস্তু একটি ভূমি-বিপ্লব নয়, প্রধান বস্তু হল, শুল্কের ওপর স্বাধিকারের জন্য বিপ্লব। পারেন

যদি, এর মাথামুণ্ডু কিছু খুঁজে বের করুন!

চীনা বিপ্লবের বিতর্কিত প্রশ্নসমূহের ওপর বিরোধীশক্তির তথাকথিত 'লাইনই' হল এইরকম। এটা একটা লাইনই নয়, এটা হল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা, বিভ্রান্তি—কোন লাইনের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি।

এবং এইসব ব্যক্তিরা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের লেনিনবাদী অবস্থানের সমালোচনা করার কাজ হাতে নেয়! এটা কি হাস্যকর নয়, কমরেডগণ?

ট্রট্স্কি এখানে কোয়াংতুং-এর বিপ্লবী আন্দোলন, হো লাং এবং ইয়ে তিং-এর সৈন্যবাহিনীসমূহের কথা বলেছেন এবং এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার জন্য একটি নয়া কুওমিনতাঙ এখানে সৃষ্টি করার দায়ে আমাদের অভিযুক্ত করেছেন। আমি এই কাহিনী খণ্ডন করার চেষ্টা করব না, ট্রট্স্কি এই কাহিনীটি আবিষ্কার করেছেন। আমি যা কিছু বলতে চাই তা হল দক্ষিণের বিপ্লবী আন্দোলন, উহান থেকে ইয়ে তিং ও হো লাং-এর সৈন্যবাহিনীদের প্রস্থান, কোয়াংতুং-এর ভেতরে তাদের অভিযান, তাদের কৃষক বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান ইত্যাদির সমগ্র ব্যাপার—আমি বলতে চাই যে এ সবই চীনা কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে গ্রহণ করা হয়েছিল। ট্রট্স্কি কি তা জানেন? তিনি যদি আদৌ কিছু জানেন, তাহলে তাঁর এ কথাও জানা উচিত।

চীনে যদি বিপ্লবের নতুন তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়, তাহলে আন্দোলন সফলতা-লাভ করলে, কে তার নেতৃত্ব করবে? নিঃসন্দেহে, সোভিয়েতগুলি। কুওমিনতাঙের পূর্ণ বিকাশের সময় সোভিয়েতসমূহের আত্যন্তিক সংগঠনের পক্ষে অবস্থাসমূহ অনুকূল ছিল না। কিন্তু এখন প্রতিবিপ্লবীদের সাথে সংযোগের জন্য যখন কুওমিনতাঙপন্থীরা নিজেদের মর্যাদা ও সুনামহানি ঘটিয়েছে, এখন যদি আন্দোলন সফল হয়, তাহলে সোভিয়েতসমূহ হতে পারে, এবং প্রকৃতপক্ষে হবেও, প্রধান শক্তি যা তার চারিপাশে চীনের শ্রমিক ও কৃষকদের জড়ো করবে। আর সোভিয়েতগুলির নেতৃত্বে কারা থাকবে? অবশ্যই, কমিউনিস্টরা। কিন্তু যদি একটি বিপ্লবী কুওমিনতাঙ আবার রঙ্গ-মঞ্চে আবির্ভূত হয়, তাহলে কমিউনিস্টরা আর কুওমিনতাঙ-এ অংশগ্রহণ করবে না। কেবলমাত্র নির্বোধ ব্যক্তিরাই সোভিয়েতসমূহের অস্তিত্বের সঙ্গে কমিউনিস্টদের কুওমিনতাঙ পার্টির অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে সংযুক্ত করতে পারে। এই দুটি বিরুদ্ধ জিনিসকে সংযুক্ত করার অর্থ হল সোভিয়েতসমূহের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার ব্যর্থতা।

ইঙ্গ-রুশ কমিটি সম্পর্কেও একই কথা বলতে হবে। এখানেও আমরা পাই বিরোধীশক্তির পক্ষে একই দ্বিধাগ্রস্ততা, একটি লাইনের একই অভাব। প্রথমে বিরোধীশক্তি ইঙ্গ-রুশ কমিটি সম্পর্কে মুগ্ধ হয়েছিল। এমনকি তা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে যে, ইঙ্গ-রুশ কমিটি হল 'ইউরোপে সংস্কারবাদকে ক্ষমতাহীন করার' একটি উপায় (জিনোভিয়েভ); তিনি স্পষ্টতঃ বিস্মৃত হয়েছিলেন যে, ইঙ্গ-রুশ কমিটির ব্রিটিশ অর্ধ ঠিকঠিক সংস্কারবাদীদের দ্বারাই গঠিত ছিল।

পরবর্তীকালে, অবশেষে বিরোধীশক্তি যখন উপলব্ধি করল যে, পার্সেল ও তার বন্ধুরা হল সংস্কারবাদী, তখন তার মুগ্ধতা পরিণত হল মোহমুক্তিতে, আরও বেশি, প্রচণ্ড ক্রোধে এবং জেনারেল কাউন্সিলকে উচ্ছেদ করার উপায় হিসেবে তা দাবি করল তার সঙ্গে আশু সম্পর্কচ্যুতি, জেনারেল কাউন্সিলকে যে মস্কো থেকে উৎখাত করা যায় না এ কথা বুঝতে অসমর্থ হয়ে। নির্বুদ্ধিতার একটা ঘটনা থেকে আর একটা ঘটনায় দোল খাওয়া—ইঙ্গ-রুশ কমিটির প্রশ্নে বিরোধীশক্তির এরূপই ছিল তথাকথিত 'লাইন'।

ট্রটস্কি এটা উপলব্ধি করতে অক্ষম যে, ঘটনাগুলি যখন সম্পর্কচ্যুতির পক্ষে পরিপক্ক হয়, তখন সম্পর্কচ্যুতিটাই প্রধান বস্তু নয়, প্রধান বস্তু হল কি প্রশ্নে সম্পর্কচ্যুতি ঘটছে, সম্পর্কচ্যুতির দ্বারা কি ধারণা প্রকট হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সম্পর্কে যে ভাঙন ঘটেছে তার দ্বারা কোন্ ধারণা প্রকট হয়? যুদ্ধের আতঙ্কের ধারণা, যুদ্ধের বিপদের সঙ্গে সংগ্রাম করার প্রয়োজনীয়তার ধারণা। কে অস্বীকার করতে পারে যে আজকের সারা ইউরোপে ঠিকঠিক এই ধারণাই এখন হল প্রধান বস্তু? অবশ্য এ থেকে এটা বেরিয়ে আসে যে ঠিকঠিক এই প্রধান প্রশ্নে জেনারেল কাউন্সিলের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে ব্যাপক শ্রমিক-সাধারণকে আমাদের সামিল করতে হয়েছিল এবং আমরা ঠিক এই জিনিসই করেছিলাম। ঘটনা হচ্ছে জেনারেল কাউন্সিল নিজেই সম্পর্কচ্যুতিতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে এবং একটি নতুন যুদ্ধের ভীতির সময়কালে এর দোষ ঘাড়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল—এই ঘটনাটিই হল ব্যাপক শ্রমিকসাধারণের চোখে যুদ্ধের মূল প্রশ্নে জেনারেল কাউন্সিলের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ এবং সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী 'চরিত্রের' যথাসম্ভব সর্বোৎকৃষ্ট উদ্ঘাটন। কিন্তু বিরোধীশক্তি দৃঢ়ভাবে বলছেন, আমরা যদি এই সম্পর্কহানিতে উদ্যোগ নিয়ে তার দোষ ঘাড়ে নিতাম তাহলেই নাকি আরও ভাল হতো!

এবং একেই তাঁরা একটা লাইন বলে অভিহিত করেন! আর এই মাথামোটা ব্যক্তিরাই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের লেনিনবাদী নীতি ও মনোভাবকে সমালোচনা করার কাজ হাতে নেন! এটা কি হাস্যকর নয়, কমরেডগণ?

আমাদের পার্টির প্রশ্নে, সি. পি. এস. ইউ (বি)র প্রশ্নে বিরোধী-শক্তির দুর্দশা আরও গভীরে। ট্রট্স্কি আমাদের পার্টিকে বুঝতে পারেন না। আমাদের পার্টি সম্পর্কে তাঁর একটা ভুল ধারণা রয়েছে। একজন অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক 'ইতর জনসাধারণকে' একজন ক্ষমতাসীন আমলা তার অধস্তন কর্মচারীদের যেভাবে দেখে, তিনি আমাদের পার্টিকে সেইভাবে দেখেন। তা যদি না হতো, তাহলে তিনি দৃঢ়ভাবে বলতেন না যে, দশ লক্ষ সদস্যবিশিষ্ট একটা পার্টিতে, সি. পি. এস. ইউ (বি)তে ব্যক্তিমানুষদের, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নেতাদের পক্ষে ক্ষমতা 'দখল করা' অথবা তা 'বলপূর্বক কেড়ে নেওয়া' সম্ভব। দশ লক্ষ সদস্যবিশিষ্ট একটি পার্টিতে, যে পার্টি তিনটি বিপ্লব করেছে এবং এখন বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের ভিত কাঁপিয়ে দিচ্ছে, তাতে ক্ষমতা 'দখল করার' কথাবার্তা বলা—এরই হল নির্বুদ্ধিতার গভীরতা যাতে ট্রট্স্কি নিমজ্জিত হয়েছেন!

দশ লক্ষ সদস্যবিশিষ্ট একটি পার্টিতে, বৈপ্লবিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ একটি পার্টিতে ক্ষমতা 'দখল করা' কি আদৌ সম্ভব? তা যদি সম্ভব হয়, তাহলে ট্রট্স্কি পার্টিতে ক্ষমতা 'দখল করতে', পার্টির নেতৃত্বে জোরপূর্বক নিজের পথ করে নিতে কেন ব্যর্থ হয়েছেন? কিভাবে এর ব্যাখ্যা করতে হবে? ট্রট্স্কির কি নেতৃত্ব করবার দৃঢ় সংকল্প ও অভিপ্রায়ের অভাব রয়েছে? এটা কি সত্য ঘটনা নয় যে ইতিমধ্যে দুই দশকেরও বেশি সময়কাল ধরে পার্টিতে নেতৃত্বলাভের জন্য ট্রট্স্কি বলশেভিকদের সঙ্গে সংগ্রাম করে আসছেন? কেন তিনি পার্টিতে ক্ষমতা 'দখল করতে' ব্যর্থ হয়েছেন? আমাদের পার্টির বর্তমান নেতাদের তুলনায় তিনি কি অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী বাগ্মী? এটা বলা কি অধিকতর সঠিক হবে না যে বাগ্মী হিসেবে ট্রট্স্কি আমাদের পার্টির বর্তমান নেতাদের অনেকের তুলনায় উৎকৃষ্টতর? তাহলে, কিভাবে আমাদের এই ঘটনা ব্যাখ্যা করতে হবে যে তাঁর বাগ্মীসুলভ নিপুণতা, নেতৃত্ব করার তাঁর দৃঢ়সংকল্প, তাঁর কর্মদক্ষতা সত্ত্বেও ট্রট্স্কি সি. পি. এস. ইউ (বি) বলে অভিহিত মহান পার্টির নেতৃত্ব থেকে চ্যুত হয়েছিলেন? যে ব্যাখ্যা ট্রট্স্কি দিতে ইচ্ছুক তা হল এই যে, তাঁর মতে, আমাদের পার্টি হল ভোট দেবার মানুষের একটি পাল যা

অন্ধভাবে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে অনুসরণ করে। কিন্তু যে ব্যক্তিরা পার্টিকে ঘৃণা করে এবং তাকে নিম্নতম জনশ্রেণী হিসেবে গণ্য করে, কেবলমাত্র তারাই এই ধরনের কথা বলতে পারে। শুধুমাত্র পার্টির পুরোদস্তুর দাম্ভিক ও উদ্ধত কোন ব্যক্তি পার্টিকে ভোট দেবার মানুষের একটি পাল হিসেবে গণ্য করতে পারে। এটা হল তারই একটা চিহ্ন যে ট্রটস্কি পার্টি-নীতির বোধ হারিয়ে ফেলেছেন, হারিয়ে ফেলেছেন পার্টি কেন বিরোধীশক্তিকে অবিশ্বাস করে তা নিরূপণ করার ক্ষমতা।

বস্তুতঃ, সি. পি. এস. ইউ (বি) কেন বিরোধীশক্তির প্রতি চূড়ান্ত অবিশ্বাস প্রকাশ করে? কারণ হল এই যে, বিরোধীশক্তি লেনিনবাদের **বদলে** ট্রট্স্কিবাদকে **স্থাপন করতে,** ট্রট্স্কিবাদ দিয়ে লেনিনবাদকে **সম্পূরণ করতে,** ট্রট্স্কিবাদের সাহায্যে লেনিনবাদকে **'উন্নীত করতে'** মনস্থ করেছিল। কিন্তু পার্টিতে পুরোদস্তুর দাম্ভিক ও উদ্ধত ব্যক্তিদের বিভিন্ন কৌশল সত্ত্বেও পার্টি লেনিনবাদে বিশ্বস্ত থাকতে চায়। এটাই হল মূল কারণ যার জন্য পার্টি, যা তিনটি বিপ্লব করেছে, সেই পার্টি ট্রট্স্কি এবং সমগ্রভাবে বিরোধীশক্তির দিকে পিঠ ফিরিয়ে দিতে অবশ্য প্রয়োজনীয় মনে করে।

এবং যে 'নেতৃবৃন্দ' বা 'পরিচালক' যারা ট্রট্স্কিবাদ বা অন্য কোন প্রকারের সুবিধাবাদ দ্বারা লেনিনবাদকে **সৌষ্ঠবপূর্ণ করতে** মনস্থ করে, তাদের সকলেরই প্রতি পার্টি অনুরূপ আচরণ করবে।

পার্টিকে ভোট দেবার মানুষের পাল হিসেবে চিত্রিত করে ট্রট্স্কি ব্যাপক সি. পি. এস. ইউ (বি)র সদস্যদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করছেন। এটা কি বিস্ময়কর যে এই অবজ্ঞার প্রতিদানে পার্টি ট্রট্স্কির ওপর চরম অবিশ্বাস প্রকাশ করবে?

আমাদের পার্টিতে শাসনের প্রশ্নে বিরোধীশক্তির অবস্থা একইরকম খারাপ। ট্রট্স্কি এটা প্রতীয়মান করাতে সচেষ্ট যে পার্টিতে বর্তমান শাসন, সমগ্র বিরোধীশক্তি যার বিরুদ্ধতা করছে, তা লেনিনের সময়ে পার্টিতে যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা থেকে মূলগতভাবে পৃথক। তিনি এটা বোঝাতে চান যে দশম কংগ্রেসের পর লেনিন যে শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাতে তাঁর কোন আপত্তি নেই, কিন্তু, যথাযথভাবে বলতে গেলে, তিনি পার্টিতে বর্তমান শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন এবং দাবি করেন, লেনিন কর্তৃক স্থাপিত শাসনের সঙ্গে বর্তমান শাসনের কোন মিল নেই।

আমি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি যে এখানে ট্রট্স্কি একটা ডাহা অসত্য কথা বলছেন।

আমি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি যে লেনিনের সময়ে, পার্টির দশম এবং একাদশ কংগ্রেসে পার্টিতে যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, পার্টিতে বর্তমান শাসন সেই শাসনেরই সঠিক অভিব্যক্তি।

আমি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি যে লেনিনের সময়, লেনিনের পরিচালনায় পার্টিতে যে লেনিনবাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ট্রট্স্কি সেই লেনিনবাদী শাসনের সঙ্গে লড়াই করছেন।

আমি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি যে লেনিনের সময়ে পার্টির লেনিনবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ট্রট্স্কিপন্থীরা আগেই সংগ্রাম আরম্ভ করেছিল এবং ট্রট্স্কি-পন্থীরা এখন যে সংগ্রাম করছে তা হল পার্টিতে শাসনের বিরুদ্ধে লেনিনের সময়ে আগেই তারা যে সংগ্রাম চালিয়ে আসছিল তারই ধারাবাহিকতা।

সেই শাসনের মূলগত নীতিগুলি কি কি? সেগুলি হল এই যে যদিও অন্তঃপার্টি গণতন্ত্র পরিচালিত হয় এবং পার্টির ত্রুটিবিচ্যুতি এবং ভুলভ্রান্তি-সমূহের প্রণালীবদ্ধ সমালোচনা অনুমোদিত হয়, কিন্তু কোনরূপ উপদলীয় প্রচেষ্টাকে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না এবং সমস্ত উপদলীয় প্রচেষ্টা বর্জন করতে হবে, নচেৎ পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হবার শাস্তি ভোগ করতে হবে।

পার্টিতে এই শাসন কখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? পার্টির দশম ও একাদশ কংগ্রেসগুলিতে অর্থাৎ লেনিনের সময়ে।

আমি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি যে ট্রট্স্কি ও বিরোধীশক্তি একেবারে একই শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন।

'৪৬ জনের ঘোষণাপত্রের' মতো একটা দলিল আমাদের হাতে আছে। এই দলিলে স্বাক্ষর করেছিলেন প্যাতাকভ, প্রিয়োব্রাঝেনস্কি, সেরেব্রাইয়াকভ, আলস্কি এবং অন্যান্যদের মতো ট্রট্স্কিপন্থীরা। দলিলটিতে নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, দশম কংগ্রেসের পর পার্টিতে প্রতিষ্ঠিত শাসন এখন অপ্রচলিত এবং পার্টির পক্ষে তা অসহনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই ব্যক্তিরা কি দাবি করেছিলেন? তাঁরা দাবি করেছিলেন যে পার্টিতে উপদলীয় গোষ্ঠী গঠনের অনুমতি দেওয়া হোক এবং এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ দশম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হোক। এটা ঘটেছিল ১৯২৩ সালে। আমি ঘোষণা করছি যে ট্রট্স্কি '৪৬ জনের' নীতি ও মনোভাবের সংগে সমগ্রভাবে এবং

পরিপূর্ণভাবে একাত্ম হয়ে গেছেন এবং দশম কংগ্রেসের পরে পার্টিতে যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালনা করছেন। সেখানে রয়েছে পার্টিতে লেনিনবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ট্রট্স্কিপন্থীদের সংগ্রামের সূচনা (ট্রট্স্কি: 'আমি দশম কংগ্রেস সম্পর্কে বলিনি। আপনি এটা আবিষ্কার করছেন।') ট্রট্স্কি অবশ্যই নিশ্চিতরূপে জানবেন যে, আমি প্রামাণিক তথ্য দিতে পারি। দলিলগুলি অবিকল রয়েছে; আমি সেগুলি কমরেডদের মধ্যে বিলি করব এবং তখন স্পষ্ট হবে আমাদের মধ্যে কে সত্য কথা বলছে।*

আমি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি যে ট্রট্স্কিপন্থীরা '৪৬ জনের ঘোষণাপত্রে' স্বাক্ষর করেছিল, তারাই লেনিনের সময়ে পার্টিতে লেনিনবাদী শাসনের বিরুদ্ধে এর আগে থেকেই লড়াই চালাচ্ছিল।

আমি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি যে, বিরোধীশক্তিকে অনুপ্রাণিত ও উত্তেজিত করে ট্রট্স্কি সব সময়ে লেনিনবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সমর্থন করে আসছিলেন।

আমি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি যে আমাদের পার্টিতে শাসনের বিরুদ্ধে ট্রট্স্কির বর্তমান সংগ্রাম হল, আমি এখনই যে লেনিনবাদ-বিরোধী সংগ্রামের কথা বলেছি তারই ধারাবাহিকতা।

ট্রট্স্কিপন্থীদের বে-আইনী, পার্টি-বিরোধী মুদ্রাযন্ত্রের প্রশ্ন। ট্রট্স্কি তাঁর

---

* 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সম্পাদকীয় বোর্ডের মন্তব্য।

৩রা অক্টোবর কমরেড স্তালিন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের সভাপতিমণ্ডলী ও আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুক্ত অধিবেশনের কার্যবিবরণীর সংযোজন হিসেবে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদের রাজনৈতিক সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে তাঁর ভাষণে উল্লিখিত প্রামাণিক তথ্যগুলি পেশ করেন, যথা:

(১) প্যাতাকভ, প্রিয়োব্রাঝেনস্কি, সেরেব্রাইয়াকভ, আলস্কি এবং অন্যান্যদের স্বাক্ষরিত '৪৬ জনের ঘোষণা' (১৫ই অক্টোবর, ১৯২৩) থেকে একটি উদ্ধৃতি। উদ্ধৃতিটিতে বলা হয়েছে:

'পার্টিতে যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা পুরোদস্তুর অসহনীয়। এটি পার্টির স্বাধীন কর্মতৎপরতা বিনষ্ট করে এবং পার্টির বদলে একটি বাছাই করা আমলাতান্ত্রিক যন্ত্র স্থাপন করে; এই যন্ত্র স্বাভাবিক সময়ে সাময়িক ব্যাহতি ছাড়া কাজ চালায়, কিন্তু সংকটের মুহূর্তগুলিতে অবশ্যম্ভাবীরূপে তা কাজ করে না এবং আসন্ন গুরুতর ঘটনাগুলির সম্মুখে তার চরম দেউলিয়াপনা প্রমাণিত হবার বিপদ থাকে। **বর্তমান পরিস্থিতির হেতু হল এই ঘটনা যে, দশম কংগ্রেসের পরে বাস্তবক্ষেত্রে পার্টির ভেতরে যে উপদলীয় একনায়কত্বের শাসনের উদ্ভব ঘটেছিল তা এখন অপ্রচলিত।**

লিখিত ভাষণ এইভাবে তৈরী করেছেন যে তিনি বে-আইনী মুদ্রাযন্ত্রের মাত্র উল্লেখ করেছেন, সুস্পষ্টভাবে এই বিবেচনায় যে, ট্রট্‌স্কিপন্থীদের বে-আইনী পার্টি-বিরোধী মুদ্রাযন্ত্রের মতো 'তুচ্ছ বস্তুকে' আলোচনা করতে তিনি বাধ্য নন। তাঁর ভাষণ একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির ভাষণ নয়, ভাষণটি হল বিরোধী-শক্তির একটি ঘোষণা যাতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক এবং সি.পি.এস.ইউ(বি)র বিরুদ্ধে অভিযোগ খাড়া করা হয়েছে। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, ট্রট্‌স্কিপন্থীদের বে-আইনী পার্টি-বিরোধী মুদ্রাযন্ত্র, পার্টি-নীতির শত্রু হিসেবে, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের ভাঙন ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী হিসেবে ট্রট্‌স্কিকে ও বিরোধীশক্তির মধ্যে তার সমর্থকদের সমগ্র ও পরিপূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত করছে।

বস্তুতঃ, ট্রট্‌স্কি মনে করেন, বিরোধীরা সঠিক—এবং **সেইহেতু** তার বে-আইনী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করার অধিকার আছে।

কিন্তু ট্রট্‌স্কির গোষ্ঠী ছাড়াও সি. পি. এস. ইউ (বি)তে অন্যান্য বিরোধী গোষ্ঠী আছে: 'শ্রমিকদের বিরোধীশক্তি', স্যাপ্রোনভবাদীরা ইত্যাদি। এই সমস্ত ছোট ছোট গোষ্ঠীর প্রত্যেকটি মনে করে, সে সঠিক। আমরা যদি ট্রট্‌স্কির পদাঙ্ক অনুসরণ করি, তাহলে অতি অবশ্যই আমাদের মঞ্জুর করতে হবে যে তার বে-আইনী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করার ক্ষেত্রে এই সমস্ত গোষ্ঠীর প্রত্যেকটিরই অধিকার রয়েছে। ধরে নেওয়া যাক যে, এরা তাদের বে-আইনী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করছে এবং এই অশুভের সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য পার্টি কোন

---

(২) কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কাছে ট্রট্‌স্কির বিবৃতি থেকে (৮ই অক্টোবর, ১৯২৩) একটি উদ্ধৃতি। উদ্ধৃতিটিতে বলা হয়েছে:

'যে শাসন মোটের উপর দ্বাদশ কংগ্রেসের আগেই উদ্ভূত হয়েছিল এবং তারপরে নির্দিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যাকে আকৃতি দেওয়া হয়, **যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের কঠোরতম সময়পর্বসমূহে যে শাসন বর্তমান ছিল তার তুলনায় সেই শাসন শ্রমিকদের গণতন্ত্র থেকে অনেক, অনেক দূরে।'**

এই সমস্ত উদ্ধৃতির ব্যাখ্যায় অবশ্যই এটা বলতে হবে যে, দ্বাদশ কংগ্রেসের আগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল একাদশ কংগ্রেস (১৯২২ সালের বসন্তকালে) এবং দশম কংগ্রেস (১৯২১ সালের বসন্তকালে); এই দুটি কংগ্রেসের কার্যবিবরণী লেনিনের দ্বারা নির্দেশিত হয়েছিল এবং এদের প্রস্তাবাবলী পার্টিতে সেই শাসনকেই আকার দিয়েছিল, যাকে '৪৬ জনের ঘোষণায় (ট্রট্‌স্কিপন্থী) এবং ট্রট্‌স্কির ওপরে উল্লিখিত বিবৃতিতে আক্রমণ করা হচ্ছে।

ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না—তাহলে পার্টির কি অবশিষ্ট থাকবে?

পার্টিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে তাদের বে-আইনী মুদ্রাযন্ত্র রাখবার ক্ষেত্রে অনুমতি দেবার অর্থ কি হবে? তার অর্থ হবে পার্টিতে কতকগুলি কেন্দ্রের অবস্থিতিকে অনুমোদন দেওয়া, যাদের প্রত্যেকের থাকবে তার 'কর্মসূচী', তার 'কর্মপন্থা' ও তার 'লাইন'। তাহলে আমাদের পার্টিতে লৌহদৃঢ় শৃংখলার কি অবশিষ্ট থাকবে, যে শৃংখলাকে লেনিন শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করতেন? এরূপ শৃংখলা কি সম্ভব, যদি না একটি একক, ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বপ্রদানকারী কেন্দ্র থাকে? ট্রট্স্কি কি উপলব্ধি করেন যে বিরোধী গোষ্ঠীগুলির বে-আইনী, পার্টি-বিরোধী মুদ্রাযন্ত্রগুলি রাখার অধিকার সমর্থন করে তিনি গাড্ডায় পা ফস্কে পড়ছেন?

বোনাপার্টিবাদের প্রশ্ন। এই প্রশ্নে বিরোধীশক্তি চরম অজ্ঞতা প্রকাশ করে। আমাদের পার্টিতে প্রভূতরূপে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে বোনাপার্টিবাদ গ্রহণের প্রচেষ্টা করার অপরাধে অভিযুক্ত করে ট্রট্স্কি বোনাপার্টিবাদ উপলব্ধি করতে তাঁর চরম অজ্ঞতা ও ব্যর্থতা অনাবৃত করছেন।

বোনাপার্টিবাদ কি? বোনাপার্টিবাদ হল সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর শক্তি প্রয়োগ করে সংখ্যালঘিষ্ঠের মত চাপানো। বোনাপার্টিবাদ হল একটি পার্টিতে, অথবা একটি দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিরোধিতা করে সংখ্যালঘিষ্ঠদের দ্বারা বলপূর্বক ক্ষমতা দখল। কিন্তু যেহেতু সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির লাইনের সমর্থকেরা পার্টি ও সোভিয়েতসমূহ, দুটিতেই প্রভূতরূপে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ গঠন করে, সেক্ষেত্রে কেউ কি এটা বলার মতো নির্বোধ হতে পারে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তার নিজের ওপর তার নিজস্ব ইচ্ছা বলপূর্বক চাপাতে চেষ্টা করছে? ইতিহাসে এরূপ ঘটনা কি কখনো ঘটেছে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তার নিজের ওপর তার নিজস্ব ইচ্ছা বলপূবক চাপিয়েছে? এরূপ অকল্পনীয় জিনিস যে সম্ভব, পাগল ছাড়া আর কে তা বিশ্বাস করবে?

এটা কি সত্য ঘটনা নয় যে, সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির লাইনের সমর্থকেরা পার্টিতে এবং দেশে প্রভূত পরিমাণে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ গঠন করে? এটা কি সত্য ঘটনা নয় যে বিরোধীশক্তি শুধুমাত্র একটি ক্ষুদ্র, হাতে গোনা যায় এমন লোকসমষ্টি? এটা কল্পনা করা যেতে পারে যে আমাদের পার্টিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ অর্থাৎ বিরোধীশক্তির ওপর তার ইচ্ছা চাপিয়ে দিচ্ছে, এবং উক্তিটির পার্টি-অর্থে সম্পূর্ণরূপে বৈধ।

কিন্তু এটা কিভাবে কল্পনা করা যেতে পারে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তার নিজের ওপর তার ইচ্ছা চাপাচ্ছে এবং তা করছে তার শক্তি ব্যবহার করে। এখানে বোনাপার্টিবাদের প্রশ্ন কিভাবে থাকতে পারে? এটা বলা কি আরও বেশি সঠিক হবে না যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ অর্থাৎ বিরোধীশক্তির ভেতর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ওপর তার ইচ্ছা চাপাবার ঝোঁক উদ্ভূত হতে পারে? এরূপ ঝোঁক উঠলে বিস্ময়কর কিছু হবে না, কেননা সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ, অর্থাৎ ট্রট্স্কিবাদী বিরোধীশক্তির এখন ক্ষমতা দখলের অন্য কোন উপায়ই নেই, সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বিরুদ্ধে শক্তির আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া। বোনাপার্টিবাদের কথা বলতে হলে, ট্রট্স্কি যেন তাঁর নিজের গোষ্ঠীতে বোনাপার্টিবাদী লোকজনদের দিকে তাকান।

অধঃপতন এবং থার্মিডোর (রবসপেরীয় সন্ত্রাসের রাজত্ব—অনুবাদক, বাং. সং.) ঝোঁকগুলির সম্পর্কে কয়েকটি কথা। পার্টির বিরুদ্ধে বিরোধীরা যে কখনো কখনো অধঃপতন ও থার্মিডোর ঝোঁকগুলি সম্পর্কে অভিযোগ উপস্থিত করেন, সেই সমস্ত নির্বোধ ও অজ্ঞতাপ্রসূত অভিযোগের বিশ্লেষণ এখানে আমি করব না। সেগুলি বিশ্লেষণের যোগ্য নয়, তাই আমি সেগুলি আলোচনা করব না। আমি শুধুমাত্র বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটিকে উপস্থাপিত করতে চাই।

ক্ষণকালের জন্য ধরে নেওয়া যাক যে, ট্রট্স্কিপন্থী বিরোধীশক্তি একটি সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক বিচ্যুতির পথ অনুসরণ করছে না, অনুসরণ করছে একটি খাঁটি বৈপ্লবিক নীতি—ঘটনা যদি সেরকমই হয়, তাহলে কিভাবে আমাদের এই ঘটনাটির ব্যাখ্যা দিতে হবে যে অধঃপতিত ও সুবিধাবাদী লোকজন, যাদের পার্টি থেকে এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, তাদের সকলেই ট্রট্স্কিপন্থী বিরোধীশক্তির চারিপাশে সমবেত হয়, সেখানে আশ্রয় এবং নিরাপত্তা খুঁজে পায়?

কিভাবে আমরা এই ঘটনাটি ব্যাখ্যা করব যে রুথ ফিশার এবং মাস্লো, স্কোলেম এবং আরবানস্, অধঃপতিত এবং দলত্যাগী অংশ হিসেবে যাদের কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ও জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, তারা ঠিক ট্রট্স্কিপন্থী বিরোধীশক্তির মধ্যে নিরাপত্তা এবং আন্তরিক অভ্যর্থনা পায়?

আমরা কিভাবে এই ঘটনার মূল্যায়ন করব যে ফ্রান্সের সৌভরিন এবং রোজমার, ইউ. এস. এস. আর-এর অসশোভস্কি এবং দাশকোভস্কির মতো

সত্যিকারের অধঃপতিত ব্যক্তিরা ঠিক ট্রট্স্কিপন্থী বিরোধীশক্তির মধ্যেই আশ্রয়লাভ করে?

একে কি আকস্মিক ঘটনা বলা যেতে পারে যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক এবং সি. পি. এস. ইউ (বি) তাদের কর্মীস্তর থেকে এই সমস্ত অধঃপতিত এবং সত্যসত্যই থার্মিডোর-মনা লোকজনদের বহিষ্কার করে, এবং তার বিপরীতে ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভ দুই হাত বাড়িয়ে তাদের অভ্যর্থনা করেন এবং তাদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান করেন?

এ সমস্ত ঘটনা কি দেখিয়ে দেয় না যে ট্রট্স্কিপন্থী বিরোধীশক্তির 'বৈপ্লবিক' বুলিগুলি কেবল বুলিই থেকে যায়, আর, বাস্তবক্ষেত্রে বিরোধীশক্তি হল অধঃ-পতিত অংশসমূহের সমাবেশ-কেন্দ্র?

এ সমস্ত কি দেখায় না যে ট্রট্স্কিপন্থী বিরোধীশক্তি হল অধঃপতন ও থার্মিডোর ঝোঁকসমূহের দ্রুত প্রসারের ও বর্ধনের উপযোগী স্থান?

যে-কোনভাবে, সি. পি. এস. ইউ (বি)তে আমাদের মধ্যে কেবল একটি-মাত্র গোষ্ঠী আছে যা তার চারিপাশে মাসলো ও রুথ ফিশার, সোভরিন ও অস্সোভস্কির মতো নীতিহীন দুর্বৃত্তদের সমাবেশ করে। এই গোষ্ঠীটি হল ট্রট্স্কি গোষ্ঠী।

কমরেডগণ, সাধারণভাবে এরূপই হল বিরোধীশক্তির রাজনৈতিক রং।

আপনারা জিজ্ঞাসা করবেন: তাহলে কি সিদ্ধান্ত টানতে হবে?

একটিমাত্র সিদ্ধান্তই রয়েছে। বিরোধীরা এমন তালগোল-পাকানো অবস্থায় প্রবেশ করেছে, এমন কর্মতৎপরতার সঙ্গে সংকটাপন্ন অবস্থায় পৌঁছেছে যেখান থেকে তার পরিত্রাণের কোন পথ নেই। এর সামনে রয়েছে এটি না হয় অন্যটি: হয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক এবং সি. পি. এস. ইউ (বি), না হয় মাসলো, রুথ ফিশার এবং বে-আইনী পার্টি-বিরোধী সংবাদপত্রের দল-ত্যাগীরা।

এই দুই শিবিরের মধ্যে বিরোধীশক্তি চিরকালের জন্য দোদুল্যমান থেকে যেতে পারে না। বাছাই করার সময় এসেছে। হয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক এবং সি. পি. এস. ইউ (বি)র সঙ্গে, এবং তাহলে—মাসলো ও রুথ ফিশার, সমস্ত দলত্যাগীদের সঙ্গে সংগ্রাম। অথবা সি. পি. এস. ইউ (বি) এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে এবং তাহলে—তাদের কাছ থেকে

আকাঙ্ক্ষিত নিষ্কৃতি এবং মাসলো ও রুথ ফিশার, সমস্ত দলত্যাগী ও অধঃপতিত, সমস্ত শ্‌চারবাকভ এবং সমাজের অন্যান্য আবর্জনা-অংশের দিকে অগ্রগমন। (হর্ষধ্বনি।)

'কমিউনিস্টিশেস্কি ইন্টারন্যাশনাল'
সামরিকপত্রে প্রকাশিত, সংখ্যা ৪১
১৪ই অক্টোবর, ১৯২৭

'অক্টোবর বিপ্লবের আন্তর্জাতিক চরিত্র' প্রবন্ধটির সংক্ষিপ্তসার

অক্টোবর বিপ্লব কেবলমাত্র 'জাতীয় সীমানাসমূহের' মধ্যে একটি বিপ্লব নয়, কিন্তু এই বিপ্লব হল, প্রধানতঃ আন্তর্জাতিক, বিশ্ব প্রথার একটি বিপ্লব; কেননা তা মানবজাতির বিশ্ব ইতিহাসে পুরানো থেকে নতুনের দিকে একটি মূলগত মোড়।

অতীতের বিপ্লবসমূহের সাধারণতঃ অবসান ঘটত সরকারের নেতৃত্বে শোষকদের একটি গোষ্ঠীর বদলে শোষকদের আর একটি গোষ্ঠীর নেতৃত্ব স্থাপনের দ্বারা। শোষকেরা বদলাত, কিন্তু শোষণ থেকে যেত। এরূপ ঘটনাই ঘটেছিল ক্রীতদাসদের বিপ্লব, সার্ফদের বিপ্লব এবং বাণিজ্যিক ও শিল্পগত বিপ্লবসমূহের সময়কালে। নীতির দিক থেকে অক্টোবর বিপ্লব এই সমস্ত বিপ্লব থেকে পৃথক। এক ধরনের শোষণের বদলে আর এক ধরনের শোষণ স্থাপন করা, এক গোষ্ঠী শোষকদের বদলে আর এক গোষ্ঠী শোষককে প্রতি-স্থাপন করা এই বিপ্লবের লক্ষ্য নয়, এই বিপ্লবের লক্ষ্য হল, মানুষের দ্বারা মানুষের সমস্ত শোষণ লোপ করা, শোষকদের সমস্ত গোষ্ঠীকেই সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করা।

সমস্ত শোষিতশ্রেণীর সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী এবং সর্বাধিক সংগঠিত— শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা।

ঠিকঠিক এই কারণে অক্টোবর বিপ্লবের বিজয় সারা বিশ্বের ব্যাপক শোষিত জনসাধারণের অর্থনীতিতে ও রাজনীতিতে, জীবনযাত্রার ধরনে, রীতিনীতিতে, অভ্যাস ও ঐতিহ্যে এবং সমগ্র চিন্তা ও অনুভূতির রং-এ একটি মূলগত মোড় সূচিত করে।

এটাই হল মূল কারণ যার জন্য সমস্ত দেশের নিপীড়িত শ্রেণীসমূহ অক্টোবর বিপ্লবের জন্য প্রবলতম সহানুভূতি পোষণ করে, এই বিপ্লবকে তারা তাদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি হিসেবে গণ্য করে।

চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

(১) **সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রসমূহ** ('ঔপনিবেশিকদের দেশসমূহ')।

অগ্রসর দেশগুলিতে পুঁজিবাদের রাজত্ব থেকে সাম্যবাদে উত্তরিত হবার মোড় হিসেবে অক্টোবর বিপ্লব। আমরা প্রায়ই বলে থাকি যে, অক্টোবর বিপ্লব হল বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টে একটা ফাটল। কিন্তু তার অর্থ কি? তার অর্থ হল তা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের যুগের **আগমন-বার্তা নিয়ে এল।**

আগেকার দিনে ভিন্নমুখে যাবার পথনির্দেশক ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লব; এর ঐতিহ্যসমূহের সদ্ব্যবহার করা হতো এবং এর প্রথা স্থাপিত হতো।

এখন অক্টোবর বিপ্লব হল প্রস্থানবিন্দু।

পূর্বে ছিল ফ্রান্স।

এখন, ইউ. এস. এস. আর।

পূর্বে 'জ্যাকোবিন' (ফ্রান্সের জ্যাকোবিন মঠে গঠিত ফ্রান্সের বিপ্লবী গোষ্ঠীবিশেষ—অনুবাদক, বাং. সং.) ছিল সমগ্র বুর্জোয়াদের নিকট ভূত।

এখন বলশেভিক হল বুর্জোয়াদের নিকট ভূত।

'সাধারণ' বুর্জোয়া বিপ্লব, যখন শ্রমিকশ্রেণী ছিল কেবলমাত্র দুঃসাহসিক বাহিনী এবং শোষকেরা বিপ্লবের ফল ভোগ করত, সেই বিপ্লবের যুগ **অতিক্রান্ত হয়েছে।**

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের যুগ **আরম্ভ হয়েছে।**

(২) **সাম্রাজ্যবাদের পরিধি।** অক্টোবর বিপ্লব ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিতে মুক্ত করার বিপ্লবসমূহের আগমনবার্তা নিয়ে এসেছিল।

সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত জনগণকে মুক্ত না করলে শ্রমিকশ্রেণী নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। ঔপনিবেশিকদের দেশসমূহে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের যুক্তফ্রন্ট এবং পরাধীন দেশগুলিতে ঔপনিবেশিক বিপ্লবসমূহ।

উপনিবেশ এবং পরাধীন দেশগুলির শান্তিপূর্ণ শোষণের যুগ **অতিক্রান্ত হয়েছে।**

উপনিবেশগুলিতে মুক্ত করার বিপ্লব, সেই দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর জাগরণ ও তার নেতৃত্বের যুগ **আরম্ভ হয়েছে।**

(৩) **কেন্দ্রসমূহ এবং পরিধি—একত্রে।** তদ্দ্বারা, অক্টোবর বিপ্লব বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদকে একটি মারাত্মক আঘাত হানে, যা থেকে তা কখনই পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে না।

অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে সাম্রাজ্যবাদের যে 'ভারসাম্য' ও 'সুস্থিতি' ছিল, তা সে কখনই ফিরে পাবে না।

পুঁজিবাদের 'সুস্থিতির' যুগ **অতিক্রান্ত হয়েছে**।

পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের যুগ **শুরু হয়েছে**।

(৪) অক্টোবর বিপ্লব সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিকবাদের ওপর সাম্যবাদের, সংস্কারবাদের ওপর মার্কসবাদের মতাদর্শগত বিজয় সূচিত করে।

পূর্বে, ইউ. এস. এস. আর-এ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিজয়ের পূর্বে, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট এবং সংস্কারপন্থীরা মার্কসবাদের পতাকা জাঁকালোভাবে ওড়াতে পারত, তারা মার্কস ও এঙ্গেলসের নীতি ও বক্তব্য নিয়ে খেলা করতে পারত, ইত্যাদি, কারণ তা বুর্জোয়াদের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল না এবং জনসাধারণ তখনো জানত না মার্কসবাদের বিজয়ের ফলে কি ঘটতে পারে।

এখন, ইউ. এস. এস. আর-এ শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়ের পরে, যখন প্রত্যেকেই উপলব্ধি করছে মার্কসবাদের ফলে কি ঘটতে পারে এবং তার বিজয় কি সূচিত করতে পারে, তখন মার্কসবাদকে জাহির করা এবং তার নীতি ও বক্তব্যকে নিয়ে খেলা করা যে বুর্জোয়াদের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে, তাই উপলব্ধি করে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক ও সংস্কারপন্থীরা মার্কসবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন কবাকেই পছন্দ করেছে।

অতঃপর, সাম্যবাদ হল মার্কসবাদের একমাত্র আশ্রয় ও দুর্গ।

অতঃপর, মার্কসবাদের নীতি ও মনোভাব সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিকে ত্যাগ করছে, ঠিক যেমন এর আগে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি মার্কসবাদকে বর্জন করেছিল।

এখন অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ের পরে, কেবলমাত্র তারাই মার্কসবাদী হতে পারে যারা দৃঢ়পণ হয়ে এবং ঐকান্তিকতার সঙ্গে বিশ্বের প্রথম শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বকে সমর্থন করে।

বিশ্বের প্রথম শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে সমর্থন করার অর্থে কি বোঝায়? তার অর্থ হল, **কারও নিজের** বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নীতি ও মনোভাব গ্রহণ করা। কিন্তু, যেহেতু সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা তাদের নিজেদের বুর্জোয়াদের সাথে সংগ্রাম করতে চায় না, পরন্তু তাদের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়াকে পছন্দ করে, সেইহেতু তারা, স্বভাবতঃই, বিশ্বের প্রথম শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করার, ইউ. এস. এস. আর-এ

পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার নীতি ও মনোভাব গ্রহণ করে। তা-ই হল সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির গোধূলি।

অক্টোবর বিপ্লব বিশ্ব সাম্যবাদের বিজয়ের যুগের আগমনবার্তা নিয়ে এসেছিল, যে যুগ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির গোধূলির যুগ, চূড়ান্তভাবে বুর্জোয়াদের শিবিরে তার চলে যাবার যুগ।

অক্টোবর বিপ্লব হল মতাদর্শের ক্ষেত্রে মার্কসবাদের বিজয়ের যুগ।

অক্টোবর, ১৯২৭

এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত

ট্রট্স্কিপন্থী বিরোধীশক্তি—আগেকার এবং এখনকার

(সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুক্ত প্লেনামের সভায় প্রদত্ত ভাষণ৪৪, ২৩শে অক্টোবর, ১৯২৭)

১। কতকগুলি গৌণ প্রশ্ন

কমরেডগণ, আমার যথেষ্ট সময় নেই ; সেজন্য আমি পৃথক পৃথক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব।

সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত বিষয়ের প্রশ্নে। এখানে আপনারা শুনেছেন কি অক্লান্তভাবে বিরোধীরা স্তালিনের বিরুদ্ধে গালিগালাজ ছোড়ে, তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁকে গালাগালি করে। এটা আমাকে বিস্মিত করে না, কমরেডগণ। স্তালিনের বিরুদ্ধে কেন প্রধান আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে তার কারণ হল, স্তালিন বিরোধীশক্তির ছলচাতুরী আমাদের কিছু কিছু কমরেডের তুলনায়, সম্ভবতঃ, অধিকতর ভালভাবে জানেন, এবং আমি মনে করি, তাঁকে বোকা বানানো ততটা সহজ নয়। সুতরাং তারা প্রধানতঃ স্তালিনের বিরুদ্ধে তাদের আঘাত হানে। ভাল কথা, তারা প্রাণভরে গালিগালাজ করুক।

এবং স্তালিন কে ? স্তালিন একজন সামান্য লোকমাত্র। লেনিনের কথাই ধরুন। কে না জানে যে আগস্ট জোটের সময়কালে ট্রট্স্কির নেতৃত্বে বিরোধীশক্তি লেনিনের বিরুদ্ধে আরও বেশি অমার্জিতরুচি কুৎসার প্রচার চালিয়েছিল ? দৃষ্টান্তস্বরূপ, ট্রট্স্কির কথাই শুনুন :

> 'লেনিন—প্ররোচনাদানের খেলায় সেই ঝানু ব্যক্তিটি, রাশিয়ার শ্রমিক-আন্দোলনে যা কিছু পশ্চাদ্‌পদ তাকে কাজে লাগানো যার পেশা—তার দ্বারা সুসম্বদ্ধভাবে প্ররোচিত জঘন্য দ্বিধাগ্রস্ততা একটি নির্বোধ মোহাচ্ছন্নতা বলে মনে হয়' ('চ্‌খেইদজের নিকট ট্রট্স্কির চিঠি' দেখুন, এপ্রিল ১৯১৩)।

ভাষাটা লক্ষ্য করুন, কমরেডগণ ! ভাষাটা লক্ষ্য করুন ! ট্রট্স্কি এই-রকমই লিখছেন। আর লিখছেন লেনিন সম্পর্কে।

ট্রট্স্কি, যিনি মহান লেনিনের জুতোর ফিতে বাঁধারও যোগ্য ছিলেন না, তিনি সেই মহান ব্যক্তির বিরুদ্ধে এরূপ অমার্জিতভাবে লিখেছিলেন ; তাহলে

এটা কি বিস্ময়কর যে সেই ট্রট্স্কি এখন লেনিনের অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে একজন—কমরেড স্তালিনের বিরুদ্ধে এরূপ গালিগালাজ নিক্ষেপ করবেন?

তার থেকেও বেশি। আমি মনে করি, বিরোধীশক্তি স্তালিনের বিরুদ্ধে তার সমস্ত ঘৃণা প্রকাশ করে আমাকে সম্মান দেখাচ্ছেন। এরকমটিই হওয়া উচিত। আমি মনে করি এটা আশ্চর্যজনক এবং অপরাধের হতো যদি বিরোধীশক্তি, যা পার্টিকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করছে, তা স্তালিন, যিনি লেনিন-বাদী পার্টি-নীতির মূল সূত্রগুলিকে রক্ষা করছেন, তাঁকে প্রশংসা করত।

এখন লেনিনের 'উইল' সম্পর্কে। বিরোধীরা এখানে চিৎকার করে বলেছেন—আপনারা তাঁদের চিৎকার শুনেছেন—পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি লেনিনের 'উইল লুকিয়ে ফেলেছেন। এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্লেনামে আমরা কয়েকবার আলোচনা করেছি, আপনারা তা জানেন। (**একটি কণ্ঠস্বর**ঃ 'অনেকবার।') এটা বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে কেউ কিছু লুকিয়ে ফেলেনি, প্রমাণিত হয়েছে যে লেনিনের 'উইল' ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেসকে উদ্দেশ করে লেখা হয়েছিল এবং এই 'উইল' কংগ্রেসে পঠিত হয় (**একাধিক কণ্ঠস্বর**ঃ 'তা ঠিক!'), এবং কংগ্রেস **সর্বসম্মতভাবে** সিদ্ধান্ত নেয় যে এটি প্রকাশ করা হবে না, কেননা, অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, লেনিন নিজে চাননি এবং বলেনওনি যে এটি প্রকাশিত হোক। ঠিক আমরা যেমন জানি, বিরোধীশক্তিও এসবই জানে। তৎসত্ত্বেও বিরোধীশক্তি এটি ঘোষণা করার স্পর্ধা দেখিয়েছে যে কেন্দ্রীয় কমিটি 'উইল' 'লুকিয়ে ফেলছে'।

আমি যদি ভুল না করি—লেনিনের 'উইলের' প্রশ্নটি ১৯২৪ সালের মতো দূরবর্তী সময়ে তোলা হয়েছিল। একজন প্রাক্তন মার্কিন কমিউনিস্ট, কোন এক ইস্টম্যান, আছেন যাঁকে পরবর্তীকালে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এই ভদ্রলোক মস্কোতে ট্রট্স্কিপন্থীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন; ইনি লেনিনের 'উইল' সম্পর্কে কিছু কিছু গুজব ও খোশখবর জোগাড় করেন। বিদেশে যান এবং **লেনিনের মৃত্যুর পরে** নামক একখানি বই প্রকাশ করেন, এই বইতে তিনি পার্টি, কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত সরকারের গায়ে কালি মাখাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এই বইটির সারমর্ম ছিল এই যে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি লেনিনের 'উইল' লুকিয়ে রেখেছে। এই ইস্টম্যানের একসময় ট্রট্স্কির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা পলিটব্যুরোর সদস্যরা ট্রট্স্কিকে ইস্টম্যানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে

বলি, কেননা ইস্টম্যান ট্রট্স্কিকে আঁকড়ে ধরে এবং বিরোধীশক্তির কথা উল্লেখ করে 'উইল' সম্পর্কে আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে কুৎসামূলক বিবৃতিগুলির জন্য ট্রট্স্কিকে দায়ী করেছিলেন। বিষয়টি এত বেশি সুস্পষ্ট থাকায়, সত্যসত্যই ট্রট্স্কি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতির মারফৎ ইস্টম্যানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১৬নং **বলশেভিকে** বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়।

পার্টি ও তার কেন্দ্রীয় কমিটি 'উইলটি' লুকিয়ে রেখেছিলেন কিনা ট্রট্স্কির প্রবন্ধের যে অনুচ্ছেদে তিনি এই বিষয়টির আলোচনা করেন আমি সেই অনুচ্ছেদটি পড়ে শোনাচ্ছি। ট্রট্স্কির প্রবন্ধ থেকে উধৃতিটি হল :

'তাঁর বই-এর কতকগুলি অংশে ইস্টম্যান বলছেন যে লেনিনের জীবনের শেষদিকে লেনিনের লিখিত কতকগুলি অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ দলিল কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির কাছ থেকে "লুকিয়ে রেখেছে" (জাতিগত প্রশ্নে, তথাকথিত "উইল" ইত্যাদি সম্পর্কে চিঠিগুলির বিষয়) ; **আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে কুৎসা ছাড়া এর অন্য কোন নাম দেওয়া যেতে পারে না।** ইস্টম্যান যা বলছেন, তা থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, ভ্লাদিমির ইলিচের অভিপ্রায় ছিল সংবাদপত্রে চিঠিগুলি প্রকাশ করা —অথচ চিঠিগুলির চরিত্র ছিল আভ্যন্তরীণ সংগঠন সম্পর্কে পরামর্শদান। বস্তুতঃ তা পুরোদস্তুর অসত্য। তাঁর অসুখের সময় ভ্লাদিমির ইলিচ পার্টির নেতৃত্ব প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, পার্টি কংগ্রেসের নিকট প্রস্তাব. চিঠি ইত্যাদি পাঠাতেন। বলা বাহুল্য, ঐ সমস্ত চিঠি ও প্রস্তাব যাদের জন্য উদ্দিষ্ট থাকত তাদের কাছেই সর্বদা দেওয়া হতো, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ কংগ্রেস দুটির প্রতিনিধিদের জ্ঞাতার্থে সেগুলি আনা হয়েছিল এবং, নিঃসন্দেহে, সর্বদাই পার্টির সিদ্ধান্তসমূহকে সেসব যথাযথভাবে প্রভাবিত করত ; এবং যদি ঐসব চিঠির সবগুলিই প্রকাশ না করা হতো, তার কারণ থাকত এই যে, সেগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হোক, লেখকের সেরকম অভিপ্রায় ছিল না। ভ্লাদিমির ইলিচ কোন "উইল" রেখে যাননি এবং পার্টির প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির চরিত্রই, সঙ্গে সঙ্গে পার্টির নিজস্ব চরিত্রও এরূপ "উইল"-এর সম্ভাবনাকে নিবারিত করত। দেশান্তরীদের এবং বিদেশী বুর্জোয়া ও মেনশেভিক সংবাদপত্রে "উইল" বলে সচরাচর যার উল্লেখ করা হয় (চিনতে পারা না যায় এমনভাবে সুবিধাজনক অংশ বেছে নিয়ে বিকৃতভাবে বর্ণনা করার ধরনে) তা হল ভ্লাদিমির ইলিচের একটা

চিঠি যার মধ্যে ছিল সাংগঠনিক বিষয়সমূহের প্রশ্নে তাঁর পরামর্শ। পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেস সেই চিঠির প্রতি পূর্ণতম মনোযোগ দেয়—যেমন দেয় অন্যান্য চিঠিগুলির প্রতিও—এবং তা থেকে সেই সময়কার পরিস্থিতি ও অবস্থাসমূহের উপযোগী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করে। **একটি "উইল" লুকিয়ে রাখা বা তা লংঘন করার সমস্ত কথাবার্তা একটি বিদ্বেষ-প্রণোদিত আবিষ্কার এবং ভ্লাদিমির ইলিচের প্রকৃত ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত,** পরিচালিত যে পার্টি তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তার স্বার্থসমূহের বিরুদ্ধেও' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (১৯২৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের ১৬নং **বলশেভিকের** ৬৮ পৃঃ দেখুন, এই সংখ্যায় ইস্টম্যানের **লেনিনের মৃত্যুর পর** এই বইখানি সম্পর্কে ট্রট্স্কির প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল)।

কেউ হয়তো ভাববেন, বক্তব্যটি পরিষ্কার। ট্রট্স্কি ছাড়া আর কেউ এটা লেখেননি। তাহলে কোন্ কোন্ যুক্তিতে ট্রট্স্কি, জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ পার্টি ও তার কেন্দ্রীয় কমিটি লেনিনের 'উইল' 'লুকিয়ে ফেলেছেন' এ সম্পর্কে গল্প বলছেন? গল্প বলা অবশ্য অনুমোদনযোগ্য, কিন্তু গল্প-বলিয়েদের জানা উচিত কোথায় থামতে হবে।

বলা হয়ে থাকে যে এই 'উইলে' কমরেড লেনিন কংগ্রেসের কাছে প্রস্তাব দেন যে স্তালিনের 'রূঢ়তার' জন্য স্তালিনের জায়গায় আর কোন কমরেডকে সাধারণ সম্পাদক করার প্রশ্ন কংগ্রেসের বিবেচনা করা উচিত। তা সম্পূর্ণ সত্য। হাঁ, কমরেডগণ, যারা স্পষ্টভাবে এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে পার্টিকে ধ্বংস করে, পার্টিতে ভাঙন ধরায় আমি তাদের প্রতি রূঢ়। কখনো আমি এটা গোপন করিনি, এখনো তা গোপন করছি না। হয়তো যারা ভাঙন সৃষ্টি করে তাদের সম্পর্কে আচরণে কিছুটা নমনীয়তার প্রয়োজন, কিন্তু এ ব্যাপারে আমি পাকাপোক্ত নই। ত্রয়োদশ কংগ্রেসের পরে কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের প্রথম সভাতেই আমি কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম সাধারণ সম্পাদকের কর্তব্যভার থেকে আমাকে মুক্তি দিতে। কংগ্রেস নিজেই এ প্রশ্নটি আলোচনা করে। প্রত্যেকটি প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রশ্নটি পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করেন এবং ট্রট্স্কি, কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ সহ সমগ্র প্রতিনিধি-মণ্ডলী সর্বসম্মতভাবে তাঁর পদে অধিষ্ঠিত থাকতে স্তালিনকে **অনুগৃহীত করেন।**

আমি কি করতে পারতাম? পদ ছেড়ে দেওয়া? আমার প্রকৃতিতে

তা নেই। আমি কোন পদ কখনো ত্যাগ করিনি এবং আমার তা করার অধিকারও নেই, কেননা তা হবে পালিয়ে যাওয়া। আমি আগেই বলেছি, আমি একজন স্বাধীন এজেন্ট নই এবং পার্টি যখন আমার ওপর কোন বাধ্য-বাধকতা চাপায় আমাকে অতি অবশ্যই তা পালন করতে হবে।

এক বছর পরে আমাকে অব্যাহতি দিতে আমি আবার প্লেনামের কাছে অনুরোধ জানাই, কিন্তু পদাধিষ্ঠিত থাকতে আমাকে আবার বাধ্য করা হয়।

আমি আর কি করতে পারতাম?

'উইল' প্রকাশ করা সম্পর্কে—কংগ্রেস তা প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, কেননা তা কংগ্রেসকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছিল এবং তা প্রকাশ করার পক্ষে লেখকের কোন অভিপ্রায় ছিল না।

১৯২৬ সালে কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্লেনামের সিদ্ধান্ত আমাদের আছে যে দলিলটি প্রকাশ করার জন্য পঞ্চদশ কংগ্রেসের অনুমতি চাওয়া হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের একই প্লেনামের সিদ্ধান্ত আমাদের রয়েছে যে লেনিনের অন্যান্য চিঠি প্রকাশ করা হবে, যেগুলিতে তিনি অক্টোবরের অভ্যুত্থানের পূর্বে কামেনেভ ও জিনো-ভিয়েভের ভুলভ্রান্তিসমূহ দেখিয়ে দিয়েছিলেন এবং পার্টি থেকে তাঁদের বহিষ্কার দাবি করেছিলেন।[৪৫]

স্পষ্টতঃ, পার্টি এই সমস্ত দলিল লুকিয়ে রাখছে, এইরকম কথাবার্তা জঘন্য কুৎসা। এই সমস্ত দলিলের মধ্যে রয়েছে পার্টি থেকে জিনোভিয়েভ ও কামেনেভকে বহিষ্কার করার প্রয়োজনীয়তা দাবি করে লেনিনের চিঠিগুলি। বলশেভিক পার্টি, বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কখনো সত্যকে ভয় করেনি। বলশেভিক পার্টির শক্তি ঠিক এই ঘটনার মধ্যে নিহিত যে এই পার্টি সত্যকে ভয় করে না এবং সত্যকে সোজাসুজি মোকাবিলা করে।

বিরোধীশক্তি লেনিনের 'উইলকে' তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে; কিন্তু এই 'উইল' পড়াটাই যথেষ্ট হবে যে এটি তাদের পক্ষে আদৌ তুরুপের তাস নয়। পক্ষান্তরে, লেনিনের 'উইল' বিরোধীশক্তির বর্তমান নেতাদের পক্ষে মারাত্মক।

বস্তুতঃ, এটি একটি সত্য ঘটনা যে তাঁর 'উইলে' লেনিন ট্রট্স্কিকে 'অ-বলশেভিকবাদে' অভিযুক্ত করেছেন এবং অক্টোবর বিপ্লবের সময় কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ যে ভুল করেছিলেন, সে সম্পর্কে তিনি বলছেন যে এই ভুল

'আকস্মিক' ছিল না। তার অর্থ কি? তার অর্থ এই যে, ট্রট্স্কি, যিনি 'অ-বলশেভিকবাদে' ভুগছেন এবং কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ, যাঁদের ভুলভ্রান্তিগুলি 'আকস্মিক' নয় এবং নিশ্চিতরূপে পুনরাবৃত্ত হতে পারে এবং হবে, তাঁদের **রাজনৈতিকভাবে** বিশ্বাস করা যেতে পারে না।

এটা বৈশিষ্ট্য সূচক যে, 'উইলে' স্তালিনের সম্বন্ধে এমন একটি শব্দ নেই, এমনকি কোন ইঙ্গিতও নেই যে স্তালিন ভুল করেছেন। এতে মাত্র স্তালিনের রূঢ়তার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু স্তালিনের **রাজনৈতিক** লাইনে বা অবস্থানে রূঢ়তা একটা ত্রুটি হিসেবে গণ্য হয় না বা গণ্য করা যেতে পারে না।

'উইলের' প্রাথমিক অনুচ্ছেদটি হল এই :

'কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য সদস্যদের ব্যক্তিগত গুণাবলীর বৈশিষ্ট্য প্রদান করতে আমি যাব না। আমি কেবল আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেব যে জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ সম্পর্কে অক্টোবরের কাহিনী নিঃসন্দেহে আকস্মিক ছিল না, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের এই সম্পর্কে দোষী বলা যেতে পারে ঠিক ততটা কম পরিমাণে যতটা কম পরিমাণে ট্রট্স্কিকে তাঁর অ-বলশেভিকবাদের জন্য দোষী বলা যেতে পারে।'

মনে হবে, এই বক্তব্য স্পষ্ট।

২। বিরোধীশক্তির 'কর্মসূচী'

পরবর্তী প্রশ্ন। কেন্দ্রীয় কমিটি বিরোধীশক্তির 'কর্মসূচী' প্রকাশ করেনি কেন? জিনোভিয়েভ এবং ট্রট্স্কি বলেন, তার কারণ হল এই, পার্টি ও কেন্দ্রীয় কমিটি সত্যকে 'ভয় করে'। তা কি সত্য? অবশ্যই না। তার চেয়েও কিছু বেশি। এটা বলা হাস্যকর যে পার্টি অথবা কেন্দ্রীয় কমিটি সত্যকে ভয় করে। কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের আক্ষরিক রিপোর্ট আমাদের রয়েছে। এই সমস্ত রিপোর্ট কয়েক হাজার কপি করে ছাপানো হয়েছে এবং সেগুলি পার্টি-সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। এইসব রিপোর্টে পার্টি-লাইনের বিরোধীদের তথা প্রতিনিধিদের ভাষণ রয়েছে। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ পার্টি-সদস্যেরা সেগুলি পড়ছেন (**একাধিক কণ্ঠস্বর :** 'এ কথা সত্য!')। আমরা যদি সত্যকে ভয় করতাম, তাহলে আমরা এই সমস্ত দলিল বিলি করতাম না। এই সমস্ত দলিল সম্পর্কে যথার্থতঃই ভাল জিনিস হল এই যে, সেগুলি পার্টির সদস্যদের সক্ষম করে কেন্দ্রীয় কমিটির

নীতি ও মনোভাবের সঙ্গে বিরোধীশক্তির মতামত তুলনা করতে এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে। এটা কি সত্যকে ভয় করা?

১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসে বিরোধী নেতারা আত্মগরিমায় গট্‌মট্‌ করে ঘুরে বেড়িয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলে বেড়াচ্ছিলেন—যেমন তাঁরা এখন বলে বেড়াচ্ছেন—যে, কেন্দ্রীয় কমিটি সত্যকে ভয় করে এবং পার্টির কাছ থেকে গোপন করে কমিটি তাঁদের 'কর্মসূচী' লুকিয়ে রাখছে, ইত্যাদি। তারই জন্য তাঁরা মস্কোতে (আভিয়াপ্রিবর ফ্যাক্টরির কথা স্মরণ করুন), লেনিনগ্রাদে (পুটিলভ ওয়ার্কসের কথা স্মরণ করুন) এবং অন্যান্য জায়গায় পার্টি ইউনিট-সমূহের মধ্যে গোপনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। বেশ, ফলে কি ঘটেছিল? কমিউনিস্ট শ্রমিকেরা আমাদের বিরোধীদের ভালরকমের একটা ধাতানি দেয়, বস্তুতঃ এমন ধাতানি যে বিরোধী নেতারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। সে-সময় তাঁরা আমাদের মধ্যে কে সত্যকে ভয় করে তা নিরূপণ করতে—বিরোধীরা অথবা কেন্দ্রীয় কমিটি—আরও এগিয়ে, সমস্ত পার্টি ইউনিটসমূহের নিকট যেতে কেন সাহস করেননি? তার কারণ হল এই যে, খাঁটি (এবং কাল্পনিক নয়) সত্যের দ্বারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাঁরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিলেন।

এবং এখন? সৎভাবে বলতে গেলে, পার্টি ইউনিটসমূহে এখন একটা আলোচনা চলছে না কী? অন্ততঃ একটি ইউনিট দেখান, যেখানে একজনমাত্র বিরোধী আছেন এবং যেখানে গত তিন-চার মাসে একটিমাত্র সভা হয়েছে, যাতে বিরোধীদের প্রতিনিধিরা বক্তৃতা করেননি, যাতে কোন আলোচনা হয়নি। এটা কি সত্য ঘটনা নয় যে, গত তিন-চার মাসে বিরোধীরা যখনই পেরেছেন পার্টি ইউনিটগুলিতে এসে তাঁদের বিরুদ্ধ প্রস্তাবগুলি দিয়েছেন? (একাধিক কণ্ঠস্বর: 'সম্পূর্ণ সঠিক!') তাহলে ট্রট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভ কেন পার্টি ইউনিটগুলিতে যেতে চেষ্টা করছেন না, এবং তাঁদের মতামত ব্যাখ্যা করছেন না?

একটি বৈশিষ্ট্যমূলক ঘটনা। এই বৎসর আগস্ট মাসে কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্লেনামের পর, ট্রট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভ একটি বক্তব্য পাঠান যে, কেন্দ্রীয় কমিটির আপত্তি না থাকলে তাঁরা মস্কোর সক্রিয় কর্মীদের একটা সভায় ভাষণ দিতে চান। এর জবাবে কেন্দ্রীয় কমিটি জানায় (এবং এই জবাব স্থানীয় সংগঠনগুলির মধ্যে বিলি করা হয়েছিল) যে, এরূপ একটি

সভায় ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভের বক্তৃতা দেবার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কমিটির কোন আপত্তি নেই, অবশ্য যদি তাঁরা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে, কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তসমূহের বিরুদ্ধে কিছু না বলেন। ফলে কি ঘটল? তাঁরা তাঁদের অনুরোধ পরিত্যাগ করেন। (**সার্বজনীন হাস্যধ্বনি।**)

হাঁ, কমরেডগণ, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সত্যকে ভয় করেন, কিন্তু তা কেন্দ্রীয় কমিটি নয়, পার্টির ভয় তো আরও কম; ভয় করেন আমাদের বিরোধী নেতারা।

ঘটনা যখন এমন, কেন্দ্রীয় কমিটি কেন বিরোধীদের 'কর্মসূচী' প্রকাশ করেনি?

প্রথমতঃ, ট্রট্স্কির উপদল, অথবা অন্য কোন উপদলীয় গোষ্ঠীকে কেন্দ্রীয় কমিটি বৈধ করতে চায়নি, তাতে তার অধিকারও নেই। 'ঐক্যের প্রশ্নে' দশম কংগ্রেসের প্রস্তাবে লেনিন বলেন যে একটি 'কর্মসূচীর' অস্তিত্ব হল উপদলীয়তার অন্যতম প্রধান নিদর্শন। তা সত্ত্বেও, বিরোধীশক্তি একটি 'কর্মসূচী' রচনা করে দাবি করে যে, সেটি প্রকাশ করা হোক, তার দ্বারা তা দশম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত লংঘন করে। ধরে নেওয়া যাক, কেন্দ্রীয় কমিটি বিরোধীদের 'কর্মসূচী' প্রকাশ করেছে, তার অর্থ কি হতো? তার অর্থ হতো এই যে, দশম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহ লংঘন করার ক্ষেত্রে বিরোধীদের উপদলীয় প্রচেষ্টাসমূহে অংশগ্রহণ করায় কেন্দ্রীয় কমিটি ইচ্ছুক। কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন কি তাতে সম্মত হতে পারে? সুস্পষ্টভাবে, কোন আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন কেন্দ্রীয় কমিটি এই উপদলীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না। (**একাধিক কণ্ঠস্বর: 'সম্পূর্ণ সঠিক!'**)

আরও। 'ঐক্যের প্রশ্নে' লেনিনের রচিত দশম কংগ্রেসের সেই একই প্রস্তাবে বলা হয়েছে: 'যে-কোন কর্মসূচীর ভিত্তিতে যে সমস্ত গ্রুপ গঠিত হয়েছে ব্যতিক্রমহীনভাবে সেই সমস্ত গ্রুপকেই অবিলম্বে **ভেঙে দেবার** নির্দেশ কংগ্রেস দিচ্ছে' এবং 'কংগ্রেসের এই নির্দেশ না মানা পার্টি থেকে নিশ্চিত এবং আশু বহিষ্কার ঘটাবে।' নির্দেশটি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। ধরে নেওয়া যাক, কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন বিরোধীদের 'কর্মসূচী' প্রকাশ করেছে, তাকে কি যে-কোন 'কর্মসূচীর' ভিত্তিতে গঠিত সমস্ত গোষ্ঠীকে ব্যতিক্রমহীনভাবে ভেঙে দেওয়া বলা চলত? সুস্পষ্টভাবে না। পক্ষান্তরে, তার অর্থ হতো, কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন নিজেরাই

বিরোধীদের 'কর্মসূচীর' ভিত্তিতে রচিত গ্রুপ ও উপদলগুলিকে ভেঙে দিতে চাইছে না, চাইছে সেগুলি সংগঠিত করার ব্যাপারে সাহায্য করতে। কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন কি পার্টিকে ভেঙে দেবার দিকে সেই পদক্ষেপ নিতে পারে? সুস্পষ্টভাবে, তারা তা পারে না।

সর্বশেষে, বিরোধীদের 'কর্মসূচী'র ভেতর পার্টির বিরুদ্ধে কুৎসা রয়েছে, যেগুলি প্রকাশিত হলে পার্টি এবং আমাদের রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতি করত।

বস্তুতঃ, বিরোধীদের 'কর্মসূচীতে' বলা হয়েছে যে, আমাদের পার্টি বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার বিলোপ করতে চায় এবং সমস্ত ঋণ, সেইহেতু সমস্ত যুদ্ধ-ঋণের ক্ষেত্রে পাওনা দিয়ে দিতে চায়। প্রত্যেকেই জানে, এটি আমাদের পার্টি, আমাদের শ্রমিকশ্রেণী এবং আমাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি নিদারুণ বিরক্তিকর কুৎসা। ধরে নেওয়া যাক, পার্টি এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে 'কর্মসূচীতে' কুৎসা বিধৃত রয়েছে আমরা তা প্রকাশ করেছি, তাহলে কি ঘটত? তার একমাত্র ফল এই হতো যে আন্তর্জাতিক বুর্জোয়ারা আমাদের ওপর অধিকতর চাপ দিতে শুরু করত, এমন সব সুযোগ-সুবিধা দাবি করত যেগুলিতে আমরা আদৌ রাজী হতে পারি না (দৃষ্টান্তস্বরূপ, বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারের বিলুপ্তি, যুদ্ধ-ঋণের ক্ষেত্রে পাওনা দিয়ে দেওয়া, ইত্যাদি) এবং তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দিত।

যখন ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভের মতো কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যেরা সমস্ত দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে আমাদের পার্টি সম্পর্কে মিথ্যা রিপোর্ট সরবরাহ করেন, তাদের আশ্বাস দেন যে, বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারের বিলোপ করা সহ আমরা চূড়ান্ত সুযোগ-সুবিধাসমূহ দিতে প্রস্তুত—তার একমাত্র অর্থ হতে পারে: বুর্জোয়া মশাইরা, বলশেভিক পার্টির ওপর আরও কঠিন চাপ দাও, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবার হুমকি দাও; তোমরা যদি যথেষ্ট শক্ত চাপ দাও, বলশেভিক পার্টি প্রতিটি সুযোগ-সুবিধা দিতে রাজী হবে।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে আমাদের অসুবিধাগুলির কঠোরতা বাড়াবার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী মশাইদের কাছে আমাদের পার্টি সম্বন্ধে জিনোভিয়েভ এবং ট্রট্স্কি কর্তৃক উপস্থাপিত মিথ্যা রিপোর্টসমূহ—বিরোধীদের 'কর্মসূচী' এতেই পর্যবসিত।

এতে কার ক্ষতি সাধিত হয়? স্পষ্টতঃ এটি ক্ষতিসাধন করে ইউ. এস. এস.

আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর, ক্ষতিসাধন করে ইউ. এস. এস. আর-এর কমিউনিস্ট পার্টির, আমাদের সমগ্র রাষ্ট্রের।

এতে কে উপকৃত হয়? উপকৃত হয় সমস্ত দেশের সাম্রাজ্যবাদীরা।

এখন আমি আপনাদের প্রশ্ন করি: কেন্দ্রীয় কমিটি কি আমাদের সংবাদপত্রে এরূপ নোংরা জিনিস প্রকাশ করতে রাজী হতে পারে? স্পষ্টতঃ, তা সে পারে না।

এই বিবেচনাগুলিই কেন্দ্রীয় কমিটিকে বাধ্য করেছে বিরোধীদের 'কর্মসূচী' প্রকাশের ব্যাপারটা অস্বীকার করতে।

৩। আলোচনা এবং সাধারণভাবে বিরোধীশক্তিসমূহের প্রশ্নে লেনিন

পরবর্তী প্রশ্ন। জিনোভিয়েভ এটি প্রমাণ করতে প্রচণ্ডভাবে চেষ্টা করেছেন যে, লেনিন সর্বদা এবং সব সময়ে আলোচনার অনুকূলে ছিলেন। জিনোভিয়েভ দশম কংগ্রেসের পূর্বে বিভিন্ন কর্মসূচী সম্পর্কে যে আলোচনা ঘটেছিল তার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এটা উল্লেখ করতে 'ভুলে গেছেন' যে দশম কংগ্রেসের পূর্বে যে আলোচনা হয়েছিল লেনিন তাকে একটি ভুল হিসেবে গণ্য করেন। তিনি এটা বলতে 'ভুলে গেছেন' যে 'পার্টির ঐক্যের প্রশ্নে' লেনিনের রচিত দশম কংগ্রেসের প্রস্তাবটি ছিল আমাদের পার্টির বিকাশের পক্ষে একটি **নির্দেশ**; এই প্রস্তাবটি 'কর্মসূচীসমূহের' আলোচনার নির্দেশ দেয়নি, নির্দেশ দিয়েছিল যে-কোন 'কর্মসূচীর' ভিত্তিতে গঠিত সমস্ত গ্রুপগুলিকেই ভেঙে দিতে। তিনি এ কথা 'ভুলে গেছেন' যে পার্টিতে ভবিষ্যতে সমস্ত বিরোধীশক্তির ওপর 'নিষেধের' অনুকূলে দশম কংগ্রেসে লেনিন বক্তৃতা করেছিলেন। তিনি বলতে 'ভুলে গেছেন' যে লেনিন মনে করতেন, পার্টিকে একটা 'বিতর্ক সভায়' পরিণত করা নিশ্চিতরূপে অনুমতিদানের অযোগ্য।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, দশম কংগ্রেসের পূর্বে যে আলোচনা হয়েছিল সে সম্পর্কে লেনিনের মূল্যায়ন হল এইরূপ:

'আজকে এ সম্পর্কে বলবার সুযোগ আমার ইতিমধ্যেই হয়েছে এবং, অবশ্যই, কেবলমাত্র সতর্কভাবে আমি লক্ষ্য করতে পেরেছি যে, আপনাদের মধ্যে খুব বেশি লোক থাকতে পারেন না, যাঁরা এই আলোচনাকে একটি অত্যধিক বিলাস বলে মনে করেন না। আমি আরও কিছু যোগ করা

থেকে বিরত থাকতে পারি না যে, আমার কথা বলতে গেলে, আমি মনে করি এই বিলাস নিশ্চিতরূপে অননুমোদনীয় ছিল এবং এরূপ আলোচনায় অনুমতি দিয়ে আমরা নিঃসন্দেহে ভুল করেছিলাম' (দশম কংগ্রেসের কার্যবিবরণী[৪৬] দেখুন)।

এবং দশম কংগ্রেসের পর কোন সম্ভাব্য বিরোধীশক্তি সম্পর্কে লেনিন দশম কংগ্রেসে যা বলেছিলেন তা হল :

'পার্টিকে সুসংহত করা, পার্টিতে একটি বিরোধীশক্তি নিষিদ্ধ করা—বর্তমান পরিস্থিতি থেকে এই ধরনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তই টানতে হবে।…' 'কমরেডগণ, আমরা এখন একটি বিরোধীশক্তি চাই না। এবং আমি মনে করি পার্টি কংগ্রেসকে এই সিদ্ধান্ত টানতে হবে, এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমাদের অতি অবশ্যই বিরোধীশক্তির অবসান ঘটাতে হবে, এর শেষ করতে হবে, এপর্যন্ত আমরা যথেষ্টই বিরোধীশক্তির সম্মুখীন হয়েছি।' (ঐ, পৃঃ ৬১ ও ৬৩[৪৭]।)

আলোচনা এবং সাধারণভাবে বিরোধীশক্তির প্রশ্নে লেনিন এইভাবে বিবেচনা করতেন।

৪। বিরোধীশক্তি এবং 'তৃতীয় শক্তি'

পরবর্তী প্রশ্ন। শ্বেতরক্ষীদের সম্পর্কে কমরেড মেনঝিনস্কির বিবৃতির কি প্রয়োজন ছিল, যাদের সাথে ট্রট্‌স্কিপন্থীদের বে-আইনী, পার্টি-বিরোধী মুদ্রণযন্ত্রের কিছু কিছু 'কর্মীর' সম্পর্ক রয়েছে ?

প্রথমতঃ, এই বিষয়টি সম্পর্কে বিরোধীশক্তি তার পার্টি-বিরোধী ইস্তাহারসমূহে যে মিথ্যা এবং কুৎসা প্রচার করছে তা দূরীভূত করার জন্য। বিরোধীশক্তি প্রত্যেককেই আশ্বস্ত করছে যে, শ্বেতরক্ষীরা, যারা একভাবে না হয় অন্যভাবে শ চারবাকভ, ৎভারস্কয় এবং অন্যান্যদের মতো বিরোধীশক্তির মিত্রদের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তাদের সম্পর্কে রিপোর্ট হল বানানো গল্প, একটি আবিষ্কার এবং বিরোধীশক্তির সুনামহানি করার জন্য তা প্রচার করা হচ্ছে। কমরেড মেনঝিনস্কির বিবৃতি এবং তার সঙ্গে ধৃত লোকজনদের সাক্ষ্য কোনরকম সন্দেহের অবকাশ রাখে না যে, ট্রট্‌স্কিপন্থীদের বে-আইনী, পার্টি-বিরোধী মুদ্রণযন্ত্রের 'কর্মীদের' একটি অংশ শ্বেতরক্ষী প্রতিবিপ্লবী লোকজনদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, নিঃসন্দেহে সম্পর্কযুক্ত। বিরোধীশক্তি ঐসব

ঘটনা ও দলিলপত্র খণ্ডন করতে চেষ্টা করুক।

দ্বিতীয়তঃ, বার্লিনে মাসলোর মুখপত্র (**ফানে দেস কোমিউনিসমাস, অর্থাৎ সাম্যবাদের পতাকা**) যে মিথ্যাগুলি প্রচার করছে সে-সবের মুখোস খুলে দেবার জন্য। দলত্যাগী মাসলো কর্তৃক প্রকাশিত—মাসলো এখন ইউ. এস. এস. আর-এর নামে কুৎসা রটানো এবং বুর্জোয়াদের কাছে ইউ. এস. এস. আর-এর রাষ্ট্র সংক্রান্ত গোপন তথ্য বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক ফাঁস করে দেওয়ায় ব্যাপৃত—নোংরা সংবাদপত্রের সর্বশেষ সংখ্যাটি আমরা সবেমাত্র পেয়েছি। মুখপত্রটি জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে, অবশ্য সুবিধাজনক অংশ বেছে নিয়ে বিকৃত ধরনে, ধৃত শ্বেতরক্ষীদের এবং বে-আইনী, পার্টি-বিরোধী মুদ্রণযন্ত্রে তাদের মিত্রদের সাক্ষ্য ছাপিয়েছে। (**একাধিক কণ্ঠস্বর :** 'কুৎসাপূর্ণ!') মাসলো কোথা থেকে এই সংবাদ পেতে পারে? এই সংবাদ হল গোপনীয়, কেননা শ্বেতরক্ষী দল, যা পিলসুদ্স্কি ষড়যন্ত্রের পন্থাসমূহের ভিত্তিতে একটি ষড়যন্ত্র সংগঠিত করার কাজে জড়িত, তার সমস্ত সদস্যদের এখনো খুঁজে পাওয়া বা গ্রেপ্তার করা যায়নি। এই তথ্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনে ট্রট্স্কি, জিনোভিয়েভ, স্মিলগা এবং বিরোধীশক্তির অন্যান্য সদস্যদের জানানো হয়েছিল। আপাততঃ ওই সমস্ত সাক্ষ্যের কপি না করতে তাঁদের নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু স্পষ্টতঃই, তাঁরা কপি করে দ্রুত মাসলোকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু প্রকাশ করার জন্য মাসলোর কাছে এই তথ্য পাঠাবার অর্থ কি? এর অর্থ হল, যে সমস্ত শ্বেতরক্ষীদের এখনো খোঁজ পাওয়া বা গ্রেপ্তার করা যায়নি তাদের সতর্ক করা যে বলশেভিকরা তাদের গ্রেপ্তার করতে চায়।

কমিউনিস্টদের পক্ষে এরূপ কাজ করা কি যুক্তিযুক্ত বা অনুমোদনযোগ্য? স্পষ্টতঃই, না।

মাসলোর মুখপত্রের প্রবন্ধে একটি কটু শিরোনাম রয়েছে: 'স্তালিন সি. পি. এস ইউ (বি)কে ভাঙছেন। একটি শেতরক্ষী ষড়যন্ত্র। ইউ. এস. এস. আর থেকে একটি চিঠি।' (**একাধিক কণ্ঠস্বর :** 'ইতর দুর্বৃত্তেরা!') এসবের পরে, ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভের সাহায্যে মাসলো কর্তৃক ধৃত লোকদের সাক্ষ্য বিকৃতভাবে সংবাদপত্রে ছাপানোর পর আমরা কি—এসবের পরে—কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্লেনামের কাছে রিপোর্ট করা থেকে এবং প্রকৃত ঘটনাসমূহ ও প্রকৃত সাক্ষ্যগুলির সঙ্গে তুলনামূলক বৈষম্য প্রদর্শন থেকে বিরত থাকতে পারি?

এইজন্যই কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন সত্য ঘটনা সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেবার জন্য কমরেড মেনঝিনস্কিকে বলা প্রয়োজনীয় মনে করে।

এই সমস্ত সাক্ষ্য থেকে, কমরেড মেনঝিনস্কির বিবৃতি থেকে কি বেরিয়ে আসে? আমরা কি বিরোধীশক্তিকে একটি সামরিক ষড়যন্ত্র সংগঠিত করার দায়ে কখনো অভিযুক্ত করেছি বা এখন করছি? অবশ্যই না। আমরা কি বিরোধীশক্তিকে এই ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করার দায়ে কখনো অভিযুক্ত করেছি বা এখন করছি? অবশ্যই না। (**মুরালভ:** 'গত প্লেনামে আপনারা অভিযোগ করেছিলেন।') মুরালভ, তা সত্য নয়। বে-আইনী, পার্টি-বিরোধী মুদ্রণযন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পার্টি-বহির্ভূত বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের দুটি বিবৃতি রয়েছে। সেই সমস্ত দলিলে আপনারা একটা বাক্য, একটা শব্দও দেখতে পাবেন না যাতে দেখা যাবে আমরা বিরোধীশক্তিকে একটি সামরিক ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণের দায়ে অভিযুক্ত করেছি। সেই সমস্ত দলিলে কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন দৃঢ়ভাবে কেবলমাত্র এটাই বলেছে যে, তার বে-আইনী মুদ্রণযন্ত্র সংগঠিত করার সময় বিরোধীশক্তি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শে আসে এবং তাদের পালাক্রমে, এইসব বুদ্ধিজীবীদের কিছু কিছুর সেইসব শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে দেখা যায়, যারা একটি সামরিক ষড়যন্ত্রকে বাড়িয়ে তুলছিল। কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতিমণ্ডলী কর্তৃক প্রকাশিত এই বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দলিলগুলিতে প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদ দেখিয়ে দেবার জন্য আমি মুরালভকে অনুরোধ করব। মুরালভ এরূপ কোন অনুচ্ছেদ দেখাতে পারবেন না, কেননা তার কোন অস্তিত্বই নেই।

ঘটনা যখন এরূপ, আমরা বিরোধীশক্তির বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ করেছি এবং এখনো করছি?

প্রথমতঃ, বিরোধীশক্তি একটি ভাঙন ধরাবার নীতি অনুসরণ করে একটি পার্টি-বিরোধী বে-আইনী মুদ্রণযন্ত্র সংগঠিত করেছে।

দ্বিতীয়তঃ, বিরোধীশক্তি, এই মুদ্রণযন্ত্র সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে একটি জোটে আবদ্ধ হয়, যাদের কেউ কেউ প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে ছিল।

তৃতীয়তঃ, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের কাজ স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে নিযুক্ত করে এবং পার্টির বিরুদ্ধে তাদের সাথে ষড়যন্ত্র করে বিরোধীশক্তি, তার সংকল্প ও অভি-

প্রায় থেকে স্বাধীনভাবে, তথাকথিত 'তৃতীয় শক্তি' দ্বারা নিজেকে পরিবেষ্টিত দেখতে পায়।

বিরোধীশক্তি প্রমাণ করে যে তার নিজের পার্টির তুলনায় ঐসব বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের ওপর তার অধিকতর আস্থা রয়েছে। নচেৎ তা শ. চারবাকভ, খভারস্কয়, বলশাকভ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে বে-আইনী মুদ্রণযন্ত্রের সম্পর্কে 'ধৃত সমস্ত ব্যক্তিদের' মুক্তির দাবি করত না ; দেখা যায় প্রতিবিপ্লবী লোকজনদের সঙ্গে এই ব্যক্তিদের সংযোগ রয়েছে।

বিরোধীশক্তি একটি পার্টি-বিরোধী, বে-আইনী মুদ্রণযন্ত্র পেতে চেয়েছিল ; এই উদ্দেশ্যে তা বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের সাহায্যের আশ্রয় গ্রহণ করে ; কিন্তু এই সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ পুরোদস্তুর বিপ্লব-বিরোধীদের সংস্পর্শে রয়েছে প্রমাণিত হয়েছে—কমরেডগণ, এরূপই ঘটনাপরম্পরাই পরিণতিতে ঘটেছে। বিরোধীশক্তির সংকল্প ও অভিপ্রায় থেকে স্বাধীনভাবে, সোভিয়েত-বিরোধী অংশসমূহ এর চারিপাশে ভিড় করে এবং তার ভাঙন ঘটাবার কার্যকলাপ তারা তাদের নিজেদের স্বার্থসাধনে কাজে লাগাবার চেষ্টা করে।

এইভাবে, আমাদের পার্টির দশম কংগ্রেসের মতো দূরবর্তীকালে লেনিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ('পার্টি ঐক্যের প্রশ্নে' দশম কংগ্রেসের প্রস্তাব দেখুন), তাতে লেনিন বলেন, 'তৃতীয় শক্তি' অর্থাৎ বুর্জোয়ারা তাদের নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থসাধনে বিরোধীশক্তির কার্যকলাপসমূহকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে আমাদের পার্টির ভেতরকার বিবাদে নিশ্চিতরূপে ঢুকে পড়বে ; লেনিনের সেই ভবিষ্যদ্বাণী আজ সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

বলা হয় যে, বিরোধীশক্তির সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখেই প্রতিবিপ্লবী অংশসমূহ কখনো কখনো আমাদের সোভিয়েত সংস্থাগুলিতে প্রবেশ করে, দৃষ্টান্তস্বরূপ ফ্রন্টগুলিতে। তা সত্য বটে। এইসব ক্ষেত্রে অবশ্য সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ সেইসব লোককে গ্রেপ্তার করে এবং গুলি করে। কিন্তু বিরোধীশক্তি কি করেছিল ? বিরোধীশক্তি বে-আইনী মুদ্রণযন্ত্রের সম্পর্কে ধৃত, প্রতিবিপ্লবী লোকজনদের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে বলে আবিষ্কৃত বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মুক্তি দাবি করে। কমরেডগণ, এইটিই হল বিপত্তি। বিরোধীশক্তির ভাঙন ধরানোর কার্যকলাপের পরিণতি সেইদিকেই এগিয়ে যায়। এই সমস্ত বিপদের কথা চিন্তা করার পরিবর্তে, তাদের সম্মুখে কি গহ্বর হা করে আছে তা ভাবার পরিবর্তে আমাদের বিরোধীরা পার্টির বিরুদ্ধে ঝুড়ি ঝুড়ি কুৎসা রটনা করে এবং

সর্বশক্তি দিয়ে তারা আমাদের পার্টিকে বিশৃংখলায় ডুবিয়ে দিতে, ভেঙে ফেলতে চেষ্টা করে।

প্রতিবিপ্লবী সংগঠনগুলির মুখোস উন্মোচন করার জন্য একজন প্রাক্তন র‍্যাঙ্গেল অফিসার অগপুকে সাহায্য করছে, এরূপ একটি গল্প চলছে। বিরোধী-শক্তি এই ঘটনা নিয়ে লাফাচ্ছে, নাচছে, বিরাট হৈ-চৈ তুলছে যে প্রাক্তন র‍্যাঙ্গেল অফিসার, যার কাছে বিরোধীশক্তির মিত্রেরা, এইসব শ্‌চারবাকভ এবং ৎভারস্কয়রা, সাহায্য চেয়েছিল, সেই অফিসারটি অগপুর একজন চর বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রগুলির মুখোস উন্মোচন করার জন্য সোভিয়েত কর্তৃপক্ষকে এই প্রাক্তন র‍্যাঙ্গেল অফিসারের সাহায্য করায় কি কিছু অন্যায় আছে? প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রসমূহের মুখোস উন্মোচন করার জন্য প্রাক্তন অফিসারদের নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের জয় করে আনার ক্ষেত্রে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষসমূহের যে অধিকার রয়েছে কে তা অস্বীকার করতে পারে?

অগপুর চর বলে নয়, কিন্তু তিনি যে প্রাক্তন র‍্যাঙ্গেল অফিসার সেই হিসেবেই, শ্‌চারবাকভ এবং ৎভারস্কয় এই প্রাক্তন র‍্যাঙ্গেল অফিসারকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লিখেছিলেন, এবং তাঁরা তা করেছিলেন অফিসারটিকে পার্টির বিরুদ্ধে, সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে। এটাই হল বিষয়, আর এটাই হল আমাদের বিরোধীশক্তির দুর্ভাগ্য। এবং এই সমস্ত সূত্র অনুসরণ করে যখন অগপু অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে ট্রট্‌স্কিপন্থীদের বে-আইনী, পার্টি-বিরোধী মুদ্রণযন্ত্র খুঁজে পেল, তখন তা দেখতে পেল যে, বিরোধীশক্তির সঙ্গে একটি জোট গঠন ব্যবস্থা করার সময় শ্‌চারবাকভ, ৎভারস্কয় ও বলশাকভ মশাইরা ইতিমধ্যেই প্রতিবিপ্লবীদের, কস্ত্রভ এবং নভিকভের মতো প্রাক্তন কলচাক অফিসারদের সঙ্গে জোট গঠন করে ফেলেছে—কমরেড মেনঝিন্‌স্কি আজ তা আপনাদের কাছে রিপোর্ট করেছেন।

কমরেডগণ, এটাই হল ঘটনা, আমাদের বিরোধীশক্তির ব্যাপারে এটাই হল ঝঞ্ঝাট।

বিরোধীশক্তির ভাঙন ধরানোর কার্যাবলী তাকে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের দিকে পরিচালিত করেছে এবং বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সংযোগ বিরোধীশক্তিকে গ্রাস করতে সমস্ত ধরনের প্রতিবিপ্লবীদের পক্ষে অবস্থা সহজ করেছে—এটিই হল তিক্ত সত্য।

৫। বিরোধীশক্তি কিভাবে কংগ্রেসের জন্য 'প্রস্তুত হচ্ছে'

পরবর্তী প্রশ্ন: কংগ্রেসের জন্য প্রস্তুতিসমূহ বিষয়ে। জিনোভিয়েভ এবং ট্রটস্কি এখানে প্রচণ্ড দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে, আমরা নিপীড়নের উপায় অবলম্বন করে কংগ্রেসের জন্য প্রস্তুতি করছি। এটা আশ্চর্যজনক যে তাঁরা 'নিপীড়ন' ছাড়া কিছু দেখেন না। কিন্তু কংগ্রেসের পূর্বে এক মাসেরও বেশি সময় আগে কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্লেনাম দ্বারা গৃহীত একটি আলোচনা শুরু করার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কি বলা যেতে পারে?—এটা কি আপনাদের মতে কংগ্রেসের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া বা তা সেরকম কিছু নয়? এবং পার্টি ইউনিট ও পার্টি সংগঠনগুলিতে ইতিমধ্যেই তিন-চার মাস ধরে অবিশ্রান্তভাবে আলোচনা চলছে, সে সম্পর্কেই-বা কি বলা যেতে পারে? এবং আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে সমস্ত প্রশ্নের ওপর গত ৬ মাস, বিশেষভাবে গত তিন-চার মাস ধরে, প্লেনামের আক্ষরিক রিপোর্ট ও সিদ্ধান্ত-গুলি সম্পর্কে যে আলোচনা চলছে তাই-বা কি? এসবকে যদি পার্টি-সদস্যদের কর্মতৎপরতা উদ্দীপিত করা, আমাদের নীতির প্রধান প্রধান বিষয়ের আলো-চনায় তাদের টেনে আনা এবং কংগ্রেসের জন্য তাদের প্রস্তুত করা বলা না হয়, তাহলে আর কি বলা যেতে পারে?

এসবে পার্টি সংগঠনগুলি যদি বিরোধীশক্তিকে সমর্থন না করে তাহলে দোষী কে? স্পষ্টতঃ, বিরোধীশক্তিই দোষী, কেননা তার লাইন হল একটা চরম দেউলিয়াপনার লাইন, কেননা তার নীতি হল পার্টি ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতার বিরুদ্ধে দলত্যাগী মাসলো ও সৌভরিন সহ সমস্ত পার্টি-বিরোধী লোকজনদের সঙ্গে জোট গঠন করার নীতি।

সুস্পষ্টভাবে, জিনোভিয়েভ ও ট্রটস্কি মনে করেন যে, বে-আইনী, পার্টি-বিরোধী মুদ্রণযন্ত্র সংগঠিত করে, বে-আইনী, পার্টি-বিরোধী সভাগুলি সংগঠিত করে, সমস্ত দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে আমাদের পার্টি সম্পর্কে মিথ্যা রিপোর্ট সরবরাহ করে এবং আমাদের পার্টিতে বিশৃংখলা ও ভাঙন ঘটিয়ে কংগ্রেসের জন্য প্রস্তুতি করা উচিত। আপনারা এতে একমত হবেন যে পার্টি কংগ্রেস সম্পর্কে প্রস্তুতি গ্রহণ বলতে যা বোঝায়, এটা তার একটা বরং কিম্ভূতকিমাকার ধারণা। এবং বিশৃংখলা ও ভাঙন সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে, বহিষ্কার করা সহ দৃঢ়বদ্ধ ব্যবস্থাসমূহ পার্টি যখন গ্রহণ করে,

তখন বিরোধীশক্তি নিপীড়ন সম্পর্কে হৈ-চৈ তোলে।

হাঁ, বিশৃংখলা ও ভাঙন সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে পার্টি নিপীড়নের আশ্রয় গ্রহণ করে ও করবে, যেহেতু পার্টি কংগ্রেসের আগে অথবা পার্টি কংগ্রেসের সময় পার্টিকে কোন অবস্থাতেই বিভক্ত করা অবশ্যই চলবে না। যেহেতু কংগ্রেসের অধিবেশনের আগে মাত্র ঠিক একমাস আছে, সেইহেতু পুরোদস্তুর ভাঙন সৃষ্টিকারী, সমস্ত ধরনের শ্চারবাকভদের মিত্রদের পার্টিকে ধ্বংস করতে অনুমোদন দেওয়া পার্টির পক্ষে আত্মহত্যামূলক হবে।

কমরেড লেনিন বিষয়গুলিকে একটি ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। আপনারা জানেন, ১৯২১ সালে লেনিন প্রস্তাব করেন, শ্লাইয়াপনিকভকে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হোক—একটি পার্টি-বিরোধী মুদ্রণযন্ত্র সংগঠিত করার জন্য নয়, নয় বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্যও, বরং প্রস্তাব করেন কেবলমাত্র এইজন্য যে একটি পার্টি ইউনিটের সভায় শ্লাইয়াপনিকভ জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদের সিদ্ধান্তগুলির সমালোচনা করতে সাহস করেছিলেন। আপনারা যদি লেনিনের এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বিরোধীশক্তি সম্পর্কে আচরিত পার্টির বর্তমান কাজকর্মের তুলনা করেন, তাহলে আপনারা উপলব্ধি করবেন যে বিশৃংখলা ও ভাঙন সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে আমরা কতটা অনুমতিপত্র দিয়েছি।

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, ১৯১৭ সালের ঠিক আগে, লেনিন কয়েকবার কামেনেভ ও জিনোভিয়েভকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করার প্রস্তাব করেছিলেন, শুধুমাত্র এই কারণে যে তাঁরা, আধা-সোশ্যালিস্ট, আধা-বুর্জোয়া সংবাদপত্র **নোভায়া ঝিজ্ন**-এ[৪৮] অপ্রকাশিত পার্টি সিদ্ধান্তগুলিকে সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কত সংখ্যক গোপন সিদ্ধান্ত বার্লিনে মাসলোর একটি বুর্জোয়া, সোভিয়েত বিরোধী, প্রতিবিপ্লবী সংবাদপত্রের স্তম্ভসমূহে আমাদের বিরোধীশক্তির দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে! তথাপি আমরা এসব সহ্য করছি, একটানা সহ্য করছি, এবং এর দ্বারা বিরোধীশক্তিতে ভাঙন সৃষ্টিকারীদের আমাদের পার্টিকে ধ্বংস করার সুযোগ দিচ্ছি। এরূপ মর্যাদাহানির অবস্থায় বিরোধীরা আমাদের এনেছে! কিন্তু কমরেডগণ, আমরা তা চিরকাল সহ্য করতে পারি না। (**একাধিক কণ্ঠস্বর**: 'সম্পূর্ণ সঠিক!' **হর্ষধ্বনি**।)

বলা হচ্ছে যে, যেসব বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে এবং

সোভিয়েত-বিরোধী কার্যকলাপ চালাচ্ছে তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। হাঁ, আমরা তাদের গ্রেপ্তার করছি এবং ভবিষ্যতেও গ্রেপ্তার করব যদি না তারা পার্টি এবং সোভিয়েত সরকারকে ধ্বংস করার কাজ থেকে বিরত হয়। (**সমবেত কণ্ঠস্বর**: 'ঠিক কথা! একেবারে খাঁটি কথা!')

বলা হচ্ছে যে আমাদের পার্টির ইতিহাসে এরূপ ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। সেটা সত্য নয়। মাইয়াসনিকভ গোষ্ঠী সম্পর্কে কি ঘটেছিল?[৪৯] 'শ্রমিক সত্য' গোষ্ঠী সম্বন্ধেই-বা কি ঘটেছিল? কে না জানে যে জিনোভিয়েভ, ট্রট্স্কি এবং কামেনেভের পূর্ণ সম্মতিক্রমে ঐসব গোষ্ঠীর সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল? তিন-চার বছরে আগে কেন পার্টি কর্তৃক বহিষ্কৃত বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের গ্রেপ্তার করা অনুমোদনযোগ্য ছিল এবং এখনই-বা অনুমোদনযোগ্য নয় কেন, যখন ট্রট্স্কিপন্থী বিরোধীদের কিছু কিছু সদস্য প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযোগসাধন করা পর্যন্ত যেতে পারে?

আপনারা কমরেড মেনঝিনস্কির বিবৃতি শুনেছেন। এ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কোন এক স্তেপানভ (একজন সৈন্য), একজন পার্টি সদস্য, বিরোধীদের একজন সমর্থক, প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে, নভিকভ, কস্ত্রোভ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত রয়েছে এবং এ কথা স্তেপানভ নিজে তার সাক্ষ্যে অস্বীকার করছে না। এই লোকটি আজ পর্যন্তও বিরোধীপক্ষে রয়েছে, এর সম্পর্কে আমাদের কি করণীয় বলে আপনারা মনে করেন? তাকে চুম্বন করব, না গ্রেপ্তার করব? এটা কি বিস্ময়কর যে **ওগপু** এরূপ লোকদের গ্রেপ্তার করে? (**শ্রোতাদের মধ্য থেকে একাধিক কণ্ঠস্বর**: 'সম্পূর্ণ সঠিক! নিশ্চিতরূপে সঠিক!' **হর্ষধ্বনি**।)

লেনিন বলেছেন, যদি বিশৃংখলা ও ভাঙন সৃষ্টিকারীদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহলে পার্টি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এ কথা সম্পূর্ণরূপে সঠিক। ঠিকঠিক এই জন্যই আমি মনে করি বিরোধীদের নেতাদের প্রশ্রয় দেওয়া বন্ধ করতে আর দেরী করা চলে না, দেরী করা চলে না এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যে, ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভকে অতি অবশ্যই আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বহিষ্কার করতে হবে। (**একাধিক কণ্ঠস্বর**: 'সম্পূর্ণ সঠিক!') বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের পার্টিতে ভাঙন ধরাবার কার্যকলাপ থেকে পার্টিকে রক্ষা করতে হলে এটাই হল প্রাথমিক সিদ্ধান্ত এবং প্রাথমিক সর্বনিম্ন পন্থা যা অতি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

এই বছরের আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের শেষ প্লেনামে, প্লেনামের কিছু কিছু সদস্য ট্রট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভের ক্ষেত্রে অত্যধিক মাত্রায় কোমল হবার জন্য, কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে ট্রট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভকে অবিলম্বে বহিষ্কার করার বিপক্ষে প্লেনামকে পরামর্শ দেবার জন্য আমাকে তিরস্কার করেন। (**শ্রোতাদের মধ্য থেকে একাধিক কণ্ঠস্বর ঃ** 'তা ঠিক, এবং এখন আপনাকে আমরা তিরস্কার করছি।') সম্ভবতঃ আমি তখন অতিমাত্রায় দয়ালু ছিলাম এবং এই প্রস্তাব করে ভুল করেছিলাম যে ট্রট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভের সম্পর্কে কোমলতর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। (**একাধিক কণ্ঠস্বর ঃ** 'সম্পূর্ণ সঠিক'! **কমরেড পেত্রোভস্কি ঃ** 'সম্পূর্ণ সঠিক।' একটা দুষ্ট "রজ্জুখণ্ডের" জন্য আমরা আপনাকে সর্বদাই তিরস্কার করব!') কিন্তু এখন, কমরেডগণ, গত তিন মাস ধরে আমরা যা সহ্য করেছি, তারপর, বিরোধীশক্তি তার উপদল ভেঙে দেবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার পর— তারা আগস্ট মাসের বিশেষ 'ঘোষণায়' উপদল ভেঙে দেবার এই প্রতিজ্ঞা করেছিল এবং তার দ্বারা তা আর একবার পার্টিকে প্রতারিত করেছিল— এসবের পর কোমলতার আদৌ কোন স্থান থাকতে পারে না। যে কমরেডরা দাবি করছেন যে, ট্রট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভকে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বহিষ্কার করা হোক, আমরা এখন অতি অবশ্যই তাঁদের সাথে আগু সারিতে পদক্ষেপ করব। (**তুমুল হর্ষধ্বনি। একাধিক কণ্ঠস্বর :** 'সম্পূর্ণরূপে সঠিক! একেবারে ঠিক কথা!' **শ্রোতাদের মধ্যে থেকে একটি কণ্ঠস্বর :** ট্রট্‌স্কিকে পার্টি থেকে বের করে দিতে হবে।) কমরেডগণ, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিক পার্টি কংগ্রেস।

কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে ট্রট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভকে বহিষ্কার করার ব্যাপারে বিরোধীশক্তির ভাঙন সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ সম্পর্কে যেসব দলিলপত্র স্তূপীকৃত হয়েছে আমাদের অতি অবশ্যই পঞ্চদশ কংগ্রেসের বিবেচনার জন্য সেসব পেশ করতে হবে, এবং এই সমস্ত দলিলপত্রের ভিত্তিতে কংগ্রেস যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে।

৬। লেনিনবাদ থেকে ট্রট্‌স্কিবাদে

পরবর্তী প্রশ্ন। তাঁর ভাষণে জিনোভিয়েভ গত দু'বছর ধরে পার্টির লাইনে 'ভুলভ্রান্তিসমূহের' চিত্তাকর্ষক প্রশ্ন এবং বিরোধীশক্তির লাইনের 'সঠিকতা' সম্বন্ধে বলেছেন। গত দু'বছর ধরে বিরোধীশক্তির লাইনের দেউলিয়াপনার

বিষয় এবং আমাদের পার্টির লাইনের **সঠিকতার** প্রশ্ন পরিষ্কার করে দিয়ে আমি সংক্ষেপে তাঁর ভাষণের জবাব দিতে চাই। কিন্তু, কমরেডগণ, আমি আপনাদের অত্যধিক সময় নিচ্ছি। (**একাধিক কণ্ঠস্বর:** 'চালিয়ে যান!' **সভাপতি:** 'কেউ কি এর বিরুদ্ধে আছেন?' **একাধিক কণ্ঠস্বর:** 'চালিয়ে যান!')

বিরোধীশক্তির প্রধান অপরাধ কি যা তার নীতির দেউলিয়াপনা নির্ধারণ করেছে? তার মুখ্য অপরাধ হল, লেনিনবাদকে ট্রট্স্কিবাদ দিয়ে সৌষ্ঠবপূর্ণ করতে, লেনিনবাদের **বদলে** ট্রট্স্কিবাদকে **প্রতিস্থাপিত** করতে তা চেষ্টা করেছিল, এখনো করছে এবং চেষ্টা করে যেতে থাকবে। একটা সময় ছিল যখন কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ লেনিনবাদের ওপর ট্রট্স্কির আক্রমণগুলিকে প্রতিহত করেছিলেন। সে-সময় ট্রট্স্কি নিজে ততটা সাহসী ছিলেন না। সেটা ছিল একটা লাইন। কিন্তু পরবর্তীকালে, নতুন নতুন অসুবিধার দ্বারা ভীত হয়ে জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভ তাঁদের সেই লাইন পরিত্যাগ করে ট্রট্স্কির দিকে চলে গেলেন, তাঁর সাথে হীনতর আগস্ট জোটের আকারে কিছু একটা গঠন করলেন এবং এইভাবে ট্রট্স্কিবাদের বন্দী হলেন। এটা হল লেনিনের আগেকার সেই বক্তব্যের আরও সমর্থন, যে বক্তব্যটিতে ছিল যে জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ গত অক্টোবর বিপ্লবের সময় যে ভুল করেছিলেন তা 'আকস্মিক' ছিল না। লেনিনবাদের জন্য সংগ্রাম করা থেকে জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ ট্রট্স্কিবাদের জন্য সংগ্রামের কর্মনীতিতে চলে গেলেন। এই লাইনটা একটা সম্পূর্ণরূপে পৃথক লাইন। এবং তাই-ই বস্তুতঃ ব্যাখ্যা করে কেন ট্রট্স্কি এখন অধিকতর সাহসী হয়েছেন।

ট্রট্স্কির নেতৃত্বাধীন বর্তমান যুক্ত জোটের প্রধান উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হল, লেনিনবাদী গতিপথ থেকে ট্রট্স্কিবাদের গতিপথে ধীরে ধীরে অপসৃত করা। বিরোধীদের এটাই প্রধান অপরাধ। কিন্তু পার্টি একটা লেনিনবাদী পার্টি থাকতে চায়। স্বভাবতঃই, পার্টি বিরোধীশক্তির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং লেনিনবাদের পতাকাকে ক্রমেই উচ্চ থেকে উচ্চতরে তুলে ধরে। এর জন্যই পার্টির গতদিনকার নেতারা এখন দলত্যাগী হয়ে পড়েছেন।

বিরোধীশক্তি মনে করে, ব্যক্তিগত উপাদান দিয়ে, স্তালিনের রূঢ়তা দিয়ে, বুখারিন ও রাইকভের একগুঁয়েমি প্রভৃতি দিয়ে তার পরাজয়ের 'ব্যাখ্যা করা' যেতে পারে। এটা বড়ই শস্তা ব্যাখ্যা! এটা একটা জাদুমন্ত্র, ব্যাখ্যা নয়।

১৯০৪ সাল থেকে ট্রট্স্কি লেনিনবাদের সঙ্গে লড়াই করেছেন। ১৯০৪ সাল থেকে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব পর্যন্ত তিনি মেনশেভিকদের ধরে ঝুলে ছিলেন, সব সময়ে লেনিনের পার্টির বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে লড়াই করেছিলেন। সেই সময়কালে ট্রট্স্কি লেনিনের পার্টির হাতে কতকগুলি পরাজয় বরণ করেছিলেন। কেন? সম্ভবতঃ স্তালিনের রূঢ়তা এরজন্য দোষী ছিল? কিন্তু সে-সময় স্তালিন তখনো কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ছিলেন না; তিনি বিদেশে ছিলেন না, ছিলেন রাশিয়াতে, গোপন অবস্থায় থেকে জারতন্ত্রের সঙ্গে সংগ্রাম করছিলেন; তার বিপরীতে ট্রট্স্কি ও লেনিনের মধ্যেকার সংগ্রাম বিদেশে প্রচণ্ডভাবে চলেছিল। তাহলে স্তালিনের রূঢ়তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কোথায়?

অক্টোবর বিপ্লবের সময়কাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত ট্রট্স্কি—ইতিমধ্যেই তিনি বলশেভিক পার্টির সভ্য হয়েছেন—লেনিন ও তাঁর পার্টির বিরুদ্ধে দুটি 'মহান' আক্রমণ পরিচালনা করেন: ১৯১৮ সালে—ব্রেস্ট শান্তিচুক্তির প্রশ্নে; এবং ১৯২১ সালে—ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত প্রশ্নে। এই দুটি প্রচণ্ড আক্রমণই ট্রট্স্কির পরাজয়ে পর্যবসিত হল। কেন? সম্ভবতঃ স্তালিনের রূঢ়তা এখানেও দোষী ছিল? কিন্তু সে-সময় স্তালিন তখনো কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক হননি। সম্পাদকীয় পদগুলি তখন কুখ্যাত ট্রট্স্কিপন্থীদের দখলে ছিল। তাহলে স্তালিনের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক ছিল?

পরবর্তীকালে ট্রট্স্কি পার্টির বিরুদ্ধে কতকগুলি নতুন নতুন প্রচণ্ড আক্রমণ চালান (১৯২৩, ১৯২৪, ১৯২৭) এবং এর প্রত্যেকটি আক্রমণ ট্রট্স্কির নতুন পরাজয় বরণে পর্যবসিত হয়।

এ থেকে কি এটা স্পষ্ট হয় না যে, লেনিনবাদী পার্টির বিরুদ্ধে ট্রট্স্কির সংগ্রামের রয়েছে গভীর, সুদূরপ্রসারী ঐতিহাসিক শিকড়? এ থেকে কি এটা স্পষ্ট হয় না যে, পার্টি এখন ট্রট্স্কিবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম পরিচালনা করছে, সেই সংগ্রাম হল ১৯০ সাল থেকে লেনিনের নেতৃত্বে পার্টি যে সংগ্রাম পরিচালনা করে আসছিল তারই ধারাবাহিকতা?

এসব থেকে কি এটা স্পষ্ট হয় না যে, লেনিনবাদের বদলে ট্রট্স্কিবাদকে প্রতিস্থাপিত করার ক্ষেত্রে ট্রট্স্কিপন্থীদের প্রচেষ্টাসমূহ বিরোধীশক্তির সমগ্র লাইনের ব্যর্থতা ও দেউলিয়াপনার প্রধান কারণ?

বিপ্লবী সংগ্রামগুলির ঝড়ের মধ্যে আমাদের পার্টি জন্মলাভ করেছিল ও বিবর্ধিত হয়েছিল। এই পার্টি শান্তিপূর্ণ বিকাশের সময়কালে গঠিত পার্টি

নয়। সেই কারণেই এই পার্টি বিপ্লবী ঐতিহ্যসমূহে সমৃদ্ধ, এবং নেতাদের সম্পর্কে অন্ধ ভক্তি পোষণ করে না। এক সময়ে প্লেখানভ আমাদের পার্টিতে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন। আরও কিছু বেশি; তিনি ছিলেন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর জনপ্রিয়তা ট্রট্‌স্কি অথবা জিনোভিয়েভের জনপ্রিয়তার তুলনায় অতুলনীয়ভাবে বিপুলতর ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখনই তিনি মার্কসবাদ থেকে সরে গিয়ে সুবিধাবাদের দিকে যেতে শুরু করলেন, তখনই পার্টি তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। তাহলে এটা কি বিস্ময়কর যে, যে সমস্ত লোকজন ট্রট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভের মতো ব্যক্তিদের ন্যায় অতটা 'মহান' নয়, তারা লেনিনবাদ থেকে সরে আসা শুরু করার পর নিজেদের পার্টি থেকে পিছিয়ে পড়তে দেখল?

কিন্তু বিরোধীশক্তির সুবিধাবাদী অধঃপতনের সবচেয়ে লক্ষণীয় নিদর্শন, বিরোধীশক্তির দেউলিয়াপনা এবং পতনের সবচেয়ে লক্ষণীয় চিহ্ন হল ইউ. এস. এস. আর-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের ইস্তাহারের বিরুদ্ধে তার ভোট দেওয়া। বিরোধীশক্তি সাত ঘণ্টার কাজের দিনের বিরুদ্ধে! বিরোধীশক্তি ইউ. এস. এস. আর-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের ইস্তাহারের বিরুদ্ধে! ইউ. এস. এস. আর-এর সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী, সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সমগ্র অগ্রগামী অংশ উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে ইস্তাহারটিকে স্বাগত জানাচ্ছে, সাত ঘণ্টার কাজের দিন প্রবর্তনের ধারণাটিকে সর্বসম্মতভাবে প্রশংসা করছে—কিন্তু বিরোধীশক্তি ইস্তাহারটির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে, বুর্জোয়া এবং মেনশেভিক 'সমালোচকদের' সাধারণ ঐকতানে তার কণ্ঠস্বর জুড়ে দিচ্ছে, কণ্ঠস্বর জুড়ে দিচ্ছে ফরওয়ার্টসের[৫০] কর্মচারীবৃন্দের মধ্যে যারা কুৎসা রটনাকারী তাদের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে।

আমি ভাবতে পারিনি যে বিরোধীশক্তি এতটা মর্যাদাহানিকর অবস্থায় নেমে যেতে পারে।

৭। গত কয়েক বছরের সময়কালে পার্টির নীতির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলের কয়েকটি

আমরা এখন অতিক্রান্ত হই গত দু'বছরের সময়কালে আমাদের পার্টির লাইনের প্রশ্নে; আমরা একে পরীক্ষা করে তার মূল্যায়ন করে দেখি।

জিনোভিয়েভ এবং ট্রট্‌স্কি বলেছেন যে, আমাদের পার্টির লাইন ত্রুটিপূর্ণ

বলে প্রমাণিত হয়েছে। তথ্যসমূহের দিকে তাকানো যাক। আমাদের নীতির চারটি মুখ্য প্রশ্ন গ্রহণ করে এই সমস্ত প্রশ্নের দৃষ্টিকোণ থেকে গত দু'বছরে আমাদের পার্টির লাইন পরীক্ষা করা যাক। আমার মনে রয়েছে কৃষক-সমাজের প্রশ্ন, শিল্প এবং তাকে পুনঃসজ্জিতকরণের প্রশ্ন, শান্তির প্রশ্ন, এবং সর্বশেষে, সারা বিশ্বে সাম্যবাদী অংশসমূহের অগ্রগতির মতো চারটি চূড়ান্ত প্রশ্ন।

কৃষকসমাজের প্রশ্ন। দু-তিন বছর আগে আমাদের দেশের পরিস্থিতি কি ছিল? আপনারা জানেন, গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামাঞ্চলে সাধারণতঃ আমাদের ভোলস্ত কর্মপরিষদের সভাপতিদের এবং উচ্চ আমলাদের সবসময় স্বীকার করে নেওয়া হতো না এবং তাঁরা প্রায়ই সন্ত্রাসবাদের শিকার হতেন। গ্রাম্য সংবাদদাতাদের তো করাত দিয়ে কেটে তৈরী করা রাইফেলের সম্মুখীন হতে হতো। এখানে-সেখানে, বিশেষভাবে সীমান্ত এলাকাগুলিতে, দস্যুদের কার্যকলাপ চলছিল; এবং জর্জিয়ার মতো দেশে এমনকি বিদ্রোহও ঘটেছিল।[৫১] স্বভাবতঃই, এরূপ পরিস্থিতিতে কুলাকরা শক্তি অর্জন করল, মাঝারি চাষীরা কুলাকদের চারিপাশে সমবেত হল এবং গরিব কৃষকদের মধ্যে ঘটল অনৈক্য। দেশের পরিস্থিতির প্রকোপ বৃদ্ধি পেল বিশেষতঃ এই ঘটনার দ্বারা যে গ্রামাঞ্চলে উৎপাদিকা শক্তিগুলির অগ্রগতি ছিল অত্যন্ত মন্থর, কর্ষণোপযোগী জমির একটা অংশ থেকে গেল সম্পূর্ণ অকর্ষিত, এবং শস্যাঞ্চল প্রাক্-যুদ্ধ অঞ্চলের তুলনায় হয়ে দাঁড়াল ১০ থেকে ১৫ শতাংশ। আমাদের পার্টির চতুর্দশ সম্মেলনের পূর্বের সময়পর্বে ঘটনা ছিল এইরূপ।

চতুর্দশ সম্মেলনে পার্টি কৃষি-অর্থনীতির অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে এবং কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ বাড়াবার জন্য মাঝারি কৃষকদের কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা দেবার আকারে কিছুসংখ্যক পন্থা গ্রহণ করল—খাদ্য এবং কাঁচামাল, মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে একটি স্থিতিশীল মৈত্রী প্রতিষ্ঠা এবং কুলাক-দের বিচ্ছিন্ন করার কাজ ত্বরান্বিত করা। আমাদের পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেসে জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভের নেতৃত্বে বিরোধীশক্তি পার্টির নীতিতে বিশৃংখলা ঘটাবার চেষ্টা করল এবং প্রস্তাব দিল যে আমরা পরিবর্তে এমন নীতি গ্রহণ করি, যা ছিল মূলতঃ কুলাকমুক্ত করার নীতি, গরিব কৃষকদের কমিটিসমূহের পুনরুজ্জীবিত করার নীতি। সারকথা হল, এটা ছিল গ্রামাঞ্চলে গৃহযুদ্ধে

প্রত্যাবর্তন করার নীতি। পার্টি বিরোধীদের এই আক্রমণ প্রতিহত করল; চতুর্দশ সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি পার্টি অনুমোদন করল, অনুমোদন করল গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েতসমূহে পুনরায় প্রাণসঞ্চার করার নীতি, উপস্থিত করল সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের প্রধান শ্লোগান হিসেবে শিল্পায়নের নীতি। পার্টি মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে একটি স্থিতিশীল মৈত্রী স্থাপন করা এবং কুলাকদের বিচ্ছিন্ন করার লাইনটিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকল।

এর দ্বারা পার্টি কি অর্জন করেছিল?

পার্টি যা অর্জন করেছিল তা হল এই, গ্রামাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল, কৃষকসমাজের ব্যাপক কৃষকসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি ঘটল, গরিব কৃষকদের একটি স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তিতে সংগঠিত করার অবস্থা সৃষ্টি হল, কুলাকরা আরও বেশি বিচ্ছিন্ন হল এবং রাষ্ট্রীয় ও সমবায় সংস্থাগুলি লক্ষ লক্ষ কৃষকের ব্যক্তিগত খামারে ক্রমান্বয়ে তাদের কর্মতৎপরতা সম্প্রসারিত করল।

গ্রামাঞ্চলে শান্তির অর্থ কি? গ্রামাঞ্চলে শান্তি হল সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্যতম মৌলিক শর্ত। দস্যুদের কার্যকলাপ এবং কৃষক বিদ্রোহ চলতে থাকলে আমরা সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে পারি না। শস্যাঞ্চল এখন প্রাক্-যুদ্ধ আয়তনে আনা গেছে (৯৫ শতাংশ), গ্রামাঞ্চলে আমাদের রয়েছে শান্তি, মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রী, কমবেশি সংগঠিত গরিব কৃষকসমাজ, অধিকতর শক্তিশালী গ্রামীণ সোভিয়েতগুলি এবং গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণী ও পার্টির বর্ধিত মর্যাদা।

এইভাবে আমরা এমন সব শর্ত সৃষ্টি করেছি যা আমাদের সক্ষম করে গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী উপাদানগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কাজে অধিকতর সাফল্য নিশ্চিত করতে।

গ্রামাঞ্চলে আমাদের পার্টি নীতির এরূপই হল দুবছরের পরিণতিসমূহ।

অতএব, এ থেকে বেরিয়ে আসে যে, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে সম্পর্কসমূহের মুখ্য প্রশ্নে আমাদের পার্টির নীতি সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

শিল্পের প্রশ্ন। ইতিহাস আমাদের বলে যে, এ পর্যন্ত বাইরের সাহায্য, বৈদেশিক ঋণ, এবং অন্যান্য দেশ, উপনিবেশ ইত্যাদি লুণ্ঠন করা ব্যতিরেকে পৃথিবীর কোন একটিও তরুণ রাষ্ট্র তার শিল্প, বিশেষ করে তার ভারি শিল্প

বিকশিত করেনি। এটাই হল পুঁজিবাদী শিল্পায়নের সাধারণ পথ। শত শত বৎসর ধরে সমস্ত দেশ, সমস্ত উপনিবেশগুলি থেকে অত্যাবশ্যক প্রাণরস নিংড়িয়ে এনে এবং এই লুঠ তার শিল্পে বিনিয়োগ করে ব্রিটেন অতীতে তার শিল্প বিবর্ধিত করেছিল। আমেরিকা থেকে কয়েক হাজার কোটি রুবল ঋণ পেয়ে জার্মান সম্প্রতি শিল্পায়নের দিকে যেতে শুরু করেছে।

আমরা কিন্তু এসব পথের কোনটি দিয়েই অগ্রসর হতে পারি না। ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনবৃত্তি আমাদের সমগ্র নীতি দ্বারা নিবারিত। আমাদের ঋণও দেওয়া হয় না। আমাদের মাত্র একটি পথ আছে, যে পথের নির্দেশ লেনিন দিয়েছিলেন, যথা: আমাদের শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়সমূহের ভিত্তিতে আমাদের শিল্পকে পুনঃসজ্জিত করা। বিরোধীশক্তি সবসময়ে কর্কশভাবে বলে আসছে, আমাদের শিল্পকে পুনঃসজ্জিত করার ক্ষেত্রে আমাদের আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়গুলি যথেষ্ট নয়। ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত দূরবর্তী সময়ে, কেন্দ্রীয় কমিটির একটি প্লেনামে বিরোধীশক্তি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছিল যে, আমাদের শিল্পকে পুনঃসজ্জিত করার ক্ষেত্রে আমাদের আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়গুলি অগ্রগতি ঘটাবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। সে-সময় বিরোধীশক্তি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, আমাদের ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা বরণ করে নিতে হবে। তৎসত্ত্বেও, পরীক্ষা করে এটা ফলতঃ প্রমাণিত হয়েছে যে, এই দু' বছরকালে আমাদের শিল্পকে পুনঃসজ্জিত করার ক্ষেত্রে আমরা অগ্রগতি ঘটাতে সফল হয়েছি। এটা সত্য ঘটনা যে এই দু'বছরে আমাদের শিল্পে দু'হাজার মিলিয়নের চেয়ে বেশি রুবল বিনিয়োগ করার ব্যবস্থা করতে পেরেছি। এটা সত্য ঘটনা যে এই বিনিয়োগসমূহ আমাদের শিল্পকে পুনঃসজ্জিত করা এবং দেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটাতে পর্যাপ্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বের অন্য কোন রাষ্ট্র আজ পর্যন্ত যা অর্জন করতে পারেনি আমরা তা করেছি: আমরা আমাদের শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি, আমরা তাকে পুনঃসজ্জিত করতে শুরু করেছি, আমাদের নিজেদের সঞ্চয়ের ভিত্তিতে আমরা এ ব্যাপারে অগ্রগতি ঘটাতে পেরেছি।

এখানে আপনারা আমাদের শিল্পকে পুনঃসজ্জিতকরণের প্রশ্নে আমাদের নীতির ফলাফল দেখতে পাচ্ছেন।

এ ব্যাপারে আমাদের পার্টির নীতি যে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে, তা শুধুমাত্র অন্ধরাই অস্বীকার করতে পারে।

বৈদেশিক নীতির প্রশ্ন। বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের কথা স্মরণে রাখলে, বলতে হয় আমাদের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য হল শান্তি বজায় রাখা। এ ক্ষেত্রে আমরা কি অর্জন করেছি? আমরা যা অর্জন করেছি তা হল আমরা উচ্চে তুলে ধরেছি—ভাল-মন্দ যাই হোক, উচ্চে তুলে ধরেছি—**শান্তি**। আমরা যা অর্জন করেছি তা হল, পুঁজিবাদী পরিবেষ্টন, পুঁজিবাদী সরকারগুলির শত্রুতামূলক কার্যকলাপ, পিকিং-এ,[৫২] লণ্ডনে[৫৩] এবং প্যারিতে[৫৪] প্ররোচনামূলক আক্রমণসমূহ সত্ত্বেও—এসব সত্ত্বেও আমরা নিজেদের প্ররোচিত হতে দিইনি এবং শান্তির আদর্শ রক্ষা করতে আমরা সফল হয়েছি।

জিনোভিয়েভ এবং অন্যান্যদের পুনঃপুনঃ ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও **আমরা যুদ্ধ করছি না**—এটাই হল মূল সত্য ঘটনা যার সম্মুখে আমাদের বিরোধীদের প্রলাপোক্তি ব্যর্থ হয়ে যায়। এবং এটি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা কেবলমাত্র শান্তির অবস্থায় আমরা যে হারে আশা করি, সেই হারে আমরা সমাজতন্ত্র গঠনের কাজকে উন্নীত করতে পারি। তা সত্ত্বেও যুদ্ধ সম্বন্ধে কত ভবিষ্যদ্বাণীই না হয়েছে। জিনোভিয়েভ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এ বছরের বসন্তকালে আমরা যুদ্ধের অবস্থায় পড়ে যাব। পরবর্তীকালে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, খুব সম্ভবতঃ এবছরের শরৎকালে যুদ্ধ বাধবে। তৎসত্ত্বেও, আমরা ইতিমধ্যেই শীতকালের সম্মুখীন হয়েছি, কিন্তু এখনো কোন যুদ্ধ বাধেনি।

আমাদের শান্তিনীতির এগুলিই হল পরিণতি।

কেবলমাত্র অন্ধরাই এই পরিণতিগুলিকে দেখতে পায় না।

সর্বশেষে চতুর্থ প্রশ্ন—সারা বিশ্বে কমিউনিস্ট শক্তিসমূহের অবস্থার প্রশ্ন। শুধুমাত্র অন্ধরাই অস্বীকার করতে পারে যে সারা বিশ্বে—চীন থেকে আমেরিকা পর্যন্ত, ব্রিটেন থেকে জার্মানি পর্যন্ত—কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বেড়ে চলেছে। পুঁজিবাদের সংকটের উপাদানসমূহ বেড়ে চলেছে, হ্রাস পাচ্ছে না তা কেবলমাত্র অন্ধরাই অস্বীকার করতে পারে। কেবলমাত্র অন্ধরাই অস্বীকার করতে পারে যে, সারা বিশ্বে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতির পক্ষে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলায় অগ্রগতি, দেশের অভ্যন্তরে আমাদের নীতির সাফল্যসমূহই হল অন্যতম প্রধান কারণ। কেবলমাত্র অন্ধরাই সারা বিশ্বে

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রভাব ও মর্যাদার অগ্রগতিশীল বৃদ্ধি অস্বীকার করতে পারে।

গত দু'বছরে আমাদের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির চারটি প্রধান প্রশ্নে আমাদের পার্টি-লাইনের এরূপই হল পরিণতিসমূহ।

আমাদের পার্টির নীতির সঠিকতা কি সূচিত করে? অন্য সবকিছু বাদ দিলেও, তা একমাত্র একটি জিনিসই সূচিত করে: আমাদের বিরোধীশক্তির নীতির চরম দেউলিয়াপনা।

৮। অ্যাক্সেলরডের দিকে প্রত্যাবর্তন

আমাদের বলা হতে পারে, এটা খুব ভাল কথাই। বিরোধীদের লাইন হল ভুল, এটি একটি পার্টি-বিরোধী লাইন। এর রণকৌশলকে ভাঙন সৃষ্টিকারী রণকৌশল ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না। সুতরাং যে পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়েছে জিনোভিয়েভকে এবং ট্রট্স্কিকে বহিষ্কার করা হল তা থেকে বেরিয়ে আসার স্বাভাবিক পথ। এসবই সত্য।

কিন্তু একটা সময় ছিল যখন আমরা সকলেই বলেছিলাম যে, বিরোধীদের নেতাদের অতি অবশ্যই কেন্দ্রীয় কমিটিতে রাখতে হবে, তাঁদের বের করে দেওয়া উচিত হবে না। এখন এই পরিবর্তন কেন? কিভাবে এই নতুন পন্থাকে ব্যাখ্যা করতে হবে? এবং আদৌ কি এটি কোন নতুন পন্থা?

হাঁ, এটি নতুন পন্থা। একে কিভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে? বিরোধী-শক্তির নেতাদের মূলগত নীতি ও সাংগঠনিক 'পরিকল্পনায়' যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে, এটির কারণ হল তাই। বিরোধীদের নেতারা, এবং প্রধানতঃ ট্রট্স্কি, মন্দতর দিকে পরিবর্তিত হয়েছেন। স্বভাবতঃই এই সমস্ত বিরোধীদের প্রতি পার্টির নীতিতে পরিবর্তন ঘটাতে এটি বাধ্য ছিল।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, পার্টির অধঃপতনের মতো নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ধরা যাক। আমাদের পার্টির অধঃপতন বলতে কি বোঝায়? বোঝায় এই যে, ইউ. এস. এস. আর-এ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হচ্ছে। ধরুন, তিন বছর আগে এ ব্যাপারে ট্রট্স্কির অবস্থা কি ছিল? আপনারা জানেন, সেই সময়ে উদারনৈতিক এবং মেনশেভিকরা, স্মেনা-ভেখ-পন্থীরা[৫৫] এবং সমস্ত ধরনের দলত্যাগীরা পুনরাবৃত্তি করে বলত যে পার্টির অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। আপনারা জানেন, সেই সময়ে তারা ফরাসী বিপ্লব

থেকে দৃষ্টান্তের উদ্ধৃতি দিত এবং জোর দিয়ে বলত যে জ্যাকোবিনরা তাদের সময়ে ফ্রান্সে যেমন পতন বরণ করেছিল, বলশেভিকরাও সেই একই পতন বরণ করতে বাধ্য হবে। আপনারা জানেন, ফরাসী বিপ্লবের সাথে ঐতিহাসিক উপমাগুলি (জ্যাকোবিনদের পতন) তখনো ছিল এবং এখনো রয়েছে প্রধান যুক্তি যা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব বজায় রাখা এবং আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মেনশেভিক এবং স্মেনা-ভেখপন্থীরা উপস্থাপিত করেছে।

তিন বছর আগে এ ব্যাপারে ট্রট্স্কির মনোভাব কি ছিল? তিনি নিশ্চিতরূপে এইরকম উপমা টানার বিরোধী ছিলেন। সে-সময় তিনি তাঁর পুস্তিকা, **দি নিউ কোর্স**-এ (১৯২৪) যা লিখেছিলেন তা হল:

> 'মহান ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে (জ্যাকোবিনদের পতন!) ঐতিহাসিক উপমাসমূহ, উদারনীতিবাদ ও মেনশেভিকবাদ যাদের সদ্ব্যবহার করে এবং যেগুলি দিয়ে নিজেদের সান্ত্বনা দেয়, সেগুলি হল **ভাসাভাসা ও ক্রটিপূর্ণ**' (মোটা হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন) (**দি নিউ কোর্স**, পৃঃ ৩৩ দেখুন)।

স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট বক্তব্য! আমি মনে করি এর চেয়ে আরও জোরের সঙ্গে ও সুনির্দিষ্টভাবে বক্তব্য প্রকাশ করা কারও পক্ষে কঠিন। সমস্ত ধরনের স্মেনা-ভেখপন্থী এবং মেনশেভিকরা প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে যেসব ঐতিহাসিক উপমা উপস্থিত করছিল, সেগুলি সম্পর্কে ট্রট্স্কি তখন যা বলেছিলেন, তাতে কি তিনি সঠিক ছিলেন? নিশ্চিতরূপে সঠিক ছিলেন।

কিন্তু এখন? ট্রট্স্কির অবস্থান কি এখনো সেই রকমই আছে? দুর্ভাগ্যক্রমে, তা নেই। তাঁর অবস্থান এমনকি এখন তার বিপরীত। এই তিন বছরে ট্রট্স্কি 'মেনশেভিকবাদ' ও 'উদারনীতিবাদের' দিকে বিবর্ধিত হয়েছেন। এখন তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছেন যে, ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে ঐতিহাসিক উপমা টানা মেনশেভিকদের লক্ষণ নয়, 'প্রকৃত', 'বিশুদ্ধ' 'লেনিনবাদের' লক্ষণ। এই বছরের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতিমণ্ডলীর সভার আক্ষরিক রিপোর্ট কি আপনারা পড়েছেন? যদি পড়ে থাকেন তাহলে আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন যে পার্টির বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামে ট্রট্স্কি এখন ফরাসী বিপ্লবের সময়কালে জ্যাকোবিনদের পতনের

পথে আমাদের পার্টির পতন সম্পর্কে মেনশেভিক তত্ত্বগুলির ওপর নিজেকে স্থাপন করছেন। আজ, ট্রট্স্কি মনে করেন 'থার্মিডোর' সম্পর্কে অর্থহীন কথাবার্তা সৎ রুচির লক্ষণ।

অধঃপতনের মৌলিক প্রশ্নে 'ট্রট্স্কিবাদ' থেকে 'মেনশেভিকবাদ' এবং 'উদারনীতিবাদ'—গত তিন বছরে ট্রট্স্কিপন্থীরা এরূপ পথই অতিক্রম করেছে।

ট্রট্স্কিপন্থীদের পরিবর্তন হয়েছে। ট্রট্স্কিপন্থীদের প্রতি পার্টির নীতিও পরিবর্তিত হতে বাধ্য হয়েছে।

এখন সংগঠন, পার্টি শৃংখলা, সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি সংখ্যালঘিষ্ঠের বশ্যতা স্বীকার, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব জোরদার করার ক্ষেত্রে লৌহদৃঢ় পার্টি-শৃংখলার ভূমিকার প্রশ্নের মতো অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন প্রশ্নগুলির কথা ধরা যাক। প্রত্যেকেই জানেন, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব বজায় রাখা, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাফল্যের পক্ষে আমাদের পার্টিতে লৌহদৃঢ় শৃংখলা হল অন্যতম মৌলিক শর্ত। প্রত্যেকেই জানেন, সব দেশের মেনশেভিকরা প্রথম যে জিনিসটি করতে চেষ্টা করে তা হল আমাদের পার্টির লৌহদৃঢ় শৃংখলাকে ধ্বংস করা। একটা সময় ছিল যখন ট্রট্স্কি আমাদের পার্টিতে লৌহদৃঢ় শৃংখলাকে উপলব্ধি করতেন, তারিফ করতেন। যথাযথভাবে বলতে হলে, আমাদের পার্টি ও ট্রট্স্কির মধ্যে মতানৈক্যসমূহ কখনো থামেনি, কিন্তু ট্রট্স্কি এবং ট্রট্স্কিপন্থীরা আমাদের পার্টির সিদ্ধান্তগুলির প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে নেবার ব্যাপারে যথেষ্ট চতুর ছিলেন। প্রত্যেকেই ট্রট্স্কির বারবার উক্ত বিবৃতির কথা জানেন—আমাদের পার্টি যাই হোক না কেন, পার্টি যখনই নির্দেশ করবে, তখনই আনুগত্য স্বীকারে তিনি খাড়া থাকবেন। এবং এটা অবশ্যই বলতে হবে যে, প্রায় সময়েই ট্রট্স্কিপন্থীরা পার্টি ও তার নেতৃত্বদানকারী সংস্থাগুলির প্রতি অনুগত থাকতে সফল হয়েছিল।

কিন্তু এখন? এটা কি বলা যেতে পারে যে ট্রটস্কিপন্থীরা, বর্তমান বিরোধী-শক্তি, পার্টির সিদ্ধান্তসমূহের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা, খাড়া হয়ে দাঁড়ানো প্রভৃতি ব্যাপারে প্রস্তুত? না, আর তা বলা যেতে পারে না। পার্টির সিদ্ধান্তসমূহে আনুগত্য স্বীকার করার প্রতিশ্রুতি তারা দু-দুবার ভঙ্গ করার পর, পার্টিকে তারা দু-দুবার প্রতারিত করার পর, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের সংযোগে বে-আইনী মুদ্রণযন্ত্র তাদের দ্বারা সংগঠিত হবার পর, এই মঞ্চ থেকেই জিনোভিয়েভ এবং ট্রট্স্কির এই যে পুনঃপুনঃ বিবৃতি যে, তাঁরা পার্টির শৃংখলা লংঘন

করছেন এবং তাঁরা তা লাগাতরভাবে করে যাবেন, তারপর—এসবের পর এটা সন্দেহপূর্ণ যে আমাদের পার্টিতে একটিমাত্র লোকও পাওয়া যাবে কিনা, যে বিশ্বাস করতে সাহস করবে বিরোধী নেতারা পার্টির প্রতি আনুগত্য স্বীকারে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে প্রস্তুত। বিরোধীশক্তি এখন নতুন লাইনে সরে গেছে—পার্টিতে ভাঙন ঘটাবার লাইন, একটি নতুন পার্টি সৃষ্টি করার লাইন। বর্তমানে বিরোধীদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় পুস্তিকা **এক পা আগে, দু পা পিছে**[৩৬], লেনিনের এই বলশেভিক পুস্তিকা নয়, সবচেয়ে জনপ্রিয় হল ট্রট্স্কির পুরানো মেনশেভিক পুস্তিকা **আমাদের রাজনৈতিক কর্তব্যসমূহ** (১৯০৪ সালে প্রকাশিত); লেনিনবাদের সাংগঠনিক নীতিসমূহের বিরোধিতায়, **এক পা আগে, দু পা পিছে**, লেনিনবাদের এই পুস্তিকাটির বিরোধিতা করে ট্রট্স্কির পুস্তিকাটি লেখা হয়েছিল।

আপনারা জানেন ট্রট্স্কির পুরানো পুস্তিকার মর্মবস্তু হল পার্টি ও পার্টির নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে লেনিনের ধারণার অস্বীকৃতি। সেই পুস্তিকায় ট্রট্স্কি লেনিনকে 'ম্যাক্সিমিলিয়েন লেনিন' ছাড়া আর কিছু বলে অভিহিত করেন না —এইভাবে লেনিনকে অভিহিত করার মধ্য দিয়ে এই আভাসই দেওয়া হয়েছে যে লেনিন হলেন আর একজন ম্যাক্সিমিলিয়েন রোবসপিয়ের এবং রোবসপিয়েরের মতো তিনি ব্যক্তিগত একনায়কত্বের জন্য জোর চেষ্টা করছেন। সেই পুস্তিকায় ট্রট্স্কি সোজাসুজি বলছেন, পার্টি-শৃংখলার প্রতি শুধুমাত্র ততটা পরিমাণে আনুগত্য স্বীকার করতে হবে যতটা পরিমাণে পার্টির প্রতি আনুগত্য স্বীকারে যাদের বাধ্য করা হয় তাদের ইচ্ছা ও মতামতের বিরোধিতা পার্টি সিদ্ধান্তগুলি করে না। এটি হল বিশুদ্ধভাবে সংগঠনের একটি মেনশেভিক পদ্ধতি। প্রসঙ্গক্রমে, সেই পুস্তিকাখানি হল চিত্তাকর্ষক, কারণ ট্রট্স্কি পুস্তিকা-খানিকে মেনশেভিক পি. অ্যাক্সেলরডের নামে উৎসর্গ করেছেন। তিনি যা বলছেন তা হল: 'আমার প্রিয় শিক্ষক পাভেল বোরিশোভিচ অ্যাক্সেলরডের নামে উৎসর্গ করা হল' (**হাস্যধ্বনি। একাধিক কণ্ঠস্বর:** 'একজন ডাহা মেনশেভিক!')

পার্টির প্রতি আনুগত্য থেকে পার্টিতে ভাঙন ঘটাবার নীতি, লেনিনের পুস্তিকা **এক পা আগে, দু পা পিছে** থেকে ট্রট্স্কির পুস্তিকা **আমাদের রাজনৈতিক কর্তব্যসমূহ**, লেনিন থেকে অ্যাক্সেলরড—এরূপই হল সাংগঠনিক পথ যা আমাদের বিরোধীশক্তি অতিক্রম করেছে।

ট্রট্স্কিপন্থীরা পরিবর্তিত হয়েছে। ট্রট্স্কিপন্থী বিরোধীশক্তির প্রতি পার্টির সাংগঠনিক নীতিকেও পরিবর্তিত করতে হয়েছে।

একটি আকাঙ্ক্ষিত নিষ্কৃতিই বটে! আপনার 'প্রিয় শিক্ষক পাভেল বোরিশোভিচ অ্যাক্সেলরডের' দিকে যাত্রা করুন! আকাঙ্ক্ষিত নিষ্কৃতিলাভ! গুণীশ্রেষ্ঠ ট্রট্স্কি, শুধুমাত্র ত্বরান্বিত করুন, কেননা তাঁর বার্ধক্যের জন্য 'পাভেল বোরিশোভিচ' শীঘ্রই মারা যেতে পারেন এবং আপনি আপনার 'শিক্ষকের' কাছে সময় থাকতে পৌঁছাতে নাও পারেন। (**দীর্ঘ হর্ষধ্বনি।**)

প্রাভদা, সংখ্যা ২৫১
২রা নভেম্বর, ১৯২৭

বিদেশী শ্রমিকদের প্রতিনিধিমণ্ডলীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

৫ই নভেম্বর, ১৯২৭

(জার্মানি, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, চীন, বেলজিয়াম, ফিনল্যাণ্ড, ডেনমার্ক এবং এস্তোনিয়া থেকে ৮০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকার চলে ছয় ঘণ্টা ধরে।)

স্তালিন: গতকাল আমি জার্মান ভাষায় লিখিত স্বাক্ষরহীন একটি প্রশ্নতালিকা পেয়েছিলাম। আজ সকালে আমি আরও দুটি তালিকা পেয়েছি, একটি ফরাসী প্রতিনিধিমণ্ডলী থেকে, আর একটি ডেনমার্কের প্রতিনিধিমণ্ডলী থেকে। প্রথম প্রশ্নতালিকা থেকে শুরু করা যাক, যদিও আমি জানি না কোন্ প্রতিনিধিমণ্ডলী থেকে এটি এসেছে। তারপর আমরা অন্য দুটি তালিকা গ্রহণ করতে পারি। যদি কারও আপত্তি না থাকে তো শুরু করা যাক। **(প্রতিনিধিরা এতে সম্মতি দেন।)**

প্রথম প্রশ্ন: ইউ. এস. এস. আর কেন জাতিসংঘে অংশগ্রহণ করে না?

উত্তর: ইউ. এস. এস. আর কেন জাতিসংঘে অংশগ্রহণ করে না, তার কারণগুলি আমাদের সংবাদপত্রগুলিতে বারবার প্রকাশিত হয়েছে। আমি সেই কারণগুলির কয়েকটি উল্লেখ করতে পারি।

সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘের সদস্য নয়, জাতিসংঘে অংশগ্রহণ করে না, প্রথমতঃ, এইজন্য যে, জাতিসংঘের সাম্রাজ্যবাদী নীতি, ঔপনিবেশিক দেশগুলির শোষণ ও নিপীড়নের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রদত্ত 'ম্যাণ্ডেট-গুলির' (জাতিসংঘ প্রভৃতি কর্তৃক কোন রাষ্ট্রকে প্রদত্ত পরদেশ-শাসনের অধিকার—অনুবাদক, বাং. সং.) জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন দায়িত্ব গ্রহণ করতে চায় না। সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘে অংশগ্রহণ করে না, যেহেতু তা সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী, উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির ওপর নিপীড়নের বিরোধী।

সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘে অংশগ্রহণ করে না, দ্বিতীয়তঃ, এই জন্য যে, যুদ্ধ প্রস্তুতিসমূহ, যুদ্ধোপকরণসমূহের ক্রমবৃদ্ধি, নতুন নতুন সামরিক

মৈত্রী প্রভৃতি, যেগুলি জাতিসংঘ অন্তরালে রাখে এবং পবিত্র করে, এবং যেগুলির ফলে নতুন নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ঘটতে বাধ্য, সে-সবের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন দায়িত্ব নিতে চায় না। সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘে অংশগ্রহণ করে না যেহেতু তা সমগ্রভাবে ও সম্পূর্ণরূপে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধী।

সর্বশেষে, সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘে অংশগ্রহণ করে না যেহেতু সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রগুলির জন্য জাতিসংঘের আকারে—আবরণের উপাদান-স্বরূপ অংশ হতে তা চায় না; জাতিসংঘ তার সদস্যদের কৃত্রিমতাপূর্ণ ভাষণগুলির দ্বারা এই সমস্ত ষড়যন্ত্র আড়াল করে।

বর্তমান অবস্থায় পর্দার অন্তরালে তাদের যৎপরোনাস্তি দুরভিসন্ধিপূর্ণ কার্যকলাপ নির্বাহ করার জন্য জাতিসংঘ হল সাম্রাজ্যবাদী কর্তাদের 'মিলনের স্থান'। জাতিসংঘে সরকারীভাবে যা **বলা হয়,** তা হল জনগণকে প্রতারিত করার জন্য পরিকল্পিত নিছক কথাবার্তা। কিন্তু জাতিসংঘে পর্দার অন্তরালে সাম্রাজ্যবাদী কর্তারা **যা করে,** তা-ই হল জাতিসংঘের বাগাড়ম্বরে ওস্তাদ বাগ্মীদের দ্বারা ভণ্ডামির সঙ্গে আড়াল করা প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ।

তাহলে এটা কি বিস্ময়কর যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই জনগণ-বিরোধী প্রহসনের সদস্য এবং অংশগ্রহণকারী হতে চায় না?

দ্বিতীয় প্রশ্ন: সোভিয়েত ইউনিয়নে কোন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির কাজকর্ম চালাতে অনুমতি দেওয়া হয় না কেন?

উত্তর: সোভিয়েত ইউনিয়নে কোন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টিকে (অর্থাৎ মেনশেভিক পার্টিকে) কাজকর্ম চালাতে অনুমতি দেওয়া হয় না সেই একই কারণে যে কারণে প্রতিবিপ্লবীদের এখানে অনুমতি দেওয়া হয় না। সম্ভবতঃ এতে আপনাদের বিস্ময়ের উদ্রেক হতে পারে, কিন্তু এ ব্যাপারে বিস্ময়ের কিছু নেই।

যে পরিস্থিতিসমূহে আমাদের দেশের বিকাশ ঘটেছে, তার বিকাশের ইতিহাস হল এরূপই যে, যেখানে জারশাসনের অধীনে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি ছিল একটি কমবেশি বিপ্লবী পার্টি, সেখানে জারতন্ত্রের উচ্ছেদের পর, কেরেনস্কির অধীনে এই পার্টি হয়ে পড়ল একটি সরকারী পার্টি, একটি বুর্জোয়া পার্টি, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সমর্থক একটি পার্টি, এবং অক্টোবর বিপ্লবের পরে এই পার্টি

হয়ে দাঁড়াল প্রকাশ্য প্রতিবিপ্লবের একটি পার্টি, পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সমর্থক একটি পার্টি।

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, আমাদের দেশে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল কলচাক ও ডেনিকিনের পক্ষ অবলম্বন করে, সোভিয়েত রাষ্ট্র ক্ষমতার বিরুদ্ধে। বর্তমানে এই পার্টি পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সমর্থক, সোভিয়েত ব্যবস্থার উচ্ছেদের সমর্থক।

আমি মনে করি, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির এই ক্রমবিকাশ শুধু ইউ. এস. এস. আর-এর নয়, অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও বৈশিষ্ট্যসূচক। আমাদের দেশে জারশাসন যে পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল সে পর্যন্ত সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি ছিল কম-বেশি বিপ্লবী। এটাই, কার্যতঃ, ব্যাখ্যা করে কেন আমরা বলশেভিকরা, মেনশেভিকদের, অর্থাৎ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের, সঙ্গে একত্রে একটি পার্টি গঠন করেছিলাম। যখন তথাকথিত গণতান্ত্রিক বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি হয়ে দাঁড়ায় হয় বিরোধী, না হয় সরকারী একটি বুর্জোয়া পার্টি। আর যখন বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতাসীন হয়, তখন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি একটি প্রকাশ্য প্রতিবিপ্লবের পার্টিতে পরিণত হয়।

একজন প্রতিনিধি ঃ তার অর্থ কি এই যে শুধুমাত্র এখানে, সোভিয়েত ইউনিয়নে সোশ্যাল ডিমক্র্যাসি একটি প্রতিবিপ্লবী শক্তি, না কি অন্যান্য দেশেও তাকে একটি প্রতিবিপ্লবী শক্তি হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে?

স্তালিন ঃ আমি এর আগেই বলেছি, এখানে কিছুটা পার্থক্য আছে।

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের দেশে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি হল একটি প্রতি-বিপ্লবী শক্তি যা পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবনের জন্য, বুর্জোয়া 'গণতন্ত্রের' নামে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অবসান ঘটাতে কঠোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে, যেখানে শ্রমিকশ্রেণী এখনো ক্ষমতাসীন হয়নি, সেখানে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি হল পুঁজিবাদী শাসনের সম্পর্কে হয় একটি বিরোধী দল, না হয় পুঁজিবাদের সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বিরুদ্ধে এবং, আরও, বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিরুদ্ধে উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে একটি আধা-সরকারী দল, অথবা না হয়, বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ এবং প্রকাশ্যভাবে পুঁজিবাদ এবং বুর্জোয়া 'গণতন্ত্রের' সমর্থনকারী একটি পুরোদস্তুর সরকারী দল।

সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি পুরোদস্তুর প্রতিবিপ্লবী হয়ে পড়ে এবং তার প্রতি

বিপ্লবী কার্যকলাপ শ্রমিকশ্রেণীর সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় কেবলমাত্র তখনই যখন শ্রমিকশ্রেণীর সরকার একটি বাস্তব ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয় প্রশ্ন : ইউ. এস. এস. আর-এ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই কেন?

উত্তর : আপনারা সংবাদপত্রের কিরূপ স্বাধীনতার কথা বলতে চান? কোন্ শ্রেণীর জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা—বুর্জোয়াদের জন্য অথবা শ্রমিক-শ্রেণীর জন্য? আপনারা যদি বুর্জোয়াদের জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা মনে করে থাকেন, তাহলে যতদিন শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব বিরাজ করছে, ততদিন তা থাকছে না এবং থাকবে না। কিন্তু আপনারা যদি শ্রমিকশ্রেণীর জন্য স্বাধীনতার কথা মনে করে থাকেন, তাহলে আমাকে অবশ্যই বলতে হয়, আপনারা পৃথিবীতে আর কোন দেশ খুঁজে পাবেন না যেখানে শ্রমিকশ্রেণীর জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ইউ. এস. এস. আর-এ যেমন ব্যাপক এবং পরিপূর্ণ ততটা ব্যাপক ও পরিপূর্ণ।

শ্রমিকশ্রেণীর জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা শুধুমাত্র একটি শব্দসমষ্টি নয়। যদি সর্বোৎকৃষ্ট মুদ্রণযন্ত্র এবং প্রেস ক্লাব প্রাপ্তিসাধ্য না হয়, যদি সংকীর্ণতম থেকে প্রশস্ততম প্রকাশ্যভাবে কার্যকলাপে নিরত শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনগুলি না থাকে—যাদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক—যদি সভা-সমাবেশের ব্যাপকতম স্বাধীনতা না থাকে, তাহলে সংবাদপত্রের কোন স্বাধীনতা থাকতে পারে না।

ইউ. এস. এস. আর-এ জীবনযাত্রার অবস্থাসমূহ পরীক্ষা করুন, শ্রমিকদের জেলাগুলিতে যান; আপনারা দেখবেন সর্বোৎকৃষ্ট মুদ্রণযন্ত্রসমূহ, সবচেয়ে ভাল প্রেস ক্লাবগুলি, সমস্ত কাগজকলগুলি, মুদ্রণযন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় কালি এবং রং-এর সমগ্র ফ্যাক্টরিগুলি, প্রাসাদোপম সভা হলগুলি, এ সমস্তই এবং শ্রমিক-শ্রেণীর সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য আবশ্যক অন্যান্য অনেক জিনিস সমগ্রভাবে এবং পরিপূর্ণরূপে শ্রমিকশ্রেণী এবং ব্যাপক মেহনতি জনগণের আয়ত্তাধীন। একেই আমরা বলি শ্রমিকশ্রেণীর জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। বুর্জোয়াদের জন্য সংবাদপত্রের কোন স্বাধীনতা আমাদের নেই।

মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের জন্য সংবাদপত্রের কোন স্বাধীনতা আমাদের নেই, এরা আমাদের দেশে পরাজিত ও উৎখাত বুর্জোয়াদের স্বার্থগুলিকে সমর্থন করে। কিন্তু এটা কি বিস্ময়কর? সমস্ত শ্রেণীকে সংবাদ-

পত্রের স্বাধীনতা মঞ্জুর করা, সমস্ত শ্রেণীকে সুখী করার প্রতিশ্রুতি আমরা কখনো দিইনি। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে ক্ষমতা দখল করার সময় বলশেভিকরা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেছিল যে, এই ক্ষমতা দখলের অর্থ হল একটি শ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতালাভ; এই ক্ষমতা ইউ. এস. এস. আর-এর জনসমষ্টির প্রভূতরূপে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ—শহর ও গ্রামের ব্যাপক মেহনতি জনগণের স্বার্থে বুর্জোয়াদের দমন করবে।

এর পরে, কিভাবে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের পক্ষে বুর্জোয়াদের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মঞ্জুর কবার প্রয়োজন থাকতে পারে?

চতুর্থ প্রশ্ন ঃ কারারুদ্ধ মেনশেভিকদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছে না কেন?

উত্তর ঃ সুস্পষ্টভাবে, প্রশ্নটিতে সক্রিয় মেনশেভিকদের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। হাঁ, এটি সত্য ঘটনা যে, দণ্ডাজ্ঞার কাল শেষ না হলে আমাদের দেশে সক্রিয় মেনশেভিকদের জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয় না। কিন্তু এটা কি বিস্ময়কর?

যখন মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল, তখন, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯১৭ সালের জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে বলশেভিকদের জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হল না কেন?

যখন মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল, তখন ১৯১৭ সালের জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত লেনিনকে কেন গোপন অবস্থায় যেতে হয়েছিল? আপনারা কিভাবে এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারেন যে, মহান লেনিন, যাঁর নাম হল সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর পতাকা, সেই লেনিন কেরেনস্কি এবং সেরেতেলি, চার্নভ এবং দানের 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' থেকে দূরবর্তী ফিনল্যাণ্ডে ১৯১৭র জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত গোপন অবস্থায় যেতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং খ্যাতনামা মেনশেভিক, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সক্রিয় নেতা, বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠী, সরকারের নেতৃত্বে থাকার ঘটনা সত্ত্বেও লেনিনের পার্টির মুখপত্র **প্রাভদার** ধ্বংসসাধন করেছিল?

স্পষ্টতঃ, এসবই এই ঘটনার দ্বারা ব্যাখ্যা করতে হবে যে বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লব এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের মধ্যেকার সংগ্রামের ফলে কিছুটা পরিমাণ অত্যাচার-নিপীড়ন ঘটতে বাধ্য। আমি ইতিমধ্যেই বলেছি, আমাদের দেশে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি একটি প্রতিবিপ্লবী পার্টি। কিন্তু এ থেকে এটাই বেরিয়ে

আসে যে, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব সেই প্রতিবিপ্লবী পার্টির নেতাদের গ্রেপ্তার না করে পারে না।

কিন্তু এটাই সব নয়। এ থেকে এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে, আমাদের দেশে মেনশেভিকদের গ্রেপ্তার করা অক্টোবর বিপ্লবের নীতির ধারাবাহিকতা। বস্তুতঃ, অক্টোবর বিপ্লব কি বস্তু? অক্টোবর বিপ্লব হল প্রধানতঃ বুর্জোয়া শাসনকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করা। সব দেশের সমস্ত কমবেশি শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকেরা এখন স্বীকার করে যে, ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে বুর্জোয়া শাসন উচ্ছেদ করে বলশেভিকরা ঠিক কাজই করেছিল। আমার কোন সন্দেহই নেই যে, আপনারাও সেই একই মত পোষণ করেন। কিন্তু প্রশ্ন হল: ১৯১৭ সালে শ্রমিকশ্রেণী প্রকৃতপ্রস্তাবে কাদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেছিল? ইতিহাস আমাদের বলে, ঘটনারাজি আমাদের বলে, ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে শ্রমিকশ্রেণী মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেছিল, কেননা মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরাই—কেরেনস্কি এবং চার্নভ, গৎজ এবং লাইবার, দান এবং সেরেতেলি, আব্রামোভিচ এবং অ্যাভক্সেনতিয়েভ তখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। আর মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টিগুলি কি? এগুলি হল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টি।

সুতরাং, এ থেকে এই সিদ্ধান্ত আসে যে, অক্টোবর বিপ্লব সমাধা করায় ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলিকে উৎখাত করেছিল। কিছু কিছু সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের কাছে এটা অপ্রীতিকর হতে পারে, কিন্তু কমরেডগণ, এটি এমন একটি ঘটনা যা অস্বীকার করা যায় না এবং এ নিয়ে তর্ক করা অযৌক্তিক হবে।

কাজেই, এটা বেরিয়ে আসে যে একটি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবে মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের শাসন উচ্ছেদ করা সম্ভব এবং প্রয়োজনীয়, যাতে শ্রমিকশ্রেণীর শাসন বিজয়ী হতে পারে।

কিন্তু তাদের যদি উচ্ছেদই করা যায় তাহলে যখন তারা প্রকাশ্য এবং সুনির্দিষ্টভাবে বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবের শিবিরে চলে যায়, তখন তাদের গ্রেপ্তার করা যাবে না কেন? আপনারা কি মনে করেন যে, মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সম্পূর্ণ পরাজিত করা তাদের গ্রেপ্তার করা থেকে অধিকতর অনুগ্র উপায়?

অক্টোবর বিপ্লবের নীতি সঠিক বলে গণ্য করা যেতে পারে না, যদি না সেই বিপ্লবের অপরিহার্য পরিণতিগুলি সঠিক বলে গণ্য করা না হয়। একটি কিংবা অন্যটি :

হয় অক্টোবর বিপ্লব ছিল একটা ভুল—সেক্ষেত্রে মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের গ্রেপ্তার করাও ছিল একটা ভুল ;

অথবা অক্টোবর বিপ্লব ভুল ছিল না—সেক্ষেত্রে মেনশেভিক ও সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা যারা প্রতিবিপ্লবের পথ নিয়েছে, তাদের গ্রেপ্তার করা ভুল বলে গণ্য করা যেতে পারে না।

যৌক্তিক বিচার এটাই দাবি করে।

পঞ্চম প্রশ্ন : সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক প্রেস ব্যুরোর সংবাদদাতাকে কেন ইউ. এস. এস. আর-এ ঢুকবার অনুমতি দেওয়া হয়নি?

উত্তর : যেহেতু, বিদেশের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক প্রেস, এবং বিশেষভাবে **ভরওয়ার্টস,** ইউ. এস. এস. আর এবং তার প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড কুৎসা রটনায় এমনকি অনেকগুলি বুর্জোয়া সংবাদপত্রকেও ছাপিয়ে গিয়েছে।

যেহেতু, **ভসিসচে জেতুং**[৫৭]-এর মতো অনেকগুলি বুর্জোয়া সংবাদপত্র ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে **ভরওয়ার্টস**-এর চেয়েও অধিকতর 'পক্ষপাতিত্বহীনভাবে' এবং 'শোভনতার সঙ্গে' আচরণ করে। এ ব্যাপারটিকে 'অদ্ভুত' মনে হতে পারে, কিন্তু এটি এমন একটি ঘটনা যাকে উপেক্ষা করা যায় না। যদি **ভরওয়ার্টস** কতকগুলি বুর্জোয়া সংবাপত্রের তুলনায় মন্দতর আচরণ না করত, তাহলে তার প্রতিনিধিরা খুব সম্ভবতঃ অন্যান্য বুর্জোয়া সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সাথে ইউ. এস. এস. আর-এ একটি স্থান পেত।

কয়েকদিন পূর্বে **ভরওয়ার্টসের** একজন প্রতিনিধি বার্লিনের দূতাবাসের আমাদের একজন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করে, **ভরওয়ার্টসের** একজন প্রতিনিধিকে ইউ. এস. এস. আর-এ প্রবেশের অধিকার পেতে সক্ষম হতে হলে কি কি শর্ত পালন করতে হবে। জবাবে তাকে বলা হয় : 'যখন **ভরওয়ার্টস** তার কাজের দ্বারা প্রমাণ করবে যে, **ভসিসচে জেতুং**-এর মতো "শোভন ও ভদ্র আচরণবিশিষ্ট" উদারনৈতিক সংবাদপত্রের তুলনায় ইউ. এস. এস. আর

আর তার প্রতিনিধিদের প্রতি তা অধিকতর মন্দ ব্যবহার না করতে প্রস্তুত, তখন **ডরওয়াটর্সের** একজন সংবাদদাতাকে ইউ. এস. এস. আর-এ প্রবেশ করতে দিতে সোভিয়েত সরকারের কোন আপত্তি থাকবে না।'

আমি মনে করি, জবাবটি সম্পূর্ণরূপে প্রণিধানযোগ্য।

ষষ্ঠ প্রশ্ন ঃ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিক দুটিকে ঐক্যবদ্ধ করা কি সম্ভব?

উত্তর ঃ আমি মনে করি এটা অসম্ভব।

এটা অসম্ভব এই কারণে যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের নীতিতে রয়েছে সামগ্রিকভাবে দুটি পৃথক লাইন এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও দুটি পৃথক দিকে চালিত। যেখানে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষ্য হল পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করা এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে প্রতিষ্ঠা করা, পক্ষান্তরে, সেখানে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষ্য হল পুঁজিবাদকে সংরক্ষণ করা এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে যা কিছু প্রয়োজন সেসব ধ্বংস করা।

দুটি আন্তর্জাতিকের মধ্যে সংগ্রাম হল পুঁজিবাদের এবং সমাজতন্ত্রের সমর্থকদের মধ্যেকার মতাদর্শগত সংগ্রামের প্রতিফলন। এই সংগ্রামে হয় দ্বিতীয় না হয় তৃতীয় আন্তর্জাতিক অবশ্যই বিজয়ী হবে। এটা সন্দেহ করার কোন কারণই নেই যে তৃতীয় আন্তর্জাতিকই শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে বিজয়ী হবে।

আমি মনে করি, বর্তমানে তাদের ঐক্যবদ্ধ করা অসম্ভব।

সপ্তম প্রশ্ন ঃ পশ্চিম ইউরোপের পরিস্থিতির আপনি কি মূল্যায়ন করেন? পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে কি বৈপ্লবিক ঘটনাসমূহ প্রত্যাশা করা যায়?

উত্তর ঃ আমি মনে করি পুঁজিবাদের একটি গভীর সংকট ইউরোপে উদ্ভূত হচ্ছে এবং উদ্ভূত হতে থাকবে। পুঁজিবাদ আংশিকভাবে স্থিতিশীল হতে পারে, তা তার উৎপাদন বিজ্ঞানসম্মতভাবে পুনর্গঠন করতে পারে, তা সাময়িকভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে দাবিয়ে রাখতে পারে—পুঁজিবাদ এখনো সেসব করতে সক্ষম, কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ এবং অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে তার যে 'স্থিতিশীলতা' ও 'ভারসাম্য' ছিল তা আর সে কখনো পুনরুদ্ধার করতে পারবে না। পুঁজিবাদ আর কখনো সেই 'স্থিতিশীলতা' ও 'ভারসাম্য' ফিরে পাবে না।

এটা যে সত্য তা শুধু এই ঘটনা থেকে সুস্পষ্ট যে প্রায়শঃই ইউরোপীয়

দেশগুলি এবং উপনিবেশসমূহেই বিপ্লবের বহ্নিশিখা প্রজ্জলিত হয়—যেগুলি হল ইউরোপীয় পুঁজিবাদের জীবনের উৎস। একদিন বিপ্লবের বহ্নিশিখা জলে ওঠে অস্ট্রিয়ায়, পরের দিন ব্রিটেনে, তার পরের দিন ফ্রান্স ও জার্মানির কোথাও, এবং তার পরে চীন, ইন্দোনেশিয়া, ভারত প্রভৃতিতে।

কিন্তু ইউরোপ ও উপনিবেশগুলি কি? এগুলি হল পুঁজিবাদের কেন্দ্র এবং পরিধি। ইউরোপীয় পুঁজিবাদের কেন্দ্রসমূহে বিরাজ করছে 'অশান্তি'। তার পরিধিতে আরও বৃহত্তর 'অশান্তি'। নতুন নতুন বৈপ্লবিক ঘটনার পরিস্থিতি পরিপক্ক হচ্ছে। আমি মনে করি, পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান সংকটের স্পষ্টতম লক্ষণ এবং শ্রমিকশ্রেণীর বর্ধমান অসন্তোষ ও ক্রোধের স্পষ্টতম প্রকাশ হল সাক্কো এবং ভ্যানজেট্টিকে[৫৮] হত্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঘটনাবলী।

পুঁজিবাদী কুচিকুচি করে হত্যা করার মেশিনের পক্ষে দুজন শ্রমিকের হত্যার অর্থ কি? আজ পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে, প্রতিদিনে শতশত শ্রমিককে কি হত্যা করা হয়নি? কিন্তু সাক্কো এবং ভ্যানজেটি, এই দুজন শ্রমিকের হত্যা সারা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীকে আবেগচঞ্চল করে তুলেছে। এটা কি দেখায়? এটা দেখায় যে, পুঁজিবাদের পক্ষে অবস্থাসমূহ তপ্ত থেকে তপ্ততর হচ্ছে। এটা দেখায় যে নতুন নতুন বৈপ্লবিক ঘটনার পরিস্থিতি পরিপক্ক হচ্ছে।

পুঁজিবাদীরা বৈপ্লবিক সংঘটনের প্রথম তরঙ্গ হঠিয়ে দিতে পারে, এই ঘটনা কিন্তু কোনক্রমেই পুঁজিবাদের পক্ষে সান্ত্বনার উপযোগী হতে পারে না। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব একটি অটুট এবং অক্ষত তরঙ্গে এগুতে পারে না। তা সর্বদাই জোয়ার ও ভাঁটার গতিধারায় অগ্রসর হয়। রাশিয়াতেও তাই হয়েছিল। ইউরোপেও তাই হবে। নতুন নতুন বৈপ্লবিক ঘটনার দ্বারে আমরা উপনীত।

অষ্টম প্রশ্ন: রাশিয়ার পার্টিতে বিরোধীশক্তি কি শক্তিশালী? কোন্ কোন্ চক্রের ওপর তা নির্ভরশীল?

উত্তর: আমি মনে করি, বিরোধীশক্তি অত্যন্ত দুর্বল। আরও কিছু বেশি, এর শক্তি আমাদের পার্টিতে প্রায় নগণ্য। আমার কাছে আজকের সংবাদপত্র আছে। এতে রয়েছে গত কয়েকদিনের আলোচনাগুলির সমীক্ষা। তথ্যসংখ্যাগুলি দেখায় যে পার্টির ১ লাখ ৩৫ হাজারের চেয়ে বেশি সদস্য

কেন্দ্রীয় কমিটি ও তার তত্ত্বসমূহের সমর্থনে ভোট দিয়েছেন, এবং ১,২০০ ভোট দিয়েছেন বিরোধীশক্তির পক্ষে। এই সংখ্যা এমনকি এক-শতাংশের চেয়েও কম।

আমি মনে করি, আবার ভোটদান বিরোধীদের পক্ষে আরও কলঙ্কজনক ফল দেখাবে। আমাদের আলোচনা একেবারে কংগ্রেসের সূচনাকাল পর্যন্ত চলবে। এই সময়পর্বে যদি সম্ভব হয় আমরা সমগ্র পার্টির মতামত যাচাই করব।

আমি জানি না আপনাদের দেশসমূহে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টিগুলিতে আলোচনাসমূহ কিভাবে পরিচালিত হয়। আমি জানি না সোশ্যাল ডিমো-ক্র্যাটিক পার্টিগুলিতে আদৌ আলোচনা পরিচালিত হয় কিনা। আমরা আলোচনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করি। আমরা সমগ্র পার্টির মতামত যাচাই করব এবং আপনারা দেখবেন আমাদের পার্টিতে বিরোধীশক্তির আপেক্ষিক গুরুত্ব আমার এখনই পঠিত তথ্যসংখ্যাগুলি যা দেখাচ্ছে তার চেয়েও নগণ্যতর প্রমাণিত হবে। খুবই সম্ভব যে আমাদের পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসে বিরোধীদের একটিও প্রতিনিধি, একটিও ডেলিগেট থাকবে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধরা যাক ত্রিউগোলনিক ফ্যাক্টরি অথবা লেনিনগ্রাদের পুটিলভ ওয়ার্কসের মতো বিরাট কারখানাগুলি। ত্রিউগোলনিক ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকদের সংখ্যা প্রায় ১৫,০০০। পার্টি-সদস্যদের সংখ্যা হল ২,১২২। বিরোধীরা এখানে ৩৯টি ভোট পায়। পুটিলভ ওয়ার্কসে শ্রমিকদের সংখ্যা প্রায় ১১,০০০। পার্টি-সদস্যদের সংখ্যা হল ১,৭১৮। বিরোধীরা এখানে ২৯টি ভোট পায়।

কোন্ চক্রগুলির ওপর বিরোধীরা নির্ভরশীল? আমার মনে হয় বিরোধীরা প্রধানতঃ অ-প্রলেতারীয় চক্রগুলির ওপর নির্ভরশীল। যদি আপনারা জন-সমষ্টির অ-প্রলেতারীয় স্তরকে, যারা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের শাসনের প্রতি অসন্তুষ্ট তাদের জিজ্ঞাসা করেন, তাদের সহানুভূতি কাদের ওপর, তারা নির্দ্বিধায় জবাব দেবে যে, তারা বিরোধীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। কেন? যেহেতু, মূলতঃ, বিরোধীরা যে সংগ্রাম পরিচালনা করছে, সে সংগ্রাম হল পার্টির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এই শাসনের প্রতি কতকগুলি অ-প্রলেতারীয় অংশ অসন্তুষ্ট না হয়ে পারে না। বিরোধীশক্তি জনসমষ্টির অ-প্রলেতারীয় অংশগুলির অসন্তোষকে প্রতিফলিত করে, প্রতি-ফলিত করে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ওপর তাদের চাপকে।

নবম প্রশ্ন : রুথ ফিশার এবং মাসলো কর্তৃক জার্মানিতে প্রচারিত এই দৃঢ় ঘোষণায় কোন সত্য আছে কিনা যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক এবং রাশিয়ার পার্টির বর্তমান নেতারা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক শ্রমিকদেরকে প্রতিবিপ্লবের হাতে সমর্পণ করছে ?

উত্তর : আমাদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে এ কথা সত্য। আমাদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক এবং সি. পি. এস. ইউ (বি) সমস্ত দেশের প্রতিবিপ্লবীদের হাতে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক পাইকারিভাবে সমর্পণ করছে।

আরও কিছু বেশি। আমি আপনাদের জানাতে পারি যে, যে সমস্ত জমিদার ও পুঁজিপতি দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক এবং সি. পি. এস. ইউ (বি) সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাদের ফিরিয়ে আনার ও তাদের ফ্যাক্টরিগুলি তাদের ফিরিয়ে দেবার।

এটাই সব নয়। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক এবং সি. পি. এস. ইউ (বি) আরও অগ্রসর হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বলশেভিকদের নরমাংসভোজী হবার সময় এসেছে।

সর্বশেষে, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমরা সমস্ত নারীদের জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করব এবং আমাদের নিজেদের বোনের ওপর বলাৎকার করা আমরা একটি প্রথাতে পরিণত করব। (**সাধারণ হাস্যরোল : কয়েকজন প্রতিনিধি :** 'এ ধরনের প্রশ্ন কে করতে পারে ?')

দেখছি যে আপনারা হাসছেন। সম্ভবতঃ আপনাদের কেউ কেউ মনে করবেন, আমি প্রশ্নটিকে গুরুত্বের সঙ্গে মোকাবিলা করছি না। কমরেডগণ, অবশ্যই এ ধরনের প্রশ্নকে গুরুত্বের সঙ্গে মোকাবিলা করা যেতে পারে না। আমি মনে করি, এরূপ প্রশ্নের জবাব শুধুমাত্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমেই দেওয়া যেতে পারে। (**প্রবল হর্ষধ্বনি** ।)

দশম প্রশ্ন : বিরোধীশক্তি এবং জার্মানিতে রুথ ফিশার-মাসলো ঝোঁকের প্রতি আপনার মনোভাব কি '

উত্তর : বিরোধীশক্তি এবং জার্মানিতে তার এজেন্সির প্রতি আমার মনোভাব হল, তারাস্কনের তার্তারিনের প্রতি বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক আলফন্সো ডডেটের যে মনোভাব তারই সমপর্যায়ের। (**প্রতিনিধিদের মধ্যে হাসিখুশি ভরা কৌতুহলের লক্ষণ।)**

সন্দেহ নেই যে, তারাস্কনের তার্তারিনের সম্পর্কে আলফন্সো ডডেটের

সুবিখ্যাত উপন্যাস আপনারা পড়েছেন। উপন্যাসের নায়ক তার্তারিন ছিল একজন সাধারণ 'সৎ' পেটি-বুর্জোয়া। কিন্তু তার কল্পনাশক্তি ছিল এমন অসংযত এবং তার 'ভালমানুষি মিথ্যাকথা বলার' এমন ক্ষমতা ছিল যে পরিণামে সে তার এইসব অসামান্য দক্ষতার শিকার হয়ে পড়ল।

তার্তারিন প্রত্যেকের কাছে গর্ব করে বলত যে, সে আতলাস পর্বতে অগুন্তি সিংহ ও বাঘ মেরেছে। সেজন্য তার সরল-বিশ্বাসী বন্ধুরা তাকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সিংহ-শিকারী বলে সম্ভাষণ করত। কিন্তু আলফন্সো ডডেট নিশ্চিতরূপে জানতেন, যেমন নিশ্চিতরূপে জানত তার্তারিন, যে তার্তারিন তার জীবনে কখনো সিংহ বা বাঘ দেখেনি।

তার্তারিন সকলের কাছে গর্বভরে বলত যে, সে মণ্ট ব্লাঙ্কে আরোহণ করেছে। সেজন্য তার সরল-বিশ্বাসী বন্ধুরা তাকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পর্বতারোহী বলে সম্ভাষণ করত। কিন্তু আলফন্সো ডডেট নিশ্চিতরূপে জানতেন যেমন নিশ্চিতরূপে জানত তার্তারিন, যে তার্তারিন কখনো মণ্ট ব্লাঙ্কের শীর্ষ দেখেনি, কারণ সে কেবলমাত্র এর পাদদেশে বিচরণ করেছে।

তার্তারিন সকলের কাছেই গর্ব করে বলত যে, ফ্রান্স থেকে দূরবর্তী একটি দেশে সে একটি বিরাট উপনিবেশ স্থাপন করেছে। সেজন্য তার সরল-বিশ্বাসী বন্ধুরা তাকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ উপনিবেশ-স্থাপয়িতা বলে সম্ভাষণ করত। কিন্তু আলফন্সো ডডেট নিশ্চিতরূপে জানতেন, যেমন স্বয়ং তার্তারিনের স্বীকার করতে হয়েছিল যে, তার কল্পনাশক্তির মিথ্যা উদ্ভাবনসমূহের ফলে কেবলমাত্র তার বিহ্বলতা ঘটেছে।

আপনারা জানেন, তার্তারিনের উদ্ভট শ্লাঘার ফলে তার্তারিন-সমর্থকদের কি পরাজয় ও অপমান ঘটেছিল।

আমি মনে করি, বিরোধী নেতারা মস্কো ও বার্লিনে যে সদম্ভ কলরব তুলেছেন তার পরিণতিতে বিরোধীশক্তির পক্ষে অনুরূপ বিহ্বলতা ও মর্যাদা-হানি ঘটবে। (**সাধারণ হাস্যরোল।**)

এইভাবে আমরা প্রশ্নসমূহের প্রথম তালিকা শেষ করেছি।

এখন ফরাসী প্রতিনিধিমণ্ডলীর প্রশ্নসমূহে যাওয়া যাক।

প্রথম প্রশ্ন ঃ ইউ. এস. এস. আর-এর সরকার কিভাবে বিদেশী তৈল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে দ্বন্দ্বে নামতে চায়?

উত্তর : আমার মনে হয় প্রশ্নটি ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। যেভাবে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত হয়েছে তাতে মনে হতে পারে সোভিয়েত তৈলশিল্প অন্যান্য দেশের তৈল সংস্থাগুলিকে আক্রমণ করার অভিযানে নেমেছে এবং তাদের স্থানচ্যুত ও নিঃশেষ করে দেবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্যাপারটা কি তাই? না, ব্যাপারটা তা নয়। বস্তুতঃ, পরিস্থিতি হল এই যে পুঁজিবাদী দেশগুলির কতকগুলি তৈল সংস্থা সোভিয়েত তৈলশিল্পের শ্বাসরোধ করার কঠিন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং সেইহেতু নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে ও উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবার জন্য সোভিয়েত তৈল-শিল্প নিজেকে রক্ষা করতে বাধ্য হয়েছে।

প্রকৃত ঘটনা হল এই যে, পুঁজিবাদী দেশগুলির তৈলশিল্পের তুলনায় সোভিয়েত তৈলশিল্প উৎপাদনের বিষয়ে—আমাদের উৎপাদন তাদের উৎ-পাদনের তুলনায় কম—দুর্বলতর, দুর্বলতর বাজারের সঙ্গে সংযোগের ক্ষেত্রেও—বিশ্বের বাজারের সঙ্গে আমাদের তুলনায় তাদের সংযোগ উৎকৃষ্টতর।

সোভিয়েত তৈলশিল্প কিভাবে নিজেকে রক্ষা করছে? তার উৎপাদিত বস্তুসমূহ উন্নত করে, এবং সর্বোপরি, তেলের দাম কমিয়ে, বাজারে পুঁজিবাদী সংস্থাসমূহের তেলের দামের তুলনায় অধিকতর শস্তা তেল হাজির করে, সোভিয়েত তৈলশিল্প নিজেকে রক্ষা করছে।

প্রশ্ন করা যেতে পারে: সোভিয়েতসমূহ কি এতই সমৃদ্ধ যে প্রচুর ঐশ্বর্যশালী পুঁজিবাদী সংস্থাসমূহের তুলনায় তারা অধিকতর শস্তা দরে তেল বিক্রি করতে সমর্থ হবে? নিঃসন্দেহে, সোভিয়েত শিল্প পুঁজিবাদী সংস্থাগুলির চেয়ে সমৃদ্ধতর নয়। পক্ষান্তরে, পুঁজিবাদী সংস্থাগুলি সোভিয়েত শিল্প অপেক্ষা অনেক বেশি সমৃদ্ধ। কিন্তু এটা সমৃদ্ধ হবার ব্যাপার নয়। বিষয়টি হল এই যে, সোভিয়েত তৈলশিল্প পুঁজিবাদী শিল্প নয় এবং সেজন্য তার প্রচুর অতি-মুনাফার প্রয়োজন নেই; বিপরীতে পুঁজিবাদী তৈল প্রতিষ্ঠানগুলি প্রচণ্ড অতি-মুনাফা ছাড়া চলতেই পারে না। এবং ঠিকঠিক যেহেতু সোভিয়েত তৈল-শিল্পের অতি-মুনাফার প্রয়োজন নেই, সেইজন্য তা পুঁজিবাদী সংস্থাগুলির তুলনায় অধিকতর শস্তা দরে তার উৎপন্ন দ্রব্যগুলি বিক্রি করতে সক্ষম হয়।

সোভিয়েত শস্য, সোভিয়েত কাঠ ইত্যাদি সম্পর্কে একই কথা বলা যেতে পারে।

সাধারণভাবে, অবশ্যই এটা বলতে হবে যে, সোভিয়েত পণ্যদ্রব্যসমূহ, বিশেষতঃ সোভিয়েত তৈল, আন্তর্জাতিক বাজারে একটি দাম হ্রাস করার উপাদান এবং সেইহেতু, ব্যাপক ভোগ্যপণ্য ব্যবহারকারীদের অবস্থাসমূহ উন্নীত করতে সাহায্য করে। এখানেই নিহিত রয়েছে সোভিয়েত তৈলশিল্পের শক্তি এবং পুঁজিবাদী তৈল প্রতিষ্ঠানগুলির আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করার উপায়। এটা ব্যাখ্যাও করে কেন সমস্ত দেশের তৈল মালিকগণ, বিশেষতঃ 'কমিউনিস্ট নীতি প্রচারের' কেতাদুরস্ত ধুয়ো তুলে তেলের উঁচু দরদাম এবং ডেভারডিং, ব্যাপক ভোগ্যবস্তু ব্যবহারকারীদের লুণ্ঠন করার তাদের নীতি আড়াল করে, সোভিয়েতসমূহ এবং তৈলশিল্পের বিরুদ্ধে তাদের উচ্চতম কণ্ঠস্বরে তর্জন-গর্জন করছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ কৃষকদের প্রশ্নে আপনারা সমবায় প্রথা কিভাবে অর্জন করতে চান?

উত্তর ঃ অর্থনৈতিক, আর্থিক এবং শিক্ষা সংক্রান্ত ও রাজনৈতিক উপায়াদির দ্বারা আমরা কৃষিতে সমবায় প্রথা ধীরে ধীরে অর্জন করতে চাই।

আমি মনে করি সর্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন হল অর্থনৈতিক উপায়সমূহ। এই ক্ষেত্রে আমরা যে উপায়গুলি অবলম্বন করছি, সেগুলি তিনটি পথে বিধৃত :

ব্যক্তিগত কৃষি খামারগুলি সমবায় ভিত্তিতে সংগঠিত করার পথ;

কৃষি খামার, প্রধানতঃ গরিব কৃষকদের খামারগুলিকে উৎপাদকের সমবায়ে সংগঠিত করার পথ ; এবং সর্বশেষে,

কৃষকদের উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে কেনাবেচার জন্য হাজির করা এবং আমাদের শিল্পোৎপাদিত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কৃষকদের সরবরাহ করা, এই উভয় ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রের পরিকল্পনাকারী এবং নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহের কার্যকলাপের এলাকার মধ্যে কৃষি খামারগুলিকে আনার পথ।

কয়েক বছর আগে শিল্প ও কৃষি-অর্থনীতির মধ্যে পরিস্থিতি এই ছিল যে, অসংখ্য দালাল এবং ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা কৃষকদের শহরের যন্ত্রোৎপাদিত জিনিসপত্র সরবরাহ করত এবং শ্রমিকদের কাছে বিক্রি করত কৃষকদের শস্য। স্বভাবতঃই, দালালেরা বিনা স্বার্থে তাদের এই 'কাজ' করত না; তারা কৃষক এবং শহরের জনসমষ্টি, উভয়ের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ রুবল নিংড়ে বের

করত। এটা ছিল সেই সময়কাল, যখন শহর ও গ্রাম, সমাজতান্ত্রিক শিল্প এবং ব্যক্তিগত কৃষি খামারসমূহের মধ্যে সংযোগ তখনো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেই সময় সমবায় এবং রাষ্ট্রীয় বণ্টনকারী সংস্থাসমূহ যে ভূমিকা পালন করত তা ছিল আপেক্ষিকভাবে নগণ্য।

তারপর থেকে একটা মূলগত পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে, শহর ও গ্রাম, শিল্প ও কৃষি-অর্থনীতির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে সমবায় এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংস্থাসমূহের ভূমিকাকে শুধুমাত্র প্রাধান্যপূর্ণ নয়—একচেটিয়া অধিকারসম্পন্ন যদি নাও হয়—সর্বোচ্চ ভূমিকা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। গ্রামাঞ্চলে সরবরাহকৃত সূতীবস্ত্রের ৭০ শতাংশের ব্যবসায় পরিচালনা করে সমবায় এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ; এরা প্রায় ১০০ ভাগ কৃষি-যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে। কৃষকদের কাছ থেকে শস্য ক্রয় করার ক্ষেত্রে সমবায় এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির অংশ ৮০ শতাংশের ওপরে এবং শিল্পের জন্য তুলা, চিনির বীট ইত্যাদি কাঁচামাল ক্রয় করার ক্ষেত্রে সমবায় এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির অংশ প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ।

এর অর্থ কি?

প্রথমতঃ, এর অর্থ হল এই যে, পুঁজিপতিরা ব্যবসায়ের ক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত হচ্ছে; শিল্প কৃষি-অর্থনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত হচ্ছে। মুনাফা আয়কারী এবং দালালরা পূর্বে যে মুনাফা অর্জন করত তা এখন যাচ্ছে শিল্প ও কৃষিতে; কৃষকেরা শহরের যন্ত্রোৎপাদিত জিনিসপত্র অধিকতর শস্তায় কিনতে সমর্থ হচ্ছে, এবং তাদের পালাক্রমে, শ্রমিকেরা কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রী অধিকতর শস্তা দরে কিনতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয়তঃ, এর অর্থ হল এই যে, দালাল এবং পুঁজিপতিদের ব্যবসায়ের ক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করে, কৃষি-অর্থনীতিকে নেতৃত্ব দিতে, এর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে এবং এর দক্ষতা উচ্চতর স্তরে ওঠাতে, কৃষি-অর্থনীতিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পুনর্গঠিত এবং শিল্পায়িত করতে শিল্প সক্ষম হবে।

তৃতীয়তঃ, এর অর্থ হল, কৃষিকে শিল্পের সঙ্গে সংযোগসাধন করে রাষ্ট্র কৃষির উন্নতিতে পরিকল্পনার নীতি প্রবর্তনে সমর্থ হয়েছে, সমর্থ হয়েছে কৃষিতে উন্নত বীজ ও সার সরবরাহে, এর উৎপাদনের বিস্তৃতি নির্ধারণে, মূল্যনীতি সম্পর্কে এতে প্রভাব বিস্তার করা ইত্যাদি ব্যাপারে।

সর্বশেষে, এর অর্থ হল এই যে, পুঁজিবাদী অংশসমূহকে নিশ্চিহ্ন করতে,

কুলাকদের আরও বেশি করে নিয়ন্ত্রিত এবং বিতাড়িত করতে, উৎপাদকদের সমবায়গুলিতে মেহনতকারী কৃষকদের জোত সংগঠিত করতে, রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে উৎপাদকদের সমবায়গুলিতে আর্থিক সংস্থান জোগাতে গ্রামাঞ্চলে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধরা যাক চিনি শিল্পের জন্য চিনির বীটের উৎপাদন এবং টেক্সটাইল শিল্পের জন্য তুলার উৎপাদনের ব্যাপার। এই ধরনের কাঁচামালের উৎপাদনের মোট পরিমাণ, এবং তাদের দরদাম ও উৎকর্ষ এখন আর এলো-মেলোভাবে নিরূপিত হয় না, নিরূপিত হয় না দালাল এবং মুনাফা আয়কারী, শেয়ারবাজার, বিভিন্ন পুঁজিবাদী এজেন্সিসমূহ ইত্যাদির মাধ্যমে একটি অসংগঠিত বাজারে শক্তিসমূহের ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বারা—কিন্তু নিরূপিত হয় একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী, একদিকে চিনি ও টেক্সটাইল বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অন্যদিকে হাজার হাজার কৃষি খামারের প্রতিনিধিত্বকারী বীট ও তুলা উৎপাদনকারী সমবায়গুলির মধ্যে আগাম সম্পাদিত সুনির্দিষ্ট চুক্তিসমূহের দ্বারা।

এখানে এখন আর নেই শেয়ারবাজার, এজেন্সিগুলি, দরদামের ওপর ফাটকাবাজি ইত্যাদি। আমাদের দেশে, এইক্ষেত্রে পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই সমস্ত যন্ত্র এখন আর বিদ্যমান নেই। এখানে, কেবলমাত্র দুটি পার্টির মোলাকাত হয়, নেই কোন শেয়ারবাজার বা ফড়ে—রয়েছে একদিকে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ (সিণ্ডিকেট), অন্যদিকে কৃষক সমবায়ীরা। চিনির বীট বা তুলার একটি বিশেষ পরিমাণ উৎপাদনের জন্য এবং কৃষকসমাজকে বীজ, ঋণ ইত্যাদি সরবরাহের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় সিণ্ডিকেটগুলি উপযুক্ত সমবায় সংগঠনগুলির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে। আর্থিক বছরের শেষে সমগ্র উৎ-পাদন সিণ্ডিকেটগুলি নিয়ে নেয় এবং কৃষকেরা তারজন্য চুক্তিতে স্বীকৃত পরিমাণ-সমূহ প্রাপ্ত হয়। এটাকেই আমরা বলি চুক্তি-প্রথা।

এই প্রথার সুবিধা হল এই যে, এটি দুই পক্ষেরই লাভজনক এবং কোন দালাল ছাড়াই এটি কৃষি-অর্থনীতিকে শিল্পের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত করে। এই প্রথাই কৃষি-অর্থনীতিকে সমবায়ীকরণের দিকে নিশ্চিততম পথ।

এটা বলা যেতে পারে না যে, কৃষির অন্যান্য শাখা ইতিমধ্যেই বিকাশের এই পর্যায়ে পৌঁছেছে; কিন্তু আস্থাসহকারে এটা বলা যেতে পারে যে, শস্যোৎপাদনকে বাদ না দিয়ে কৃষির সমস্ত শাখাই ধীরে ধীরে বিকাশের

এই পথ গ্রহণ করবে। এবং তা-ই হল কৃষির সমবায়ীকরণের দিকে সরাসরি পথ।

সর্বব্যাপী সমবায়ীকরণ ঘটবে তখন, যখন যান্ত্রিকীকরণ ও বৈদ্যুতীকরণের মাধ্যমে কৃষি সমবায়গুলি একটি নতুন প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে পুনঃসংগঠিত হবে, যখন মেহনতকারী কৃষকদের বেশির ভাগ সমবায় সংগঠনগুলিতে সংগঠিত হবে এবং যখন বেশির ভাগ গ্রাম ব্যাপক আকারে সমবায়ী ধরনের কৃষি সংক্রান্ত সমবায়গুলির অন্তর্ভুক্ত হবে।

আমরা এই লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হচ্ছি, কিন্তু আমরা এখনো এই লক্ষ্যে পৌছাতে পারিনি, শীঘ্রই যে পৌছাতে পারব তার সম্ভাবনাও নেই। কেন? কারণ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, এরজন্য প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণ অর্থ; আমাদের রাষ্ট্রের হাতে এখনো এই প্রচুর পরিমাণ অর্থ নেই, কিন্তু সময়ের গতিপথে এই অর্থ নিঃসন্দেহে সঞ্চিত হবে; মার্কস বলেছেন, ইতিহাসের কোন একটি নতুন সামাজিক প্রথা, পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থের জোগান না পেয়ে এবং তার ওপর লক্ষ লক্ষ পরিমাণে অর্থ ব্যয় না করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। আমি মনে করি, আমরা ইতিমধ্যেই কৃষি সংক্রান্ত বিকাশের স্তরে প্রবেশ করছি, যখন রাষ্ট্র নতুন সামাজিক, সমবায়ী প্রথাকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ জোগানোর ব্যাপারে সক্ষম হতে শুরু করেছে। আমাদের জাতীয় অর্থ-নীতিতে সমাজতান্ত্রিক শিল্প ইতিমধ্যেই নেতৃত্বদায়ী অংশের ভূমিকা অর্জন করেছে এবং তা কৃষিকে নেতৃত্ব দিচ্ছে—এই ঘটনাই হল কৃষি-অর্থনীতি যে অধিকতর সমবায়ীকরণের পথ গ্রহণ করবে, তার নিশ্চিততম গ্যারাণ্টি।

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের অধীনে কি কি অসুবিধা ছিল, যখন অর্থ লোপ করার প্রচেষ্টা হয়?

উত্তর ঃ আভ্যন্তরীণ অগ্রগতি এবং বৈদেশিক সম্পর্ক উভয় ক্ষেত্রেই বহু অসুবিধা ছিল।

অর্থনৈতিক চরিত্রের আভ্যন্তরীণ সম্পর্কগুলিকে ধরলে তিনটি প্রধান প্রধান অসুবিধা লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমতঃ, যুদ্ধশিল্প, যা হস্তক্ষেপের সময়কালে আমাদের গৃহযুদ্ধের ফ্রন্টগুলিকে যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ করত, তাকে বাদ দিলে আমাদের শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং অসাড় হয়ে গিয়েছিল। আমাদের মিল ও ফ্যাক্টরিগুলির দুই-তৃতীয়াংশ

নিশ্চল হয়ে গিয়েছিল, যানবাহন হয়ে গিয়েছিল তছনছ, এবং ছিল না যন্ত্রোৎপাদিত কোন জিনিসপত্র, থাকলেও যৎসামান্যই।

দ্বিতীয়তঃ, কৃষির অবস্থা হয়ে পড়েছিল খারাপ; কৃষি খামারগুলি থেকে সক্ষমদেহী লোকদের পাঠানো হয়েছিল ফ্রন্টে। কাঁচামালের হয়েছিল ঘাটতি, শহরের জনসমষ্টি, বিশেষভাবে কৃষকদের জন্য রুটির ঘাটতি হল। সেইসব দিনে শ্রমিকদের প্রাত্যহিক রুটির রেশন ছিল আধ পাউণ্ড, এবং কখনো কখনো তা গিয়ে দাঁড়াত এক পাউণ্ডের কেবলমাত্র এক-অষ্টমাংশে।

তৃতীয়তঃ, শহর ও গ্রামের মধ্যে ছিল না স্বচ্ছন্দভাবে গতিশীল—থাকলেও অতি সামান্য পরিমাণে—যোগাযোগকারী, গ্রামাঞ্চলকে যন্ত্রোৎপাদিত জিনিসপত্র সরবরাহ করতে এবং শহরগুলিকে কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করতে সক্ষম সোভিয়েত ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন যন্ত্রপাতি। সমবায় এবং রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থাগুলি ভ্রূণাবস্থাতেই ছিল।

তৎসত্ত্বেও, যখন গৃহযুদ্ধের অবসান হল, 'নয়া অর্থনৈতিক নীতি' প্রবর্তিত হল তখন দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে একটি আমূল পরিবর্তন ঘটল।

শিল্প বিকশিত হল, শক্তি অর্জন করল এবং জাতীয় অর্থনীতির সর্বাংশে একটি নিয়ন্ত্রণকারী অবস্থান দখল করল। এই ব্যাপারে সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য-মূলক ঘটনা হল এই যে, বিদেশ থেকে কোন সাহায্য বা কোনরূপ বৈদেশিক ঋণ ছাড়াই আমরা আমাদের নিজেদের সঞ্চয় থেকে গত দু'বছরে দু'হাজার মিলিয়নের বেশি রুবল আমাদের শিল্পে বিনিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছি। আর বলা যেতে পারে না যে, কৃষকসমাজের জন্য কোনই জিনিসপত্র নেই।

কৃষিতে অগ্রগতি ঘটেছে, কৃষি-উৎপাদন প্রাক্-যুদ্ধ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এখন আর বলা যেতে পারে না যে, শ্রমিকদের জন্য সাধারণভাবে কোন শস্য নেই বা নেই অন্যান্য কৃষি-উৎপাদিত বস্তুসমূহ।

সমবায় এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি এতদূর পর্যন্ত বিবর্ধিত হয়েছে যে, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে তারা একটি নিয়ন্ত্রণকারী অবস্থান দখল করেছে। এখন আর এটা বলা যেতে পারে না যে, শহর ও গ্রামের মধ্যে শিল্প ও কৃষি অর্থনীতির মধ্যে কোন যোগাযোগকারী বণ্টনক্ষম হাতিয়ার নেই।

অবশ্যই, এই মুহূর্তেই একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার পক্ষে এসব যথেষ্ট নয়; কিন্তু একটি সফল সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের পথে আরও অগ্রসর হবার ক্ষেত্রে আমাদের সক্ষম করে তুলতে এটি সম্পূর্ণরূপে পর্যাপ্ত।

এখন আমরা আমাদের শিল্পকে অতি অবশ্যই পুনঃসজ্জিত করব এবং নতুন প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে আমরা নতুন নতুন ফ্যাক্টরি গড়ে তুলব।

কৃষিতে দক্ষতার স্তর অবশ্যই আমাদের উন্নতি করতে হবে, কৃষকসমাজকে সম্ভাব্য সর্ববৃহৎ সংখ্যায় কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে; আমাদের অতি অবশ্যই মেহনতকারী কৃষকদের বেশির ভাগকে সমবায়সমূহে সংগঠিত করতে হবে এবং ব্যক্তিগত কৃষি খামারগুলিকে কৃষি সংক্রান্ত সমবায় সমিতি-গুলিতে ব্যাপক আকারে পুনঃসংগঠিত করতে হবে।

সারা দেশব্যাপী শহর ও গ্রামগুলির প্রয়োজন হিসেব ও চরিতার্থ করতে সক্ষম শহর ও গ্রামের মধ্যে একটি যোগাযোগকারী বণ্টনক্ষম যন্ত্র ঠিক সেই-ভাবে আমাদের অবশ্যই স্থাপন করতে হবে, যেভাবে প্রতিটি ব্যক্তি তাঁর আয়-ব্যয়ের ব্যক্তিগত বাজেটের হিসেব করেন।

আমরা যখন এই সমস্ত অর্জন করতে পারব, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারবে যে, এমন সময় এসেছে যখন অর্থের আর কোন প্রয়োজন নেই।

কিন্তু সে-সময় এখনো অনেক দূরে।

চতুর্থ প্রশ্ন ঃ 'কাঁচি' সম্পর্কে বক্তব্য কী?

উত্তর ঃ 'কাঁচি' শব্দটি দিয়ে যদি উৎপাদন-ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষিজাত দ্রব্যসমূহের দরদাম এবং যন্ত্রোৎপাদিত জিনিসপত্রের দরদামের পার্থক্য মনে করা হয়, তাহলে 'কাঁচি' সম্পর্কে পরিস্থিতি হল নিম্নরূপ।

নিঃসন্দেহে, অন্যান্য অবস্থানসমূহের অধীনে আমাদের যন্ত্রোৎপাদিত জিনিস-পত্র যে মূল্যে বিক্রি করা যেত, সেগুলি এখনো কিছুটা উচ্চতর মূল্যে বিক্রি হয়। তার কারণ হল এই যে, আমাদের শিল্প তরুণ অবস্থায় রয়েছে, তাকে বাইরের প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করতে হবে এবং এমন সব পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে যা তার বিকাশ ত্বরান্বিত করবে। এবং শহর ও গ্রাম, উভয়ের পক্ষে তার দ্রুত বিকাশ অবশ্য প্রয়োজনীয়, কেননা তা না হলে আমরা চাষী কৃষকদের উপযুক্ত সময়ে টেক্সটাইল এবং কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি পর্যাপ্তভাবে সরবরাহ করতে সক্ষম হব না। এতেই যন্ত্রোৎপাদিত জিনিসপত্রের মূল্য ও কৃষিজাত দ্রব্যসমূহের মূল্যের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়; এটি কৃষি-অর্থনীতির পক্ষে কিছুটা ক্ষতিকর।

কৃষি-অর্থনীতির এই অসুবিধা উপশম করার জন্য সরকার এবং পার্টি যন্ত্রোৎ-

পাদিত জিনিসপত্রের মূল্য ধীরে ধীরে কিন্তু নিয়মিতভাবে কমানোর নীতি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই নীতিকে কি একটি কার্যকর নীতি বলা যেতে পারে? আমি মনে করি, এই নীতি পুরোদস্তুর কার্যকর। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, এটা জানা ঘটনা যে, গতবছর আমরা যন্ত্রোৎপাদিত জিনিসপত্রের খুচরো দাম প্রায় ৮-১০ শতাংশ কমাতে সক্ষম হয়েছি। এটাও জানা ঘটনা যে, আমাদের শিল্প সংক্রান্ত সংগঠনগুলি উৎপাদনের ব্যয় এবং যন্ত্রোৎপাদিত জিনিসপত্রের পাইকারি মূল্য নিয়মানুগভাবে কমাচ্ছে। এই নীতি যে অবিচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহেরই কারণ নেই। আমি অতি অবশ্যই বলব যে, যন্ত্রোৎপাদিত জিনিসপত্রের মূল্য নিয়মিতভাবে হ্রাস করার নীতি হল আমাদের অর্থনৈতিক নীতির ভিত্তিপ্রস্তর; এটি ছাড়া আমাদের শিল্পের উন্নতিসাধন বা বিজ্ঞানসম্মতভাবে পুনর্গঠন অথবা শ্রমিক-শ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে মৈত্রীকে শক্তিশালী করা কোনটাই চিন্তনীয় নয়।

বুর্জোয়া দেশগুলিতে এই ব্যাপারে একটি পৃথক নীতি অবলম্বিত হয়। সেখানে কর্মসংস্থাগুলি ট্রাস্ট ও সিণ্ডিকেটে সংগঠিত করা হয় আভ্যন্তরীণ বাজারে যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য, তাকে একচেটিয়া মূল্যে রূপান্তরিত করার জন্য যাতে করে তদ্দ্বারা যতদূর সম্ভব মুনাফা নিংড়ে নেওয়া যায়; আর বিদেশে দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানির জন্য একটি তহবিল গঠন করার উদ্দেশ্যে, যদিও বিদেশে নতুন নতুন বাজার দখল করার জন্য পুঁজিপতিরা সেখানে কম দামে জিনিসপত্র বিক্রি করে থাকে।

বুর্জোয়াদের রাজত্বকালে এখানে রাশিয়াতেও একই নীতি অনুসরণ করা হয়; দৃষ্টান্ত হিসেবে, তখন আভ্যন্তরীণ বাজারে চিনি অত্যধিক মূল্যে বিক্রি করা হতো, তার বিপরীতে বিদেশে, দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রিটেনে সেই একই চিনি এত শস্তাদরে বিক্রি করা হতো যে শূকরকে খাওয়াবার জন্য সেই চিনি ব্যবহৃত হতো।

সোভিয়েত সরকার একটি পুরোপুরি বিপরীত নীতি অনুসরণ করে। সোভিয়েত সরকার এই মত পোষণ করে যে শিল্প অতি অবশ্যই জনগণের সেবা করবে এবং তার উল্টোটি নয়। এই সরকারের মত হল এই যে, যন্ত্রোৎপাদিত জিনিসপত্রের মূল্য নিয়মিতভাবে হ্রাস করা শিল্পের স্বাভাবিক অগ্রগতি নিশ্চিত করার একটি মূল উপায়। এটা এই ঘটনাটি থেকে পৃথক যে, যন্ত্রোৎপাদিত

জিনিসপত্রের মূল্য কমানোর নীতি জনগণের চাহিদা বাড়াতে সাহায্য করে, শহরের ও গ্রামীণ আভ্যন্তরীণ বাজারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং এইভাবে শিল্পের অধিকতর সম্প্রসারণের জন্য একটি ক্রমবর্ধমান উৎসের সৃষ্টি করে।

পঞ্চম প্রশ্ন : ছোট ছোট ফরাসী উত্তমর্ণদের সোভিয়েত সরকার কি কি প্রস্তাব দিতে চায়? কিভাবে সেগুলি ফরাসী শেয়ারহোল্ডারদের গোচরে আনা যাবে?

উত্তর : যুদ্ধ-পূর্ব ঋণগুলি সম্পর্কে আমাদের প্রস্তাবগুলি রাকোভস্কির সঙ্গে সুবিদিত সাক্ষাৎকারে প্রকাশিত হয়েছিল। আমি মনে করি আপনারা সেগুলির সঙ্গে অবশ্যই সুপরিচিত আছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের যুগপৎ ঋণপ্রাপ্তির ওপর সেগুলি শর্তসাপেক্ষ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা দেওয়া-নেওয়ার নীতি আঁকড়ে ধরেছি। আপনারা যদি আমাদের দেন, তাহলে যুদ্ধ-পূর্ব ঋণের পরিশোধ হিসেবে আপনারা আমাদের কাছ থেকে কিছু পাবেন।

এটা কি এই অর্থ প্রকাশ করে যে তার দ্বারা আমরা যুদ্ধ-পূর্ব ঋণগুলিকে নীতিগতভাবে স্বীকার করে নিয়েছি? না, তা করে না। এর অর্থ শুধুমাত্র এই যে, জারতন্ত্রের ঋণসমূহ বাতিল করার সুবিদিত ডিক্রী[৫৯] যখন আমরা চালু রেখেছি, তখন আমরা তৎসত্ত্বেও যুদ্ধ-পূর্ব ঋণসমূহের কিছু অংশ পরিশোধ করার ব্যাপারে একটা কার্যকর চুক্তি সম্পাদন করতে ইচ্ছুক, অবশ্য যদি কিনা আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় ঋণ পাই, যা ফরাসী শিল্পেরও কল্যাণ সাধন করবে। আমরা ঋণ পরিশোধের জন্য দেওয়া অর্থকে আমাদের শিল্প বিকাশের জন্য প্রাপ্ত অর্থের ওপর অতিরিক্ত সুদ হিসেবে গণ্য করি।

কেউ কেউ জারতন্ত্রের রাশিয়ার যুদ্ধঋণগুলি সম্পর্কে কথাবার্তা বলেন। কেউ কেউ আবার অক্টোবর বিপ্লবের ফলাফলসমূহের দরুণ সোভিয়েত রাশিয়ার ওপর সমস্ত রকমের দাবির কথা বলেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, আমাদের বিপ্লব হল নীতিগতভাবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জারতন্ত্র কর্তৃক গৃহীত ঋণসমূহের অস্বীকৃতি। তাঁরা ভুলে যান যে, ইউ. এস. এস. আর যুদ্ধঋণসমূহ পরিশোধ করতে পারে না এবং করবেও না।

তাঁরা আরও ভুলে যান যে, 'বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সশস্ত্র হস্তক্ষেপের সময়কালে, কয়েকবছর ধরে দেশটি যে লুণ্ঠন ও হিংস্রতার শিকার হয়েছিল, ইউ. এস. এস. আর সেসব খাতাপত্র থেকে মুছে ফেলতে পারে না; এবং

সেগুলি সম্পর্কে ইউ. এস. এস. আর কতকগুলি পাল্টা দাবি উপস্থিত করছে।

এই লুণ্ঠন ও হিংস্রতার জন্য কে জবাবদিহি করবে? এরজন্য অতি অবশ্যই কার নিকট কৈফিয়ৎ দাবি করতে হবে? এই লুণ্ঠন ও হিংস্রতার জন্য কে অতি অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দেবে? সাম্রাজ্যবাদী কর্তাদের অবশ্য এসব অস্বস্তিকর জিনিস ভুলে যাবার ঝোঁক রয়েছে, কিন্তু তাদের অবশ্যই জানতে হবে যে এসব জিনিস ভোলা যায় না।

ষষ্ঠ প্রশ্ন ঃ আপনারা কিভাবে ভদ্‌কার একচেটিয়া অধিকারের সঙ্গে মদ্যপায়িতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সমন্বয়সাধন করেন?

উত্তর ঃ আমি মনে করি এ দুটির সমন্বয়সাধন করা সাধারণভাবে কঠিন। নিঃসন্দেহে এখানে একটি অসঙ্গতি রয়েছে। পার্টি এই অসঙ্গতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল; কিন্তু পার্টি জানত যে বর্তমান সময়ে এটি অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর, তাই পার্টি এটিকে সুপরিকল্পিতভাবে আমন্ত্রণ করেছিল।

আমরা যখন ভদ্‌কার একচেটিয়া অধিকার চালু করি, তখন আমাদের সামনে ছিল দুটি বিকল্প :

হয়, পুঁজিবাদীদের কাছে আমাদের কতকগুলি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মিল ও ফ্যাক্টরি ছেড়ে দিয়ে তার পরিবর্তে কাজ চালিয়ে যাবার পক্ষে সক্ষম হবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ-তহবিল পাওয়া,

অথবা, আমাদের নিজেদের সঙ্গতি দিয়ে আমাদের শিল্প বিকশিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর পুঁজি পাওয়া এবং এইভাবে বৈদেশিক দাসত্ব এড়ানোর উদ্দেশ্যে ভদ্‌কার একচেটিয়া অধিকার চালু করা।

সে-সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা—তাঁদের মধ্যে আমিও ছিলাম—লেনিনের সাথে আলোচনা করেন; লেনিন স্বীকার করে নেন যে, আমরা যদি বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ পেতে ব্যর্থ হই, তাহলে একটা অস্বাভাবিক সাময়িক উপায় হিসেবে ভদ্‌কার একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ করায় আমাদের প্রকাশ্য ও অকপটভাবে রাজী হতে হবে।

যখন আমরা ভদ্‌কার একচেটিয়া অধিকার প্রবর্তন করি, তখন অবস্থা ছিল এইরকম।

অবশ্য, সাধারণভাবে বলতে গেলে, ভদ্‌কাকে বাদ দিয়ে চলতে পারলে ভাল হতো, কেননা ভদ্‌কা একটি অশুভ। কিন্তু তার অর্থ হতো পুঁজিবাদীদের

সাময়িক দাসত্ব বরণ করা এবং সেটা হতো আরও বিরাট অশুভ। সেইজন্য আমরা অপেক্ষাকৃত গৌণ অশুভকে বেছে নিলাম। বর্তমানে ভদ্‌কা থেকে যে রাজস্ব আসে তার পরিমাণ ৫০ কোটি রুবলের চেয়েও বেশি। এখন ভদ্‌কা ছেড়ে দেবার অর্থ হবে এই রাজস্ব ত্যাগ করা; অধিকন্তু, দৃঢ়ভাবে এটা বলার যুক্তি নেই যে তাতে মদ্যপায়িতা হ্রাস পাবে, কেননা কৃষকেরা তাদের নিজেদের ভদ্‌কা চোলাই করে নেবে এবং নিষিদ্ধ স্পিরিটের বিষ খাবে।

সুস্পষ্টভাবে, গ্রামাঞ্চলে সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটিবিচ্যুতি এখানে একটি ভূমিকা পালন করে। সেটি হল এই ঘটনা থেকে পৃথক যে ভদ্‌কার একচেটিয়া অধিকার অবিলম্বে ত্যাগ করলে আমাদের শিল্প ৫০ কোটি রুবলের চেয়েও বেশি পরিমাণ অর্থ থেকে বঞ্চিত হবে; এই অর্থ অন্য কোন উৎস থেকে আমরা পূরণ করতে পারি না।

তার অর্থ কি এই যে ভদ্‌কার একচেটিয়া অধিকার নিশ্চিতরূপে অনির্দিষ্ট-কালের জন্য থাকবে? না, তার অর্থ এটা নয়। আমরা এটাকে প্রবর্তন করেছিলাম সাময়িক উপায় হিসেবে। সেইহেতু, আমাদের শিল্পের আরও বিকাশের জন্য রাজস্বের নতুন নতুন উৎস আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে যখনই দেখতে পাব তখনই এটাকে অবশ্যই বিলোপ করতে হবে। কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, এরূপ উৎসসমূহ খুঁজে পাওয়া যাবে।

ভদ্‌কার উৎপাদন রাষ্ট্রের হাতে হস্তান্তরিত করার ব্যাপারে আমরা কি সঠিক ছিলাম? আমি মনে করি, আমরা সঠিক ছিলাম। ভদ্‌কার উৎপাদন যদি ব্যক্তিসমূহের হাতে হস্তান্তরিত হতো, তাহলে তা:

প্রথমতঃ, ব্যক্তিগত পুঁজিকে শক্তিশালী করত,

দ্বিতীয়তঃ, ভদ্‌কার উৎপাদন ও ব্যবহার যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত করার সুযোগ থেকে সরকারকে বঞ্চিত করত,

তৃতীয়তঃ, ভবিষ্যতে ভদ্‌কার উৎপাদন ও ব্যবহার লোপ করা সরকারের পক্ষে আরও দুরূহ করে তুলত।

বর্তমানে আমাদের নীতি হল ভদ্‌কার উৎপাদন ক্রমে ক্রমে হ্রাস করা। আমি মনে করি, ভবিষ্যতে ভদ্‌কার একচেটিয়া অধিকার সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করতে আমরা সক্ষম হব, সক্ষম হব প্রযুক্তিগত প্রয়োজনে সর্বনিম্ন পরিমাণে অ্যালকোহলের উৎপাদন হ্রাস করতে এবং পরবর্তীকালে ভদ্‌কা বিক্রির পুরোপুরি অবসান ঘটাতে।

আমি মনে করি, যদি পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করে আমাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য দিত তাহলে, সম্ভবতঃ, ভদ্‌কা এবং অন্যান্য অনেক অপ্রীতিকর জিনিস আমাদের মোকাবিলা করতে হতো না। কিন্তু কি করা যাবে, আমাদের পশ্চিম ইউরোপীয় ভ্রাতৃবৃন্দ এখনো ক্ষমতা দখল করতে চান না, তাই আমাদের বাধ্য হতে হয় আমাদের নিজেদের সম্পদ নিয়ে যথাসম্ভব সর্বোৎকৃষ্ট কাজ করতে। কিন্তু তা আমাদের দোষ নয়, আমাদের—ভাগ্য।

তাহলেই দেখছেন, আমাদের পশ্চিম ইউরোপীয় বন্ধুদেরও ভদ্‌কার একচেটিয়া অধিকার নেবার জন্য দায়িত্বের কিছুটা অংশ অবশ্যই বহন করতে হবে। **(হাস্যরোল ও হর্ষধ্বনি।)**

সপ্তম প্রশ্ন ঃ জি. পি. ইউ-এর বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতাসমূহ, সাক্ষী ছাড়া, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উকিলের সাহায্য ব্যতিরেকে বিচার, গোপনে গ্রেপ্তার করা—ফরাসী জনমত এইসব পন্থা অনুমোদন করে না বিবেচনায় কোন্ কোন্ যুক্তিতে এগুলি ন্যায়ানুমোদিত তা শোনা কৌতূহলোদ্দীপক হবে। এগুলিকে পরিমিত করা বা লোপ করার অভিপ্রায় আছে কি ?

জি. পি. ইউ. অথবা চেকা, সোভিয়েত রাষ্ট্রের একটি শাস্তিমূলক সংস্থা। মহান ফরাসী বিপ্লবের সময়কালে যে জননিরাপত্তা কমিটি স্থাপিত হয়েছিল, জি. পি. ইউ কমবেশি তারই সদৃশ। জি. পি. ইউ শাস্তি দেয় প্রধানতঃ গুপ্তচর, ষড়যন্ত্রকারী, সন্ত্রাসবাদী, দস্যু, মুনাফাখোর এবং জালিয়াতদের। প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া এবং তাদের দালালদের হাত থেকে বিপ্লবের স্বার্থসমূহ রক্ষার্থে জি. পি. ইউ সামরিক-রাজনৈতিক বিচারালয়ের ধরনে স্থাপিত একটা কিছু।

রুশ ও বিদেশী পুঁজিপতিদের অর্থ সাহয্যে প্রতিষ্ঠিত ষড়যন্ত্রমূলক, সন্ত্রাসবাদী ও গুপ্তচরবৃত্তিমূলক সমস্ত রকমের সংগঠন আবিষ্কৃত হবার পর অক্টোবর বিপ্লবের পরেই এই সংস্থাটি গঠিত হয়েছিল।

সোভিয়েত সরকারের নেতাদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সন্ত্রাসবাদী অপরাধমূলক কার্য সাধনের পর, পেত্রোগ্রাদে বিপ্লবী কমিটির সদস্য কমরেড উরিতস্কির হত্যার পর (তিনি একজন সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি দ্বারা নিহত হন), পেত্রোগ্রাদে বিপ্লবী কমিটির সদস্য কমরেড ভোলোদারস্কির হত্যার পর (তাঁকেও একজন সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি হত্যা করেছিল), এবং লেনিনের

জীবননাশের প্রচেষ্টার পর (তিনি একজন সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি পার্টি-সদস্যের দ্বারা আহত হয়েছিলেন), এই সংস্থাটি বিবর্ধিত হয় এবং শক্তি অর্জন করে।

এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, সে-সময়ে জি. পি. ইউ বিপ্লবের শত্রুদের ওপর নির্ভুল এবং জোরালো আঘাত হেনেছিল। শুধু তাই নয়, আজও পর্যন্ত সংস্থাটি তার দক্ষতা বজায় রেখেছে। সেই সময় থেকে পরবর্তী-কালে জি. পি. ইউ হয়ে এসেছে বুর্জোয়াদের আতঙ্ক, বিপ্লবের অতন্দ্র প্রহরী, শ্রমিকশ্রেণীর উন্মুক্ত তরবারি।

সেইজন্য, এটা বিস্ময়কর নয় যে সমস্ত দেশের বুর্জোয়ারা জি. পি. ইউকে সাংঘাতিকভাবে ঘৃণা করে। জি. পি. ইউ সম্পর্কে যেসব গল্প আবিষ্কৃত হয়েছে তার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। জি. পি. ইউ সম্পর্কে যেসব কুৎসা প্রচার করা হয়েছে, তার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। তার অর্থ কি? তার অর্থ হল এই যে, জি. পি. ইউ কার্যকরীভাবে বিপ্লবের স্বার্থগুলিকে পাহারা দিচ্ছে। বিপ্লবের শপথাবদ্ধ শত্রুরা জি. পি. ইউকে অভিসম্পাত করে। সুতরাং তা থেকে এই সিদ্ধান্ত টানতে হবে যে জি. পি. ইউ সঠিক কাজ করছে।

জি. পি. ইউ সম্পর্কে শ্রমিকদের মনোভাব অন্যরকম। শ্রমিকদের জেলায় গিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করুন, জি. পি. ইউ সম্পর্কে তারা কি ধরনের চিন্তা করে। আপনারা দেখবেন, তারা এই সংস্থাটিকে শ্রদ্ধা করে। কেন? কারণ তারা একে বিপ্লবের বিশ্বস্ত রক্ষক হিসেবে গণ্য করে।

আমি বুঝতে পারি বুর্জোয়ারা কেন জি. পি. ইউকে ঘৃণা ও অবিশ্বাস করে। আমি বুঝতে পারি ইউ. এস. এস. আর-এ পৌঁছে বিভিন্ন বুর্জোয়া পর্যটনকারীরা প্রথম যে জিনিস সম্পর্কে খোঁজ নেয় তা হল জি. পি. ইউ এখনো বিদ্যমান আছে কিনা, এবং জি.পি.ইউকে লোপ করার চূড়ান্ত সময় এসে গেছে কিনা। এসবই প্রণিধানযোগ্য এবং বিস্ময়কর নয়।

কিন্তু আমি বুঝতে পারি না, কেন কিছুকিছু শ্রমিকদের প্রতিনিধিমণ্ডলী ইউ. এস. এস. আর-এ পৌঁছে ব্যাগ্রভাবে খোঁজখবর নেন—বেশ কিছু প্রতি-বিপ্লবী জি. পি. ইউ দ্বারা দণ্ডিত হয়েছে কিনা, শ্রমিকশ্রেণীর সরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী ও ষড়যন্ত্রকারীদের এখনো শাস্তি দেওয়া হবে কিনা, এবং জি. পি. ইউকে উঠিয়ে দেবার চূড়ান্ত সময় কি এখনো আসেনি।

শ্রমিকদের কিছু কিছু প্রতিনিধি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের শত্রুদের জন্য

এরূপ উদ্বেগ দেখান কেন? এর ব্যাখ্যা কিভাবে দেওয়া যেতে পারে? একে কিভাবে ন্যায্য প্রতিপন্ন করা যেতে পারে?

সর্বাধিক ক্ষমতাশীলতা দেখাবার পক্ষে ওকালতি করা হয়, জি. পি. ইউকে বিলোপ করে দেবার জন্য আমাদের পরামর্শ দেওয়া হয়।···কিন্তু এমন কোন গ্যারান্টি আছে কি, জি. পি. ইউকে বিলুপ্ত করে দিলে সমস্ত দেশের পুঁজিবাদীরা ষড়যন্ত্রকারী, সন্ত্রাসবাদী, ধ্বংসসাধনকারী, অগ্নিদানকারী ও ডিনামাইট স্থাপনকারীদের প্রতিবিপ্লবী সংগঠনগুলিকে সংগঠিত করা এবং তাদের অর্থ সাহায্য করা বন্ধ করবে? বিপ্লবের শত্রুদের নিরস্ত্র করা হবে, এই গ্যারান্টি ব্যতিরেকে বিপ্লবকে অরক্ষিত করা—তা কি বোকামি হবে না, হবে না কি তা শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে একটি অপরাধ?

না কমরেডগণ, আমরা প্যারির কমিউনার্ডদের ভুলগুলির পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। প্যারির কমিউনার্ডরা ভার্সাইপন্থীদের সঙ্গে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে অত্যধিক মাত্রায় ক্ষমাশীলতা দেখিয়েছিলেন, যার জন্য সে-সময় মার্কস সঠিকভাবে তাঁদের তিরস্কার করেছিলেন। থিয়ার্স যখন প্যারিতে প্রবেশ করল তখন হাজার হাজার শ্রমিকদের ভার্সাইপন্থীরা গুলি করে হত্যা করেছিল—আর এইভাবে তাদের ক্ষমাশীলতার মাশুল দিতে হয়।

কমরেডগণ কি মনে করেন ফ্রান্সের ভার্সাইপন্থীদের তুলনায় রাশিয়ার বুর্জোয়া এবং জমিদারেরা কম রক্তপিপাসু? সে যাই হোক না কেন, আমরা জানি ফরাসী এবং ব্রিটিশ, জাপানী এবং মার্কিন হস্তক্ষেপকারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা যখন সাইবেরিয়া, ইউক্রেন এবং উত্তর ককেশাস দখল করে তখন তারা শ্রমিকদের ওপর কি বর্বর আচরণ করেছিল।

আমি এটা বলতে চাই না যে, দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিই বিপ্লবের শাস্তিমূলক সংস্থাগুলি রাখতে আমাদের বাধ্য করছে। আভ্যন্তরীণ পবিস্থিতির দৃষ্টিকোণ থেকে, বিপ্লব এত দৃঢ় এবং অটল যে আমরা জি. পি. ইউ ছাড়াই কাজ চালিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু ব্যাপারটি হল এই যে, আমাদের গৃহশত্রুরা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নয়। ব্যাপারটি হল এই যে, সমস্ত দেশের পুঁজিপতিদের সঙ্গে তারা হাজার সূত্রে সম্পৃক্ত, এই পুঁজিপতিরা তাদের সমস্ত শক্তি ও উপায়-উপকরণ দিয়ে এইসব গৃহশত্রুদের সমর্থন করে। আমাদের দেশ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির দ্বারা পরিবেষ্টিত। আমাদের বিপ্লবের আভ্যন্তরীণ শত্রুরা হল সমস্ত দেশের পুঁজিপতিদের দালাল। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি আমাদের

আভ্যন্তরীণ শত্রুদের পক্ষে একটি ঘাঁটি ও পশ্চাদ্ভাগ। এইজন্য আভ্যন্তরীণ শত্রুদের সঙ্গে সংগ্রাম করার মধ্য দিয়ে আমরা সমস্ত দেশের প্রতিবিপ্লবী অংশসমূহের সঙ্গে সংগ্রাম করছি। এখন আপনারাই বিবেচনা করুন, এইসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জি. পি. ইউ-এর মতো শাস্তিমূলক সংস্থা ছাড়া চলতে পারি কিনা।

না, কমরেডগণ, আমরা প্যারির কমিউনার্ডদের ভুলগুলির পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। বিপ্লবের পক্ষে জি. পি. ইউ এর প্রয়োজন রয়েছে; এবং শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের মনে আতংক সৃষ্টি করে জি. পি. ইউ নিরবচ্ছিন্নভাবে থেকে যাবে। (**প্রবল হর্ষধ্বনি।**)

একজন প্রতিনিধি: ইউ. এস. এস. আর সম্পর্কে বিদেশে প্রচারিত মিথ্যাগুলিকে খণ্ডন করার জন্য এবং আপনার বিশ্লেষণসমূহের জন্য, কমরেড স্তালিন, উপস্থিত প্রতিনিধিদের তরফে আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই। এটা আপনার সন্দেহ করার কোন প্রয়োজন নেই যে, আমাদের দেশের শ্রমিকদেরকে ইউ. এস. এস. আর সম্পর্কে সত্য ঘটনা বলতে আমরা সক্ষম হব।

স্তালিন: কমরেডগণ, আমাকে ধন্যবাদ দেবার কোন প্রয়োজন নেই। আপনাদের প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া এবং আপনাদের কাছে রিপোর্ট দেওয়া আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি। আমাদের শ্রেণী-ভ্রাতৃবৃন্দ যেসব প্রশ্নে রিপোর্ট শুনতে চান, সেইসব প্রশ্নে তাঁদের কাছে রিপোর্ট করা আমরা আমাদের কর্তব্য হিসেবে গণ্য করি। আমাদের রাষ্ট্র হল বিশ্ব-শ্রমিকশ্রেণীর সন্তান। আমাদের রাষ্ট্রের নেতারা যখন আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিদের কাছে রিপোর্ট করেন, তখন তাঁরা শুধুমাত্র তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করেন। (**প্রশংসাধ্বনি।**)

প্রাভদা, সংখ্যা ২৬০ ও ২৬১
১৩ই ও ১৫ই নভেম্বর, ১৯২৭

অক্টোবর বিপ্লবের আন্তর্জাতিক চরিত্র

(অক্টোবর বিপ্লবের দশম বার্ষিকী উপলক্ষে)

অক্টোবর বিপ্লবকে শুধুমাত্র 'জাতীয় চৌহদ্দির অভ্যন্তরে' একটি বিপ্লব হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে না। প্রধানতঃ এই বিপ্লব একটি আন্তর্জাতিক, বিশ্ব পদ্ধতির একটি বিপ্লব; কারণ এই বিপ্লব মানবজাতির বিশ্ব ইতিহাসে একটি মূলগত মোড় সূচিত করে, পুরানো পুঁজিবাদী জগৎ থেকে নতুন সমাজতান্ত্রিক জগতের অভিমুখী একটি মোড়।

অতীতের বিপ্লবগুলির সাধারণতঃ পরিসমাপ্তি ঘটত সরকারের নেতৃত্বে শোষকদের একটি গোষ্ঠীর বদলে শোষকদের আর একটি গোষ্ঠীকে প্রতিস্থাপিত করে। শোষকের বদল হতো, শোষণ থেকে যেত। ক্রীতদাসদের মুক্তি-আন্দোলনের সময় এইরূপই ঘটনা ঘটেছিল। সার্ফদের অভ্যুত্থানের সময়কালেও এইরূপ ঘটনা ঘটেছিল। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে ও জার্মানিতে সুবিদিত 'মহান' বিপ্লবগুলির সময়কালেও এইরূপ ঘটনা ঘটেছিল। আমি প্যারি কমিউনের কথা বলছি না, এটি ছিল শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ইতিহাসের মোড় ফেরাবার একটা প্রোজ্জ্বল, বীরত্বব্যঞ্জক কিন্তু বিফল প্রচেষ্টা।

এইসব বিপ্লব থেকে **নীতিগতভাবে** অক্টোবর বিপ্লবের পার্থক্য রয়েছে। এই এক ধরনের শোষণের বদলে আর এক ধরন, শোষকদের এক গোষ্ঠীর বদলে শোষকদের আর এক গোষ্ঠীর স্থাপন এই বিপ্লবের লক্ষ্য নয়; এই বিপ্লবের লক্ষ্য হল, মানুষের দ্বারা মানুষকে শোষণ করা, শোষকদের সমস্ত গোষ্ঠীকে লোপ করা, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব এবং এ পর্যন্ত বিদ্যমান তাবৎ নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের মধ্যে সর্বাধিক বিপ্লবী শ্রেণীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা, একটি নতুন, শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সংগঠিত করা।

ঠিক এই কারণেই অক্টোবর বিপ্লবের **বিজয়** সূচিত করে মানবজাতির ইতিহাসের একটি মূলগত পরিবর্তন, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক নিয়তিতে একটি আমূল পরিবর্তন, বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি-আন্দোলনে একটি আমূল পরিবর্তন, সংগ্রামের পদ্ধতি এবং সংগঠনের ধরনসমূহে, জীবনযাত্রা ও ঐতিহ্যগুলির রীতিনীতিতে, সারা বিশ্বব্যাপী ব্যাপক শোষিত জনগণের

সংস্কৃতিতে ও মতাদর্শে আমূল পরিবর্তন।

কেন অক্টোবর বিপ্লব একটি আন্তর্জাতিক, বিশ্ব পদ্ধতির বিপ্লব, তার মূলগত কারণ হল এই।

সমস্ত দেশের নিপীড়িত শ্রেণীসমূহ অক্টোবর বিপ্লব, যাকে তারা নিজেদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি হিসেবে গণ্য করে, তার প্রতি যে গভীর সহানুভূতি পোষণ করে তারও উৎস হল এই।

কতকগুলি মৌলিক বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে যার ওপর ভিত্তি করে অক্টোবর বিপ্লব সারা বিশ্বে বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিকাশকে প্রভাবিত করে।

(১) প্রধানতঃ বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টে ফাটল সৃষ্টি করা, বৃহত্তম ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অন্যতম একটিতে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করা এবং সমাজতান্ত্রিক শ্রমিকশ্রেণীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করানোর জন্য অক্টোবর বিপ্লব উল্লেখযোগ্য।

মানবজাতির ইতিহাসে এই **সর্বপ্রথম** মজুরি-শ্রমিকদের শ্রেণী, নির্যাতিতদের শ্রেণী, নিপীড়িত ও শোষিতদের শ্রেণী **শাসক**শ্রেণীর মর্যাদায় উঠেছে, সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর কাছে একটি সংক্রামক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

এর অর্থ হল এই যে, অক্টোবর বিপ্লব এক নতুন যুগের **পত্তন করেছে—সাম্রাজ্যবাদের** দেশগুলিতে **শ্রমিকশ্রেণীর** বিপ্লবের যুগ।

এই বিপ্লব জমিদার ও পুঁজিপতিদের হাত থেকে উৎপাদনের যন্ত্র ও উপায়সমূহ দখল করে নিয়ে সেগুলিকে জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত করেছে, এইভাবে বুর্জোয়া সম্পত্তির বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তিকে স্থাপন করেছে। এর দ্বারা অক্টোবর বিপ্লব, বুর্জোয়া সম্পত্তি যে অলংঘনীয়, পবিত্র ও শাশ্বত—পুঁজিবাদীদের এই মিথ্যার ফানুস ফাটিয়ে দিয়েছে।

অক্টোবর বিপ্লব বুর্জোয়াদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে, বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করে ক্ষমতা সোভিয়েতসমূহে স্থানান্তরিত করেছে এবং এইভাবে **পুঁজিবাদী** গণতন্ত্র হিসেবে বুর্জোয়া সংসদীয় নীতির বিরুদ্ধে **শ্রমিকশ্রেণীর** গণতন্ত্র হিসেবে সোভিয়েতসমূহের শাসনকে খাড়া করেছে। লাফার্গ সঠিকই ছিলেন, যখন, ১৮৮৭ সালের মতো সুদূর অতীতে তিনি বলেছিলেন যে, বিপ্লবের পর দিনই 'আগেকার সমস্ত পুঁজিপতিদেরই ভোটাধিকার হরণ করা হবে।'৬০

এর দ্বারা অক্টোবর বিপ্লব সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের এই মিথ্যা উদ্ঘাটিত

করে যে বুর্জোয়া সংসদীয় নীতির মাধ্যমে বর্তমান সময়ে সমাজতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ উত্তরণ সম্ভব।

কিন্তু অক্টোবর বিপ্লব সেখানে থেমে থাকেনি এবং থেমে থাকতে পারতও না। পুরানো বুর্জোয়া প্রথার ধ্বংসসাধন করে, তা নতুন সমাজতান্ত্রিক প্রথা গড়তে শুরু করল। অক্টোবর বিপ্লবের দশটি বছর হল পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন, সোভিয়েত, সমবায়, সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ, পরিবহন, শিল্প ও লালফৌজ গড়ার দশটি বছর। নির্মাণযজ্ঞের ক্ষেত্রে ইউ. এস. এস. আর-এর সন্দেহাতীত সাফল্যসমূহ স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে, শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়াদের **বিরুদ্ধে** এবং বুর্জোয়াদের **ছাড়াই** দেশ শাসন করতে পারে, বুর্জোয়াদের **ছাড়াই** এবং বুর্জোয়াদের **বিরুদ্ধে** সাফল্যের সঙ্গে শিল্প গড়ে তুলতে পারে, বুর্জোয়াদের **ছাড়াই** এবং বুর্জোয়াদের **বিরুদ্ধে** সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে সফলতার সঙ্গে পরিচালিত করতে পারে, **পারে** পুঁজিবাদী পরিবেষ্টন সত্ত্বেও সাফল্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে।

প্রাচীনকালের বিখ্যাত রোমান সিনেটর, মেনিনিয়াস আ্যাগ্রিপ্পা এই পুরানো 'তত্ত্বটি' তুলে ধরার ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যক্তি নন যে, মাথা ও শরীরের অন্যান্য অংশসমূহ পাকস্থলী ছাড়া যেমন কার্যকর থাকে না, তেমনি শোষকদের ছাড়া শোষিতেরাও বড় একটা বেশি চলতে পারে না। এই 'তত্ত্ব' এখন সাধারণভাবে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির রাজনৈতিক 'দর্শনের' এবং বিশেষভাবে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সঙ্গে মোর্চার সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক নীতির ভিত্তি-প্রস্তর। এই 'তত্ত্ব' সংস্কারের চরিত্র অর্জন করেছে এবং তা এখন পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবী করে তোলার পথে সর্বাধিক গুরুতর বাধার অন্যতম। অক্টোবর বিপ্লবের অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফল হল এই যে, তা এই অলীক 'তত্ত্বকে' মারাত্মক আঘাত হেনেছে।

এটা প্রমাণ করার আর কোন প্রয়োজন আছে কি যে, অক্টোবর বিপ্লবের এই সমস্ত এবং অনুরূপ পরিণতিসমূহ পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক আন্দোলনের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব প্রয়োগ না করে পারেনি এবং প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয় না?

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সাম্যবাদের ক্রমবর্ধমান জায়মানতা, ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান সহানুভূতি এবং, সর্বশেষে, শ্রমিকদের বহু প্রতিনিধিমণ্ডলীর সোভিয়েতসমূহের দেশে আসা—

এই ধরনের সার্বজনীনভাবে বিদিত ঘটনাগুলি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, অক্টোবর বিপ্লবের উপ্ত বীজসমূহ ইতিমধ্যেই ফল ধারণ করতে আরম্ভ করেছে।

(২) অক্টোবর বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যের কেন্দ্রসমূহে, 'মহানগরী-সমূহে', সাম্রাজ্যবাদকে শুধু যে কাঁপিয়ে দিয়েছে তাই নয়। ঔপনিবেশিক এবং পরাধীন দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদের শাসনকে ধ্বংস করে অক্টোবর বিপ্লব তার পশ্চাদ্ভাগে, তার পরিধিতে আঘাতও হেনেছে।

জমিদার ও পুঁজিবাদীদের উচ্ছেদ করে অক্টোবর বিপ্লব জাতিগত এবং ঔপনিবেশিক নিপীড়নের শিকল ভেঙেছে এবং এই নিপীড়ন থেকে, ব্যতিক্রম-হীনভাবে, একটি বিরাট রাষ্ট্রের সমস্ত নিপীড়িত জাতিগুলিকে মুক্ত করেছে। শ্রমিকশ্রেণী যদি নিপীড়িত জাতিগুলিকে মুক্ত না করে, তাহলে তা নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। অক্টোবর বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ হল এই যে, তা ইউ. এস. এস. আর-এ এই সমস্ত জাতীয়-ঔপনিবেশিক বিপ্লবগুলিকে সম্পাদন করেছে, জাতিসমূহের মধ্যে জাতিগত শত্রুতা এবং সংঘর্ষসমূহের পতাকার তলে নয়, বরং সম্পাদন করেছে জাতীয়তাবাদের নামে নয়, আন্তর্জাতিকতা-বাদের নামে, ইউ. এস. এস. আর-এর বিভিন্ন জাতিসমূহের শ্রমিক ও কৃষকদের পারস্পরিক আস্থা ও সৌভ্রাতৃত্বমূলক প্রীতির সম্পর্কের পতাকাতলে।

যেহেতু আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের পতাকাতলে জাতীয় ঔপনিবেশিক বিপ্লবসমূহ ঘটেছিল, ঠিক সেই কারণে পারিয়া জাতিগুলি, দাস জাতিগুলি মানবজাতির ইতিহাসে **এই প্রথম প্রকৃতপক্ষে** স্বাধীন এবং **প্রকৃতপক্ষে** সমান জাতিসমূহের মর্যাদায় উঠেছে, এবং তদ্দ্বারা সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িত জাতিসমূহের সম্মুখে একটি সংক্রামক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

এর অর্থ হল, অক্টোবর বিপ্লব একটি নতুন যুগের **পত্তন করেছে,** পত্তন করেছে **ঔপনিবেশিক** বিপ্লবসমূহের যুগ, এই বিপ্লবগুলি শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে **মৈত্রীবদ্ধতায়** এবং শ্রমিকশ্রেণীর **নেতৃত্বাধীনে** পৃথিবীর **নিপীড়িত দেশ-গুলিতে** সমাধা হচ্ছে।

পূর্বে এই 'স্বীকৃত' ধারণা ছিল যে, স্মরণাতীত কাল থেকে পৃথিবী নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট জাতিসমূহে (রেস), কৃষ্ণকায় ও শ্বেতকায় মানুষে বিভক্ত হয়ে এসেছে; এদের মধ্যে প্রথমোক্তরা সভ্যতার অনুপযুক্ত এবং শোষণের শিকার হওয়াই তাদের নিয়তি, তার বিপরীতে শেষোক্তরা সভ্যতার একমাত্র বাহক এবং তাদের ঈশ্বরদত্ত নির্দিষ্ট কাজ হল প্রথমোক্তদের শোষণ করা।

সেই কাহিনী এখন অইশ্বর চূর্ণ ও পরিত্যক্ত বলে গণ্য করতে হবে। অক্টোবর বিপ্লবের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফলসমূহের অন্যতম হল, এই বিপ্লব বাস্তবক্ষেত্রে এইটি প্রমাণ করে যে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের খাতে আকৃষ্ট অ-ইউরোপীয় জাতিগুলি **প্রকৃতপক্ষে** প্রগতিশীল সংস্কৃতি এবং **একটি প্রকৃতপক্ষে** প্রগতিশীল সভ্যতা উন্নীত করার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় জাতিসমূহের তুলনায় বিন্দুমাত্রও কম সক্ষম নয়।

পূর্বে এই 'স্বীকৃত' ধারণা ছিল যে, নিপীড়িত জাতিসমূহকে মুক্ত করার একমাত্র পন্থা ছিল **বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ**, জাতিসমূহের পরস্পরকে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার পদ্ধতি, জাতিগুলির মধ্যে অনৈক্য ঘটাবার পদ্ধতি, বিভিন্ন জাতিসমূহের ব্যাপক মেহনতি জনগণের মধ্যে জাতিগত শত্রুতা তীব্রতর করার পদ্ধতি।

সেই কাহিনীকে এখন বাতিল বলে অতি অবশ্যই গণ্য করতে হবে। অক্টোবর বিপ্লবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি হল এই যে, সে এই কাহিনীকে মারাত্মক আঘাত হানে, নিপীড়িত জাতিসমূহকে মুক্ত করার **প্রলেতারীয়, আন্তর্জাতিক** পদ্ধতির সম্ভাবনা ও সুযোগকে একমাত্র সঠিক পদ্ধতি বলে বাস্তবক্ষেত্রে প্রদর্শন করে; **স্বতঃপ্রবৃত্ততা** ও **আন্তর্জাতিকতাবাদের** নীতি-সমূহের ভিত্তিতে স্থাপিত সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতিসমূহের শ্রমিক ও কৃষকদের **সৌভ্রাতৃত্বমূলক ঐক্যের** সম্ভাবনা ও উপযোগিতাকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রমাণ করে। ইউ. এস. এস. আর-এর অস্তিত্ব, যা হল একটিমাত্র বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রথায় সমস্ত দেশের মেহনতি জনগণের ভবিষ্যৎ সংহতির আদি রূপ, তা এর প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপযোগী না হয়ে পারে না।

এটা বলার বড় একটা প্রয়োজন হয় না যে, অক্টোবর বিপ্লবের এই সমস্ত এবং অনুরূপ পরিণতিগুলি ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলির বৈপ্লবিক আন্দোলনের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব প্রয়োগ না করে পারেনি এবং প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয় না। চীন, ইন্দোনেশিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে নিপীড়িত জাতিসমূহের বৈপ্লবিক আন্দোলনের উদ্ভবের মতো ঘটনাগুলি এবং ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতি এইসব দেশের জনগণের ক্রমবর্ধমান সহানুভূতি সন্দেহাতীতভাবে এটি সমর্থন করে।

উপনিবেশ ও পরাধীন দেশসমূহের নির্ঝঞ্ঝাট শোষণ ও নিপীড়নের যুগ **শেষ হয়েছে**।

উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিতে মুক্তি আনয়নকারী বিপ্লবসমূহের যুগ, এইসব দেশে **শ্রমিকশ্রেণীর** জাগরণের যুগ, বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর **নেতৃত্বের** যুগ **শুরু হয়েছে**।

(৩) সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রসমূহে ও তার পশ্চাদ্ভাগ, উভয় ক্ষেত্রেই বিপ্লবের বীজ বপন করে, 'মহানগরীগুলিতে' সাম্রাজ্যবাদের শক্তি দুর্বলতর করে এবং উপনিবেশগুলিতে তার আধিপত্যকে নাড়া দিয়ে অক্টোবর বিপ্লব তার দ্বারা **সমগ্রভাবে** বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের একেবারে অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে।

যে সময় সাম্রাজ্যবাদের অবস্থাসমূহে পুঁজিবাদের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ—তার অসমতা, অনিবার্য সংঘর্ষ ও সশস্ত্র লড়াই, সর্বশেষে, অভূতপূর্ব সাম্রাজ্যবাদী ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের দরুন—পুঁজিবাদের ক্ষয়প্রাপ্তি ও মৃত্যুর ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় অতিক্রান্ত হয়েছে, সে-সময় অক্টোবর বিপ্লব এবং তার ফলস্বরূপ উদ্ভূত পুঁজিবাদের বিশ্ব ব্যবস্থা থেকে একটি বিশাল দেশের খসে-পড়া এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত না করে পারেনি এবং বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিসমূহ একটু একটু করে ধ্বংস করেছে।

এর চেয়ে আরও কিছু বেশি। সাম্রাজ্যবাদকে নাড়া দেবার সময় অক্টোবর বিপ্লব সঙ্গে সঙ্গে—শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম একনায়কত্বের আকারে—বিশ্বের বৈপ্লবিক আন্দোলনের পক্ষে একটি শক্তিশালী ও প্রকাশ্য **ঘাঁটি** সৃষ্টি করেছে, এরকম একটি ঘাঁটি শেষোক্তটির **এর আগে আর কখনো ছিল না** এবং এই ঘাঁটির সমর্থনের ওপর তা ভরসা রাখতে পারে। অক্টোবর বিপ্লব বিশ্বের বৈপ্লবিক আন্দোলনের একটি শক্তিশালী ও প্রকাশ্য **কেন্দ্র** সৃষ্টি করেছে, এমন একটি কেন্দ্র শেষোক্তটির **এর আগে আর কখনো ছিল না** এবং **সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও নিপীড়িত জাতিসমূহের একটি ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী ফ্রন্ট** সংগঠিত করে এখন তা এই কেন্দ্রের চারিপাশে জড়ো হতে পারে।

এর অর্থ হল, প্রথমতঃ, অক্টোবর বিপ্লব বিশ্ব পুঁজিবাদের ওপর একটি মারাত্মক আঘাত হেনেছে, এই আঘাত থেকে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ কখনো উদ্ধার পাবে না। সেই কারণেই পুঁজিবাদ আর কখনো সেই 'ভারসাম্য' এবং 'স্থিতিশীলতা' পুনরুদ্ধার করতে পারবে না, যেমনটি ছিল তার অক্টোবর বিপ্লবের আগে।

পুঁজিবাদ আংশিকভাবে স্থিতিশীল হতে পারে, তা তার উৎপাদন বিজ্ঞান-

সমগ্রভাবে পুনর্গঠিত করতে পারে, দেশের প্রশাসনকে ফ্যাসিবাদের কাছে স্থানান্তরিত করতে পারে, দাবিয়ে রাখতে পারে শ্রমিকশ্রেণীকে সাময়িকভাবে ; কিন্তু পূর্বে তা যে 'নিরুপদ্রবতা', 'আত্মবিশ্বাস', ভারসাম্য', এবং 'স্থিতিশীলতা' জাঁকালোভাবে জাহির করত, তা সে আর কখনো পুনরুদ্ধার করতে পারবে না ; কারণ বিশ্ব পুঁজিবাদের সংকট এমন স্তরে পৌঁছেছে, যখন, কখনো সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রগুলিতে, কখনো-বা তার পরিধিতে, বিপ্লবের বহ্নিশিখা অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রজ্বলিত হবে—পুঁজিবাদী জোড়াতালি দেওয়াকে ব্যর্থ করে এবং প্রতিদিনই পুঁজিবাদের পতন নিকটতর করে। সম্পূর্ণরূপে সেই সুবিদিত নীতিগল্পে যেমন আছে তেমনি—'যখন সে তার লেজ কাদা থেকে টেনে তুলল, তখন তার ঠোঁট আটকে গেল ; যখন সে তার ঠোঁট টেনে বের করল, তখন তার লেজ কাদায় আটকে গেল।'

দ্বিতীয়তঃ, এর অর্থ হল, অক্টোবর বিপ্লব সমগ্র দুনিয়ার নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের শক্তি ও গুরুত্বকে, সাহস ও সংগ্রামী প্রস্তুতিকে এত ঊর্ধ্বে উঠিয়েছে যা শাসকশ্রেণীকে বাধ্য করেছে তাদের একটি নতুন, গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গণ্য করতে। এখন বিশ্বের মেহনতি জনগণকে অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়ানো এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাহীন একটি 'অন্ধ হুজুগে জনতা' হিসেবে আর গণ্য করা যেতে পারে না ; কেননা অক্টোবর বিপ্লব একটি আলোকসংকেত সৃষ্টি করেছে যা তাদের পথকে আলোকিত করছে এবং তাদের সম্মুখে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহের দ্বার খুলে দিচ্ছে। যেখানে পূর্বে এমন কোন **বিশ্বব্যাপী** প্রকাশ্য মঞ্চ ছিল না যেখান থেকে নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামগুলির ব্যাখ্যা ও সূত্রায়িত করা যেত, এখন সেখানে প্রথম শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের আকারে এরূপ একটি মঞ্চ বিরাজ করছে।

সন্দেহের কোন কারণই নেই যে এই মঞ্চের বিনাশ 'উন্নত দেশগুলির' সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ওপর বহুকাল পর্যন্ত লাগামহীন, কালো প্রতিক্রিয়ার পর্দা টেনে দেবে। এটা অস্বীকার করা যেতে পারে না যে, একটি 'বলশেভিক রাষ্ট্রের' অস্তিত্বই প্রতিক্রিয়ার কালো শক্তিগুলিকে দমিয়ে রাখবে এবং এইভাবে নিপীড়িত শ্রেণীসমূহকে তার মুক্তির সংগ্রামে সহায়তা করবে। সমস্ত দেশের শোষকেরা বলশেভিকদের প্রতি যে বন্য ঘৃণা পোষণ করে এটাই তার ব্যাখ্যা দেয়।

ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয়, যদিও একটি নতুন ভিত্তিতে। ঠিক যেমন পূর্বে

সামন্ততন্ত্রের পতনের সময়কালে 'জ্যাকোবিন' শব্দটি সমস্ত দেশের অভিজাতদের মধ্যে ভীতি এবং ঘৃণা ও বিদ্বেষ উদ্রেক করত, ঠিক তেমনি এখন পুঁজিবাদের পতনের সময়কালে 'বলশেভিক' শব্দটি সমস্ত দেশের বুর্জোয়াদের মধ্যে ভীতি এবং ঘৃণা ও বিদ্বেষ উদ্রেক করে। এবং বিপরীতে, ঠিক যেমন পূর্বে উদীয়মান বুর্জোয়াদের বিপ্লবী প্রতিনিধিদের পক্ষে প্যারি ছিল আশ্রয়স্থল এবং শিক্ষালয়, ঠিক তেমনি এখন, উদীয়মান শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী প্রতিনিধিদের পক্ষে মস্কো হল আশ্রয়স্থল ও শিক্ষালয়। জ্যাকোবিনদের প্রতি ঘৃণা সামন্ততন্ত্রকে সমূহ পতন থেকে রক্ষা করতে পারেনি। কোন সন্দেহ থাকতে পারে কি, বলশেভিকদের প্রতি ঘৃণা পুঁজিবাদকে তার অবশ্যম্ভাবী পতন থেকে রক্ষা করতে পারবে না ?

পুঁজিবাদের 'স্থিতিশীলতার' যুগ শেষ হয়েছে, তার সাথে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে বুর্জোয়া ব্যবস্থা যে ধ্বংসাতীত, এই কাহিনীটিকেও।

পুঁজিবাদের সমূহ পতনের যুগ শুরু হয়েছে।

(৪) কেবলমাত্র অর্থনৈতিক এবং সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্কসমূহের ক্ষেত্রে অক্টোবর বিপ্লবকে একটি বিপ্লব হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে না। একই সময়ে তা শ্রমিকশ্রেণীর মনে তার মতাদর্শেও একটি বিপ্লব। মার্কসবাদের পতাকাতলে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ধারণার পতাকাতলে, লেনিনবাদের পতাকাতলে—লেনিনবাদ হল সাম্রাজ্যবাদ এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ—অক্টোবর বিপ্লব জন্মগ্রহণ করেছে এবং শক্তি অর্জন করেছে। এইজন্য তা চিহ্নিত করে সংস্কারবাদের উপর মার্কসবাদের বিজয়, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিকবাদের ওপর লেনিনবাদের বিজয়, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ওপর তৃতীয় আন্তর্জাতিকের বিজয়কে।

অক্টোবর বিপ্লব মার্কসবাদ এবং সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিকবাদের মধ্যে লেনিনবাদের নীতি ও সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিকবাদের নীতির মধ্যে একটি দুরতিক্রম্য ফাটল সৃষ্টি করেছে।

পূর্বে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিজয়ের পূর্বে, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি যখন শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ধারণাকে প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করা থেকে বিরত ছিল কিন্তু এই উদ্দেশ্যসাধনকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য কিছুই করছিল না, একেবারে কিছুই করছিল না, তখন তা মার্কসবাদের পতাকা জাঁকালোভাবে প্রদর্শন করতে পারত এবং এটা সুস্পষ্ট

যে, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির এই আচরণ পুঁজিবাদের পক্ষে কোন বিপদই সৃষ্টি করত না। তখন, সেই সময়কালে, সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিকে মার্কসবাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে, প্রায় সম্পূর্ণরূপে, অভিন্ন গণ্য করা হতো।

এখন, **শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিজয়লাভের পরে**, যখন প্রত্যেকেরই নিজস্ব উপলব্ধি হয়েছে, মার্কসবাদের পরিণতি **কি** এবং তার বিজয়লাভ **কি** সূচিত করে, তখন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি মার্কসবাদের পতাকাকে আর জাঁকালোভাবে জাহির করতে পারে না, পুঁজিবাদের পক্ষে একটা নিশ্চিত বিপদ সৃষ্টি না করে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ধারণার সঙ্গে আর খেলা করতে পারে না। মার্কসবাদের নীতি ও মনোভাবকে বহু পূর্বে ছেড়ে দিয়ে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি মার্কসবাদের পতাকাকেও বর্জন করতে বাধ্য হয়েছে; তা খোলাখুলি ও দ্ব্যর্থহীনভাবে অবস্থান গ্রহণ করেছে মার্কসবাদের সন্তানের বিরুদ্ধে, অক্টোবর বিপ্লবের বিরুদ্ধে, দুনিয়ার প্রথম শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিরুদ্ধে।

এখন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিকে মার্কসবাদ থেকে চ্যুত হতে হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে তা সে হয়েছেও; কারণ বর্তমান অবস্থায় কেউ নিজেকে মার্কসবাদী বলতে পারে না, যদি না সে বিশ্বের প্রথম শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে প্রকাশ্য-ভাবে এবং ঐকান্তিকতার সঙ্গে সমর্থন করে, যদি না সে নিজেদের বুর্জোয়াদের সঙ্গে বৈপ্লবিক সংগ্রাম করে, যদি না সে তার নিজের দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বিজয়ের জন্য অবস্থাসমূহ সৃষ্টি করে।

সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি ও মার্কসবাদের মধ্যে একটি ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। এইজন্য মার্কসবাদের **একমাত্র** ধারক ও দুর্গ হল লেনিনবাদ, সাম্যবাদ।

কিন্তু ঘটনা সেখানেই থেমে থাকেনি। অক্টোবর বিপ্লব সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসি ও মার্কসবাদের মধ্যে সীমানা-রেখা টানার চেয়েও আরও দূরে এগিয়েছিল; তা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিকে বিশ্বের প্রথম শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের **বিরুদ্ধে** পুঁজিবাদের প্রত্যক্ষ রক্ষকদের শিবিরে ঠেলে দিল। যখন অ্যাডলার এবং বওয়ার, ওয়েলস এবং লেভি, লঙ্গুয়েট এবং ব্লাঁ মশাইরা 'সোভিয়েত রাজত্বকে' গালাগালি করেন এবং সংসদীয় 'গণতন্ত্রকে' প্রশংসা করেন, তখন এই ভদ্রলোকের এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করেন যে, ইউ. এস. এস. আর-এ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার **জন্য**, 'সভ্য' রাষ্ট্রগুলিতে পুঁজিবাদী দাসত্ব বজায় রাখার **জন্য** তাঁরা সংগ্রাম করছেন এবং সংগ্রাম করে যাবেন।

আজকের দিনের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিকবাদ পুঁজিবাদের একটি **মতাদর্শ-গত পৃষ্ঠপোষক**। লেনিন হাজারবার সঠিক ছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে, আজকের দিনের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক রাজনীতিবিদরা হলেন, '**শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনে বুর্জোয়াদের খাঁটি দালাল,** পুঁজিবাদীশ্রেণীর শ্রমিক-সেনা,' বলেছিলেন, 'শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াদের মধ্যে গৃহযুদ্ধে' তারা অপরিহার্য-ভাবে সারিবদ্ধ হবে "কমিউনার্ডদের" বিরুদ্ধে "ভার্সাইপন্থীদের" পক্ষে'।[৬১]

শ্রমিক-আন্দোলনে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিকবাদের অবসান না ঘটিয়ে পুঁজিবাদের অবসান ঘটানো অসম্ভব। সেইজন্য মুমূর্ষু সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিকবাদেরও যুগ।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অক্টোবর বিপ্লবের বিরাট তাৎপর্য এই ঘটনার মধ্যে নিহিত যে তা বিশ্ব শ্রমিক-আন্দোলনে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিকবাদের ওপরে লেনিনবাদের অবশ্যম্ভাবী জয় সূচিত করে।

শ্রমিক-আন্দোলনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ও সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিকবাদের আধিপত্যের যুগ **শেষ হয়েছে**।

শুরু হয়েছে লেনিনবাদ আধিপত্য ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের যুগ।

প্রাভদা, সংখ্যা ২৫৫

৬-৭ই নভেম্বর, ১৯২৭

স্বাক্ষর: জে. স্তালিন

মস্কো সামরিক এলাকার পার্টি সম্মেলনের প্রতি অভিনন্দন[৬২]

কমরেডগণ! আপনাদের সৌভ্রাতৃত্বমূলক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদের কাজের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। আমাদের মহিমান্বিত লালফৌজ দীর্ঘজীবী হোক!

জে. স্তালিন

২৬৩ নং 'ক্র্যাসনায়া জ্‌ভেজ্‌দা'
সংবাদপত্রে প্রকাশিত
১৮ই নভেম্বর, ১৯২৭

পার্টি ও বিরোধীশক্তি

(মস্কো গুবের্নিয়া পার্টির ষোড়শ সম্মেলনে
প্রদত্ত ভাষণ, ৬৩ ২৩শে নভেম্বর, ১৯২৭)

কমরেডগণ, পার্টি ও বিরোধীশক্তির মধ্যেকার সংগ্রামের, পার্টির মধ্যে গত ৩/৪ সপ্তাহে—এবং খোলাখুলিভাবে অতি অবশ্যই বলতে হবে—তার বাইরেও যে আলোচনা উদ্ভূত হয়েছে তার প্রধান প্রধান অংশের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা আমি করতে চাই।

১। আলোচনার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানগত ফলাফল পাওয়া গেছেঃ আজ পর্যন্ত ৫,৭২,০০০-এর কিছু বেশি কমরেড পার্টির পক্ষে, তার কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে মত ঘোষণা করেছে; বিরোধীশক্তির পক্ষে ঘোষণা করেছে ৩,০০০-এর কিছু বেশি।

বিরোধীরা সাধারণতঃ সংখ্যাগুলি ও শতকরা হিসেব জাঁকালোভাবে জাহির করতে ভালবাসে এইটা দাবি করে যে তাদের শতকরা ৯৯ ভাগের সমর্থন আছে, ইত্যাদি। এখন সকলেই দেখতে পাচ্ছেন যে, ৯৯ শতাংশের বেশি বিরোধীশক্তির বিরুদ্ধে ও কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে মত ঘোষণা করেছে।

এরজন্য কাকে 'দোষ' দেওয়া যায়? বিরোধীশক্তির নিজেকেই! মাঝে-মাঝেই বিরোধীরা আমাদের একটি আলোচনার মধ্যে ঠেলে দিতে চেষ্টা করেছে। দু'বছর ধরে খুব কম দিনই গেছে যেদিন বিরোধীশক্তি আলোচনার জন্য একটি নতুন দাবি উপস্থিত করেনি। আমরা সেই চাপ প্রতিরোধ করেছিলাম। আমরা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যেরা, এই চাপ প্রতিরোধ করেছিলাম, কারণ আমরা জানতাম যে আমাদের পার্টি একটা বিতর্ক-সভা নয়,—যা লেনিন সম্পূর্ণ সঠিকভাবে বলেছিলেন—জানতাম যে আমাদের পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর একটি জঙ্গী পার্টি, এই পার্টির চারিপাশে শত্রু পরিবেষ্টন করে আছে, এই পার্টি সমাজতন্ত্র গড়ে তোলায় প্রবৃত্ত, এর সামনে রয়েছে সৃজনশীল কর্মতৎপরতা-সমৃদ্ধ বিরাট সংখ্যক বাস্তব করণীয় কাজসমূহ, এবং সেজন্য এত ঘন ঘন

পার্টির মধ্যে অনৈক্যসমূহের ওপর তা তার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে পারে না।

কিন্তু সময় এগিয়ে গেল একটি আলোচনার দিকে, এবং পঞ্চদশ কংগ্রেসের আগে, একমাসেরও বেশি সময় থাকতে, পার্টির নিয়মাবলীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পার্টি বলল : আচ্ছা, আপনারা একটা আলোচনা, একটা লড়াই চান —তাহলে, তাই হোক! ফল তো দেখছেন : শতকরা ৯৯ ভাগের বেশি পার্টি ও কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে ; আর বিরোধীপক্ষে এক শতাংশেরও কম।

বলতে গেলে, বিরোধীদের ধাপ্পার শতকরা ১০০ ভাগই ধরা পড়ে গেছে।

বলা যেতে পারে, এই ফল চূড়ান্ত নয়। বলা যেতে পারে পার্টি ছাড়াও রয়েছে শ্রমিকশ্রেণী এবং মেহনতি কৃষকসমাজের ব্যাপক কৃষকসাধারণ। বলা যেতে পারে, এখানে, এই ক্ষেত্রে, ফলাফলের সমষ্টি নির্ণীত হয়নি। কমরেডগণ, তা সত্য নয়! এই ক্ষেত্রেও ফলাফলের সমষ্টি নির্ণীত হয়েছে।

আমাদের বিশাল দেশের সর্বাংশে, সমস্ত নগরে ও গ্রামে ৭ই নভেম্বরের শোভাযাত্রাগুলি কি ছিল? সেগুলি কি পার্টির পক্ষে, সরকারের পক্ষে এবং বিরোধীশক্তির বিরুদ্ধে, ট্রট্‌স্কিবাদের বিরুদ্ধে, শ্রমিকশ্রেণীর, কৃষকসমাজের মেহনতি অংশগুলির, লালফৌজের, লাল নৌবাহিনীর একটি বিরাট বিক্ষোভ-শোভাযাত্রা ছিল না?

অক্টোবর বিপ্লবের দশম বার্ষিকীতে বিরোধীশক্তি তার নিজের মাথার ওপর যে কলঙ্ক বরণ করে নিয়েছিল, যে মতৈক্য নিয়ে লক্ষ লক্ষ মেহনতি জনগণ পার্টিকে ও সরকারকে সেদিন অভিনন্দন জানিয়েছিল তা কি এসবের প্রমাণ নয় যে, শুধু পার্টি নয়, শ্রমিকশ্রেণীও, শুধু শ্রমিকশ্রেণী নয়, কৃষক-সমাজের মেহনতি অংশসমূহও, সমগ্র সৈন্যবাহিনী এবং নৌবাহিনীও পার্টির পক্ষে, সরকারের পক্ষে এবং বিরোধীশক্তি ও ভাঙন সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে পাহাড়ের মতো দৃঢ়বদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে? (**দীর্ঘ হর্ষধ্বনি।**)

আর কি ফলাফলের আপনাদের প্রয়োজন?

কমরেডগণ, এখানে আপনারা একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাচ্ছেন পার্টি ও বিরোধীদের মধ্যে, বলশেভিকগণ ও বিরোধীশক্তির মধ্যেকার সংগ্রামের, পার্টির অভ্যন্তরে বিবর্ধিত সংগ্রামের এবং পরবর্তীকালে বিরোধীশক্তির নিজের দোষে পার্টির সীমানাসমূহের বাইরে যে সংগ্রাম সম্প্রসারিত হয়েছিল, তার বর্ণনা।

বিরোধীদের এই কলঙ্কজনক পরাজয়কে কিভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে? এটা সত্য ঘটনা যে বলশেভিকরা ক্ষমতায় আসীন হবার পর থেকে আমাদের পার্টির ইতিহাসে অন্য কোন পার্টি কখনো এরূপ কলঙ্কজনক পরাজয় বরণ করেনি।

ব্রেস্ট শান্তিচুক্তির সময়কালে আমরা ট্রট্স্কিপন্থীদের বিরোধিতার কথা জানি। সে-সময়ে বিরোধীরা পার্টির প্রায় এক-চতুর্থাংশের সমর্থন লাভ করেছিল।

ট্রেড ইউনিয়নের প্রশ্নে আলোচনার সময়, ১৯২১ সালে আমরা ট্রট্স্কিপন্থীদের বিরোধিতার কথা জানি। সে-সময়ে বিরোধীরা পার্টির প্রায় এক-অষ্টমাংশের সমর্থন লাভ করেছিল।

আমরা চতুর্দশ কংগ্রেসে তথাকথিত 'নয়া বিরোধীশক্তি', জিনোভিয়েভ-কামেনেভ বিরোধীদের কথা জানি। তখন বিরোধীরা সমগ্র লেনিনগ্রাদ প্রতিনিধিমণ্ডলীর সমর্থন পেয়েছিল।

কিন্তু এখন? এখন বিরোধীরা আগেকার যে-কোন সময়ের তুলনায় অধিকতর বিচ্ছিন্ন। এটা সন্দেহপূর্ণ যে এখন পঞ্চদশ কংগ্রেসে তার একটিও প্রতিনিধি থাকবে কিনা। **(দীর্ঘ হর্ষধ্বনি।)**

বিরোধীদের ব্যর্থতার কারণ হল, পার্টি থেকে, শ্রমিকশ্রেণী থেকে, বিপ্লব থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া। বিরোধীশক্তি হয়ে পড়েছে জীবন থেকে, বিপ্লব থেকে বিচ্ছিন্ন এক মুঠো বুদ্ধিজীবী। বিরোধীদের কলঙ্কজনক ব্যর্থতার মূল এখানেই নিহিত।

পরীক্ষামূলকভাবে ২।৩টি বিষয় পর্যালোচনা করা যাক যেগুলি বিরোধীশক্তিকে পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।

২। শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজ

শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্ন।

লেনিন বলেছিলেন যে, আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্নগুলি হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ও আমাদের বিপ্লবের একটি মৌলিক প্রশ্ন। তিনি বলেছিলেন:

> 'কৃষকসমাজের সঙ্গে দশ বা কুড়ি বছরের সঠিক সম্পর্কসমূহ এবং (তাহলে) বিশ্বপরিধিতে বিজয় হবে সুনিশ্চিত (শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান বিপ্লবসমূহ ঘটতে যদি দেরীও হয়)।'[৬৪]

কৃষকসমাজের সঙ্গে সঠিক সম্পর্কগুলি কি কি? কৃষকসমাজের সঙ্গে সঠিক সম্পর্কগুলি দ্বারা লেনিন বলতে চেয়েছেন—গরিব কৃষকদের ওপর নির্ভরশীল হবার সঙ্গে মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে সঙ্গে একটি 'স্থিতিশীল মৈত্রী' প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু এই প্রশ্নে বিরোধীদের মতামত কি? বিরোধীরা শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে মৈত্রীকে যে কোন মূল্য দেয় না শুধু তাই নয়, আমাদের বিপ্লবের বিকাশের পক্ষে এরূপ একটি মৈত্রীর প্রভূত গুরুত্বকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করে না, তাও শুধু নয়, তা 'আরও অধিক দূর' অগ্রসর হয়ে এমন একটি নীতির প্রস্তাব দেয় যার ফলে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে মৈত্রী ভেঙে যাবে, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে বন্ধনে ফাটল ধরাবে।

এটা প্রমাণের জন্য দূরে যেতে হবে না; আমি বিরোধীশক্তির মুখ্য অর্থনীতিবিদ্ প্রিয়োব্রাঝেনস্কির কথা উল্লেখ করতে পারি। তিনি কৃষকসমাজকে আমাদের শিল্পের পক্ষে একটি 'উপনিবেশ' হিসেবে, চূড়ান্তভাবে শোষণ করার বস্তু হিসেবে গণ্য করেন।

যন্ত্রোৎপাদিত জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি করার অনুকূলে আমি বিরোধীদের কতকগুলি দলিলের কথা উল্লেখ করতে পারি, এরূপ দাম বাড়াবার ফলে আমাদের শিল্প অপরিহার্যভাবে ক্ষীণ হয়ে পড়বে, কুলাকরা শক্তিশালী হবে, মাঝারি কৃষকেরা ধ্বংস হবে এবং গরিব কৃষকেরা কুলাকদের নিকট দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য হবে।

বিরোধীশক্তির এইসব ও অনুরূপ দলিলগুলি তার নীতির অপরিহার্য অংশ, এই নীতি কৃষকসমাজের সঙ্গে, মাঝারি কৃষকসম্প্রদায়ের ব্যাপক কৃষকসাধারণের সঙ্গে একটি ফাটল ধরানোর বিবেচনাপ্রসূত।

বিরোধীশক্তির 'কর্মসূচীতে' এবং তার পাল্টা তত্ত্বসমূহে কি কিছু স্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে বলা আছে? বিরোধীশক্তির 'কর্মসূচীতে' এবং তার পাল্টা তত্ত্বসমূহে এ সমস্তই সতর্কতার সঙ্গে লুকানো ও অস্পষ্ট। পক্ষান্তরে, বিরোধী শক্তির 'কর্মসূচীতে' এবং পাল্টা তত্ত্বসমূহে, মাঝারি ও গরিব কৃষকদের উদ্দেশ করে ঝুড়ি ঝুড়ি প্রশংসাবাক্য দেখতে পাবেন। এগুলির মধ্যে পার্টির তথাকথিত কুলাক-বিচ্যুতি সম্পর্কেও শ্লেষ আছে। কিন্তু তা তার মারাত্মক লাইন সম্পর্কে সরল ও খোলাখুলিভাবে কিছুই, একেবারে কিছুই বলে না—যে লাইন পরিচালিত করবে এবং পরিচালিত করতে বাধ্য হবে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে ফাটল ধরানোর অভিমুখে।

কিন্তু বিরোধীদের নেতারা এত সযত্নে শ্রমিক ও কৃষকদের নিকট থেকে কি গোপন করে রাখছেন, আমি তা এখন দিবালোকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করব এবং আপনাদের সামনে উপস্থিত করব, যাতে বিরোধীশক্তিকে সমুখে দেওয়া যায়, তা যেন ভবিষ্যতে পার্টিকে প্রতারিত না করে। আমার মনে রয়েছে রগোঝস্কো-সিমনোভস্কি জেলা পার্টি সম্মেলনে সাম্প্রতিককালে আইভ্যান নিকিতিচ স্মার্নভের প্রদত্ত ভাষণটি। বিরোধীদের নেতাদের মধ্যে স্মার্নভ ছিলেন অন্যতম; তিনি তাঁদের মধ্যে অল্প কয়েকজন সৎ ব্যক্তি যাঁরা বিরোধীদের লাইন সম্পর্কে সত্য কথা বলার সাহস রাখেন তাঁদের একজন বলে নিজেকে প্রমাণিত করেন। শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্নে বিরোধীশক্তির সত্যিকারের 'কর্মসূচী' কি তা কি আপনারা জানতে চান? স্মার্নভের বক্তৃতা পড়ুন এবং তা অনুধাবন করুন, কেননা এটি হল বিরোধীদের দুষ্প্রাপ্য দলিলগুলির অন্যতম, যা আমাদের বিরোধীরা কি নীতি ও মনোভাব প্রকৃতপক্ষে গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে সমগ্র সত্য কথাটি বলছে।

তাঁর ভাষণে স্মার্নভ যা বলেছিলেন তা হল এই:

> 'আমরা বলছি যে আমাদের রাষ্ট্রীয় বাজেট এমনভাবে পুনঃপরীক্ষা-পূর্বক সংশোধন করতে হবে, যাতে এই পাঁচ হাজার মিলিয়ন (রুবলের) বাজেটের বৃহত্তর অংশ শিল্পের খাতে প্রবাহিত হয়, কারণ **নিশ্চিত সর্বনাশ আমন্ত্রণ করে আনার চেয়ে মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে বিরোধ সহ্য করা আমাদের পক্ষে অধিকতর ভাল হবে।**'

এটাই হল সব কিছুর মৌলিক জিনিস যা বিরোধীরা তাঁদের 'কর্মসূচী' এবং পাল্টা তত্ত্বসমূহ থেকে গোপন করে আসছে, এবং যা বিরোধীশক্তির একজন নেতা, স্মার্নভ সচেতনভাবে দিনের আলোয় টেনে এনেছেন।

এইজন্য মাঝারি কৃষকদের জন্য একটি স্থিতিশীল **মৈত্রী** নয়, বরং তাদের সঙ্গে **বিরোধ**—প্রতীয়মান হয়, এইটিই হল বিপ্লবকে 'রক্ষা করার' উপায়।

লেনিন বলেছেন, 'একনায়কত্বের সর্বোচ্চ নীতি হল শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-সমাজের মৈত্রী সংরক্ষণ করা, যাতে শ্রমিকশ্রেণী তার নেতৃস্থানীয় ভূমিকা ও রাষ্ট্রক্ষমতা বজায় রাখতে পারে।'[৬৫]

কিন্তু বিরোধীশক্তি তার সাথে একমত নয় এবং দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে যে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কৃষকসমাজের সঙ্গে মৈত্রী

নয়, মৈত্রী নয় কৃষকসমাজের প্রধান ব্যাপক কৃষকসাধারণের সঙ্গে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তার সঙ্গে বিরোধ।

অষ্টম পার্টি কংগ্রেস থেকে বরাবর লেনিন বলেছেন—শুধু বলেননি এবং প্রতিনিয়ত পুনরাবৃত্তি করেছেন—যদি আমাদের 'মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে একটি স্থায়ী মৈত্রী'[৬৬] না থাকে, তাহলে আমাদের দেশে সাফল্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা অসম্ভব হবে।

কিন্তু বিরোধীরা তার সাথে একমত নয় এবং দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে যে, মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে একটি স্থিতিশীল মৈত্রীর বদলে তাদের সঙ্গে একটি বিরোধের নীতি স্থাপন করা যেতে পারে।

লেনিন বলেছেন, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কৃষকসমাজের প্রধান ব্যাপক কৃষকসাধারণের সঙ্গে একত্রে অতি অবশ্যই আমাদের এগোতে হবে।

কিন্তু বিরোধীরা তার সাথে একমত নয় এবং দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে যে, কৃষকসমাজের সঙ্গে একত্রে নয়, তার সাথে বিরোধের পথে আমাদের এগোতে হবে।

শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে সম্পর্কের মৌলিক প্রশ্নে পার্টি ও বিরোধীশক্তির মধ্যে এটাই হল প্রধান মতানৈক্য।

বিরোধীশক্তি তার 'কর্মসূচীতে' কৃষকসমাজের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাসূচক কথা বলে এবং পার্টির তথাকথিত কুলাক বিচ্যুতি সম্পর্কে ভণ্ডামিপূর্ণ শ্লেষ দিয়ে তার সত্যিকারের চেহারা গোপন করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু বিরোধী নেতাদের মুখোস খুলে দিয়ে, বিরোধীশক্তি সম্পর্কে সত্য কথাটি, তার প্রকৃত কর্মসূচী সম্পর্কে সত্য কথাটি বলে স্মার্ভ বিরোধীশক্তির 'কর্মসূচী' সম্পর্কে একটি মৌলিক সংশোধন প্রবর্তন করেছেন।

এ থেকে কি বেরিয়ে আসে? এ থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে, বিরোধী-শক্তির 'কর্মসূচী' এবং পাল্টা তত্ত্বসমূহ পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতারিত করার বিবেচনাপ্রসূত শুধুমাত্র কাগজের টুকরো।

মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে বিরোধের নীতির অর্থ কি? মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে বিরোধের নীতি হল কৃষকদের সংখ্যাগুরু অংশের সঙ্গে বিরোধের নীতি, কেননা সমগ্র কৃষকসমাজের ৬০ শতাংশের কম নয় এমন সংখ্যা হল মাঝারি কৃষকেরা। ঠিক এইজন্যই মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে বিরোধের নীতির ফলে কৃষকদের সংখ্যাগুরু অংশ কুলাকদের হাতের মধ্যে গিয়ে পড়ে। এবং কৃষকদের

সংখ্যাগুরু অংশকে কুলাকদের হাতের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার নীতির অর্থ হল কুলাকদের শক্তিশালী করা, গরিব কৃষকদের বিচ্ছিন্ন করা, গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত শাসনকে দুর্বল করা এবং গরিব কৃষকদের কণ্ঠরোধ করতে কুলাকদের সাহায্য করা।

কিন্তু ঘটনা সেখানেই থেমে থাকে না। কৃষকদের সংখ্যাগুরু অংশের সঙ্গে বিরোধের নীতি অনুসরণ করার অর্থ হল গ্রামাঞ্চলে গৃহযুদ্ধ চালু করা, আমাদের শিল্পের পক্ষে কৃষকদের উৎপাদিত কাঁচামালের (তুলা, চিনির বীট, শন, চামড়া, পশম ইত্যাদির) সরবরাহ পাবার ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি করা, শ্রমিকশ্রেণীর জন্য কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা, আমাদের হাল্কা শিল্পসমূহের একেবারে ভিত্তিকেই কাঁপিয়ে দেওয়া এবং দেশকে শিল্পায়িত করার আমাদের সমগ্র পরিকল্পনাটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করা।

কমরেডগণ, ঘটনা এই মোড়ই নেয়, যদি আমরা আমাদের কাছে প্রামাণিকভাবে স্মার্ভ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেইমতো বিরোধীশক্তির প্রকৃত নীতি মনে রাখি—তার 'কর্মসূচীতে' এবং পাল্টা তত্ত্বসমূহে বিরোধীশক্তি যে মামুলি বিবৃতিগুলি দিয়েছে, সেগুলি নয়।

এইসব নিদারুণ দুর্দশার জন্য বিরোধীশক্তি যে ইচ্ছাকৃতভাবে কঠোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে আমি যে অভিযোগ করছি না। কিন্তু এটা বিরোধীশক্তির কি অভিপ্রায়, কিসের জন্য তা কঠোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তার ব্যাপার নয়, ব্যাপার হল মাঝারি কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিরোধীশক্তির বিরোধের নীতি থেকে যে পরিণতিগুলি অতি অবশ্যই অনুবর্তী হয় সে-সবের।

ক্রাইলভের 'সন্ন্যাসী ও ভল্লুকের' নীতিগল্পের ভল্লুকের ব্যাপারে যা ঘটেছিল, বিরোধীশক্তির বেলায় সেই একই ঘটনা ঘটছে (**হাস্যরোল**)। বলা বাহুল্য, একখণ্ড পাথর দিয়ে তার বন্ধু সন্ন্যাসীর মাথাটি চূর্ণ করার ব্যাপারে ভল্লুকটির অভিপ্রায় ছিল সন্ন্যাসীকে নাছোড়বান্দা মাছিটির বিরক্তির হাত থেকে অব্যাহতি দেওয়া। তৎসত্ত্বেও, ভল্লুকটির বন্ধুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য থেকে এমন ঘটনা ঘটল যা আর বন্ধুত্বপূর্ণ থাকল না এবং যার জন্য সন্ন্যাসীটির জীবন দিতে হল। অবশ্য বিরোধীশক্তি বিপ্লবের ভাল ছাড়া আর কিছু চায় না। কিন্তু এটা অর্জনের জন্য তা এমন সব উপায়ের প্রস্তাব দেয় যার ফলে বিপ্লবের চরম পরাজয়, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটবে এবং আমাদের সমস্ত গঠনকার্য লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

বিরোধীশক্তির 'কর্মসূচী' হল শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে ফাটল ধরানোর কর্মসূচী, আমাদের সমস্ত গঠনকার্যে ভাঙন ধরানোর কর্মসূচী, শিল্পায়নের কাজ লণ্ডভণ্ড করে দেবার কর্মসূচী।

৩। পার্টি এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব

পার্টির প্রশ্ন।

লেনিন বলেছেন, পার্টির ঐক্য ও লৌহদৃঢ় নিয়মানুবর্তিতাই হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ভিত্তি। বিরোধীশক্তি প্রকৃতপ্রস্তাবে বিরুদ্ধ মত পোষণ করে। তা মনে করে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের জন্য আমাদের পার্টির ঐক্য ও লৌহদৃঢ় শৃংখলার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন পার্টির ঐক্য ও শৃংখলাকে ধ্বংস করা, পার্টিতে ভাঙন ঘটানো এবং একটি দ্বিতীয় পার্টি গঠন। সত্য বটে, বিরোধীশক্তি পার্টির ঐক্যের পক্ষে বলে ও লেখে, লেখে ও বলে, এবং বলার তুলনায় গর্জনই বেশি করে। কিন্তু বিরোধীশক্তির পার্টির ঐক্য সম্বন্ধে বলা পার্টিকে প্রতারিত করার জন্যই ভণ্ডামিপূর্ণ বকবকানি (**হর্ষধ্বনি**।)

কারণ, বিরোধীশক্তি পার্টির ঐক্য সম্বন্ধে কথাবার্তা বলছে ও চিৎকার করার সঙ্গে সঙ্গে তা একটি নতুন, লেনিনবাদ-বিরোধী পার্টি গড়ে তুলছে। এবং এইরূপ একটি পার্টি গড়ে তোলায় তা শুধু প্রবৃত্তই নয়, ইতিমধ্যেই তা এ ধরনের একটি পার্টি গড়ে তুলেছে ; কুজোভনিকভ, ঝক এবং রেনো এইসব প্রাক্তন বিরোধীদের ভীষণসমূহের মতো প্রামাণিক দলিলগুলিতেই তা দেখা গেছে।

আমাদের আয়ত্তে এখন আছে এই মর্মে বিস্তারিত প্রামাণিক সাক্ষ্যপ্রমাণ যে ইতিমধ্যেই এক বছরের বেশি সময় ধরে বিরোধীশক্তির রয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি, রিজিওনাল ব্যুরো, গুবের্নিয়া ব্যুরো ইত্যাদি সহ একটি লেনিনবাদ-বিরোধী পার্টি। ঐক্য সম্বন্ধে ভণ্ডামিপূর্ণ বকবকানি ছাড়া তারা এইসব সত্য ঘটনার কি বিরোধিতা করতে পারে?

বিরোধীশক্তি চিৎকার করে বলছে যে, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তাকে একটি দ্বিতীয় স্থানাধিকারী পার্টির অবস্থানে ঠেলে দিতে সফল হবে না। অদ্ভুত কথা! কেন্দ্রীয় কমিটি কি বিরোধীশক্তিকে এমন অবস্থানে ঠেলে দিতে কখনো চেষ্টা করেছে? এটা কি একটি সত্য ঘটনা নয় যে কেন্দ্রীয় কমিটি একটি দ্বিতীয় পার্টি সংগঠিত করার লাইনে বিরোধীশক্তির স্খলন থেকে তাকে বরাবর সংযত করে আসছে?

গত দু'বছরে আমাদের মতানৈক্যসমূহের সমগ্র ইতিহাস হল, বিরোধী-শক্তির একটি ভাঙনের দিকে পদক্ষেপ নেওয়া থেকে সংযত করার এবং বিরোধী লোকজনদের পার্টির ভেতরে ধরে রাখার ব্যাপারে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কঠোর প্রচেষ্টাসমূহের ইতিহাস।

বিরোধীশক্তির ১৯২৬ সালের ১৬ই অক্টোবরের সুবিদিত 'ঘোষণার' ঘটনাই ধরা যাক। বিরোধীশক্তিকে পার্টির সদস্যসারির মধ্যে রাখতে সেটা কি কেন্দ্রীয় কমিটির একটা প্রচেষ্টা ছিল না?

বিরোধীশক্তির ১৯২৭ সালের ৮ই আগস্টের দ্বিতীয় 'ঘোষণার' কথাই ধরুন। বিরোধীশক্তিকে একটিমাত্র পার্টির সদস্যসারির মধ্যে রাখতে কেন্দ্রীয় কমিটি বরাবর আগ্রহী থেকে এসেছে—তা যদি এটি না দেখায়, তাহলে সে কি প্রকট করছে?

কিন্তু কি ঘটল? বিরোধীশক্তি ঐক্য সম্পর্কে ঘোষণা করল, ঐক্য বজায় রাখার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল, প্রতিশ্রুতি দিল যে তা তার উপদলীয় নীতি ও কাজকর্ম পরিত্যাগ করবে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা একটি দ্বিতীয় পার্টি গড়তেই থাকল।

এ সমস্ত কি দেখায়? দেখায় যে, বিরোধীশক্তির প্রতিশ্রুতিতে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না; দেখায় যে, বিরোধীশক্তিকে অবশ্যই তার কাজ দ্বারা পরীক্ষা করতে হবে—তার 'কর্মসূচী' এবং পাল্টা তত্ত্বসমূহ দ্বারা নয়।

লেনিন বলেছেন: গোষ্ঠী, ঝোঁক এবং পার্টিগুলিকে তাদের প্রতিশ্রুতি এবং 'কর্মসূচী' দিয়ে নয়, তাদের কাজের দ্বারা পরীক্ষা করতে শেখো। লেনিনের পদক্ষেপ অনুসরণ করা এবং বিরোধীশক্তিকে তার বানানো প্রবন্ধ ও 'কর্মসূচী' দ্বারা নয়, তার কাজের দ্বারা পরীক্ষা করা আমরা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি।

বিরোধীশক্তি যখন 'কর্মসূচী' এবং পাল্টা তত্ত্বসমূহ রচনা করে এবং পার্টি-ঐক্য সম্পর্কে চিৎকার করে, তখন তা হল পার্টিকে প্রতারিত করা, ভণ্ডামিপূর্ণ এবং শুধু কথার কথা। কিন্তু বিরোধীশক্তি যখন একটি নতুন পার্টি গড়ে তোলে, তার নিজের কেন্দ্রীয় কমিটি স্থাপন করে, রিজিওনাল ব্যুরো সংগঠিত করে, ইত্যাদি এবং তার দ্বারা আমাদের পার্টির ঐক্য ও প্রলেতারীয় নিয়ম-শৃংখলা ভাঙে, সেগুলিই হল বিরোধীদের কাজকর্ম, তাদের জঘন্য কাজকর্ম।

অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, বিরোধীশক্তি ইতিমধ্যেই একটা সত্যিকারের

পার্টি সৃষ্টি করার মতো কিছু করতে সফল হয়েছে। না। বিরোধীশক্তি এরকম কিছু করতে সফল হয়নি এবং কখনো তা হবেও না। শ্রমিকশ্রেণী বিরোধীশক্তির বিরোধী, তাই সে তা করতে সফল হবে না। একটি নতুন পার্টি, একটি দ্বিতীয় পার্টি গড়ে তুলতে চেষ্টা করায় বিরোধীশক্তি প্রকৃতপক্ষে একটি বালসুলভ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছে, প্রবৃত্ত হয়েছে একটি পার্টি, একটি কেন্দ্রীয় কমিটি, রিজিওনাল ব্যুরো ইত্যাদি নিয়ে একটি ছেলেখেলা করতে। ছত্রভঙ্গ এবং অপমানিত হয়ে একটি পার্টি, একটি কেন্দ্রীয় কমিটি, রিজিওনাল ব্যুরো ইত্যাদি নিয়ে ছেলেখেলা করার ভেতর দিয়ে তারা মনকে খুশি রাখার মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে পায়। (**হাস্যরোল। হর্ষধ্বনি।**)

কিন্তু, কমরেডগণ, বিভিন্ন ধরনের খেলা আছে। বিরোধীশক্তি যখন একটি পার্টি হবার ছেলেখেলা করে, তা শুধুমাত্র হাসির উদ্রেক করে, কেননা, পার্টির কাছে এই ছেলেখেলা একটা মজাদার শখের চেয়ে বেশি আর কিছু নয়।

আমাদের শুধু পার্টির জন্য বিবেচনা করলেই চলে না। আমাদের দেশে এখনো রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণী, এখনো রয়েছে সোভিয়েত-বিরোধী অংশ। এবং এই সোভিয়েত-বিরোধী অংশ বিরোধীশক্তির খেলাকে মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করছে, তার কাছ থেকে শিখছে কিভাবে পার্টি, সোভিয়েত শাসন এবং আমাদের বিপ্লবের সাথে লড়াই করতে হয়। বিরোধীশক্তির একটা পার্টি হবার খেলা, পার্টির বিরুদ্ধে তার শ্লেষ, তার সোভিয়েত-বিরোধী আক্রমণ, এইসব অংশের পক্ষে, সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে কিভাবে সংগ্রাম করতে হয়, কিভাবে প্রতিবিপ্লবের শক্তিগুলিকে বল্গামুক্ত করতে হয়, তা শিখবার জন্য এক ধরনের স্কুল, এক ধরনের প্রস্তুতিমূলক স্কুলের কাজ করে।

এটা বিস্ময়কর নয় যে, সমস্ত রকমের সোভিয়েত-বিরোধী অংশই বিরোধীশক্তির চারিপাশে ভিড় করেছে। এখানেই নিহিত রয়েছে বিরোধীশক্তির একটা পার্টি হবার খেলা করার বিপদ। এবং ঠিক যে কারণে এমন একটি গুরুতর বিপদ প্রতীক্ষায় রয়েছে, সেই কারণে পার্টি বিরোধীশক্তির সোভিয়েত-বিরোধী আচরণগুলির দিকে উদাসীনভাবে তাকিয়ে থাকতে পারে না; ঠিক এই কারণেই পার্টিকে অতি অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে সেগুলির অবসান ঘটাতে হবে।

শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষেত্রে বিরোধীশক্তি যে কত বিপজ্জনক পার্টি-বিরোধী খেলা খেলছে তা দেখতে সে ব্যর্থ হয় না। বিরোধীশক্তির ক্ষেত্রে পার্টি হল একটা

দাবা খেলার বোর্ড। পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে তা বিভিন্ন দাবার ঘুঁটি চালায়। আজ তা উপদলীয়তা অবসানের প্রতিশ্রুতি সম্বলিত একটি ঘোষণা পেশ করে। পরদিন তা তার নিজের ঘোষণাকেই অস্বীকার করে। আর একদিন পরে তা আর একটি ঘোষণা উপস্থিত করে,—শুধুমাত্র আবার কয়েকদিন পরে ঘোষণাটিকে তার নিজের ঘোষণা বলে মানতে অস্বীকার করার জন্য। এগুলি হল বিরোধীশক্তির পক্ষে দাবার ঘুঁটি চালানো। তারা শুধু খেলোয়াড়, আর কিছুই নয়।

কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী তার পার্টিকে এভাবে দেখে না। শ্রমিকশ্রেণীর কাছে পার্টি একটা দাবা খেলার বোর্ড নয়, তার কাছে পার্টি হল তার মুক্তিলাভের হাতিয়ার। শ্রমিকশ্রেণীর কাছে পার্টি একটা দাবা খেলার বোর্ড নয়, তার কাছে পার্টি হল তার শত্রুদের পরাজিত করা, নতুন নতুন বিজয় সংগঠিত করা, সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করার অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপায়। সেইহেতু যারা শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে, পার্টির ভেতরকার সত্তাকে বিরোধী খেলোয়াড়দের অসৎ খেলাগুলির জন্য দাবা খেলার বোর্ডে পরিণত করে, শ্রমিকশ্রেণী কেবল তাদের ঘৃণাই করতে পারে। কেননা শ্রমিকশ্রেণী এটা না জেনে পারে না যে, আমাদের পার্টির লৌহদৃঢ় শৃংখলা চূর্ণবিচূর্ণ করার জন্য, পার্টিতে ভাঙন ঘটাবার জন্য বিরোধীশক্তির কঠোর প্রচেষ্টাগুলি হল মূলতঃ আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব চূর্ণ করার প্রচেষ্টা।

বিরোধীশক্তির 'কর্মসূচী' হল আমাদের পার্টিকে ধ্বংস করা, শ্রমিকশ্রেণীকে নিরস্ত্র করা, সোভিয়েত-বিরোধী শক্তিসমূহকে বল্গামুক্ত করার কর্মসূচী—শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে চূর্ণবিচূর্ণ করার কর্মসূচী।

৪। আমাদের বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ

তৃতীয় প্রশ্ন—আমাদের বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহের প্রশ্নে যাওয়া যাক।

বিরোধীশক্তির সমগ্র লাইনের বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ হল, আমাদের বিপ্লবের শক্তিতে অবিশ্বাস, কৃষকসমাজকে পরিচালিত করার বিষয়ে শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি ও যোগ্যতায় অবিশ্বাস, অবিশ্বাস শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি ও দক্ষতায়—সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে।

আমি এর আগে, যদি আমরা মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে বিরোধ স্থাপন না করি তাহলে, আমাদের বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী 'সর্বনাশ' সম্পর্কে শ্মার্নভের ভাষণ থেকে একটি অনুচ্ছেদ উধৃত করেছি। আমাদের বিপ্লবের 'সর্বনাশ' সম্পর্কে বিরোধীশক্তির সঙ্গীত এই প্রথম শুনলাম না; কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হলে আমরা অবিরাম ঘ্যানঘ্যানানি ও আতংক, আমাদের বিপ্লবের গোধূলি এবং ধ্বংসের কথার সম্মুখীন হয়েছি। যে সময় থেকে বিরোধীশক্তির উপদলীয় নীতি পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করতে আরম্ভ করেছে, তখন থেকেই তার নিজের গোষ্ঠীর সর্বনাশকে আমাদের বিপ্লবের 'সর্বনাশ' বলে প্রতিপাদন করে বিরোধীশক্তি আমাদের বিপ্লবের 'সর্বনাশ' সম্পর্কে চিৎকার করা থেকে বিরত থাকেনি। বিরোধীশক্তির শুধুমাত্র প্রয়োজন হয়েছে, নিজেকে সংখ্যালঘু হিসেবে দেখা, পার্টি থেকে বারংবার আঘাত খাওয়া—রাস্তায় ছুটে গিয়ে আমাদের বিপ্লবের 'সর্বনাশ' সম্পর্কে তার চিৎকার শুরু করতে এবং পার্টির বিরুদ্ধে সমস্ত সম্ভাব্য অসুবিধাগুলি তার পক্ষে কাজে লাগাতে।

১৯১৮ সালে ব্রেস্ট শান্তিচুক্তির সময়কালের মতো গোড়াকার দিকে, যখন বিপ্লব কতকগুলি অসুবিধা ভোগ করছিল, সপ্তম কংগ্রেসে পার্টির দ্বারা পরাজিত হয়ে ট্রট্স্কি আমাদের বিপ্লবের 'সর্বনাশ' সম্পর্কে চিৎকার শুরু করলেন। কিন্তু বিপ্লব ধ্বংস হল না, বরং ট্রট্স্কির ভবিষ্যদ্বাণীগুলি থেকে গেল শূন্যগর্ভ ভবিষ্যদ্বাণী হয়ে।

১৯২১ সালে, ট্রেড ইউনিয়ন আলোচনার সময়কালে যখন উদ্বৃত্ত অধিকার-ভোগ প্রথার বিলোপ থেকে উদ্ভূত কতকগুলি নতুন নতুন অসুবিধার আমরা সম্মুখীন হলাম এবং ট্রট্স্কি দশম পার্টি কংগ্রেসে আর একটা পরাজয় বরণ করলেন তখন তিনি আমাদের বিপ্লবের 'সর্বনাশ' সম্পর্কে আবার চিৎকার শুরু করলেন। আমার ভালভাবেই মনে আছে, লেনিনের উপস্থিতিতে পলিটব্যুরোর একটি সভায় ট্রট্স্কি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে সোভিয়েত রাজত্ব তার 'শেষ সঙ্গীত' গেয়েছে এবং তার দিন ও ঘণ্টা সীমাবদ্ধ হয়েছে। (**হাস্যরোল।**) কিন্তু বিপ্লব ধ্বংস হল না, অসুবিধাগুলি অতিক্রম করা গেল, এবং আমাদের বিপ্লবের 'সর্বনাশ' সম্পর্কে হিস্টিরিয়া রোগাক্রান্তসুলভ অকারণ হৈ-চৈ থেকে গেল।

আমি জানি না, সে-সময়ে দিন ও ঘণ্টা সীমাবদ্ধ হয়েছিল কিনা; যদি হয়েই থাকে, তাহলে আমি যা বলতে পারি তা হল এই যে, এই সীমাবদ্ধ

হওয়াটা সঠিকভাবে বিবেচিত হয়নি। (**হর্ষধ্বনি, হাস্যরোল।**)

১৯২৩ সালে, নতুন নতুন অসুবিধার সময়পর্বে, এবার সেগুলি ছিল নেপ থেকে উদ্ভূত, বাজার-সংকটের সময়কালে, আমাদের পার্টির ত্রয়োদশ সম্মেলনে তাঁর গোষ্ঠীর পরাজয়কে বিপ্লবের পরাজয় প্রতিপাদন করে ট্রট্স্কি আবার আমাদের বিপ্লবের 'সর্বনাশ' সম্পর্কে তাঁর শেষ গান শুরু করলেন। কিন্তু বিপ্লব এই শেষ গানকে অগ্রাহ্য করল এবং সে-সময়ে তা যে অসুবিধাসমূহের সম্মুখীন হয়েছিল, সে-সবকে অতিক্রম করল।

১৯২৫-২৬ সালে, আমাদের শিল্পের অগ্রগতি থেকে উদ্ভূত নতুন নতুন অসুবিধার সময়ে, চতুর্দশ কংগ্রেসে এবং চতুর্দশ কংগ্রেসের পরে তাঁর নিজের গোষ্ঠীর পরাজয়কে বিপ্লবের পরাজয় প্রতিপাদন করে ট্রট্স্কি, এবার কামেনেভ ও জিনোভিয়েভের সঙ্গে সমস্বরে, আমাদের বিপ্লবের 'সর্বনাশ' সম্পর্কে আবার একটি শেষ সঙ্গীত শুরু করলেন। কিন্তু বিপ্লবের বিলুপ্ত হবার কোন অভিপ্রায় ছিল না, স্ব-আখ্যাত ভবিষ্যদ্বক্তাদের পেছনে ঠেলে দেওয়া হল, অতীতের সব সময়ের মতো অসুবিধাগুলি অতিক্রম করা গেল, কেননা বলশেভিকরা অসুবিধাগুলিকে বিলাপ এবং ঘ্যানঘ্যানানি করার মতো কিছু বলে গণ্য করে না, গণ্য করে পরাস্ত করার মতো কিছু বলে। (**উচ্চ হর্ষধ্বনি।**)

এখন, ১৯২৭ সালের শেষদিকে, একটি নতুন প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে আমাদের সমগ্র অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করার সময়কালে নতুন নতুন অসুবিধার দরুন, তাঁরা আমাদের বিপ্লবের 'সর্বনাশ' সম্পর্কে আবার একটি শেষ সঙ্গীত শুরু করেছেন; এইভাবে, তাঁরা নিজেদের গোষ্ঠীর প্রকৃত সর্বনাশকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কমরেডগণ, আপনারা সকলেই দেখছেন যে, বিপ্লব জীবন্ত রয়েছে, উত্তরোত্তর সতেজ হচ্ছে, তার বিপরীতে অন্যেরাই ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে।

এবং এইভাবে তাঁরা তাঁদের শেষ সঙ্গীত ততদিন গেয়েই চললেন, যে পর্যন্ত না তাঁরা তাঁদের নিজেদের অবস্থান দেখলেন হতাশাপূর্ণ অবস্থায়। (**হাস্যরোল।**)

বিরোধীশক্তির 'কর্মসূচী' হল আমাদের বিপ্লবের 'সর্বনাশের' কর্মসূচী।

৫। এর পরে কি?

যে তিনটি প্রধান প্রশ্নে আমাদের মতানৈক্য, সেগুলির ওপর এরূপই হল বিরোধীশক্তির কর্মসূচী: শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের প্রশ্ন, পার্টি ও শ্রমিক-

শ্রেণীর একনায়কত্বের প্রশ্ন এবং, সর্বশেষে, আমাদের বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা-সমূহের প্রশ্ন।

আপনারা দেখছেন, এই অদ্ভুত কর্মসূচী পার্টি থেকে, শ্রমিকশ্রেণী থেকে, বিরোধীশক্তির সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী লেনিনবাদ থেকে সরে গেছেন, জীবনের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন এটি হল তাঁদেরই কর্মসূচী।

এসবের পরে, এটা কি বিস্ময়কর যে, পার্টি এবং শ্রমিকশ্রেণী বিরোধীশক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে?

এইজন্যই বিরোধীপক্ষ পার্টির বিরুদ্ধে তার সংগ্রামে গত আলোচনাকালে কলংকজনক পরাজয় বরণ করে নিয়েছিল।

এর পরে কি?—আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়।

বিরোধীপক্ষ অভিযোগ করছে যে, সেদিন তা ৩১ জন ট্রট্স্কিপন্থীদের দ্বারা স্বাক্ষরিত ঐক্যের প্রশ্নে একটি ঘোষণা পেশ করেছিল, কিন্তু এখনো তার সন্তোষজনক জবাব তা পায়নি। কিন্তু বস্তুতঃ ৩১ জন ট্রট্স্কিপন্থীদের ভণ্ডামি-পূর্ণ ঘোষণার কি জবাব দেওয়া যেতে পারে, যখন তার ভাঙন সৃষ্টিকারী কার্যাবলীর দ্বারা বিরোধীপক্ষের মিথ্যা ঘোষণাগুলি বারবার খণ্ডিত হচ্ছে? আমাদের পার্টির ইতিহাসে, আমার মনে হয় ১৯০৭ সালে, ৩১ জন মেনশেভিক দ্বারা স্বাক্ষরিত অনুরূপ একটি ঘোষণা লিপিবদ্ধ রয়েছে। (**শ্রোতৃমণ্ডলী থেকে একাধিক কণ্ঠস্বরঃ** 'ঠিকই বলেছেন!') সে সময় লেনিন সেই ঘোষণাকে '৩১ জন মেনশেভিকের ভণ্ডামি'[৬৭] বলে অভিহিত করেন। (**হাস্যরোল**।) আমি মনে করি ৩১ জন ট্রট্স্কিপন্থীর ভণ্ডামি ৩১ জন মেনশেভিকের ভণ্ডামির পুরোপুরি অনুরূপ। (**শ্রোতৃমণ্ডলী থেকে একাধিক কণ্ঠস্বর:** 'সম্পূর্ণরূপে সঠিক!') বিরোধীপক্ষ পার্টিকে দুবার প্রতারিত করেছে। এখন তা পার্টিকে তৃতীয়বার প্রতারিত করতে চায়। না, কমরেডগণ, আমরা যথেষ্ট প্রতারণা দেখেছি, দেখেছি যথেষ্ট খেলা। (**হর্ষধ্বনি**।)

এর পরে কি?

কমরেডগণ, শেষ সীমায় পৌছে গেছে, কারণ বিরোধীপক্ষ পার্টিতে অনু-মোদনযোগ্য সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে। একই সময়ে দুটি পার্টিতে এদিক থেকে ওদিকে তা দোদুল্যমানতা চালিয়ে যেতে পারে না—পুরানো লেনিনবাদী পার্টি, এক এবং একমাত্র পার্টিতে এবং নতুন ট্রট্স্কিপন্থী পার্টিতে। বিরোধী-

পক্ষকে অতি অবশ্যই দুটি পার্টির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে।

হয়, বিরোধীপক্ষ এই দ্বিতীয়, ট্রট্স্কিপন্থী পার্টির লেনিনবাদ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন এবং সমগ্র পার্টির নিকট তার নিজের ভুলগুলিকে নিন্দা করে ট্রট্স্কিপন্থী পার্টির বিলুপ্তি ঘটাবে ;

অথবা, বিরোধীপক্ষ তা করতে ব্যর্থ হবে—সে অবস্থায় আমরা নিজেরাই ট্রট্স্কিপন্থী পার্টির সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসসাধন করব। (**হর্ষধ্বনি।**)

হয় এটি, না হয় অন্যটি।

হয় বিরোধীরা এই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, অথবা তারা তা করবে না এবং সে অবস্থায় তাদের পার্টি থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। (**প্রবল এবং দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি। সমগ্র হল থেকে জয়ধ্বনি। 'আন্তর্জাতিক সঙ্গীত' গীত হয়।**)

প্রাভদা, সংখ্যা ২৬৯

২৪শে নভেম্বর, ১৯২৭

সি. পি. এস. ইউ. (বি)র পঞ্চদশ কংগ্রেস[৬৮]

২রা—১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৭

প্রাভদা, সংখ্যা ২৭৯, ২৮২

৬ই ও ৯ই ডিসেম্বর, ১৯২৭

কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট

৩রা ডিসেম্বর

১। বিশ্ব পুঁজিবাদের বর্ধমান সংকট এবং ইউ. এস. এস. আর-এর বহিঃপরিস্থিতি

কমরেডগণ, আমাদের দেশ ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনীর পরিবেশে বিদ্যমান রয়েছে ও বিকশিত হচ্ছে। এর বহিঃপরিস্থিতি শুধু এর আভ্যন্তর শক্তি-সমূহের ওপরেই নয়, সেই সঙ্গে তা নির্ভরশীল ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনীর অবস্থার ওপর, আমাদের দেশকে যারা ঘিরে আছে সেই পুঁজিবাদী দেশগুলির পরিস্থিতির ওপর, তাদের শক্তি ও দৌর্বল্যের ওপর, বিশ্বব্যাপী নিপীড়িত শ্রেণীগুলির শক্তি ও দৌর্বল্যের ওপর, ঐসব শ্রেণীর বৈপ্লবিক আন্দোলনের শক্তি ও দৌর্বল্যের ওপর। এটা হল সেই ঘটনা থেকে পৃথকভাবে যে আমাদের বিপ্লব হচ্ছে নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক আন্দোলনেরই একটি অংশ।

সেই কারণেই আমি মনে করি যে কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টটি অবশ্যই শুরু করতে হবে আমাদের দেশের আন্তর্জাতিক অবস্থান সম্পর্কে একটি রূপরেখা দিয়ে, পুঁজিবাদী দেশগুলির পরিস্থিতি ও সকল দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের অবস্থার একটি রূপরেখা দিয়ে।

১। বিশ্ব পুঁজিবাদের অর্থনীতি এবং বিদেশী বাজারের জন্য লড়াইয়ের তীব্রতা বৃদ্ধি

(ক) প্রথম প্রশ্নটি হল প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে উৎপাদন ও বাণিজ্যের অবস্থা।

কমরেডগণ, এই বিষয়ে মূল তথ্য হল এই যে গত দু'বছর সময়কালে, পর্যালোচ্য সময়কালে পুঁজিবাদী দেশগুলির **উৎপাদন** প্রাক-যুদ্ধকালীন স্তরকে ছাপিয়ে গেছে, প্রাক-যুদ্ধকালীন স্তরকে অতিক্রম করে গেছে।

এই সম্পর্কে কয়েকটি হিসেব এখানে দেওয়া হল।

ঢালাই-না-করা (পিগ) লোহের বিশ্বব্যাপী উৎপাদনের সূচক: ১৯২৫ সালে—প্রাক-যুদ্ধকালীন স্তরের ৯৭·৬ শতাংশ; ১৯২৬ সালে—যুদ্ধপূর্ব

স্তরের ইতিমধ্যেই ১০০'৫ শতাংশ; ১৯২৭ সালের কোনও পূর্ণ হিসেব পাওয়া যায় না; প্রথম আধ বছরের হিসেব পাওয়া যায়, তাতে পিগ লৌহ উৎপাদনে আরও বৃদ্ধি সূচিত হয়।

ইস্পাতের বিশ্বব্যাপী উৎপাদনের সূচক: ১৯২৫ সালে—১১৮'৫ শতাংশ; ১৯২৬ সালে—যুদ্ধপূর্ব স্তরের ১২২'৬ শতাংশ।

কয়লার বিশ্বব্যাপী উৎপাদনের সূচক: ১৯২৫ সালে—৯৭'৯ শতাংশ; ১৯২৬ সালে—অল্প হ্রাস—৯৬'৮ শতাংশ। এটা স্পষ্টতঃই ব্রিটিশ ধর্মঘটের প্রতিক্রিয়াকেই প্রতিফলিত করে।

তুলোর বিশ্বব্যাপী ভোগ-ব্যবহারের সূচক: ১৯২৫-২৬ সালে—যুদ্ধপূর্ব স্তরের ১০৮'৩ শতাংশ; ১৯২৬-২৭ সালে—যুদ্ধপূর্ব স্তরের ১১২'৫ শতাংশ।

পাঁচটি খাদ্যশস্যের[৬৯] বিশ্বব্যাপী ফলন: ১৯২৫ সালে—যুদ্ধপূর্ব স্তরের ১০৭'২ শতাংশ; ১৯২৬-এ—১১০'৫ শতাংশ; ১৯২৭এ—১১২'৩ শতাংশ।

এইভাবে ধীরে ধীরে, বিশ্বব্যাপী উৎপাদনের সাধারণ সূচক সামনে এগিয়ে চলেছে ও যুদ্ধপূর্ব স্তরকে ছাড়িয়ে গেছে।

পক্ষান্তরে কিন্তু কয়েকটি পুঁজিবাদী দেশ কেবল এগিয়েই যাচ্ছে না, তারা যুদ্ধপূর্ব স্তরকে পিছনে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে; উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে জাপানও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিসেব: ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের বৃদ্ধি ১৯২৫ সালে—যুদ্ধপূর্ব স্তরের ১৪৮ শতাংশ; ১৯২৬এ—যুদ্ধপূর্ব স্তরের ১৫২ শতাংশ; খনিজ শিল্পের বিকাশ ১৯২৫ সালে—যুদ্ধপূর্ব স্তরের ১৪৩ শতাংশ; ১৯২৬-এ—১৫৪ শতাংশ।

বিশ্ব-বাণিজ্যের বৃদ্ধি। উৎপাদনের মতো অত দ্রুত হারে বিশ্ব-বাণিজ্যের অগ্রগতি ঘটছে না, সাধারণতঃ তা উৎপাদনের পিছনে পড়ে থাকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা যুদ্ধপূর্ব স্তরে পৌঁছিয়েছে। সারা দুনিয়ায় ও প্রধান প্রধান দেশগুলিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের সূচক হল ১৯২৫ সালে—যুদ্ধপূর্ব স্তরের ৯৮'১ শতাংশ; ১৯২৬ সালে—৯৭'১ শতাংশ। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশগুলির ক্ষেত্রে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২৫ সালে—যুদ্ধপূর্ব স্তরের ১৩৪'৩ শতাংশ; ১৯২৬ সালে—১৪৩ শতাংশ; ফ্রান্স—৯০'২ এবং ৯৯'২ শতাংশ; জার্মানি—৭৪'৮ এবং ৭৩'৬ শতাংশ; জাপান—১৭৬'৯ শতাংশ ও ১৭০'১ শতাংশ।

সামগ্রিক বিচারে দেখা যায় যে বিশ্ব-বাণিজ্য ইতিমধ্যেই যুদ্ধপূর্ব স্তরে

পৌঁছিয়েছে এবং কয়েকটি দেশে, যথা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে তা ইতিমধ্যেই যুদ্ধপূর্ব স্তরকে ছাড়িয়ে গেছে।

সর্বশেষে একটি তৃতীয় পর্যায়ের তথ্যসমূহ আছে যা পুঁজিবাদী শিল্পের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বিজ্ঞানভিত্তিক বিন্যাস, নতুন শিল্পের প্রতিষ্ঠা, এক আন্তর্জাতিক পরিসরে শিল্পের ক্রমবর্ধমান ট্রাস্ট (পৃথক পৃথক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ একত্রীভবন—অনুবাদক, বাং সং) গঠন, ক্রমবর্ধমান কার্টেল (পৃথক পৃথক শিল্প প্রতিষ্ঠানের জোটবদ্ধতা, প্রতিষ্ঠানগুলি এক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে কিন্তু সর্বসম্মতভাবে এক নির্দিষ্ট মূল্যহার বজায় রেখে চলে—অনুবাদক, বাং সং) গঠন প্রমাণ করছে। আমি মনে করি যে এসব তথ্য সবারই জানা। সুতরাং এসব নিয়ে আমি আলোচনা করব না। আমি শুধু এই মন্তব্যটুকুই করব যে কেবল উৎপাদন বৃদ্ধির দিক থেকে ও সেইসঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধির দিক থেকেই পুঁজির সমৃদ্ধি হয়নি, তা আরও হয়েছে উৎপাদনের উন্নত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে, উৎপাদনের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে; সর্বোপরি এই সবকিছু পরিণত হয়েছে বৃহত্তম ট্রাস্টগুলিকে আরও শক্তিশালী করায় এবং নতুন, শক্তিশালী, একচেটিয়া কার্টেলগুলি সংগঠিত করায়।

কমরেডগণ, এইসব ঘটনাগুলিকে নজরে রাখতে হবে, আর এগুলিক আমাদের সূচনাবিন্দুর কাজ করবে।

এসবের অর্থ কি এই যে তদ্দ্বারা পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতা দৃঢ় ও স্থায়ী হয়ে গেছে? নিশ্চয়ই তা নয়। চতুর্দশ কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্টে[৭০] ইতিমধ্যেই বিবৃত হয়েছে যে পুঁজিবাদ যুদ্ধপূর্ব স্তরে পৌঁছাতে পারে, সেই যুদ্ধপূর্ব স্তর ছাড়িয়েও যেতে পারে, তার উৎপাদনকে বিজ্ঞানভিত্তিক বিন্যস্ত করতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই হয় না—এই চূড়ান্ত অর্থ হয় না যে পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতা স্বভাবতঃই দৃঢ় হতে পারে, যে পুঁজিবাদ তার পূর্বতন, প্রাকযুদ্ধকালীন স্থিতিশীলতা আবার ফিরে পেতে পারে। পক্ষান্তরে, ঠিক এই স্থিতিশীলতাই, এই ঘটনা যে উৎপাদন বাড়ছে, বাণিজ্য বাড়ছে, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও উৎপাদনী ক্ষমতা বাড়ছে অথচ বিশ্ব-বাজার, সেই বাজারের সীমা এবং আলাদা আলাদা একক সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলির প্রভাবাধীন এলাকা কমবেশি এক জায়গাতেই বজায় আছে—স্পষ্টতঃই এটাই বিশ্ব পুঁজিবাদের এক অত্যন্ত গভীর ও তীব্র সংকটের উদ্ভব ঘটাচ্ছে, সে সংকট হল নতুন যুদ্ধে আকীর্ণ ও তা যে-কোনও ধরনের স্থিতিশীলতার অস্তিত্বকে হুমকি দেয়।

আংশিক স্থিতিশীলতা থেকে উদ্ভূত হচ্ছে ধনতন্ত্রের সংকটের এক তীব্রতা-বৃদ্ধি, আর ক্রমবর্ধমান সংকট স্থিতিশীলতাকেই টলিয়ে দিচ্ছে—ইতিহাসের বর্তমান সময়কালে পুঁজিবাদের বিকাশের এই হল দ্বন্দ্ব।

(খ) বিশ্ব পুঁজিবাদের উৎপাদন ও বাণিজ্যের এই বৃদ্ধির সবচেয়ে বিশিষ্ট লক্ষণ হল এই যে সেই বিকাশ চলে **অসমভাবে**। বিকাশটা এইভাবে হয় না যে পুঁজিবাদী দেশগুলি কেউ কাউকে বাধা না দিয়ে, একে অপরকে টলিয়ে না দিয়ে স্বচ্ছন্দ ও সুষমভাবে একের পর এক সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, বরং তা এমন-ভাবেই হচ্ছে যে কয়েকটি দেশ হটে যাচ্ছে ও নীচে নামছে, অপরদিকে অন্যরা ধাক্কা মেরে সামনে এগোচ্ছে ও ওপরে উঠছে; এটা এগিয়ে চলেছে বাজারের আধিপত্যের জন্য মহাদেশ ও দেশগুলির ভেতর এক প্রাণান্তকর লড়াইয়ের রূপ ধরে।

অর্থনৈতিক কেন্দ্রটি ইউরোপ থেকে আমেরিকায়, আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে স্থানান্তরিত হচ্ছে। এইভাবেই ইউরোপের ক্ষতির ওপর নির্ভর করে আমেরিকা আর এশিয়ার বিশ্ব-বাণিজ্যের অংশ বর্ধিত হচ্ছে।

অল্প কিছু হিসেব: ১৯১৩ সালে বিশ্বের বৈদেশিক বাণিজ্যে ইউরোপের অংশ ছিল ৫৮·৫ শতাংশ, আমেরিকার—২১·২ শতাংশ ও এশিয়ার—১২·৩ শতাংশ; কিন্তু ১৯২৫ সালে ইউরোপের অংশ ৫০ শতাংশে নেমে গেল। আমেরিকার অংশ বেড়ে দাঁড়াল ২৬·৬ শতাংশে, আর এশিয়ার অংশ বেড়ে দাঁড়াল ১৬ শতাংশে। যেসব দেশে ধনতন্ত্র তেড়েফুঁড়ে এগোচ্ছে (ইউ.এস.এ এবং অংশতঃ জাপান) তার পাশাপাশি অন্যান্য দেশও আছে যেগুলি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের এক অবস্থায় পড়ে আছে (ব্রিটেন)। বর্ধমান ধনতান্ত্রিক জার্মানি ও উন্নতিশীল দেশ যেগুলি সম্প্রতিকালে সম্মুখসারিতে এগিয়ে আসছে (কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, চীন, ভারত) তাদের পাশাপাশি আছে এমন সব দেশ যেখানে পুঁজিবাদ সুস্থিত হতে চলেছে (ফ্রান্স, ইতালী)। বাজারের দাবিদারের সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে উৎপাদনী ক্ষমতা এবং যোগানও বর্ধনশীল, কিন্তু বাজারের পরিধি ও প্রভাবাধীন এলাকার চৌহদ্দি মোটামুটি একরকমই থাকছে।

বর্তমানকালের পুঁজিবাদের অমীমাংসাসাধ্য দ্বন্দ্বগুলির এইটাই হল ভিত্তি।

(গ) উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি এবং বাজারের আপেক্ষিক স্থিতিশীলতার মধ্যেকার দ্বন্দ্বই হল এই ঘটনার মূলে যে বাজারের সমস্যাটিই হল পুঁজিবাদের

আজ মৌলিক সমস্যা। সাধারণভাবে বাজারের সমস্যার তীব্রতাবৃদ্ধি, বিশেষ করে বৈদেশিক বাজারের সমস্যার তীব্রতাবৃদ্ধি এবং নির্দিষ্টভাবে পুজি রপ্তানির জন্য বাজারের সমস্যার তীব্রতাবৃদ্ধি—এই হল পুঁজিবাদের সাম্প্রতিক অবস্থা।

প্রকৃতপক্ষে এইটাই ব্যাখ্যা করছে যে কেন কল-কারখানাগুলিতে উৎপাদন-সামর্থ্যের নিম্নহারে কাজ করা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে আসছে। শুল্ক-প্রাচীর তোলা তো কেবল আগুনে ঘৃতাহুতি মাত্র। আধুনিক বাজার ও প্রভাবাধীন এলাকার কাঠামোর মধ্যে ধনতন্ত্র আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। বাজারের সমস্যা সমাধানের জন্য শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির প্রয়োগ ফল দেয়নি, সেরকম দিতে তা পারেও না। সকলেই তো জানে যে অবাধ বাণিজ্য সম্পর্কে ১৯২৬ সালের ব্যাঙ্কারদের ঘোষণা এক চরম ব্যর্থতার মধ্যে শেষ হয়ে যায়।[৭১] ১৯২৭ সালে জাতিসংঘের সেই অর্থ নৈতিক সম্মেলনটি, যার লক্ষ্য ছিল পুঁজিবাদী দেশগুলির 'অর্থনৈতিক স্বার্থকে ঐক্যবদ্ধ করা', সেটিও এক চরম ব্যর্থতার মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। বাজারের সমস্যা সমাধানের দিকে শান্তিপূর্ণ পথ পুঁজিবাদের কাছে রুদ্ধ হয়ে আছে। পুঁজিবাদের সামনে **একমাত্র** 'বেরোনোর রাস্তা' হল শক্তি-প্রয়োগ করে, সশস্ত্র সংঘর্ষ দিয়ে, নতুন সব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মাধ্যমে উপনিবেশ ও প্রভাবাধীন এলাকাগুলির এক **নতুন** পুনর্বণ্টন।

স্থিতিশীলতা পুঁজিবাদের সংকটকেই তীব্র করে তুলছে।

২। পুঁজিবাদের আন্তর্জাতিক কর্মনীতি এবং নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রস্তুতি

(ক) এই দিক থেকে, দুনিয়াকে ও প্রভাবাধীন এলাকাগুলিকে পুনর্বিভক্ত করার প্রশ্নটি যা বৈদেশিক বাজারের ভিত্তি গঠন করে সেটিই হল আজকে বিশ্ব পুঁজিবাদের কর্মনীতির মুখ্য প্রশ্ন। আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে বিগত সাম্রাজ্য-বাদী যুদ্ধের ফলে সম্পাদিত উপনিবেশ ও প্রভাবাধীন এলাকাগুলির বর্তমান বিভাজন ইতিমধ্যেই অচল হয়ে পড়েছে। তা সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যা দক্ষিণ আমেরিকায় সন্তুষ্ট না থেকে এশিয়ায় (মূলতঃ চীন) অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাকে; অথবা ব্রিটেন যার ডোমিনিয়নগুলি ও খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রাচ্য বাজারের কতকগুলি নিজের হাত থেকে খসে পড়ছে তাকে; অথবা জাপান যা সব সময়েই ব্রিটেন ও আমেরিকার দ্বারা চীনে 'বাধাপ্রাপ্ত' হচ্ছে তাকে; অথবা ইতালী ও ফ্রান্স যাদের অগুন্তি সংখ্যক 'বিরোধের ক্ষেত্র' রয়েছে দানিয়ুব

দেশগুলিতে ও ভূমধ্যসাগরে তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে; এবং সবচেয়ে কম তা সন্তুষ্ট করেছে জার্মানিকে যা এখনো পর্যন্ত উপনিবেশের বিরহে কাতর।

এই কারণেই বাজার আর কাঁচামালের উৎসের এক নতুন পনর্বিভাজনের জন্য 'সাধারণ' প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত। এশিয়ার বাজারগুলি ও সেই অভিমুখে রাস্তাগুলিই যে লড়াইয়ের আসল ক্ষেত্র তা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এই কারণেই সেই কেন্দ্রীয় সমস্যাগুলির একটি ধারা পরিলক্ষিত যেগুলি হল নতুন সব বিরোধের যথার্থ প্রাণকেন্দ্র। এই কারণেই এশিয়া ও তার অভিমুখে রাস্তাগুলিতে প্রাধান্যের লড়াইয়ের উৎস হিসেবে তথাকথিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল সমস্যা (আমেরিকা-জাপান-ব্রিটেন দ্বন্দ্ব)। এই কারণেই ভূমধ্যসাগরের উপকূলে প্রাধান্যের জন্য লড়াইয়ের উৎস হিসেবে, প্রাচ্যের অভিমুখে হ্রস্বতম রাস্তাগুলির জন্য লড়াইয়ের উৎস হিসেবে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল সমস্যা (ব্রিটেন-ফ্রান্স-ইতালী দ্বন্দ্ব)। এই কারণেই তৈল সমস্যার (ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে দ্বন্দ্ব) তীব্রতাবৃদ্ধি যেহেতু তৈল ব্যতীত যুদ্ধ চালানো অসম্ভব এবং তৈলের ক্ষেত্রে যারই সুবিধা আছে আগামী যুদ্ধে তারই জয়ের সম্ভাবনা।

সম্প্রতি ব্রিটিশ সংবাদপত্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল সমস্যা 'সমাধানের' জন্য চেম্বারলেনের 'সর্বশেষ' পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে। আমি এই পরিকল্পনার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিতে পারি না; কিন্তু এতে কোনও সন্দেহ নেই যে সংবাদপত্রে চেম্বারলেনের পরিকল্পনাটির উদয় হল প্রতীকী। এই পরিকল্পনা অনুসারে সিরিয়া সম্পর্কিত 'ম্যাণ্ডেট'টি ফ্রান্সের কাছ থেকে ইতালীকে অর্পণ করা হবে, স্পেনকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে ট্যানজিয়ারস্ অর্পিত হবে ফ্রান্সের কাছে, ক্যামেরুন ফিরে যাবে জার্মানিতে, বলকানে 'ঝামেলা করা' বন্ধ করতে ইতালীকে শপথ নিতে হবে, ইত্যাদি।

এইসবই হল সোভিয়েতের বিরুদ্ধে লড়বার অজুহাত। এটা সুবিদিত যে বর্তমানকালে কোনও নোংরা কাজই সোভিয়েতকে হিঁচড়ে না নামিয়ে করা হয় না।

কিন্তু এই পরিকল্পনাটির আসল উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হল সিরিয়া থেকে ফরাসী বুর্জোয়াদের হটানো। প্রাচীনকাল থেকেই সিরিয়া হল প্রাচ্যের দিকে, মেসোপটেমিয়া, মিশর ইত্যাদির দিকের ফটক। সিরিয়া থেকে সুয়েজ খাল এলাকা ও মেসোপটেমিয়া এলাকা উভয়তঃই ব্রিটেনের ক্ষতিসাধন করা সম্ভব। আর বাহ্যত: সেই কারণেই চেম্বারলেন এই অপ্রীতিকর অবস্থার অবসান চান।

বলা বাহুল্য যে সংবাদপত্রে এই পরিকল্পনাটির প্রকাশকে আকস্মিক ব্যাপার বলা যেতে পারে না। ঘটনাটির গুরুত্ব এই যে, তা সেই হৈচৈপূর্ণ কলহ, বিরোধ আর সামরিক সংঘাতগুলির একটি স্পষ্ট আলেখ্য যা তথাকথিত 'বৃহৎ শক্তিবর্গের' বর্তমান সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত হতে পারে।

তৈল সমস্যা ও তৎকেন্দ্রিক লড়াই সম্পর্কে বলা যায় যে এই বিষয়টি নিয়ে প্রখ্যাত মার্কিন পত্রিকা **বিশ্ব কর্ম (দি ওয়ার্ল্ড'স্ ওয়ার্ক)**[৭২]-এর অক্টোবর সংখ্যায় বেশ ভালভাবেই বক্তব্য রাখা হয়েছে :

> 'এইখানেই ইঙ্গ-স্যাক্সন জনগণের পারস্পরিক সমঝওতা ও শান্তির ক্ষেত্রে একটি খুব সত্যিকারের বিপদ নিহিত আছে।···স্বরাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক মার্কিন ব্যবসাদারদের সমর্থন সুনিশ্চিতভাবেই দৃঢ়তর হবে কারণ তার আবশ্যকতা বেড়েছে। ব্রিটিশ সরকার যদি ব্রিটিশ **তৈল** শিল্পের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে পড়ে তাহলে আগে হোক বা পরে হোক মার্কিন সরকারও মার্কিন **তৈল** শিল্পের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে পড়বে। **যুদ্ধের আশংকাকে** বিরাট মাত্রায় না বাড়িয়ে লড়াইটাকে সরকারগুলির কাছে স্থানান্তর করা যেতে পারে না।'

এটা সন্দেহের আর কোনও জায়গা রাখল না যে : বৈদেশিক বাজারের জন্য, কাঁচামালের উৎসের জন্য ও সেদিকের রাস্তাগুলির জন্য নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে শক্তিবর্গের নতুন সব মোর্চা সংগঠিত করার দিকেই ব্যাপারটা এগোচ্ছে।

(খ) দানা-বেঁধে-ওঠা সামরিক সংঘাতগুলির কোনও 'শান্তিপূর্ণ মীমাংসা' আনার জন্য পর্যালোচ্য সময়কালে কি কোন প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে? হাঁ, যতটা আশা করা যেত তার চেয়ে বেশিই চালানো হয়েছে ; কিন্তু সেগুলিতে কিছুই মেলেনি, একেবারেই কিছু মেলেনি। শুধু তাই নয় : ঐ প্রচেষ্টাগুলি পরিণত হয়েছে নতুন সব যুদ্ধের জন্য 'শক্তিবর্গের' প্রস্তুতির নিছক এক আড়ালে, এমন একটি আড়ালে যার উদ্দেশ্য হল জনগণকে ঠকানো, 'জনমতকে' ঠকানো।

ধরুন সেই জাতিসংঘের কথা, মিথ্যাবাদী বুর্জোয়া সংবাদপত্র ও কিছু-কম-মিথ্যাবাদী-নয় এমন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক সংবাদপত্রের মতে যা হল শান্তির এক হাতিয়ার। শান্তি, নিরস্ত্রীকরণ, অস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস সম্পর্কে জাতিসংঘের কথাগুলি সব গেল কোথায়? জনগণের প্রবঞ্চনা ছাড়া, অস্ত্রের জন্য নতুন

দৌড় ছাড়া, দানা-বেঁধে-ওঠা সংঘাতগুলির আরও তীব্রতাবৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোথাও নয়। এটাকে কি আকস্মিক বলে গণ্য করা যেতে পারে যে জাতি-সংঘ যদিও তিন বছর ধরে শান্তি আর নিরস্ত্রীকরণের কথা বলে আসছে এবং তথাকথিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যদিও তিন বছর ধরে এই অসত্য ভাষণকে তার সমর্থন যুগিয়ে আসছে তা সত্ত্বেও 'জাতিগুলি' অব্যাহতভাবেই আরও বেশি বেশি সশস্ত্র হচ্ছে, 'শক্তিবর্গের' মধ্যে পুরানো সব বিরোধকে প্রসারিত করছে, নতুন সব বিরোধকে পুঞ্জীভূত করছে আর এইভাবেই শান্তির স্বার্থকে করছে লুণ্ঠিত?

নৌ-অস্ত্রসমূহের সংখ্যাহ্রাসের জন্য ত্রিপাক্ষিক সম্মেলন (ব্রিটেন, আমেরিকা ও জাপান)[৭৩]-এর ব্যর্থতা এ ছাড়া আর অন্য কিসের ইঙ্গিত দেয় যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমস্যা হল নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধগুলির উৎস, যে 'শক্তিবর্গ' কি নিরস্ত্র হতে, কি অস্ত্রসংখ্যা হ্রাস করতে কোনটাই চায় না? এই বিপদকে এড়াতে জাতিসংঘ কি করেছে?

অথবা, দৃষ্টান্তস্বরূপ, অকৃত্রিম নিরস্ত্রীকরণের (কোনও চুনকাম নয়) প্রশ্নে জেনেভায় সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের সাম্প্রতিক ঘোষণাগুলির[৭৪] কথাই ধরুন। এই ঘটনার ব্যাখ্যা কি আছে যে পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের সপক্ষে কমরেড লিতভিনভের স্পষ্ট ও সৎ ঘোষণাটি জাতিসংঘকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দেয় ও তার কাছে এক **'পুরোপুরি বিস্ময়'**-এর মতো উদিত হয়? এই ঘটনা কি প্রমাণ করে না যে জাতিসংঘ শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের কোনও হাতিয়ার নয়, বরং নতুন অস্ত্র ও নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতিকে আড়াল দেওয়ারই এক হাতিয়ার?

জাপান থেকে শুরু করে ব্রিটেন, ফ্রান্স থেকে আমেরিকা পর্যন্ত সমস্ত দেশের বুর্জোয়া সংবাদপত্র গোষ্ঠী যারা ন্যায়-অন্যায় বিচার না করে অর্থের জন্য যা খুশি করে থাকে তারা তারস্বরে চিৎকার তুলছে এই বলে যে সোভিয়েতের নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব হল 'আন্তরিকহীন'। সেক্ষেত্রে সোভিয়েত প্রস্তাবগুলির আন্তরিকতা যাচাই করছেন না কেন ও অবিলম্বে কার্যকরীভাবে নিরস্ত্রীকরণ করতে অথবা অন্ততঃ অস্ত্রসংখ্যা বেশ পরিমাণে হ্রাস করতে এগোচ্ছেন না কেন? এটাতে কে বাধা দিচ্ছে?

অথবা, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধরা যাক পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে 'বন্ধুত্বমূলক চুক্তির' বর্তমান ব্যবস্থাটি: ফ্রান্স আর যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে চুক্তি, ইতালী আর আলবেনিয়ার মধ্যে চুক্তি, পোল্যাণ্ড ও লিথুয়ানিয়ার মধ্যে 'বন্ধুতার

সন্ধি' (পিল্‌সুদ্‌স্কি যার প্রস্তুতি চালাচ্ছেন), 'লোকার্নো ব্যবস্থা'[৭৫], 'লোকার্নোর ভাবধারা' ইত্যাদি—এসব যদি নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতির ও ভবিষ্যৎ সামরিক সংঘাতের জন্য শক্তি বিন্যাসের একটি ব্যবস্থা না-ই হয় তবে অন্য আর কি হতে পারে?

অথবা, উদাহরণস্বরূপ, নীচের তথ্যগুলি দেখুন: ১৯১৩ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ফ্রান্স, ব্রিটেন, ইতালী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের **সৈন্যবাহিনীর সংখ্যাগত শক্তি** ১৮,৮৮,০০০ থেকে ২২,৬২,০০০এ বেড়েছে; এই একই সময়কালে এই একই দেশগুলির **সামরিক বাজেট** ২,৩৪৫ মিলিয়ন স্বর্ণ রুবল থেকে ৩,৯৪৮ মিলিয়নে উঠেছে; ১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৭ সালে এই পাঁচটি দেশে **কর্মনিযুক্ত বিমানের** সংখ্যা ২,৬৫৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪,৩০০; এই পাঁচটি শক্তির **ক্রুজার**-এর টনের হিসেবে বহনক্ষমতা ১৯২২ সালের ৭,২৪,০০০ টন থেকে ১৯২৬ সালে ৮,৬৪,০০০ টনে বেড়েছে; **যুদ্ধের রাসায়নিক সরঞ্জামগুলির** বিষয়ে অবস্থাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাসায়নিক যুদ্ধ কৃত্যকের প্রধান জেনারেল ফ্রীয়েসের সুবিদিত বিবৃতিতে ভালমত ব্যাখ্যাত হয়েছে: 'লিউয়িসাইট (এ্যাসিটিলিন ও আর্সেনিক ট্রাইক্লোরাইড সংযোগে উৎপন্ন বিষাক্ত গ্যাস—অনুবাদক, বাং. সং.) বিশিষ্ট ৫০ কিলোগ্রাম ওজনের একটি রাসায়নিক বোমা নিউ ইয়র্ক শহরের দশটি ব্লক এলাকাকে অ-বাসযোগ্য করে দিতে পারে এবং ৫০টি বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত ১০০ টন লিউয়িসাইট গোটা নিউ ইয়র্ককেই অন্ততঃ এক সপ্তাহের জন্য অ-বাসযোগ্য করতে পারে।'

এক নতুন যুদ্ধের জন্য পুরোদমে প্রস্তুতি ছাড়া এসব তথ্য আর কি প্রতিপন্ন করে?

সাধারণভাবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির ও বিশেষ করে জাতিসংঘের 'শান্তিনীতি' ও 'নিরস্ত্রীকরণ' নীতির এবং বিশেষতঃ পুঁজির নিকট সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক গোলামীর এইরকমই হল ফলশ্রুতি।

আগে অস্ত্রবৃদ্ধির পক্ষে উপস্থাপিত যুক্তি ছিল এই যে জার্মানি আগাপাশ-তলা সশস্ত্র। আজ এই 'যুক্তি' নিষ্ফল, কারণ জার্মানিকে নিরস্ত্র করা হয়েছে।

এটা কি নিশ্চিত নয় যে অস্ত্রবৃদ্ধির প্রেরণা এসেছে 'শক্তিবর্গের' মধ্যে নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতা থেকে, আর 'লোকার্নো ভাবধারার' আসল আধার হল 'যুদ্ধ ভাবধারা'?

আমার মতে ইদানীংকালের এই 'শান্তিপূর্ণ সম্পর্ককে' তুলনা করা যেতে

পারে এক সরু সুতো দিয়ে সেলাই করা তালি মারা এক পুরানো জীর্ণ জামার সঙ্গে। গোটা জামাটাই যখন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, আর তালিগুলো ছাড়া আর কিছুই পড়ে থাকবে না—এর জন্য ঐ বেশ শক্ত সুতোটি ধরে টান মারা, তাকে এখানে-ওখানে ছিঁড়ে দেওয়াই হবে যথেষ্ট। গোটা 'শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের ইমারতটা'কেই ধ্বসিয়ে দেওয়ার জন্য আলবেনিয়া অথবা লিথুয়ানিয়ার কোথাও, চীন বা উত্তর আফ্রিকার কোথাও ধাক্কা দেওয়াই হবে যথেষ্ট।

বিগত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আগে এইরকমই ছিল অবস্থা যখন সারায়েভোর হত্যাকাণ্ড[৭৬] যুদ্ধকে ডেকে আনে।

এখনও অবস্থা হল এইরকমই।

স্থিতিশীলতা নিঃসন্দেহে নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকেই ডেকে আনছে।

৩। বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলনের অবস্থা ও এক নতুন বিপ্লবী অভ্যুত্থানের অগ্রদূত

(ক) যুদ্ধ চালানোর জন্য বর্ধিতসংখ্যক অস্ত্রই যথেষ্ট নয়, নতুন মোর্চা সংগঠিত করাও যথেষ্ট নয়। এর জন্য আরও দরকার হল পুঁজিবাদী দেশ-গুলিতে পশ্চাদ্ভূমিকে শক্তিশালী করা। কোনও একটিমাত্র পুঁজিবাদী দেশও একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ চালাতে পারে না যদি না তা তার নিজের পশ্চাদ্ভূমিকে শক্তিশালী করে, যদি না তা 'তার' শ্রমিকদেরকে দমন করে। যদি না তা 'তার' উপনিবেশগুলিকে দমন করে। এই কারণেই বুর্জোয়া সরকারগুলির ক্রমশঃ ফ্যাসিবাদীকরণ হয়।

দক্ষিণপন্থী জোট যে এখন ফ্রান্সে শাসনরত, ব্রিটেনে হিক্‌স্-ডেটারভিড-আর্কুহার্ট জোট, জার্মানিতে বুর্জোয়া জোট, জাপানে রণদল এবং ইতালী ও পোল্যাণ্ডে ফ্যাসিবাদী সরকার—এসব আকস্মিক বলা যেতে পারে না।

এই কারণেই শ্রমিকশ্রেণীর ঘাড়ে ফেলার জন্য চাপ তৈরী হচ্ছে: ব্রিটেনে ট্রেড ইউনিয়ন আইন[৭৭], ফ্রান্সে 'জাতিকে সশস্ত্র করার' আইন[৭৮], বেশ কয়েকটি দেশে আট ঘণ্টার শ্রমদিবস বিলোপ ও সর্বত্রই সর্বহারাশ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের আক্রমণোদ্যোগ।

এই কারণেই উপনিবেশ ও নির্ভরশীল দেশগুলির ঘাড়ে ফেলার জন্য ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, সেখানে সেই সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যবাহিনীকে পুনঃসজ্জিত করা হচ্ছে যার সংখ্যা এখন দশ লক্ষে পৌঁছেছে, এর মধ্যে সাত

লক্ষেরও বেশি ব্রিটিশ 'প্রভাবাধীন এলাকায়' ও 'দখলীকৃত এলাকায়' সন্নিবেশিত।

(খ) এটা বোঝা কঠিন নয় যে ফ্যাসীবাদীকৃত সরকারগুলির এই নিষ্ঠুর চাপকে নিশ্চয়ই উপনিবেশগুলির নিপীড়িত জনগণের ও মহানগরীগুলির শ্রমিকদের তরফে সংগঠিত এক পাল্টা আন্দোলনের মোকাবিলা করতে হবে। চীন, ইন্দোনেশিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রসারের মতো ঘটনাগুলি বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে এক নির্ণায়ক গুরুত্ব-সমৃদ্ধ না হয়ে পারে না।

নিজেরাই বিচার করুন। **গোটা দুনিয়ার** ১,৯০৫ মিলিয়ন অধিবাসীর মধ্যে ১,১৩৪ মিলিয়নেরই বাস হল উপনিবেশ ও নির্ভরশীল দেশগুলিতে, ১৪৩,০০০,০০০ জন বাস করে ইউ. এস. এস. আর-এ, ২৬৪,০০০,০০০ জন বাস করে মধ্যবর্তী দেশগুলিতে, এবং মাত্র ৩৬৩,০০০,০০০ জনের সেই বৃহৎ সাম্রাজ্য-বাদী দেশগুলিতে যারা উপনিবেশ ও নির্ভরশীল দেশগুলিকে নিপীড়ন করে।

উপনিবেশ ও নির্ভরশীল দেশগুলির বিপ্লবী জাগরণ স্পষ্টতঃই বিশ্ব সাম্রাজ্য-বাদের পতনের পূর্বলক্ষণকে সূচিত করে। চীনা বিপ্লব যে সাম্রাজ্যবাদের ওপর প্রত্যক্ষ জয় এখনো অর্জন করতে পারেনি এই ঘটনাটি বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ক্ষেত্রে কোনও নির্ধারক গুরুত্বের হতে পারে না। মহান গণ-বিপ্লব-গুলি কখনই তাদের লড়াইয়ের প্রথম কিস্তিতেই চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে না। তারা জোয়ার-ভাঁটার পথে জেগে ওঠে ও শক্তি সঞ্চয় করে। রাশিয়া সমেত সর্বত্রই এই ব্যাপার। চীনেও তা-ই হবে।

চীনা বিপ্লবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফল এই যে তা লক্ষ লক্ষ শোষিত ও নিপীড়িত মানুষকে যুগপ্রসারী নিদ্রা থেকে জাগিয়েছে ও অক্ষমতা দিয়েছে, সামরিক নায়কদের চক্রগুলির প্রতিবিপ্লবী চরিত্রকে পুরোপুরি উদ্‌ঘাটন করেছে, প্রতিবিপ্লবের কুওমিনতাঙ বেয়ারাদের মুখ থেকে মুখোস ছিঁড়ে নামিয়েছে, সাধারণ জনগণের ব্যাপক অংশের কাছে কমিউনিস্ট পার্টির মর্যাদাকে উন্নীত করেছে, আন্দোলনকে সামগ্রিকভাবে এক উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করেছে এবং ভারত, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশের নিপীড়িত শ্রেণীগুলির লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে নতুন আশার উন্মেষ ঘটিয়েছে। শুধু অন্ধ আর দুর্বলচিত্তরাই এতে সন্দেহ করতে পারে যে চীনা শ্রমিক ও কৃষকরা এক নতুন বিপ্লবী অভ্যুত্থানের দিকে আগুয়ান।

ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক আন্দোলনের সম্পর্কে বলা যায় যে এই ক্ষেত্রেও সাধারণ সারির শ্রমিকদের তরফে বামপন্থার দিকে একটি প্রবণতার এবং এক বৈপ্লবিক পুনর্জাগরণের সুস্পষ্ট চিহ্ন আমরা পেয়েছি। ব্রিটিশ সাধারণ ধর্মঘট ও কয়লাখনি ধর্মঘট, ভিয়েনার শ্রমিকদের বৈপ্লবিক কার্যক্রম, সাক্কো ও ভ্যানজেট্টির হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে ফ্রান্স ও জার্মানিতে বিপ্লবী বিক্ষোভ-প্রদর্শন, জার্মান ও পোল কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী সাফল্য, ব্রিটিশ শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনে ঘটমান সেই স্পষ্ট প্রভেদ যাতে শ্রমিকরা যেখানে বামপন্থার দিকে চলেছে আর নেতারা যাচ্ছে দক্ষিণপন্থায়, নিশ্চিত সামাজিক-সাম্রাজ্য-বাদের শিবিরে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সাম্রাজ্যবাদী জাতিসংঘের এক প্রত্যক্ষ লেজুড়ে অধঃপতন, শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক সাধারণের মধ্যে সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টিগুলির মর্যাদা হ্রাস, সকল দেশের সর্বহারাদের মধ্যে কমিনটার্ন ও তার অংশগুলির প্রভাব ও সম্মানের সার্বজনীন বৃদ্ধি, সারা দুনিয়ার নিপীড়িত শ্রেণীগুলির কাছে 'ইউ. এস. এস. আর-এর মিত্রদের কংগ্রেস'[৭৯] ইত্যাদির ন্যায় ঘটনাগুলি—এই সমস্ত ঘটনাই নিঃসংশয়ে ইঙ্গিত দেয় যে ইউরোপ বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের এক নতুন সময়পর্বে প্রবেশ করছে।

সাক্কো ও ভ্যানজেট্টির হত্যাকাণ্ডের মতো একটি ঘটনা যদি শ্রমিকশ্রেণীর বিক্ষোভকে জাগাতে পারে তাহলে সেটা নিঃসংশয়ে এটাই প্রতিপন্ন করে যে, শ্রমিকশ্রেণীর একেবারে গভীরে বৈপ্লবিক শক্তি জমাট বেঁধেছে এবং তা একটি লক্ষ্য, একটি সুযোগ, যা আপাতঃদৃষ্টিতে সময় সময় খুব অকিঞ্চিৎকর, খুঁজে চলেছে, ভবিষ্যতেও খুজে চলবে যাতে বিস্ফোরিত হয়ে পুঁজিবাদী জমানার বিরুদ্ধে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করা যায়।

উপনিবেশ ও মহানগরীগুলি উভয়তঃই এক নতুন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পূর্ব মুহূর্তে আমরা বাস করছি।

স্থিতিশীলতা এক নতুন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের জন্ম দিচ্ছে।

৪। পুঁজিবাদী দুনিয়া এবং ইউ. এস. এস. আর

(ক) সুতরাং বিশ্ব পুঁজিবাদের এক অত্যন্ত গভীর সংকট ও ক্রমবর্ধমান স্থিতিহীনতার সব চিহ্নই আমরা পেলাম।

যেখানে ১৯২০-২১ সালের সাময়িক যুদ্ধোত্তরকালীন অর্থনৈতিক সংকট, যার সঙ্গে ছিল পুঁজিবাদী দেশগুলির আভ্যন্তর বিশৃংখলা ও তাদের বাইরের

সংযোগে ভাঙন, তা অতিক্রম করা হয়েছে বলে গণ্য করা যেতে পারে, আর তারই ফলস্বরূপ এক আংশিক স্থিতিশীলতার সময়পর্ব শুরু হয়েছে, সেখানে অক্টোবর বিপ্লবের জয়লাভ ও বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে ইউ. এস.এস. আর-এর বিচ্ছেদের ফলে উদ্ভূত পুঁজিবাদের **সাধারণ** ও **মৌলিক** সংকট অতিক্রান্ত হওয়া দূরের কথা, তা বরং গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে ও বিশ্ব পুঁজিবাদের অস্তিত্বের একেবারে ভিতটাকেই নাড়িয়ে দিচ্ছে।

এই সাধারণ ও মৌলিক সংকটের বিকাশকে প্রতিহত করা দূরস্থান, স্থিতিশীলতা সে জায়গায় তার আরও বিকাশের ভিত্তি ও উৎসকেই যোগান দিয়েছে। বাজারের জন্য ক্রমবর্ধমান লড়াই, দুনিয়ার ও প্রভাবের এলাকাগুলির এক নতুন পুনর্বিভাজনের প্রয়োজনীয়তা, বুর্জোয়া শান্তিবাদ ও জাতিসংঘের দেউলিয়াবৃত্তি, এক নতুন যুদ্ধের সম্ভাবনায় নতুন সব মোর্চা গড়ার ও শক্তিবিন্যাসের ব্যাকুলতম প্রয়াস, প্রচণ্ড অস্ত্রস্ফীতি, শ্রমিকশ্রেণী ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির ওপর বর্বর পীড়ন, উপনিবেশসমূহে এবং ইউরোপে বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিকাশ, বিশ্ব জুড়ে কমিনটার্নের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তি সুদৃঢ় হওয়া ও ইউরোপের শ্রমিক আর উপনিবেশগুলির শ্রমজীবী জনসাধারণের কাছে তার বর্ধিত মর্যাদা—এইসব হল এমনই ঘটনা যা বিশ্ব পুঁজিবাদের একেবারে ভিতকেই নাড়িয়ে না দিয়ে পারে না।

পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতা আরও বেশি বেশি করে পচা-গলা আর অস্থায়ী হয়ে পড়ছে।

দু-এক বছর আগে যেখানে ইউরোপের বিপ্লবী প্রবাহের স্তিমিত ভাবের কথা বলা সম্ভব ও আবশ্যকও ছিল, সেখানে আজ এ কথা জোর দিয়ে বলার মতো সব ভিত্তিই আমাদের আছে যে **ইউরোপ নিশ্চিতভাবে নতুন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের এক সময়পর্বে প্রবেশ করছে**; উপনিবেশ আর নির্ভরশীল দেশগুলির কথা তো ছেড়েই দিলাম যেখানে সাম্রাজ্যবাদীদের অবস্থা আরও বেশি বেশি বিপর্যস্ত হয়ে উঠছে।

(খ) ইউ. এস. এস. আরকে পোষ মানানোর, তার পুঁজিবাদী অধঃপতনের, ইউরোপের শ্রমিক ও উপনিবেশগুলির শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে তার মর্যাদার হ্রাসপ্রাপ্তি সম্পর্কে পুঁজিবাদীদের আশা ধ্বংস হয়েছে। ইউ.এস.এস.আর ঠিক সেইরকম একটি দেশের মতো জেগে উঠছে ও বিকশিত হচ্ছে যা সমাজতন্ত্র গঠনে রত। দুনিয়ার সর্বত্র শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে তার

প্রভাব বাড়ছে ও শক্তি সঞ্চয় করছে। সমাজতন্ত্র গঠনে রত একটি দেশের মতো ইউ. এস. এস. আর-এর অস্তিত্বই ইউরোপ ও উপনিবেশগুলি উভয়তঃ বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের ভাঙন ও তার সুস্থিতির অপহ্নবের সবচেয়ে জোরদার কারণগুলির মধ্যে একটি। ইউ. এস. এস. আর নিশ্চিতভাবেই ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীর ও উপনিবেশগুলির নিপীড়িত জনগণের নিশান হয়ে উঠছে।

সুতরাং, বুর্জোয়া মাতব্বরেরা মনে করেন যে ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধগুলির রাস্তা সাফ করার জন্য, পুঁজিবাদী পশ্চাদ্ভূমিকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে 'তাদের' শ্রমিকশ্রেণীর ওপর আরও শক্ত বজ্রা আঁটার জন্য ও 'তাদের' উপনিবেশগুলিকে দমন করার জন্য সর্বপ্রথমে বিপ্লবের পীঠস্থান ও প্রাণকেন্দ্র সেই ইউ. এস. এস. আরকে দমন করা আবশ্যক যা, অধিকন্তু, পুঁজিবাদী দেশগুলির জন্য অন্যতম এক বৃহত্তম বাজারও হতে পারে। এই কারণেই সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে আগ্রাসনমুখী প্রবণতার পুনরুত্থান, ইউ. এস. এস. আরকে ঘিরে ফেলার নীতি, ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিবেশ প্রস্তুতির নীতি।

বর্তমান পরিস্থিতির বুনিয়াদী উপাদানগুলির একটি হল সাম্রাজ্যবাদীদের শিবিরে আগ্রাসনমুখী প্রবণতা শক্তিশালী হওয়া ও যুদ্ধের হুমকি দেওয়া (ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে)।

মনে করা হয় যে, পুঁজিবাদের বিকাশমান সংকটের অবস্থায় সবচেয়ে 'আতঙ্কিত' ও 'আহত' পক্ষ হল ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণী। আর এই ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণীই আগ্রাসনমুখী প্রবণতাকে শক্তিশালী করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। স্পষ্টতঃই সোভিয়েত শ্রমিকরা ব্রিটিশ কয়লাখনি মজদুরদের যে সহযোগিতা করেছে এবং চীনের বৈপ্লবিক আন্দোলনে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর যে সহমর্মিতা তা আগুনে ঘি না ঢেলে পারে না। এইসব পরিস্থিতিই ইউ. এস. এস. আর-এর সঙ্গে ব্রিটেনের বিচ্ছেদ এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশের সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতিকে নির্দেশ করে।

(গ) পুঁজিবাদী ও ইউ. এস. এস. আর-এর মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুটি প্রবণতার পারস্পরিক লড়াই—একটি প্রবণতা সামরিক আক্রমণমুখী (মূলতঃ ব্রিটেনের) এবং অন্যটি শান্তিপূর্ণ সম্পর্ককে অব্যাহত রাখার (অন্য কয়েকটি পুঁজিবাদী দেশের)—হল এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানকালে আমাদের বৈদেশিক সম্পর্কের মৌলিক ঘটনা।

পর্যালোচ্য সময়কালে যেসব ঘটনা শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের প্রবণতাকে নির্দেশ করে তা হল : তুরস্কের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি ; জার্মানির সঙ্গে গ্যারান্টি চুক্তি ; গ্রীসের সঙ্গে শুল্ক সম্বন্ধীয় চুক্তি ; জার্মানির সঙ্গে ঋণদান সম্পর্কিত চুক্তি ; আফগানিস্তানের সঙ্গে গ্যারান্টি চুক্তি ; লিথুয়ানিয়ায় সঙ্গে গ্যারান্টি চুক্তি ; লাতভিয়ার সঙ্গে এক গ্যারান্টি চুক্তিতে স্বাক্ষরদান ; তুরস্কের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি ; সুইজারল্যাণ্ডের সঙ্গে বিরোধের মীমাংসা ; পারস্যের সঙ্গে নিরপেক্ষতার চুক্তি ; জাপানের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ; আমেরিকা ও ইতালীর সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন বৃদ্ধি।

পর্যালোচ্য সময়কালে যেসব ঘটনা সামরিক আক্রমণের দিকে প্রবণতাকে নির্দেশ করে তা হল : ধর্মঘটী কয়লাখনি শ্রমিকদেরকে আর্থিক সহযোগিতা দান সম্বন্ধে ব্রিটিশ মন্তব্য ; পিকিং, তিয়েনসিন ও সাংহাইয়ে সোভিয়েত কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের ওপর হামলা ; আর্কসে (গ্রেট ব্রিটেনে সোভিয়েত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান—অনুবাদক, বাং. সং.) হামলা ; ইউ. এস. এস. আর-এর সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্কচ্ছেদ ; ভোইকভের হত্যাকাণ্ড ; ইউ. এস. এস. আর-এর অভ্যন্তরে ব্রিটিশ ভাড়াটেদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ; রাকোভস্কির প্রত্যাহারের প্রশ্নে ফ্রান্সের সংগে অবিশ্বাসপূর্ণ খারাপ সম্পর্ক।

যেখানে দু-এক বছর আগে ইউ. এস. এস. আর এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে কিছুটা ভারসাম্যের ও 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের' একটি সময়কালের কথা বলা সম্ভব ও আবশ্যকও ছিল সেখানে আজ এ কথা জোর দিয়ে বলার মতো সব ভিত্তিই আমাদের রয়েছে যে **'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের' সময়পর্ব অতীতের দিকে পিছু হটছে,** ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে আগ্রাসী হস্তক্ষেপের প্রস্তুতি ও সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের এক সময়পর্বের জন্য স্থান ছেড়ে দিচ্ছে।

সত্য যে ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে এক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার জন্য ব্রিটেনের প্রচেষ্টাগুলি এখনো পর্যন্ত ব্যর্থই হয়েছে। এই ব্যর্থতার কারণগুলি হল : সাম্রাজ্যবাদীদের শিবিরে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ; ইউ. এস. এস. আর-এর সঙ্গে কয়েকটি দেশ অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী এই ঘটনাটি ; ইউ. এস. এস. আর-এর শান্তিনীতি ; ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীর পাল্টা কার্যক্রম ; ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ দেখা দিলে তাদের নিজেদের দেশে বিপ্লব ফেটে পড়বে বলে সাম্রাজ্যবাদীদের ভীতি। কিন্তু এসবের অর্থ এই নয় যে ইউ. এস.

এস. আর-এর বিরুদ্ধে একটি যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার জন্য ব্রিটেন তার প্রয়াস বর্জন করবে, যে এই ধরনের একটি ফ্রন্ট সংগঠিত করতে সে ব্যর্থ হবে। ব্রিটেনের সাময়িক বিপর্যয় সত্ত্বেও যুদ্ধের হুমকি সক্রিয়ভাবেই বজায় থাকছে।

সুতরাং, কর্তব্য হল সাম্রাজ্যবাদীদের শিবিরের আভ্যন্তর দ্বন্দ্বকে বিবেচনা করা, পুঁজিবাদীদেরকে 'কিনে ফেলে' যুদ্ধকে স্থগিত রাখা এবং শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সর্ববিধ ব্যবস্থা নেওয়া।

লেনিনের এই বিবৃতিটি আমাদেব অবশ্যই ভুলে যাওয়া চলবে না যে আমাদের গঠনমূলক কাজকর্ম অনেকাংশে নির্ভর করে পুঁজিবাদী দুনিয়ার সংগে আমরা সেই যুদ্ধটিকে স্থগিত রাখতে সক্ষম হচ্ছি কিনা তারই ওপর, যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হলেও তাকে সেই মুহূর্ত পর্যন্ত স্থগিত রাখা যখন ইউরোপে সর্বহারা বিপ্লব দানা বেঁধে ওঠে অথবা সেই মুহূর্ত পর্যন্ত যখন ঔপনিবেশিক বিপ্লবগুলি পুরোপুরি দানা বেঁধে ওঠে অথবা সেই মুহূর্ত পর্যন্ত যখন উপনিবেশ-গুলির ভাগাভাগি নিয়ে পুঁজিবাদীরা সংঘাতে আসে।

সুতরাং, পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা আমাদের একটি বাধ্যতামূলক কর্তব্য।

পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে আছে যে দুটি বিপরীত ব্যবস্থার মধ্যে সহাবস্থান সম্ভব। ব্যবহা-রিকতার মাধ্যমে এটা পুরোপুরি স্বীকৃত হয়েছে। জমা আর খরচের প্রশ্ন কখনো কখনো প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এ সম্পর্কে আমাদের নীতি স্পষ্ট। এটা 'দেওয়া-নেওয়া' সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আপনারা যদি আমাদের শিল্পকে সমৃদ্ধ করার জন্য আমাদেরকে ঋণ দেন তবে আপনারা যুদ্ধপূর্বকালের পাওনার কিছুটা অংশ পাবেন যা আমরা ঋণের ওপর অতিরিক্ত সুদ বলে গণ্য করে থাকি। যদি কিছুই আপনারা না দেন, পাবেনও না কিছুই। তথ্য দেখিয়ে দেয় যে আমরা শিল্প-ঋণ সংগ্রহের ব্যাপারে নথিবদ্ধ করার মতো কিছু সাফল্য অর্জন করেছি। শুধু জার্মানিই নয়, আমার মনে এই মুহূর্তে আছে আমেরিকা আর ব্রিটেনও। গুপ্ত রহস্যটা কোথায়? তা এই ঘটনায় যে আমাদের দেশ যেখানে তৈরী পণ্যের আমদানির এক বিশাল বাজার হতে পারে সেখানে পুঁজিবাদী দেশগুলির ঠিক ঐ ধরনের পণ্যের জন্যই বাজারের প্রয়োজন।

৫। উপসংহার

সারসংকলন করতে গিয়ে আমরা দেখি :

প্রথমতঃ, ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনীর অভ্যন্তরে দ্বন্দ্বের বিকাশ ; ধনতন্ত্রের যুদ্ধের মাধ্যমে দুনিয়ার এক নতুন পুনর্বিভাজনের প্রয়োজন ব্রিটেনের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী বিশ্বের একাংশের আক্রমণমুখী প্রবণতা ; পুঁজিবাদী বিশ্বের অপর অংশের ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় অনীহা, তারা তার সংগে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনই পছন্দ করে ; এই দুই প্রবণতার মধ্যে সংঘাত এবং ইউ. এস. এস. আর-এর পক্ষে শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এই দ্বন্দ্বগুলিকে ব্যবহার করার কিছুটা সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা দেখছি ধ্বংসোন্মুখ স্থিতিশীলতা, ঔপনিবেশিক-বৈপ্লবিক আন্দোলনের জাগরণ ; ইউরোপে এক নতুন বিপ্লবী অভ্যুত্থানের চিহ্ন ; বিশ্ব জুড়ে কমিনটার্ন ও তার অংশগুলির মর্যাদা বৃদ্ধি ; ইউ. এস এস. আর-এর জন্য ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীর সহমর্মিতার নিশ্চিত বৃদ্ধি ; ইউ. এস. এস. আর-এর বর্ধমান শক্তি ও বিশ্বব্যাপী নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের মধ্যে আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর বর্ধমান মর্যাদা।

সুতরাং পার্টির কর্তব্য হল :

১। আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে :

(ক) বিশ্ব জুড়ে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে বিকশিত করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালানো ;

(খ) পুঁজিবাদী আক্রমণোদ্যোগের বিরুদ্ধে বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিকদের যুক্তফ্রন্টকে শক্তিশালী করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালানো ;

(গ) ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী এবং পুঁজিবাদী দেশ-গুলির শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বন্ধুত্বকে শক্তিশালী করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালানো ;

(ঘ) ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী এবং উপনিবেশ ও পরনির্ভর দেশগুলির মুক্তি-আন্দোলনের মধ্যে সংযোগকে শক্তিশালী করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালানো।

২। ইউ. এস. এস. আর-এর বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে :

(ক) নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধগুলির প্রস্তুতির বিরুদ্ধে লড়াই করা ;

(খ) ব্রিটেনের আগ্রাসনমুখী প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করা ও ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতিরক্ষাত্মক ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালানো ;

(গ) এক শান্তির নীতি অনুসরণ করা ও পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা ;

(ঘ) বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়াপনাকে শক্তিশালী করার ভিত্তিতে বহির্বিশ্বের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যকে প্রসার করা ;

(ঙ) শাসক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের দ্বারা যেসব তথাকথিত 'দুর্বল' ও 'অসমান' রাষ্ট্র নিপীড়ন ও শোষণ ভোগ করছে তাদের সঙ্গে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করা।

২। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের সাফল্যসমূহ ও ইউ. এস. এস. আর-এর আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি

কমরেডগণ, আমাকে এবার আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি, আমাদের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্য, সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের ভবিষ্যতের, তার বিকাশের, তাকে সুদৃঢ় করার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করার অনুমতি দিন।

আমাদের পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটিকে নিম্নরূপ মুখ্য কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির বিকাশকে পরিচালিত করার নির্দেশ দিয়েছে।

প্রথমতঃ, এই যে, আমাদের নীতিকে জাতীয় অর্থনীতিতে সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের গতিশীল বৃদ্ধিকে উন্নীত করতে হবে ;

দ্বিতীয়তঃ, এই যে, পার্টির নীতিকে শিল্পের বিকাশের হারে ত্বরণ আনতে হবে এবং জাতীয় অর্থনীতির সমগ্র ক্ষেত্রে শিল্পের জন্য নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা সুনিশ্চিত করতে হবে ;

তৃতীয়তঃ, এই যে, জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের গতিপথে জাতীয় অর্থ-

নীতির সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রাংশকে, উৎপাদনের সমাজতান্ত্রিক রূপকে ব্যক্তি-পণ্য ও পুঁজিবাদী ক্ষেত্রাংশের মূল্যে তুলনামূলকভাবে সততঃ বর্ধনশীল গুরুত্বদান নিশ্চিত করতে হবে ;

চতুর্থতঃ, এই যে, আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশকে সামগ্রিকভাবে, শিল্পের নতুন শাখাগুলির সংগঠনকে, কাঁচামাল ইত্যাদির জন্য কয়েকটি বিভাগের বিকাশকে এমন ধারায় পরিচালিত করতে হবে যাতে ঐ সাধারণ বিকাশ আমাদের দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করে, যাতে আমাদের দেশ পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার লেজুড়ে পরিণত না হয় ;

পঞ্চমতঃ, এই যে, সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বকে, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-জনগণের জোটকে এবং ঐ জোটে শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক নেতৃত্বকে শক্তিশালী করতে হবে ; এবং

ষষ্ঠতঃ, এই যে, শ্রমিকশ্রেণী ও গ্রামীণ গরিবদের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক অবস্থাকে দৃঢ়ভাবে উন্নত করতে হবে।

পর্যালোচ্য সময়কালে এইসব কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে আমাদের পার্টি, আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কি করেছে ?

১। সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতি

প্রথম প্রশ্ন—জাতীয় অর্থনীতির সামগ্রিকভাবে বিকাশ। আমি এখানে পর্যালোচ্য সময়কালে সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতির ও বিশেষভাবে শিল্প এবং কৃষির বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে এমন কতকগুলি প্রধান প্রধান সংখ্যাগত হিসেব উল্লেখ করব। আমি এই সংখ্যাগুলি রাষ্ট্রীয় যোজনা কমিশনের হিসেব থেকে গ্রহণ করেছি। আমি রাষ্ট্রীয় যোজনা কমিশনের ১৯২৭-২৮ সালের পরীক্ষিত হিসেব ও পঞ্চ-বার্ষিক যোজনার অবিশদীকৃত খসড়াটি স্মরণে রাখছি।

(ক) দু'বছর সময়কালে ইউ. এস. এস. আর-এর জাতীয় অর্থনীতির সমগ্র পরিসরে উৎপাদনের বৃদ্ধি। রাষ্ট্রীয় যোজনা কমিশনের নতুন গণনা অনুযায়ী ১৯২৪-২৫ সালে যেখানে কৃষির মোট উৎপাদন যুদ্ধপূর্ব স্তরের ৮৭·৩ শতাংশ পরিমাণ এবং শিল্পের সামগ্রিক উৎপাদন যুদ্ধপূর্ব স্তরের ৬৩·৭ শতাংশ পরিমাণ হয়েছিল, সেখানে এখন দু'বছর পরে, ১৯২৬-২৭ সালে কৃষিজ উৎপাদন ইতিমধ্যেই হয়েছে ১০৮·৩ শতাংশ ও শিল্পজ উৎপাদন হয়েছে ১০০·৯ শতাংশ। রাষ্ট্রীয় যোজনা কমিশনের ১৯২৭-২৮ সালের পরীক্ষিত হিসেব অনুযায়ী কৃষিজ

উৎপাদনে যুদ্ধপূর্ব স্তরের ১১১'৮ শতাংশ পর্যন্ত এবং শিল্পজ উৎপাদনে যুদ্ধপূর্ব স্তরের ১১৪'৪ শতাংশ পর্যন্ত আরও বৃদ্ধি অনুমান করা হয়েছে।

দু'বছর সময়কালে দেশে বাণিজ্যিক লগ্নীর (পাইকারী ও খুচরা) বৃদ্ধি। ১৯২৪-২৫ সালে বাণিজ্যের পরিমাণকে ১০০ ধরলে (১৪,৬১৩ মিলিয়ন চারভোনেৎ রুবল) ১৯২৬-২৭ সালে আমরা ৯৭ শতাংশ পরিমাণ বৃদ্ধি পাই (২৮,৭৭৫ মিলিয়ন রুবল) এবং ১৯২৭-২৮ সালে বিগত বৎসরের তুলনায় (৩৩,৪৪০ মিলিয়ন রুবল) ১১৬ শতাংশ পরিমাণেরও অধিক বৃদ্ধি অনুমান করা হচ্ছে।

দু'বছর সময়কালে আমাদের ঋণদান ব্যবস্থার বিকাশ। ১লা অক্টোবর, ১৯২৫ তারিখে আমাদের সবকটি ঋণদান প্রতিষ্ঠানের মিলিত ব্যালান্স-শীট যদি ১০০-তে ধরা হয় (৫,৩৪৩ মিলিয়ন চারভোনেৎ রুবল) তবে ১লা জুলাই, ১৯২৭ তারিখে আমরা ৫৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাই (৮,১৭২ মিলিয়ন রুবল)। এতে সন্দেহের কোনও কারণ নেই যে ১৯২৭-২৮ সালে আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত ঋণদান ব্যবস্থায় আরও বেশি বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হবে।

বিগত দু'বছর সময়কালে রেলওয়ে পরিবহনের অগ্রগতি। ১৯২৪-২৫ সালে যেখানে আমাদের গোটা রেলওয়ে ব্যবস্থার পরিবাহিত মালের পরিমাণ ছিল যুদ্ধপূর্ব স্তরের ৬৩'১ শতাংশ, সেখানে বর্তমানে ১৯২৬-২৭ সালে তা হয়েছে ৯৯'১ শতাংশ, এবং ১৯২৭-২৮ সালে তার পরিমাণ হবে ১১১'৬ শতাংশ। এটা হয়েছে এই ঘটনা ছাড়াও যে এই দু'বছরে আমাদের রেলপথ ৭৪,৪০০ কিলোমিটার থেকে ৭৬,২০০ কিলোমিটারে বর্ধিত হয়েছে যা যুদ্ধপূর্ব স্তর থেকে ৩০'৩ শতাংশ ও ১৯১৭র স্তর থেকে ৮'৯ শতাংশ অধিক।

দু'বছর সময়কালে রাষ্ট্রীয় বাজেটের বৃদ্ধি। ১৯২৫-২৬ সালে আমাদের মিলিত বাজেট (একক রাষ্ট্রীয় বাজেট ও সেইসঙ্গে আঞ্চলিক বাজেটগুলি) যেখানে ছিল যুদ্ধপূর্ব স্তরের ৭২'৪ শতাংশ (৫,০২৪ মিলিয়ন রুবল), সেখানে বর্তমানে অর্থাৎ ১৯২৭-২৮ সালে মিলিত বাজেট হবে যুদ্ধপূর্ব স্তরের ১১০-১১২ শতাংশ (৭,০০০ মিলিয়ন রুবলের বেশি)। দু'বছর সময়কালের বৃদ্ধি হল ৪১'৫ শতাংশ।

দু'বছর সময়কালে বৈদেশিক বাণিজ্যের বৃদ্ধি। ১৯২৪-২৫ সালে যেখানে আমাদের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১,২৮২ মিলিয়ন রুবল অর্থাৎ যুদ্ধপূর্ব স্তরের প্রায় ২৭ শতাংশ, সেখানে এখন ১৯২৭-২৮ সালে

আমাদের বাণিজ্যের পরিমাণ হল ১,৪৮৩ মিলিয়ন রুবল অর্থাৎ যুদ্ধপূর্ব স্তরের ৩৫.৬ শতাংশ, এবং অনুমান করা যায় যে ১৯২৭-২৮ সালে আমরা ১,৬২৬ মিলিয়ন রুবল অর্থাৎ যুদ্ধপূর্ব স্তরের ৩৭.৯ শতাংশ পরিমাণ করব।

বৈদেশিক বাণিজ্যের বিকাশের স্তিমিত হারের কারণগুলি হল :

প্রথমতঃ, এই ঘটনা যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি প্রায়শঃই আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের পথে এমন বাধা আরোপ করে থাকে যা অনেক সময়ে এক গোপন অবরোধে পরিণত হয় ;

দ্বিতীয়তঃ, এই ঘটনা যে, আমরা এই বুর্জোয়া সূত্রটি অনুসারে বাণিজ্য করতে পারি না যে 'আমরা খাদ্যে ঘাটতিতে থাকলেও রপ্তানি করব।'

একটি ভাল লক্ষণ হল ১৯২৬-২৭ সালে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালক গণ-কমিশার পরিষদের অনুকূল উদ্বৃত্ত যার পরিমাণ হল ৫৭ মিলিয়ন রুবল। ১৯২৩-২০ সালের পর এই প্রথম বছর যে আমরা এক অনুকূল বৈদেশিক বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত পেলাম।

সব মিলিয়ে গত দু'বছরে মোট জাতীয় আয়ের সাধারণ বৃদ্ধির নিম্নরূপ চিত্র আমরা পেয়েছি : ১৯২৪-২৫ সালে যেখানে ইউ. এস. এস. আর-এর জাতীয় আয় ছিল ১৫,৫৮৯ মিলিয়ন চারভোনেৎ রুবল সেখানে ১৯২৫-২৬ সালে আমাদের ছিল ২০,২৫২ মিলিয়ন রুবল, অর্থাৎ ঐ বছরে ২৯.৯ শতাংশ বৃদ্ধি ; আর ১৯২৬-২৭ সালে আমাদের ছিল ২২,৫৬০ মিলিয়ন রুবল, অর্থাৎ ঐ বছরে ১১.৪ শতাংশ বৃদ্ধি। রাষ্ট্রীয় যোজনা কমিশনের পরীক্ষিত হিসেব অনুযায়ী ১৯২৭-২৮ সালে আমাদের হবে ২৪,২০৮ মিলিয়ন রুবল, অর্থাৎ ৭.৩ শতাংশ বৃদ্ধি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় আয়ের গড় বার্ষিক বৃদ্ধি ৩-৪ শতাংশের বেশি হয় না (কেবল একবারই গত শতাব্দীর আশির দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে ৭ শতাংশ মতো বৃদ্ধি পেয়েছিল) এবং অন্যান্য দেশে, উদাহরণ-স্বরূপ, ব্রিটেন ও জার্মানিতে জাতীয় আয়ের বার্ষিক বৃদ্ধি ১-৩ শতাংশের বেশি হয় না, এই কথা মনে রেখে এটা স্বীকার করতেই হবে যে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলির তুলনায় **গত কয়েক বছরে ইউ.এস.এস.আর-এ জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার হল রেকর্ড পরিমাণ।**

সিদ্ধান্ত : **আমাদের দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এক দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হচ্ছে।**

পার্টির কর্তব্য : **উৎপাদনের সকল শাখায় আমাদের দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশকে আরও উন্নীত করা।**

(খ) আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রসার অন্ধভাবে, উৎপাদনের কোনও সাদামাটা পরিমাণগত বৃদ্ধির পথ ধরে এগোচ্ছে না, তা এগোচ্ছে এক পরিচিত, সুনির্দিষ্ট গতিপথে। গত দু'বছরের সময়কালে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক উপাদান ছিল নিম্নলিখিত দুটি মুখ্য পরিস্থিতি :

প্রথমতঃ, আমাদের জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে **চাবিকাঠি** হল দেশের **শিল্পায়ন,** কৃষির পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পের বর্ধমান গুরুত্বসম্পন্ন ভূমিকা।

দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ এবং দেশের শিল্পায়ন ব্যক্তি-পণ্য ও পুঁজিবাদী ক্ষেত্রাংশের মূল্যে উৎপাদন ও বাণিজ্য উভয়তঃই **সমাজতান্ত্রিক রূপের অর্থনীতির তুলনামূলক গুরুত্ব ও নেতৃত্বদায়ী ভূমিকার বৃদ্ধির পথে** অগ্রসর হচ্ছে।

জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পের তুলনামূলক গুরুত্বের বৃদ্ধিনির্দেশক হিসেব (পরিবহন ও বৈদ্যুতীকরণ বাদে)। ১৯২৪-২৫ সালে জাতীয় অর্থনীতির মোট উৎপাদনের মধ্যে যুদ্ধপূর্ব মূল্যের হিসেবে ধরলে শিল্পের অংশ যেখানে ছিল ৩২·৪ শতাংশ ও কৃষির অংশ ছিল ৬৭·৬ শতাংশ সেখানে ১৯২৬-২৭ সালে শিল্পের অংশ বেড়ে দাঁড়াল ৩৮ শতাংশ, আর কৃষির অংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়াল ৬২ শতাংশে। ১৯২৭-২৮ সালে শিল্পের অংশ ৪০·২এ বাড়া উচিত ও কৃষির কমে গিয়ে দাঁড়ানো উচিত ৫৯·৮ শতাংশে।

সমগ্র শিল্পের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে যা হল শিল্পের মূল অন্তঃসার সেই **উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও উপকরণ উৎপাদনের** তুলনামূলক গুরুত্বের দু'বছর সময়কালের বৃদ্ধি নির্দেশক হিসেব হল : ১৯২৪-২৫ সালে উৎপাদনের উপকরণের উৎপাদনের অংশ—৩৪·১ শতাংশ; ১৯২৬-২৭ সালে—৩৭·৬ শতাংশ; ১৯২৭-২৮ সালে তাকে ৩৮·৬ শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তাব হয়েছে।

দু'বছর সময়কালে **রাষ্ট্রীয়** বৃহদায়তন শিল্পে উৎপাদনের উপকরণ উৎপাদনের তুলনামূলক গুরুত্বের বৃদ্ধিনির্দেশক হিসেব হল : ১৯২৪-২৫ সালে—৪২·০ শতাংশ; ১৯২৬-২৭ সালে—৪৪·০ শতাংশ; ১৯২৭-২৮ সালে এটিকে ৪৪·৯ শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তাব হয়েছে।

শিল্পক্ষেত্রে **পণ্যাদি** উৎপাদন ও মোট পণ্যের এই উৎপাদনের তুলনামূলক গুরুত্বের দিক থেকে দু'বছরে শিল্পের অংশ ১৯২৪-২৫ সালের ৫৩·১ শতাংশ

থেকে ১৯২৬-২৭ সালে ৫৯'৫ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ১৯২৭-২৮এ তা ৬০'৭ শতাংশে উন্নীত হওয়া উচিত, আর সেখানে পণ্যাদি উৎপাদনে কৃষির অংশ ১৯২৪-২৫ সালে হয়েছিল ৪৬'৯ শতাংশ, ১৯২৬-২৭ সালে ৪০'৫ শতাংশে নেমে যায় ও ১৯২৭-২৮ সালে তা আরও হ্রাস পেয়ে ৩৯'৩ শতাংশে দাঁড়ানো উচিত।

সিদ্ধান্ত : **আমাদের দেশ একটি শিল্পায়িত দেশে পরিণত হচ্ছে।**

পার্টির কর্তব্য : **আমাদের দেশের শিল্পায়নকে আরও উন্নীত করার জন্য সকল ব্যবস্থাই গ্রহণ করা।**

ব্যক্তি-পণ্য ও পুঁজিবাদী ক্ষেত্রাংশের মূল্যে দু'বছরের সময়কালে সমাজতান্ত্রিক রূপের অর্থনীতির তুলনামূলক গুরুত্ব ও নেতৃত্বদায়ী ভূমিকার বৃদ্ধিনির্দেশক হিসেব। জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রাংশে (রাষ্ট্রীয় ও সমবায় শিল্প, পরিবহন, বৈদ্যুতীকরণ প্রভৃতি) যেখানে **পুঁজি লগ্নীর** পরিমাণ ১৯২৪-২৫ সালে ১,২৩১ মিলিয়ন রুবল থেকে ১৯২৬-২৭ সালে ২,৬৮৩ মিলিয়ন রুবলে বৃদ্ধি পায় ও ১৯২৭-২৮ সালে তা বেড়ে হওয়া উচিত ৩,৪৫৬ মিলিয়ন রুবলে অর্থাৎ ১৯২৪-২৫ সালে ৪৩'৮ শতাংশ মোট লগ্নী থেকে ১৯২৭-২৮ সালে ৬৫'৩ শতাংশে বৃদ্ধি হয়, সেখানে জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অ-সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রাংশের লগ্নী সারা সময় ধরেই তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং সঠিক হিসেব মতো ১৯২৪-২৫ সালে ১,৫৭৭ মিলিয়ন রুবল থেকে তা ১৯২৬-২৭ সালে সামান্যই মাত্র বেড়ে ১,৭১৭ মিলিয়ন রুবল হয়েছে এবং ১৯২৭-২৮ সালে তা ১,৮৩৬ মিলিয়ন রুবল অঙ্কে পৌছানো উচিত, অ-সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রাংশে লগ্নীর তুলনামূলক গুরুত্বে ১৯২৪-২৫ সালে ৫৬'২ শতাংশ থেকে ১৯২৭-২৮ সালে ৩৪'৭ শতাংশ হওয়াটা একরকম **হ্রাসই** বটে।

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রাংশের **শিল্প** যেখানে ১৯২৪-২৫ সালে **মোট শিল্পজ উৎপাদনের** ৮১ শতাংশ থেকে ১৯২৬-২৭ সালে ৮৬ শতাংশে বৃদ্ধি পায় এবং ১৯২৭-২৮ সালে তা ৮৬'৯ শতাংশে উন্নীত হওয়া উচিত, সেখানে অ-সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রাংশের শিল্পের ভাগ বছর বছর কমছে : ১৯২৪-২৫ সালে মোট শিল্পজ উৎপাদনের ১৯ শতাংশ থেকে ১৯২৬-২৭ সালে ১৪ শতাংশে এবং ১৯২৭-২৮ সালে তা আরও কমে গিয়ে পৌছানো উচিত ১৩'১ শতাংশে।

বৃহদায়তন (পরিসংখ্যানগতভাবে নিবদ্ধিভুক্ত) শিল্পে ব্যক্তিগত পুঁজির

ভূমিকা সম্বন্ধে বলা যায় যে তা শুধু আপেক্ষিকভাবেই নয় (১৯২৪-২৫ সালে ৩'৯ শতাংশ ও ১৯২৬ সালে ২'৪ শতাংশ) সেই সঙ্গে চূড়ান্তভাবেও (১৯২৪-২৫ সালে ১৬৯ মিলিয়ন যুদ্ধপূর্ব রুবল এবং ১৯২৬-২৭ সালে ১৬৫ মিলিয়ন যুদ্ধপূর্ব রুবল হ্রাস পাচ্ছে।

আভ্যন্তরীণ **বাণিজ্যের** ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত পুঁজির উৎপাদনগুলির একই উৎপাদন পরিলক্ষিত হয়। যেখানে ১৯২৪-২৫ সালে মোট বাণিজ্যিক সম্ভীর (পাইকারি ও খুচরা) মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রাংশের ভাগ ছিল ৭২'৬ শতাংশ —পাইকারিতে ৯০'৬ শতাংশ ও খুচরাতে ৫৭'৩ শতাংশ, সেখানে ১৯২৬-২৭ সালে মোট বাণিজ্যের সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রাংশের ভাগ ৮১'৯ শতাংশে বৃদ্ধি পায় —পাইকারিতে ৯৪'৯ শতাংশ ও খুচরায় ৬৭'৪ শতাংশ। পক্ষান্তরে, এই সময়কালের মধ্যে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রাংশের ভাগ মোট বাণিজ্যের ২৭'৪ শতাংশ থেকে ১৮'১ শতাংশে হ্রাস পায়—পাইকারিতে ৯'৪ শতাংশ থেকে ৫'১ শতাংশে এবং খুচরায় ৪২'৭ শতাংশ থেকে ৩২'৬ শতাংশে, আর ১৯২৭-২৮ সালে বাণিজ্যের সকল শাখাতেই ব্যক্তিগত ক্ষেত্রাংশের ভাগে আরও হ্রাস হবে বলে মনে হয়।

সিদ্ধান্ত: **পুঁজিবাদী উপাদানগুলিকে পেছনে ঠেলে দিয়ে ও জাতীয় অর্থনীতি থেকে সেগুলিকে ধাপে ধাপে উৎখাত করে আমাদের দেশ আস্থার সঙ্গে ও দ্রুতগতিতে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।**

এই ঘটনাটিই আমাদের সামনে 'কে কাকে পরাজিত করবে?' এই প্রশ্নটির ভিত্তিকে ব্যাখ্যা করে। নয়া অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তনের পর ১৯২১ সালে লেনিন এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। ব্যক্তিগত ব্যবসাদার ও ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের উৎখাত করে এবং বাণিজ্য পরিচালনার শিক্ষা নিয়ে আমরা কি আমাদের সমাজতান্ত্রিক শিল্প ব্যবস্থাকে কৃষি-অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করতে সফল হব; অথবা শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে একটা ফাটল সৃষ্টি করে ব্যক্তিগত পুঁজিই আমাদের পরাস্ত করবে?—সে সময়ে প্রশ্নটি এইরকমই দাঁড়িয়েছিল। এখন আমরা এটা বলতে পারি যে মূলতঃ আমরা এইক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই নির্ধারক সাফল্য অর্জন করেছি। একমাত্র অন্ধ অথবা মূর্খই এটা অস্বীকার করতে পারে।

এখন কিন্তু 'কে কাকে পরাজিত করবে?' এই প্রশ্নটি একটি ভিন্ন চরিত্র

গ্রহণ করেছে। এই প্রশ্নটি এখন বাণিজ্যের ক্ষেত্র থেকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে, হস্তশিল্পজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে, কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হচ্ছে যেখানে ব্যক্তিপুঁজির কিছুটা গুরুত্ব আছে এবং যেখান থেকে তা অবশ্যই সুসম্বদ্ধভাবে দূর করতে হবে।

পার্টির কর্তব্য: **জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী উপাদানগুলিকে দূরীকরণের একটি পথ অনুসরণ করার মাধ্যমে গ্রাম ও শহর উভয়তঃই জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সকল শাখাতে আমাদের সমাজতান্ত্রিক মূল অবস্থানকে প্রসারিত ও সুবিন্যস্ত করা।**

২। আমাদের বৃহদায়তন সমাজতান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থায় বিকাশের হার

(ক) বৃহদায়তন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলি যা দেশের **সকল** শিল্পের ৭৭ শতাংশেরও বেশি সেখানে উৎপাদনের বৃদ্ধি। ১৯২৫-২৬ সালে যেখানে বৃহদায়তন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলির উৎপাদনে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধির পরিমাণ হয়েছিল (যুদ্ধপূর্ব রুবলের হিসেবে) ৪২.২ শতাংশ, ১৯২৬-২৭ সালে ১৮.২ শতাংশ এবং ১৯২৭-২৮ সালে হবে ১৫.৮ শতাংশ, সেখানে রাষ্ট্রীয় যোজনা কমিশনের পাঁচ বছরের খসড়া ও খুবই কড়াকড়ি হিসেবে পাঁচ বছর সময়কালের মধ্যে ৭৬.৭ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে, এতে গড় পাটিগাণিতিক বার্ষিক বৃদ্ধি থাকবে ১৫ শতাংশ ও ১৯৩১-৩২ সালে শিল্পজ উৎপাদনের বৃদ্ধি হবে যুদ্ধপূর্ব উৎপাদনের **দ্বিগুণ**।

দেশের সব শিল্পের, বৃহদায়তন (রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিমালিকানাধীন) এবং ক্ষুদ্রশিল্পের মোট উৎপাদন যদি আমরা হিসেব করি তাহলে রাষ্ট্রীয় যোজনা কমিশনের পাঁচ বছরের হিসেব অনুযায়ী উৎপাদনের বার্ষিক পাটিগাণিতিক গড় হবে ১২ শতাংশ মতো যা ১৯৩১-৩২ সালে যুদ্ধপূর্ব স্তরের তুলনায় মোট শিল্পজ উৎপাদনের প্রায় ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি হবে।

আমেরিকাতে ১৮৯০-৯৫ সাল এই পাঁচ বছরে মোট শিল্পজ উৎপাদনে বার্ষিক বৃদ্ধি ছিল ৮.২ শতাংশ, ১৮৯৫-১৯০০ সাল এই পাঁচ বছরে—৫.২ শতাংশ, ১৯০০-০৫ এই পাঁচ বছরে—২.৬ শতাংশ, ১৯০৫-১০ এই পাঁচ বছরে —৩.৬ শতাংশ। রাশিয়াতে ১৮৯৫-১৯০৫ এই দশ বছরে বার্ষিক গড় বৃদ্ধি ছিল ১০.৭ শতাংশ, ১৯০৫-১৩ এই আট বছরে—৮.১ শতাংশ।

আমাদের সমাজতান্ত্রিক শিল্পক্ষেত্রের উৎপাদনে, এবং সকল শিল্পের উৎপাদনেই বার্ষিক বৃদ্ধির শতাংশ হার হল এমন একটি রেকর্ড পরিমাণ যা দুনিয়ার কোনও একক বৃহৎ পুঁজিবাদী দেশ দেখাতে পারে না।

আর এটা হল এই ঘটনা সত্ত্বেও যে মার্কিন শিল্পব্যবস্থা, বিশেষতঃ যুদ্ধপূর্ব রুশ শিল্পব্যবস্থা যা বিদেশী পুঁজির জোরদার প্রবাহের দ্বারা প্রচুর পরিমাণে উর্বর হয়েছিল, সেখানে আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পব্যবস্থা তার নিজের সংগ্রহের ওপর নিজেকে নির্ভর করাতে বাধ্য হয়েছে।

আর এটা হল এই ঘটনা ছাড়াই যে আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পব্যবস্থা ইতিমধ্যেই পুনর্গঠনের সেই সময়পর্বে প্রবেশ করেছে যখন শিল্পোৎপাদন বাড়ানোর জন্য পুরানো কারখানাগুলির পুনর্বিন্যাস ও নতুন কারখানাগুলির নির্মাণ নির্ধারক গুরুত্বলাভ করেছে।

সাধারণভাবে আমাদের শিল্পব্যবস্থা ও বিশেষভাবে আমাদের সমাজতান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থা তার বিকাশের হারের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শিল্পের বিকাশকে অতিক্রম ও লংঘন করে চলেছে।

(খ) আমাদের বৃহদায়তন শিল্পের এই অসম্পূর্ণ বিকাশের হারকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

প্রথমতঃ, এই ঘটনার দ্বারা যে এটা হল এক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পক্ষেত্র, ধন্যবাদ যে, ফলে তা ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী গোষ্ঠীসমূহ ও সমাজবিরোধীদের স্বার্থ থেকে মুক্ত হয়েছে ও সামগ্রিক সমাজের স্বার্থের সংগে সাযুজ্য রেখে বিকশিত হতে সক্ষম হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, এই ঘটনার দ্বারা যে এটা এক বৃহত্তর পরিসরে পরিচালিত ও দুনিয়ার যে-কোনও স্থানের শিল্পের চাইতে অনেক বেশি ঘনীভূত যার কল্যাণে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী শিল্পকে পরাস্ত করার সব সম্ভাবনাই তার রয়েছে।

তৃতীয়তঃ, এই ঘটনার দ্বারা যে রাষ্ট্রায়ত্ত পরিবহন, রাষ্ট্রায়ত্ত ঋণব্যবস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাধারণ রাষ্ট্রীয় বাজেটকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে রাষ্ট্রের পক্ষে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে একটি একক শিল্পোদ্যোগ হিসেবে এক পরিকল্পিত পদ্ধতিতে পরিচালিত করার সব সম্ভাবনাই রয়েছে যা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পব্যবস্থাকে অন্য সমস্ত শিল্পের থেকে অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে ও তার বিকাশের হারকে অনেক গুণ ত্বরান্বিত করে।

চতুর্থতঃ, এই ঘটনার দ্বারা যে বৃহত্তম ও সবচেয়ে শক্তিশালী ধরনের শিল্প হওয়ার ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ব্যবস্থার পক্ষে উৎপাদন ব্যয় দৃঢ়ভাবে হ্রাস করার, পাইকারি দর কমানোর ও তার উৎপাদিত পণ্যগুলিকে সুলভ করার একটি নীতি অনুসরণ করার সব সম্ভাবনাই আছে, যার দ্বারা তার উৎপাদিত পণ্যের বাজার প্রসারিত হয়, দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারের সামর্থ্য বাড়ে ও উৎপাদনের আরও প্রসারের উদ্দেশ্যে নিজের জন্য এক নিরন্তর বৃদ্ধিশীল উৎস তৈরী হয়।

পঞ্চমতঃ, এই ঘটনার দ্বারা যে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পব্যবস্থা বহু কারণে, শহর ও গ্রামের মধ্যে, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে ক্রমিক মিলনের পরিবেশে বিকশিত হয়ে উঠতে সমর্থ, যার মধ্যে একটি হল এই যে তা মূল্য হ্রাসের নীতি অনুসরণ করে, অপরদিকে পুঁজিবাদী শিল্পব্যবস্থা বুর্জোয়া শহরগুলি যা কৃষকদেরকে রক্তশূন্য করে দেয় তার সঙ্গে অবক্ষয়মান গ্রামাঞ্চলের ক্রম-বর্ধমান বৈরিতার পরিবেশেই বিকশিত হয়।

সর্বশেষে, এই ঘটনার দ্বারা যে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পব্যবস্থা সেই শ্রমিকশ্রেণীর ওপর নির্ভরশীল যা আমাদের সকল বিকাশের ক্ষেত্রে নেতৃত্বদায়ী, এরই ফলে তা শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক সাধারণের সাহায্যে সাধারণভাবে কারিগরী জ্ঞানকে ও বিশেষভাবে শ্রমের উৎপাদনশীলতাকে বিকশিত করতে এবং উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণে বিজ্ঞানভিত্তিক বিন্যাস আনতে আরও সহজে সক্ষম হয় যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শিল্পক্ষেত্রে হয় না ও হতে পারে না।

এই সবকিছুই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে আমাদের কারিগরী জ্ঞানের গত দু'বছরের দ্রুত প্রসারের ও নতুন শিল্প-শাখার দ্রুত বিকাশের মাধ্যমে (যন্ত্র, যন্ত্রাংশ, টারবাইন, অটোমোবাইল ও বিমানপোত, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি)।

এটা আরও প্রমাণিত হয়েছে উৎপাদনের বিজ্ঞানভিত্তিক বিন্যাসের মাধ্যমে যা আমরা হ্রস্বতর শ্রমদিবসের (একটি সাত ঘণ্টার দিন) **সাথে সাথে** ও শ্রমিকশ্রেণীর বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের এক সুদৃঢ় উন্নতির **সাথে সাথে** চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অর্থনীতিতে এমন ব্যাপার হয় না ও হতে পারে না।

আমাদের সমাজতান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থায় বিকাশের অভূতপূর্ব হার হল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ওপর সোভিয়েত উৎপাদন ব্যবস্থার

উৎকৃষ্টতার প্রত্যক্ষ ও সংশয়াতীত প্রমাণ।

সুদূর সেপ্টেম্বর, ১৯১৭তে বলশেভিকরা ক্ষমতা দখলের পূর্বেই লেনিন এ কথা সঠিকভাবেই বলেছিলেন যে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব কায়েম করার পর আমরা 'অগ্রসর দেশগুলিকে **অর্থনৈতিক দিক থেকেও** লংঘন ও অতিক্রম করতে' পারি ও পারবই।

পার্টির কর্তব্য : **উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে লংঘন ও অতিক্রম করার জন্য আবশ্যক অনুকূল পরিবেশ তৈরী করার উদ্দেশ্যে সমাজ-তান্ত্রিক শিল্পক্ষেত্রের বিকাশের অর্জিত হারকে বজায় রাখা ও তাকে অদূর ভবিষ্যতে বর্ধিত করা।**

৩। আমাদের কৃষিব্যবস্থার বিকাশের হার

(ক) পক্ষান্তরে, গ্রামাঞ্চলে আমাদের তুলনামূলকভাবে কম উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটছে। ১৯২৫-২৬ সালে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় মোট উৎপাদনে বৃদ্ধি হয়েছিল ১৯.২ শতাংশ (যুদ্ধপূর্ব রুবলের হিসেবে), ১৯২৬-২৭ সালে ৪.১ শতাংশ, এবং ১৯২৭-২৮ সালে হবে ৩.২ শতাংশ, রাষ্ট্রীয় যোজনা কমিশনের খসড়া ও অত্যন্ত রক্ষণশীল পঞ্চবার্ষিক আনুমানিক হিসেবে পাঁচ বছরে ৪.৮ শতাংশ পরিমাণ পাটিগাণিতিক বার্ষিক গড় উৎপাদন বৃদ্ধিসহ মোট ২৪ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলা আছে, আর এরই সংগে থাকবে ১৯৩১-৩২ সালে যুদ্ধপূর্ব উৎপাদনের তুলনায় কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে ২৮-৩০ শতাংশ পরিমাণ বৃদ্ধি।

কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে এটা মোটামুটি একটা সহনযোগ্য বার্ষিক বৃদ্ধি। কিন্তু একে পুঁজিবাদী দেশগুলির তুলনায় রেকর্ড পরিমাণ বা কৃষি ও আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় ভারসাম্য বজায় রাখার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ বলে সম্ভবতঃ গণ্য করা যেতে পারে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৮৯০-১৯০০এর দশকে কৃষির মোট উৎপাদনের বার্ষিক বৃদ্ধি ছিল ৯.৩ শতাংশ, ১৯০০-১০এর দশকে ছিল ৩.১ শতাংশ, আর ১৯১০-২০র দশকে ছিল ১.৪ শতাংশ। যুদ্ধপূর্ব রাশিয়ায় ১৯১০-১১র দশকে বার্ষিক ৩.২-৩.৫ শতাংশ।

এটা সত্য যে ১৯২৬-২৭—১৯৩১-৩২ এই পাঁচ বছর সময়কালে আমাদের কৃষি-উৎপাদনে বার্ষিক বৃদ্ধির হার হবে ৪.৮ শতাংশ; তাছাড়াও এটা

দেখা গেছে যে পুঁজিবাদী রাশিয়ার তুলনায় সোভিয়েত পরিবেশের মধ্যে কৃষি-উৎপাদনে শতকরা বৃদ্ধি উন্নীত হয়েছে। কিন্তু এটা নিশ্চয়ই ভুলে গেলে চলবে না যে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পক্ষেত্রে ১৯৩১-৩২ সালে যেখানে যুদ্ধপূর্ব শিল্পের তুলনায় মোট উৎপাদন **দ্বিগুণ** বৃদ্ধি পাবে ও সকল শিল্পের উৎপাদনই ১৯৩১-৩২ সালে যুদ্ধপূর্ব স্তরের চাইতে প্রায় ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে, সেখানে ঐ সময়ের মধ্যে কৃষি-উৎপাদনের পরিমাণ যুদ্ধপূর্ব কৃষিজ ফলনের চাইতে মাত্র ২৮-৩০ শতাংশ অর্থাৎ **এক-তৃতীয়াংশেরও কম** বৃদ্ধি পাবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কৃষিক্ষেত্রের বিকাশের হারকে বেশ সন্তোষজনক বলে গণ্য করা যেতে পারে না।

(খ) আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পক্ষেত্রের বিকাশের হারের তুলনায় কৃষিক্ষেত্রে এই আপেক্ষিক কম হারের বিকাশকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

এর কারণ হল আমাদের কৃষি প্রকৌশলে চরম পশ্চাদ্‌পদতা ও গ্রামাঞ্চলে অত্যন্ত নীচু সাংস্কৃতিক মান এবং বিশেষ করে এই ঘটনা যে আমাদের বৃহদায়তন, ঐক্যবদ্ধ, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পক্ষেত্রের যেমন রয়েছে তেমন সব সুবিধা আমাদের বিচ্ছিন্ন কৃষি-উৎপাদনে নেই। প্রথমতঃ, কৃষিজ উৎপাদন রাষ্ট্রায়ত্ত নয় ও ঐক্যবদ্ধ নয়, তা ভেঙেচুরে ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। তা পরিকল্পিত পথে এগোয় না এবং বর্তমানে তার বিরাট অংশই ক্ষুদ্র উৎপাদনের নৈরাজ্যাধীন। যৌথ আবাদের ভিত্তিতে তা বড় বড় ইউনিটে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত নয় এবং এই কারণেই তা কুলাক শক্তির দ্বারা শোষিত হওয়ার এখনো এক অনুকূল অবস্থায় আছে। এইসব পরিস্থিতিই বিচ্ছিন্ন কৃষিক্ষেত্রকে বৃহদায়তন, ঐক্যবদ্ধ ও পরিকল্পিত উৎপাদনের সেই বিশাল ব্যাপক সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত করেছে যা আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে বর্তমান।

কৃষির মুক্তির পথ কি? বোধহয় সাধারণভাবে আমাদের শিল্পক্ষেত্রের ও বিশেষভাবে আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পক্ষেত্রের বিকাশের হারকে স্তিমিত করে আনা? কোনও অবস্থাতেই তা নয়! সেটা হবে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ও সর্বহারা-বিরোধী কল্পস্বর্গ রচনা। (**একাধিক কণ্ঠস্বর:** 'একেবারে ঠিক কথা!') রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে অবশ্যই একটা ত্বরণের হারে এগোতে হবে ও তা এগোবেও। সেটাই হল সমাজতন্ত্রের দিকে আমাদের অগ্রগতির গ্যারান্টি গ্যারান্টি হল এইটাই যে চূড়ান্ত পর্যায়ে খোদ কৃষিকেই শিল্পায়িত করা হবে।

বেরোনোর পথ কোথায়? বেরোনোর পথ আছে ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত কৃষি

খামারগুলিকে একসঙ্গে আবাদের ভিত্তিতে বৃহৎ, ঐক্যবদ্ধ খামারে রূপান্তর করায়, এক নতুন ও উন্নততর প্রকৌশলের ভিত্তিতে জমির যৌথ আবাদে উত্তরণ করায়।

বেরোনোর পথ আছে ক্ষুদ্র ও সংকুচিত কৃষি খামারগুলিকে চাপ দিয়ে নয়, কিন্তু দৃষ্টান্ত দিয়ে ও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ধীরে ধীরে অথচ সুনিশ্চিতভাবে বৃহৎ জোতের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করায় যার ভিত্তি হবে জমিতে কৃষির যন্ত্রপাতি ও ট্রাক্টর এবং নিবিড় আবাদের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াগুলির প্রয়োগের মাধ্যমে এক-সঙ্গে, সমবায়িক ও যৌথ আবাদ।

অন্য কোনও বেরোনোর পথ নেই।

এটা না করা হলে আমাদের কৃষিব্যবস্থা অত্যন্ত অগ্রসর কৃষিব্যবস্থার পুঁজিবাদী দেশগুলিকে (কানাডা প্রভৃতি) ছাড়িয়ে যেতে বা অতিক্রম করতে অক্ষম হবে।

কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদী উপাদানকে সংকুচিত করতে, গ্রামাঞ্চলে সমাজ-তান্ত্রিক শক্তিকে বিকশিত করতে, কৃষি খামারগুলিকে সমবায়িক বিকাশের পথে আনতে, সরবরাহ ও বিক্রয় উভয়ের ক্ষেত্রেই ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষি-অর্থনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করে গ্রামাঞ্চলে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিকল্পিত প্রভাব বিস্তার করতে যেসব ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি, সেইসব ব্যবস্থা যে নির্ণায়ক এটা সত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেগুলি হল কৃষিকে এক যৌথীকৃত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি-সূচক মাত্র।

(গ) পার্টি এইদিকে দু'বছর সময়কালে কি করেছে? খুব অল্প কিছু করা হয়নি কিন্তু তবু তা যা করতে পারা যেত তার থেকে অনেক কমই করা হয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রকে তার যেসব যন্ত্রোৎপাদিত সামগ্রী প্রয়োজন তা যোগান দেওয়ার ও কৃষিজ উৎপাদনের বাজারের নীতির ভিত্তিতে কৃষিক্ষেত্রকে বলতে কি **বহির্দিক থেকে** অধিগ্রহণের বিষয়ে আমরা নিম্নরূপ সাফল্যগুলি পেয়েছি: কৃষি সমবায়গুলি এখন সকল কৃষক পরিবারের এক-তৃতীয়াংশকে সংহতিবদ্ধ করেছে; ভোক্তা সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রামাঞ্চলে যোগানের ক্ষেত্রে তাদের অংশকে ১৯২৪-২৫ সালের ২৫'৬ শতাংশ থেকে ১৯২৬-২৭ সালে ৫০'৮ শতাংশে বর্ধিত করেছে; সমবায়িক ও রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি কৃষিজ উৎপাদনের বাজারের ক্ষেত্রে তাদের অংশকে ১৯২৪-২৫ সালে ৫৫'৭ শতাংশ থেকে ১৯২৬-২৭ সালে ৬৩ শতাংশ বর্ধিত করেছে।

কৃষিজ উৎপাদনের কর্মনীতির ভিত্তিতে কৃষিক্ষেত্রকে বলতে কি ভেতর থেকে অধিগ্রহণের বিষয়ে আশঙ্কজনকভাবে সামান্যই করা হয়েছে। এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে সমবায়ী খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলি বর্তমানে মোট কৃষিজ ফলনের ২ শতাংশের সামান্য বেশি ও মোট বিক্রয়যোগ্য উৎপাদনের ৭ শতাংশের কিছু বেশিই মাত্র দিয়ে থাকে।

অবশ্য এর পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ আছে, সেগুলি হল বস্তুগত ও বিষয়ীগত উভয় রকমই। বিষয়টির প্রতি অদক্ষ আবেদন, আমাদের কর্মকর্তাদের তরফে এর প্রতি অপর্যাপ্ত মনোনিবেশ, কৃষকদের রক্ষণশীলতা আর পশ্চাদ্‌পদতা, কৃষকদের পক্ষে জমিজোতের যৌথ কৃষিতে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ঘাটতি ইত্যাদি। এবং এই উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে বেশ বড় তহবিলের প্রয়োজন।

দশম কংগ্রেসে লেনিন বলেছিলেন যে কৃষিক্ষেত্রকে রাষ্ট্রীয় বা সমবায়ী নীতির অধীন করতে হলে যে তহবিলের প্রয়োজন আমাদের তার অভাব রয়েছে। আমি মনে করি যে এখন আমরা সেই তহবিল পাব, আর সময়ান্তরে সেগুলি বৃদ্ধিও পাবে। কিন্তু ইতিমধ্যে পরিস্থিতির এমন পরিবর্তন ঘটছে যে বিক্ষিপ্ত কৃষি খামারগুলিকে জোটবদ্ধ না করলে, সেগুলিতে যৌথ আবাদ চালু না করলে কৃষির নিবন্ধীকরণ বা যান্ত্রিকীরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধন অসম্ভব হবে, ব্যাপারগুলিকে এরকমভাবে বিন্যস্ত করা হবে অসম্ভব যাতে আমাদের কৃষিক্ষেত্রের বিকাশের হার পুঁজিবাদী দেশগুলির, যথা কানাডার হারকে ছাড়িয়ে যায়।

সুতরাং কর্তব্য হল গ্রামাঞ্চলে আমাদের কর্মকর্তাদের এই জরুরী বিষয়টিতে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা।

আমি মনে করি যে এ ব্যাপারে কৃষিবিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীর অধীন এবং কৃষি-সমবায়গুলির আয়ত্তের মেশিন-ভাড়া-দেওয়া-কেন্দ্রগুলিকে অবশ্যই এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

রাষ্ট্রীয় খামারগুলি কখনো কখনো কৃষকদেরকে কিভাবে জমিতে যৌথ চাষে উত্তীর্ণ করে তাদের বিরাট উপকার সাধনে সাহায্য করে এখানে তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। আমি এখানে বলতে চাইছি ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রীয় খামার সমিতির পক্ষ থেকে ওদেসা জেলার কৃষকদেরকে ট্রাক্টরের যোগানের মাধ্যমে প্রদত্ত সাহায্যের কথা ও সেই কৃষকদের তরফে এই সাহায্যের জন্য

ধন্যবাদজ্ঞাপন করে পাঠানো পত্রটির কথা যা **ইজ্‌ভেস্তিয়ায়** সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। আমাকে এই পত্রটি পাঠের অনুমতি দিন। (**একাধিক কণ্ঠস্বর :** 'অনুগ্রহ করে পড়ুন !')

'আমাদের কৃষি খামারগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য সোভিয়েত সরকার যে বিপুল সাহায্য প্রদান করেছেন সেজন্য তাকে আমরা **সেভচেঙ্কো, ক্র্যাসিন, কালিনিন, লাল উষা** ও **উদীয়মান সূর্য** গ্রামগুলির বাসিন্দারা আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমাদের বেশির ভাগই—গরিব হওয়ায়, যন্ত্রপাতি বা ঘোড়া কিছুই না থাকায়—আমাদেরকে দেওয়া জমি আবাদে অক্ষম ছিলাম এবং **পুরানো-বাসিন্দা কুলাকদের কাছে-তা ইজারা দিয়ে তার বদলে ফসলের ভাগটুকু নিতে বাধ্য হয়েছিলাম।** ফসল ফলত খারাপ, কারণ স্বাভাবিকভাবেই কোনও প্রজা অন্য লোকের জমি যথাযথভাবে আবাদের ঝক্কি পোহায় না। রাষ্ট্রের কাছ থেকে যে অল্প ঋণ আমরা পেতাম তা আমরা খাদ্যের জন্যই খরচ করে ফেলতাম, আর ফি-বছরই আমরা গভীরতর দারিদ্র্যে ডুবে যেতাম।

'এই বছর ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রীয় খামার সমিতির জনৈক প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে দেখা করেন ও আমাদেরকে প্রস্তাব দেন যে আর্থিক ঋণ গ্রহণের বদলে আমাদের জমিতে ট্রাক্টর দিয়ে আবাদ করাই উচিত। দু-একজন কুলাক ছাড়া সব বাসিন্দাই এতে রাজী হয়, যদিও কাজ যে দক্ষভাবে সম্পন্ন হবে তাতে আমাদের বিশ্বাস ছিল সামান্যই। আমাদের বিরাট আনন্দ ও কুলাকদের বিরক্তি ঘটিয়ে ট্রাক্টরগুলি সমস্ত অনাবাদী ও পতিত জমি চষে ফেলল; সেগুলি জমিকে আগাছাশূন্য করার জন্য ৫-৬ বার হাল আর মই দিয়ে ফেলল, আর শেষকালে সারা ক্ষেতটিতে উঁচু জাতের গম রোপন করল। কুলাকরা এখন আর ট্রাক্টর দলের প্রতি বিদ্রূপ হানছে না। এই বছর বৃষ্টি না হওয়ার দরুণ আমাদের জেলার কৃষকরা খুব কমই কোনও শীতের গম রোপন করেছে, আর যেখানে তা করেছে সেখানে এখনো ফসল হয়নি। **কিন্তু আমাদের, বাসিন্দাদের শত শত ডেসিয়াটিন বিস্তৃত জমিগুলি চমৎকার অনাবাদী জমিতে রোপিত গমে এমন শ্যামল হয়ে আছে যা সবচেয়ে সমৃদ্ধ জার্মান জমিতেও কখনো দেখা যায়নি।**

'শীতকালীন গম রোপন করা ছাড়াও ট্রাক্টরগুলি শীতের-সময়-অনাবাদী-থাকা সমস্ত জমিতে বসন্তকালীন শস্যের জন্য চষে ফেলেছিল। **এখন, আমাদের এক ডেসিয়াটিন জমিও অকর্ষিত অবস্থায় পড়ে নেই বা ইজারা দেওয়া নেই। আমাদের মধ্যে এমন একজনও গরিব কৃষক নেই যার অন্ততঃ কয়েক ডেসিয়াটিন শীতের গম নেই।**

'ট্রাক্টরগুলি কিভাবে কাজ করে তা দেখার পর আমরা আর ক্ষুদ্র, অসহায় আবাদ চালিয়ে যেতে চাইনি এবং **আমরা সাধারণ ট্রাক্টর আবাদ সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যাতে কৃষকদের পৃথক পৃথক জোত থাকবে না।** আমাদের জন্য ট্রাক্টর আবাদ সংগঠিত করার ভার ইতিমধ্যেই তারাস শেভচেঙ্কো রাষ্ট্রীয় খামার গ্রহণ করেছে, যার সঙ্গে আমরা একটি চুক্তিও সম্পাদন করেছি' (**ইজভেস্তিয়া,** ২৬৭ নং, ২২শে নভেম্বর, ১৯২৭)।

কৃষকরা এই রকমই লিখছে।

এই ধরনের আরও দৃষ্টান্ত যদি আমাদের থাকত তাহলে, কমরেডগণ, গ্রামাঞ্চলে কৃষি যৌথীকরণের ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি সাধন সম্ভব হতো।

পার্টির কর্তব্য: **বিক্রয়ের বাজার ও সরবরাহের ব্যাপারে সমবায়ী ও রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির দ্বারা অধিগৃহীত করে কৃষি-অর্থনীতির প্রসারে আরও ব্যাপ্তি ঘটানো, এবং গ্রামাঞ্চলে এটাকেই আমাদের কাজের আশু ব্যবহারিক দায়িত্বে পরিণত করা যাতে বিক্ষিপ্ত কৃষি খামার-গুলিকে ধীরে ধীরে সংহতিবদ্ধ বৃহদাকার খামারে রূপান্তরিত করা যায়, কৃষির নিবন্ধীকরণ ও যান্ত্রিকীকরণের ভিত্তিতে জমির যৌথ আবাদ চালু করা যায় এই হিসেবে যে বিকাশের এই পথটিই হল কৃষির বিকাশ-হারকে ত্বরান্বিত করার ও গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী শক্তিকে পরাস্ত করার এক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।**

অর্থনৈতিক নির্মাণ সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে এই হল ফলাফল আর অর্জিত সাফল্য।

এর অর্থ এমন নয় যে এই ক্ষেত্রটিতে আমাদের সবকিছুই ভাল চলছে। না, কমরেডগণ, আমাদের সবকিছুই ভাল চলছে তা একেবারেই নয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, পণ্য-ঘাটতির ব্যাপার আমাদের রয়েছে। এটা আমাদের

অর্থনীতির এক অশুভ লক্ষণ, কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ আপাততঃ তা অবশ্যম্ভাবীই। কারণ আমরা যে হাল্কা শিল্পের চেয়ে এক দ্রুততর হারে যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনের হাতিয়ার তৈরীর কাজই এগিয়ে নিয়ে চলছি এই ঘটনাটিই এরকম পূর্বনির্দেশ দেয় যে পরবর্তী কয়েক বছরে আমাদের পণ্য-ঘাটতির ব্যাপার রয়েই যাবে। কিন্তু দেশের শিল্পায়নকে যদি সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই তবে আমরা এর অন্যথা কিছু করতে পারি না।

এমন লোক আছে, যেমন আমাদের বিরোধীরা, যারা মুনাফাখোরদের শিবির থেকে তাদের মতাদর্শের রসদ সংগ্রহ করে আর পণ্য-ঘাটতি নিয়ে সোরগোল তোলে এবং একই সঙ্গে 'অতি-শিল্পায়নের' এক কর্মনীতির দাবি করে। কিন্তু কমরেডগণ, এটা অবশ্যই মূর্খামি। একমাত্র নির্বোধরাই এহেন কথা বলতে পারে। হাল্কা শিল্পকে চূড়ান্ত পর্যায়ে বিকশিত করার স্বার্থে আমরা আমাদের ভারি শিল্পকে সংকুচিত করতে পারি না ও তা অবশ্যই করব না। আর, তাছাড়া ভারি শিল্পের বিকাশকে ত্বরান্বিত না করলে হাল্কা শিল্পকেও যথেষ্ট মাত্রায় গড়ে তোলা অসম্ভব।

আমরা সম্পূর্ণ (ফিনিশ্‌ড্‌) পণ্যের আমদানি বাড়াতে পারতাম ও তদ্দ্বারা পণ্য-ঘাটতি মেটাতে পারতাম, আর ঠিক এইটির ওপরই বিরোধীরা এক সময়ে জোর দিয়েছিল। কিন্তু প্রস্তাবটি এতই বাজে ছিল যে বিরোধীদের তা পরিত্যাগ করতে হল। পণ্য-ঘাটতির ব্যাপারটা মেটানোর জন্য আমরা যথেষ্ট দক্ষভাবে এমন কাজ করতে পারি কি না, যা আমাদের পরিস্থিতিতে ভাল মতোই সম্ভব এবং যার ওপর আমাদের পার্টি বরাবরই জোর দিয়ে এসেছে—সেটা হল ভিন্ন প্রশ্ন। আমি মনে করি যে ঠিক এই ক্ষেত্রে আমাদের সবকিছু ভাল চলছে না।

তা ছাড়া আমাদের এই ঘটনাও আছে যে শিল্পের ক্ষেত্র ও বাণিজ্যের ক্ষেত্র উভয়তঃই আপেক্ষিকভাবে বিরাটসংখ্যক পুঁজিপতি রয়েছে। এইসব শক্তির আপেক্ষিক গুরুত্ব ঠিক ততটা কম নয় যেমনটি আমাদের কিছু কিছু কমরেড চিত্রিত করে থাকেন। আমাদের দেশের ব্যালান্স-শীটে এ-ও এক দায়।

সম্প্রতি আমি কমরেড লারিনের লেখা **ইউ. এস. এস. আর-এ ব্যক্তিগত পুঁজি** শীর্ষক বইটি পড়লাম যা প্রত্যেক দিক থেকেই চিত্তাকর্ষক। কমরেডগণ, আমি আপনাদের এই বইটা পড়তে পরামর্শ দেব। তাতে আপনারা দেখবেন যে পুঁজিবাদীরা কি রকম দক্ষতা ও কৌশলের সঙ্গে

উৎপাদকদের সহযোগিতার নিশানের আড়ালে, কৃষিগত সহযোগিতার নিশানের আড়ালে, এটা-ওটা রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক সংস্থার নিশানের আড়ালে নিজেদেরকে গোপন করে। আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্র থেকে পুঁজিবাদী উপাদানগুলিকে সংকুচিত, হ্রস্ব ও চূড়ান্ত পর্যায়ে উচ্ছেদ করতে সবকিছুই কি করা হয়েছে? আমি মনে করি না যে সবকিছুই করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আমি জানি যে হস্তশিল্প ক্ষেত্রে সাধারণভাবে এবং চর্ম ও বয়নশিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ করে এমন বেশ ভাল সংখ্যক নতুন নতুন লক্ষপতি আছে যারা হস্তশিল্প শ্রমিক ও ছোট উৎপাদকদের সাধারণভাবে শৃংখলিত করে রাখছে। হস্তশিল্প শ্রমিকদেরকে সমবায়ী বা রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে এইসব শোষণকারী শক্তিকে ঘিরে ফেলার ও উৎখাত করার জন্য অর্থনৈতিক দিক থেকে কি সবকিছুই করা হচ্ছে? এতে সংশয়ের অবকাশ সামান্যই থাকতে পারে যে এই ক্ষেত্রটিতে সবকিছু করা থেকে অনেক অনেক কমই করা হচ্ছে। আর তা সত্ত্বেও এই প্রশ্নটি আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বসম্পন্ন।

তা ছাড়া, গ্রামাঞ্চলে কুলাকদের সংখ্যায় একটা নিশ্চিত বৃদ্ধি ঘটেছে। আমাদের দেশের ব্যালান্স-শীটে তা-ও এক দায়। কুলাকদের ওপর বাধানিষেধ ও তাদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য অর্থনৈতিক দিক থেকে সবকিছু কি করা হচ্ছে? আমি মনে করি না যে সবকিছুই করা হচ্ছে। সেই কমরেডরা ভ্রান্ত যাঁরা মনে করেন যে প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে, জি. পি. ইউ-এর মাধ্যমেই কুলাকদের দূর করা সম্ভব, আর সেটাই প্রয়োজন: নির্দেশ জারী কর, সীলমোহর লাগাও আর তাতেই সব মিটে যাবে। এটা সহজ রাস্তা, কিন্তু আদপেই কার্যকরী নয়। কুলাকদেরকে অবশ্যই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে ও সোভিয়েত আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দমন করতে হবে। সোভিয়েত আইন কিন্তু নিছক কোনও শব্দসমষ্টি নয়। অবশ্য, কুলাকদের বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণকে তা পরিহার করে না। কিন্তু প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবলীর স্থান কোনমতেই না দখল করে। এই ঘটনার প্রতি গভীর নজর দিতে হবেই যে আমাদের সমবায়ী সংস্থাগুলির ব্যবহারিক কাজকর্মে, বিশেষতঃ কৃষিঋণের বিষয়ে, কুলাকদের বিরুদ্ধে পার্টির লড়াই করার নীতিটি বিকৃত করা হচ্ছে।

পুনশ্চ, আমাদের এমন ঘটনাও রয়েছে, যথা শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যয়

হ্রাস করার, শিল্পজ পণ্যের পাইকারি মূল্য ও বিশেষ করে শহরের পণ্যের খুচরা মূল্য হ্রাস করার অত্যন্ত স্তিমিত হার। আমাদের অর্থনৈতিক গঠনকার্যের ব্যালান্স-শীটে এটাও এক দায়। আমরা না বলে পারি না যে এই ক্ষেত্রে আমরা রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী ও পার্টির হাতিয়ারগুলির প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হই। স্পষ্টতঃই, আমাদের কমরেডরা বুঝতে ব্যর্থ হন যে শিল্পজ পণ্যের মূল্য হ্রাসের নীতি হল আমাদের শিল্পকে উন্নত করার, বাজারকে প্রসারিত করার ও সেই বনিয়াদটি একমাত্র যার ওপর আমাদের শিল্প প্রসারলাভ করতে পারে তাকে শক্তিশালী করার অন্যতম মুখ্য পরিচালক-যন্ত্র। এতে সন্দেহের অবকাশ সামান্যই থাকতে পারে যে হাতিয়ারটির এই জড়তার বিরুদ্ধে, মূল্য হ্রাসের নীতির প্রতি হাতিয়ারটির এই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে লড়াই করার মাধ্যমেই মাত্র এই দায়ের অপসারণ সম্ভব হবে।

সর্বশেষে, আমাদের বাজেটে ভদ্‌কা, বৈদেশিক বাণিজ্য বিকাশের অত্যন্ত স্তিমিত হার ও মজুতের ঘাটতি ধরনের দায়গুলিও আছে। আমি মনে করি যে ভদ্‌কার উৎপাদন কমানো ও ভদ্‌কার বদলে রেডিও ও সিনেমা ধরনের রাজস্ব-উৎসের আশ্রয় নেওয়া ধীরে ধীরে আরম্ভ করা সম্ভব হবে। সত্যিই, এইসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমের দায়িত্ব কেন গৃহীত হয় না ও এই কাজে প্রকৃত বলশেভিক সাহসী কর্মীদের কেন নিয়োগ করা হয় না যারা বাণিজ্যের সকল প্রসার ঘটাতে পারবে ও চূড়ান্ত পর্যায়ে ভদ্‌কার উৎপাদন হ্রাস সম্ভব করবে?

বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে আমার মনে হয় যে, আমরা যেসব আর্থিক প্রতিবন্ধের সম্মুখীন হচ্ছি তার অনেকগুলিই হল রপ্তানির অপ্রাচুর্যের কারণে। আমরা কি রপ্তানি জোর করে বাড়াতে পারি? আমি মনে করি যে আমরা তা পারি। রপ্তানি ব্যবস্থাকে চূড়ান্ত মাত্রায় বাড়ানোর জন্য সবকিছু কি করা হচ্ছে? আমি মনে করি না যে সবকিছু করা হচ্ছে।

মজুত সম্পর্কেও ঐ একই কথা বলা যায়। সেই কমরেডরা ভ্রান্ত যাঁরা কখনো চিন্তা-ভাবনা না করে, আবার কখনো বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁদের অনবধানতার জন্য বলেন যে আমাদের কোন মজুত নেই। না কমরেডগণ, আমাদের কিছু কিছু ধরনের মজুত রয়েছে। আঞ্চলিক থেকে কেন্দ্রীয় পর্যন্ত উয়েজ্‌দ থেকে গুবের্নিয়ায় আমাদের রাষ্ট্রের সকল সংস্থাই দুর্যোগের দিনের জন্য কিছু মজুত রেখে দেওয়ার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু এই মজুতগুলি অল্প। সেটা

স্বীকার করতেই হবে। সুতরাং, কর্তব্য হল যথাসাধ্য মজুত বৃদ্ধি, এমনকি তার জন্য যদি কখনো কখনো সাম্প্রতিক প্রয়োজনও কাটছাঁট করতে হয় তবুও।

কমরেডগণ, আমাদের অর্থনৈতিক নির্মাণকার্যের এইগুলিই হল অন্ধকার দিক যার প্রতি নজর দিতেই হবে ও যা দূরীভূত করতেই হবে, যাতে করে দ্রুততর গতিতে সামনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

৪। শ্রেণীসমূহ, রাষ্ট্রীয় হাতিয়ার এবং দেশের সাংস্কৃতিক বিকাশ

দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রশ্ন থেকে আসুন আমরা রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রশ্নে যাই।

(ক) **শ্রমিকশ্রেণী।** শ্রমিকশ্রেণীর ও সাধারণভাবে মজুরী-শ্রমিকদের সংখ্যাগত বৃদ্ধিনির্দেশক হিসেব। ১৯২৪-২৫এ ছিল ৮,২১৫,০০০ জন মজুরী-শ্রমিক (বেকারদের না ধরে); ১৯২৬-২৭ সালে ছিল ১০,৩৪৬,০০০ জন। ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি। এর মধ্যে কৃষিসংশ্লিষ্ট ও মরশুমীদের ধরে কায়িক শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ১৯২৪-২৫ সালে ৫,৪৪৮,০০০ জন ও ১৯২৬-২৭ সালে ৭,০৬০,০০০ জন। ২৯·৬ শতাংশ বৃদ্ধি। এর মধ্যে বৃহদায়তন শিল্পের শ্রমিকদের সংখ্যা ১৯২৪-২৫এ ছিল ১,৭৯৪,০০০ জন ও ১৯২৬-২৭ সালে ছিল ২,৩৮৮,০০০ জন। ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি।

শ্রমিকশ্রেণীর বৈষয়িক হাল। ১৯২৪-২৫ সালে জাতীয় আয়ের মধ্যে মজুরী-শ্রমিকদের অংশ ছিল ২৪·১ শতাংশ এবং ১৯২৬-২৭এ সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ২৯·৪ শতাংশে যা যুদ্ধের আগের জাতীয় আয়ে মজুরী-শ্রমিকদের অংশ থেকে ৩০ শতাংশ বেশি, পক্ষান্তরে জাতীয় আয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীসহ সমাজের অন্যান্য গোষ্ঠীর অংশটি এই সময়কালে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে (উদাহরণস্বরূপ, বুর্জোয়াশ্রেণীর অংশ ৫·৫ শতাংশ থেকে ৪·৮ শতাংশে কমে গেছে)। ১৯২৪-২৫ সালে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরী (সামাজিক সেবা ভিন্ন) ছিল প্রতি মাসে ২৫·১৮ মস্কো-গণিত রুবল; ১৯২৬-২৭ সালে তা দাঁড়ায় ৩২·১৪ রুবলে, এটা হল দু'বছর সময়ে ২৭·৬ শতাংশ বৃদ্ধি ও যুদ্ধপূর্ব স্তরের চাইতে ৫·৪ শতাংশ বেশি। আমরা যদি এর সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তা ও সাংস্কৃতিক, পৌর ইত্যাকার কৃত্যকগুলির হিসেব নিই তাহলে ১৯২৪-২৫

সালে মজুরীর পরিমাণ ছিল যুদ্ধপূর্ব স্তরের ১০১'৫ শতাংশ ও ১৯২৬-২৭ সালে ছিল যুদ্ধপূর্ব স্তরের ১২৮'৪ শতাংশ। সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল ১৯২৪-২৫ সালের ৪৬১ মিলিয়ন রুবল থেকে ১৯২৬-২৭ সালে ৮৫২ মিলিয়ন রুবলে অর্থাৎ ৮৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যার ফলে ৫১৩,০০০ জনকে আশ্রয়নিবাস ও স্বাস্থ্য-নিকেতনে পাঠানো, ৪৬০,০০০ জন বেকার ও ৭০০,০০০ পেনশনভোগী-দের (অক্ষম শ্রমিক ও গৃহযুদ্ধের প্রবীণ অক্ষম সৈনিক) ভাতা প্রদান এবং অসুস্থতাকালে শ্রমিকদের পূর্ণ বেতন দেওয়া সম্ভব হয়।

দু'বছর আগে ১৯২৪-২৫ সালে শ্রমিকদের বাসস্থান-ব্যবস্থা বাবদ খরচের পরিমাণ ছিল ১৩২,০০০,০০০ রুবলের কিছু বেশি; ১৯২৫-২৬ সালে ২৩০,০০০,০০০ রুবলের কিছু বেশি; ১৯২৬-২৭ সালে ২৮২,০০০,০০০ রুবল এবং ১৯২৭-২৮ সালে এটা হবে ৩৯১,০০০,০০০ রুবলের কিছু বেশি, এর মধ্যে আছে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের ইস্তাহারে বরাদ্দকৃত ৫০,০০০,০০০ রুবল। গত তিন বছরে শিল্প, পরিবহন, স্থানীয় কর্মপরিষদ ও সমবায়গুলিকে ধরে শ্রমিক-দের বাসস্থান বাবদ (আলাদা আলাদা নির্মাণ প্রকল্পকে না ধরে) মোট খরচ হয় ৬৪৪,৭০০,০০০ রুবল, আর ১৯২৭-২৮ সালের বরাদ্দকে ধরলে তা হয় ১,০৩৬ মিলিয়ন রুবল। তিন বছরের এই বরাদ্দগুলি ৪,৫৯৪,০০০ বর্গ মিটার বিস্তৃত মেঝেওয়ালা বাসস্থান গড়ে তোলা এবং ২৫৭,০০০ জন শ্রমিকের ও তাদের পরিবারবর্গকে ধরে প্রায় ৯০০,০০০ লোকের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া সম্ভব করে তোলে।

বেকারত্বের প্রশ্ন। আমি এটা অবশ্যই বলব যে এই ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সারা-ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় পরিষদের হিসেবের সঙ্গে শ্রমবিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীর হিসেবের একটি অসঙ্গতি আছে। আমি শ্রমবিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীর হিসেবটি ধরছি কারণ তা শ্রমিক এক্সচেঞ্জগুলির সঙ্গে সংযুক্ত সত্যকারের বেকার ব্যক্তিদের হিসেবে ধরেছে। শ্রমবিষয়ক গণ-কমিশার-মণ্ডলীর রিপোর্ট অনুযায়ী দু'বছর সময়কালে বেকারের সংখ্যা ৯৫০,০০০ থেকে ১,০৪৮,০০০এ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে শিল্প-শ্রমিকেরা হল ১৬'৫ শতাংশ, আর মেধার শ্রমিক ও অদক্ষ মজুরেরা হল ৭৪ শতাংশ। সুতরাং, আমাদের দেশে বেকারত্বের প্রধান উৎস হল গ্রামাঞ্চলে অতিরিক্ত জনসংখ্যা; আমাদের শিল্পগুলি যে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক ন্যূনতম শিল্প-শ্রমিকদের নিয়োগ করতে কিছুটা ব্যর্থ হয়েছে এই তথ্যটিও বেকারী-উৎসের একটা অনুপূরক মাত্র।

মোট কথা: সামগ্রিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর জীবনধারার মানে একটা নিঃসংশয় উন্নতি হয়েছে।

পার্টির কর্তব্য হল: **শ্রমিকশ্রেণীর বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা উন্নীত করার এবং শ্রমিকশ্রেণীর মজুরী আরও বর্ধিত করার পথে অব্যাহতভাবে এগিয়ে চলা।**

(খ) **কৃষকসমাজ।** আমি মনে করি না যে কৃষকসমাজের মধ্যে স্তরভেদ সম্পর্কে পরিসংখ্যান দাখিল করার কিছু প্রয়োজন আছে, তার কারণ এই যে আমার রিপোর্টটি ইতিমধ্যেই বেশ দীর্ঘ হয়ে গেছে ও প্রত্যেকেই সংখ্যা-তথ্যের সঙ্গে পরিচিত। এতে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না যে সর্বহারা-শ্রেণীর একনায়কত্বাধীনে যে স্তরভেদ তা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাধীনে স্তরভেদের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে না। পুঁজিবাদে চরমটাই বাড়ে, গরিব কৃষক আর কুলাকরা, সে জায়গায় মাঝারি কৃষকরা উবে যায়। আমাদের দেশের ব্যাপারটি হল এর বিপরীত; মাঝারি কৃষকদের সংখ্যা বাড়ছে, কারণ গরিব কৃষকদের একটা নির্দিষ্ট অংশ মাঝারি কৃষকের পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে; কুলাক-দের সংখ্যাও বাড়ছে; গরিব কৃষকদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। এই ঘটনা দেখিয়ে দেয় যে আগের মতো এখনো কৃষিক্ষেত্রের মধ্যমণি হল মাঝারি কৃষকরা। আমাদের সমস্ত গঠনমূলক কার্যক্রমের ভবিষ্যতের জন্য, সর্বহারাশ্রেণীর এক-নায়কত্বের জন্য দরিদ্র কৃষকদের ওপর ভরসা রেখে মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে জোট বাঁধাই হল নির্ধারক গুরুত্বসম্পন্ন।

গ্রামাঞ্চলে বৈষয়িক হালের সাধারণ উন্নতি। কৃষক-জনগণের আয় বৃদ্ধির হিসেব আমাদের কাছে রয়েছে। দু'বছর আগে, ১৯২৪-২৫ সালে কৃষক-জনগণের আয়ের পরিমাণ ছিল ৩,৫৪৮ মিলিয়ন রুবল, ১৯২৬-২৭ সালে এই আয় বেড়ে দাঁড়ায় ৪,৭৯২ মিলিয়ন রুবলে, অর্থাৎ তা ৩৫·১ শতাংশ বর্ধিত হয়, আর সেখানে এই সময়কালের মধ্যে কৃষকদের জনসংখ্যা মাত্র ২·৩৮ শতাংশ বর্ধিত হয়। গ্রামাঞ্চলের বৈষয়িক হালের যে উন্নতি হচ্ছে এটি তারই এক নিঃসংশয় সাক্ষ্য।

এর অর্থ এমন নয় যে দেশের সবকটি জেলাতেই কৃষকসমাজের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। এটা সুবিদিত যে কয়েকটি জায়গায় এই দু'বছরে ফলন হয়েছে অসম, আর ১৯২৪ সালের ফলনের ব্যর্থতার জের এখনো পুরো-পুরি মেটেনি। এই কারণেই রাষ্ট্রের তরফ থেকে সাধারণভাবে কর্মরত

কৃষকদের ও বিশেষ করে দরিদ্র কৃষকদের সাহায্য প্রদত্ত হয়। ১৯২৫-২৬ সালে কর্মরত কৃষকদেরকে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৩৭৩,০০০,০০০ রুবল আর ১৯২৬-২৭ সালে ৪২৭,০০০,০০০ রুবল। ১৯২৫-২৬ সালে দরিদ্রতম খামারগুলিকে অনুদানের নামে গ্রামের গরিবদের বিশেষ সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৩৮,০০০,০০০ রুবল, দরিদ্র খামারগুলির কর-ছাড়ের পরিমাণ ছিল ৪৪,০০০,০০০ রুবল ও দরিদ্র কৃষকদের বীমা-ছাড়ের পরিমাণ ছিল ৯,০০০,০০০ রুবল, সব মিলিয়ে মোট ৯১,০০০,০০০ রুবল। ঐ একই খাতে ১৯২৬-২৭ সালে গ্রামের গরিবদের বিশেষ সাহায্যের পরিমাণ ছিল: ৩৯,০০০,০০০ রুবল, ৫২,০০০,০০০ রুবল এবং ৯,০০০,০০০ রুবল, সব মিলিয়ে মোট প্রায় ১০০,০০০,০০০ রুবল।

মোট কথা: কৃষকসমাজের প্রধান ব্যাপক কৃষকসাধারণের বৈষয়িক হালের উন্নতি হয়েছে।

পার্টির কর্তব্য হল: **কৃষকসমাজের প্রধান ব্যাপক কৃষকসাধারণের, প্রাথমিকভাবে দরিদ্র কৃষকদের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার আরও উন্নতি বিধান করার, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যেকার মৈত্রীকে শক্তিশালী করার, গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টির মর্যাদা বৃদ্ধি করার পথে অব্যাহতভাবে এগিয়ে চলা।**

(গ) **নতুন বুর্জোয়াশ্রেণী। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়।** নতুন বুর্জোয়াশ্রেণীর একটি চারিত্রিক বিশেষত্ব হল এই যে, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মতো সোভিয়েত শাসনের প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকার কোনও কারণ নেই। তাদের অসন্তোষ আকস্মিক নয়। জীবনের মধ্যেই তার মূল প্রোথিত।

আমি আমাদের দেশের জাতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধির কথা বলেছি, আমি বলেছি আমাদের শিল্পের বৃদ্ধি সম্পর্কে, আমাদের জাতীয় অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক উপাদানসমূহের বৃদ্ধি সম্বন্ধে, ব্যক্তিগত মালিকানার আপেক্ষিক গুরুত্বের হ্রাসপ্রাপ্তি সম্বন্ধে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বিলুপ্ত হওয়া সম্বন্ধে। কিন্তু তার অর্থ কি? এর অর্থ এই যে, আমাদের শিল্প ও ব্যবসায়ী সংস্থাগুলি যখন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন হাজারে হাজারে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পুঁজিদাররা ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। এই ক'বছরের মধ্যে কত সংখ্যক ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে? হাজার হাজার। আর কত সংখ্যক ক্ষুদ্র উৎপাদক সর্বহারা হয়েছে? হাজার হাজার। এবং আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রে কর্মীসংখ্যা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে কত সংখ্যক

সরকারী কর্মচারীকে কর্মচ্যুত করা হয়েছে? শত শত, হাজার হাজার।

আমাদের শিল্পের অগ্রগতি, আমাদের ব্যবসায়ী ও সমবায়ী সংস্থাগুলির অগ্রগতি, আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের উন্নতি হল শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে কল্যাণপ্রসূ অগ্রগতি ও উন্নতি, কৃষকসমাজের প্রধান ব্যাপক কৃষকসাধারণের কাছে কল্যাণকর, কিন্তু নতুন বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে অসুবিধাজনক, সাধারণভাবে মধ্য স্তরগুলির কাছে ও বিশেষ করে শহুরে মধ্য স্তরগুলির কাছে অসুবিধাজনক। এতে কি বিস্মিত হতে হবে যে এইসব স্তরের মধ্যে সোভিয়েত শাসন সম্পর্কে অসন্তোষের উদ্রেক হচ্ছে? এই কারণেই ঐসব মহলে প্রতিবিপ্লবী মানসিকতা। এই কারণেই রাজনৈতিক হাটে নতুন এক বুর্জোয়াশ্রেণীর কেতাদুরস্ত পসরা হিসেবে স্মেনা-ভেখপন্থী মতাদর্শ।

কিন্তু এরকম ভাবা ভুল হবে যে, সরকারী কর্মচারীদের সবাই, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সকলেই সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষের অবস্থায়, বিরক্তির বা অস্থিরতার অবস্থায় আছে। নতুন বুর্জোয়াশ্রেণীর একেবারে গভীরে অসন্তোষের উদ্রেকের পাশে পাশেই আবার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে এক পৃথগ্‌ভবনের, স্মেনা-ভেখবাদ থেকে এক বিচ্ছিন্নতার, সোভিয়েত শাসনের সপক্ষে শত-সহস্র কর্মরত বুদ্ধিজীবীর অনুগমনের ঘটনাও আমাদের আছে। কমরেডগণ, এই ঘটনা হল নিঃসংশয়ে এমন এক অনুকূল ঘটনা যার প্রতি গুরুত্ব দিতেই হবে।

এই ব্যাপারে অগ্রদূত হল যন্ত্রবিদ্‌ বুদ্ধিজীবীরা, কারণ উৎপাদনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকার ফলে তারা এটা লক্ষ্য না করে পারে না যে বলশেভিকরা দেশকে সামনের দিকে, এক উন্নততর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ভোল্‌খভ বিদ্যুৎকেন্দ্র, নীপার বিদ্যুৎকেন্দ্র, স্ভির বিদ্যুৎকেন্দ্র, তুর্কিস্তান রেলপথ, ভল্‌গা-ডন প্রকল্পের মতো বৃহদাকার নির্মাণকার্যগুলি ও নতুন বিপুলায়তনের শিল্প প্রকল্পের একটি গোটা ধারা যেগুলির সঙ্গে যন্ত্রবিদ্‌ বুদ্ধিজীবীদের সমগ্র স্তরের ভবিষ্যৎ সম্পৃক্ত সেগুলি এইসব স্তরের ওপর কিছু একটা কল্যাণপ্রসূ প্রভাব বিস্তার না করে পারে না। তাঁদের কাছে এটা নিছক রুটি-রুজির প্রশ্ন নয়, এটা মর্যাদারও প্রশ্ন, সৃজনশীল প্রয়াসের ব্যাপার যা স্বভাবতঃই তাঁদেরকে শ্রমিকশ্রেণীর কাছে, সোভিয়েত শাসনের পাশে সামিল করে।

এটা হল সেই গ্রামীণ কর্মরত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, বিশেষতঃ গ্রামের স্কুল-

শিক্ষকরা, ছাড়াই যাঁরা অনেকদিন আগে থেকে সোভিয়েত শাসনকে সমর্থন করতে শুরু করেছেন ও গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার বিকাশকে যাঁরা স্বাগত না জানিয়ে পারেননি।

সুতরাং, বুদ্ধিজীবীদের কোনও কোনও মহলে অসন্তোষ উদ্রেকের পাশাপাশিই আবার কর্মরত বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে মৈত্রীও আমাদের আছে।

পার্টির কর্তব্য হল নতুন বুর্জোয়াশ্রেণীকে বিচ্ছিন্ন করার ও গ্রামে এবং শহরে শ্রমিকশ্রেণী ও কর্মরত সোভিয়েত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মৈত্রীকে শক্তিশালী করার পথে এগিয়ে চলা।

(ঘ) **আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং রাষ্ট্রীয় হাতিয়ার।** আমলাতন্ত্রের সম্বন্ধে এত কিছু বলা হয়েছে যে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলার কোনও আবশ্যকতা নেই। আমাদের রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী এবং পার্টি হাতিয়ারে যে আমলাতন্ত্রের উপাদান বিদ্যমান তাতে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না যে, আমলাতন্ত্রের উপাদানের বিরুদ্ধে লড়াই করা যে আবশ্যক এবং যতদিন আমাদের রাষ্ট্রক্ষমতা আছে, যতদিন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আছে ততদিন যে সর্বদাই আমরা এই কর্তব্যের সম্মুখীন হব এটাও এক বাস্তব ব্যাপার।

কিন্তু এটা জানতেই হবে যে একজন কতটা পর্যন্ত যেতে পারে। রাষ্ট্রীয় হাতিয়ারের ভেতরে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় হাতিয়ার বিধ্বস্ত করার মাত্রায়, রাষ্ট্রীয় হাতিয়ারের মর্যাদাহানি করার মাত্রায়, তাকে ভেঙে ফেলার প্রচেষ্টা চালানোর মাত্রায় লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অর্থ হল লেনিনবাদের বিরুদ্ধে যাওয়া, অর্থ হল এটা ভুলে যাওয়া যে আমাদের হাতিয়ার হল এক সোভিয়েত হাতিয়ার যা দুনিয়ার অন্য যে-কোনও রাষ্ট্রীয় হাতিয়ারের চাইতে এক উন্নততর ধাঁচের রাষ্ট্রীয় হাতিয়ার।

আমাদের রাষ্ট্রীয় হাতিয়ারের শক্তিটা কোথায় নিহিত? এইখানেই নিহিত যে তা রাষ্ট্রক্ষমতাকে সোভিয়েতগুলির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও কৃষকের সঙ্গে গ্রথিত করে। এইখানে যে সোভিয়েতগুলি হল শত-সহস্র শ্রমিক ও কৃষকের প্রশাসন শিক্ষার বিদ্যালয়। এইখানে যে রাষ্ট্রীয় হাতিয়ারটি নিজেকে জনগণের বিশাল ব্যাপক জনগণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে না বরং তাদের সঙ্গে সেই অসংখ্য গণ-সংগঠন, সমস্ত ধরনের কমিশন, কমিটি, সম্মেলন, প্রতিনিধি সভা ইত্যাদির মাধ্যমে মিলেমিশে যায় যেগুলি সোভিয়েতসমূহকে পরিবেষ্টন

করে ও এতদ্দ্বারা সরকারের সংস্থাগুলিকে অবলম্বন দেয়।

আমাদের রাষ্ট্রীয় হাতিয়ারের দৌর্বল্য কোথায় নিহিত আছে? তা আছে এর মধ্যে আমলাতন্ত্রের সেই উপাদানগুলির অস্তিত্বের ভেতর যেগুলি এর কাজকে নষ্ট ও বিকৃত করে। এর থেকে আমলাতন্ত্রকে উচ্ছেদ করার জন্য—আর তা দু-এক বছরের মধ্যে সম্ভবও নয়—আমাদেরকে রীতিবদ্ধভাবে রাষ্ট্রীয় হাতিয়ারকে উন্নত করতে হবে, তাকে জনগণের নিকটতর করে আনতে হবে, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের প্রতি অনুগত নতুন লোকদের সামিল করে তাকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে হবে, সাম্যবাদের আদর্শে তার পুনর্বিন্যাস করতে হবে, কিন্তু তাকে ভেঙে ফেলে নয় বা তার মর্যাদাহানি করে নয়। লেনিন সহস্রবার সঠিক ছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে: '৭কটি **"হাতিয়ার" ছাড়া আমরা অনেকদিন আগেই অবলুপ্ত হয়ে যেতাম। হাতিয়ার-টিকে উন্নত করার জন্য আমরা যদি এক রীতিবদ্ধ ও দৃঢ় সংগ্রাম না চালাই তাহলে সমাজতন্ত্রের জন্য বনিয়াদ গড়ে তুলবার আগেই আমরা বিনষ্ট হব।**'[৮০]

আমাদের রাষ্ট্রীয় হাতিয়ারের সেই ত্রুটিগুলি সম্বন্ধে আমি বিস্তৃত আলোচনায় যাব না, কারণ এমনিতেই সেগুলি যথেষ্ট উজ্জ্বল। আমি মূলতঃ 'জননী লাল ফিতা'র কথাই ভাবছি। আমার হাতে লাল ফিতা বিষয়ে একগাদা তথ্য রয়েছে যা বেশ কিছু বিচারবিভাগীয়, প্রশাসনিক, বীমা দপ্তরের, সমবায়িক ও অন্যান্য সংস্থার অপরাধীসুলভ অবহেলাকে উদ্ঘাটন করে।

এই দেখুন একজন কৃষক কোনও একটি বীমা অফিসে একটি ব্যাপার ঠিক করিয়ে নেওয়ার জন্য একুশবার গিয়েছেন এবং তথাপি কোনও ফললাভে ব্যর্থ হয়েছেন।

এই হল আরেকজন কৃষক যিনি একটি উয়েজ্দ্ সামাজিক সংরক্ষক অফিসে তাঁর ব্যাপার মেটাতে ৬০০ ভার্স্ট হেঁটে আসেন আর তবুও কোন ফল-লাভে ব্যর্থ হন।

ছাপান্ন বছর বয়সের এই বৃদ্ধা কৃষকরমণীর কথাই ধরুন যিনি একটি গণ-আদালতের শমন পেয়ে ৫০০ ভার্স্ট হেঁটে ও ঘোড়া আর গাড়িতে চড়ে ৬০০ ভার্স্টের বেশি পাড়ি দিয়েছেন এবং তথাপি ন্যায়বিচার পেতে ব্যর্থ হয়েছেন।

এ রকম বহুসংখ্যক ঘটনা উধৃত করা যায়। সে-সবের বিবরণ দেওয়া

নিরর্থক। কিন্তু কমরেডগণ, এসব কি নিন্দনীয় নয়? এ ধরনের গর্হিত ব্যাপার কি সহ্য করা যায়?

সবশেষে 'পদাবনতি' সম্পর্কিত ঘটনাগুলি। দেখা যায় যে যাদের পদোন্নতি হচ্ছে সেইসব শ্রমিক ছাড়া এমনও সব রয়েছেন যাঁদের 'পদাবনতি' ঘটেছে, যাঁরা তাঁদের নিজেদের কমরেডদের দ্বারা পশ্চাদপসারিত হয়েছেন এই কারণে নয় যে, তাঁরা অক্ষম বা অদক্ষ, বরং এই কারণে যে তাঁরা তাঁদের কাজে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ও সৎ।

এখানে ধরুন এক শ্রমিকের, এক যন্ত্রবিদের কথা যিনি সক্ষম ও সৎ ব্যক্তি বলে তাঁর কারখানায় এক ম্যানেজারী পদে উন্নীত হন। তিনি কয়েক বছর ধরে কাজ করেন, সৎভাবে কাজ চালান, শৃংখলা প্রবর্তন করেন, অদক্ষতা আর অপচয়ের অবসান ঘটান। কিন্তু এভাবে কাজ করতে গিয়ে তিনি তথাকথিত 'কমিউনিস্টদের' একটি দলের মনে আঘাত দিয়ে ফেলেন, তিনি তাদের শান্তি আর নিশ্চিন্ততার বিঘ্ন ঘটান। তার ফলটা কি হয়? 'কমিউনিস্টদের' এই দলটি তাঁর কাজে বাধা দেয় ও তাঁকে তাঁর নিজের 'পদাবনতি' ঘটাতে বাধ্য করে এই পর্যন্ত বলে যে: 'তুমি আমাদের চাইতে বেশি চালাক হতে চেয়েছিলে, আমাদেরকে বাঁচতে এবং একটু শান্তিতে থাকতে দাওনি—অতএব ভায়া, পেছনের বেঞ্চিতে বস।'

এই ধরুন আরেকজন শ্রমিককে, তিনিও একজন যন্ত্রবিদ, ছুড়কো-কাটা যন্ত্রের একজন বিন্যাসক, তিনি তাঁর কারখানার এক ম্যানেজারী পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তিনি উদ্দীপনা ও সততার সংগে কাজ করেছিলেন, কিন্তু এভাবে কাজ করতে গিয়ে তিনি কারও কারও শান্তি আর নিশ্চিন্ততায় বিঘ্ন ঘটান। আর হলটা কি? একটা অজুহাত বার করা হল আর তারা এই 'ঝঞ্ঝাটে' কমরেডের হাত থেকে রেহাই পেল। এই পদোন্নত কমরেডটি কিভাবে ছেড়ে চলে যান, তাঁর মনের ভাবটা কি ছিল? এইরকম: 'যে পদেই আমি নিযুক্ত হই না কেন, আমি আমার ওপর ন্যস্ত আস্থাকে যথার্থ বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু এই পদোন্নতিটা আমার সংগে এক নোংরা খেলা খেলে, আর সেটা আমি কখনো ভুলব না। তারা আমার ওপর কাদা ছোঁড়ে। সব কিছুকে প্রকাশ্য দিবালোকে বার করে আনার আমার যে ইচ্ছা তা নিছক ইচ্ছাতেই পর্যবসিত হয়। কারখানার ওয়ার্কস কমিটি, ম্যানেজমেণ্ট বা পার্টি ইউনিট কেউই আমার কথা শুনবে না। আমি এই পদোন্নতির ঠেলায় শেষ

হয়ে গেছি। ভবিষ্যতে আমার ওজনের সমান সোনা পাওয়ার প্রতিশ্রুতিতেও আমি আর কোনও ম্যানেজারী পদ নিচ্ছি না' (ক্রুদ[৮২], ১২৮ নং, ৯ই জুন, ১৯২৭)।

কিন্তু কমরেডগণ, এটা আমাদের পক্ষে নিন্দনীয় ব্যাপার। এ ধরনের গর্হিত জিনিস কিভাবে সহ্য করা যেতে পারে?

পার্টির কর্তব্য হল আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং রাষ্ট্রীয় হাতিয়ারের উন্নয়নের স্বার্থে লড়াই করার সময়ে আমাদের ব্যবহারিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে যে ধরনের গর্হিত ব্যাপারের কথা আমি এইমাত্র উল্লেখ করলাম সেগুলিকে লোহিত তপ্ত লৌহদণ্ড দিয়ে নির্মূল করা।

(ঙ) **সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্বন্ধে লেনিনের আহ্বান প্রসঙ্গে।** আমলাতন্ত্রের নিশ্চিততম প্রতিকার হল শ্রমিক ও কৃষকদের সাংস্কৃতিক মানকে উন্নীত করা, রাষ্ট্রীয় হাতিয়ারের ভেতরে আমলাতন্ত্রকে কেউ অভিশাপ দিতে ও নিন্দা করতে পারে, আমাদের ব্যবহারিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিকতাকে কেউ কালিমা লেপন ও কঠোর দণ্ডবিধান করতে পারে কিন্তু শ্রমিকদের ব্যাপক সাধারণ অংশ যতক্ষণ না পর্যন্ত এমন একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের সাংস্কৃতিক মানে পৌছাচ্ছে যা রাষ্ট্রীয় হাতিয়ারকে নীচের তলা থেকে খোদ ব্যাপক শ্রমিক-সাধারণের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত করার সম্ভাবনা, ইচ্ছা ও ক্ষমতাকে গড়ে তুলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত কিছু সত্ত্বেও আমলাতন্ত্র অব্যাহতভাবে টিঁকে থাকবে। সুতরাং, শ্রমিকশ্রেণীর ও কর্মরত কৃষকসম্প্রদায়ের ব্যাপক সাধারণের সাংস্কৃতিক বিকাশ, শুধু সাক্ষরতার অগ্রগতি নয়, যদিও সাক্ষরতাই হল সকল সংস্কৃতির বনিয়াদ, বরং মূলতঃ দেশের প্রশাসনে অংশ নেওয়ার যোগ্যতা অনুশীলনই হল রাষ্ট্রীয় ও অন্যবিধ সকল হাতিয়ারকে উন্নত করার নির্ধারক যন্ত্র। সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে লেনিনের আহ্বানের এই হল গূঢ়ার্থ ও গুরুত্ব।

আমাদের পার্টির একাদশ কংগ্রেসের উদ্বোধনের পূর্বে ১৯২২ সালের মার্চ মাসে কমরেড মলোটভকে প্রেরিত কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে তাঁর চিঠিতে লেনিন এই বিষয়ে নিম্নরূপ বক্তব্য রেখেছিলেন:

'যে প্রধান বিষয়টির আমাদের অভাব আছে তা হল সংস্কৃতির প্রশাসনের যোগ্যতার।...অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে নয়া অর্থনৈতিক নীতি আমাদের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বনিয়াদ স্থাপনের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি সুনিশ্চিত করে। (মোটা

হরফ আমার দেওয়া—জে. স্তালিন।) এটা 'শুধু' সর্বহারাশ্রেণী ও তার অগ্রবাহিনীর সাংস্কৃতিক শক্তিসমূহের একটি বিষয়।'[৮২]

কমরেডগণ, লেনিনের এই কথাগুলি অবশ্যই ভুললে চলবে না। (একাধিক কণ্ঠস্বর: 'একেবারে ঠিক!')

সুতরাং পার্টির কর্তব্য হল: **শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের শ্রমজীবী স্তরগুলির সাংস্কৃতিক মানকে উন্নীত করার জন্য অধিকতর প্রচেষ্টা প্রয়োগ।**

আমাদের দেশের আভ্যন্তর রাজনৈতিক পরিস্থিতির সারাংশ নির্ণয় করা যেতে পারে কিভাবে?

তার সারাংশ নির্ণয় করা যেতে পারে এইভাবে: **সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা হল দুনিয়ার সবচেয়ে দৃঢ়স্থির শাসনব্যবস্থা। (তুমুল হর্ষধ্বনি।)**

কিন্তু সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা যখন দুনিয়ায় কায়েম অন্য সমস্ত শাসনব্যবস্থার থেকে অধিকতর শক্তিশালী, তা যখন এমন এক শাসনব্যবস্থা যাকে যে-কোনও বুর্জোয়া সরকার ঈর্ষা করতে পারে তখন তার অর্থ এই নয় যে এই ক্ষেত্রে আমাদের সব কিছুই ভালভাবে চলছে। না কমরেডগণ, এই ক্ষেত্রেও আমাদের ত্রুটি রয়েছে যা আমরা বলশেভিক হিসেবে গোপন রাখতে পারি না, আর অবশ্যই তা রাখবও না।

প্রথমতঃ, আমাদের রয়েছে বেকার সমস্যা। এটা এক গুরুতর ত্রুটি যা আমাদের অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে অথবা নিদেনপক্ষে তাকে যে-কোনভাবেই হোক ন্যূনতম মাত্রায় কমিয়ে আনতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান নির্মাণের ব্যাপারে আমাদের গুরুতর ত্রুটি রয়েছে, রয়েছে এক বাস্ত সমস্যা, সেটাও আমাদের অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে অথবা পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই তাকে ন্যূনতমে নামিয়ে আনতে হবে।

জনগণের মধ্য স্তরের কয়েকটি মহলেই শুধু নয়, শ্রমিকদেরও কিছু অংশে, এমনকি আমাদের পার্টির কোনও কোনও স্তরে আমাদের মধ্যে ইহুদী-বিরোধিতার কিছু প্রকাশ রয়েছে। কমরেডগণ, সকল নির্মমতা নিয়ে এই অশুভের বিরুদ্ধে আমাদের অবশ্যই লড়াই করতে হবে।

ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঢিলেমির মতো ত্রুটিও আমাদের আছে।

আর সবশেষে, আমাদের আছে এক নিদারুণ সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্‌পদতা, সেটা শব্দটির শুধু ব্যাপক অর্থেই নয়, প্রাথমিক সাক্ষরতার অর্থেও, তার সংকীর্ণ অর্থেও, কারণ ইউ. এস. এস. আর-এ নিরক্ষতার হার এখনো নগণ্য নয়।

কমরেডগণ, মোটামুটি দ্রুতগতিতে আমরা যদি এগোতে চাই তাহলে এইসব ও অনুরূপ ত্রুটিগুলি অবশ্যই দূর করতে হবে।

আমার রিপোর্টের এই অংশটির উপসংহারে আমাকে পর্যালোচ্য সময়কালের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যসূচক নিয়োগগুলি সম্পর্কে অল্প কিছু কথা বলার অনুমতি দিন। ইউ. এস. এস. আর-এর গণ-কমিশার পরিষদের সহ-সভাপতির নিয়োগ সম্বন্ধে আমি কিছু বলব না। জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদের গণ-কমিশারদের, বাণিজ্যবিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীর ও ইউ. এস. এস. আর-এর যুগ্ম রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক প্রশাসনের নিয়োগ বিষয়েও আমি কিছু বলব না। আমি তিনটি নিয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা জানেন যে, লবভকে আর. এস. এফ. এস. আর-এর জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ পরিষদের সভাপতি নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি একজন ধাতু শ্রমিক। আপনারা জানেন যে উখানভ, একজন ধাতুশ্রমিক, কামেনেভের বদলে মস্কো সোভিয়েতের সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন। আপনারা আরও জানেন যে কোমারভ, তিনিও এক ধাতুশ্রমিকই, জিনোভিয়েভের জায়গায় লেনিনগ্রাদ সোভিয়েতের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সুতরাং, আমাদের দুই রাজধানীর 'লর্ড মেয়ররা' হলেন ধাতুশ্রমিক। (**হর্ষধ্বনি।**) এটা সত্য যে তাঁরা অভিজাত পরিবার থেকে আসেননি, কিন্তু তবু অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত যে-কোনও ব্যক্তির চাইতে ভালভাবেই আমাদের রাজধানী দুটির ব্যাপারস্যাপার পরিচালনা করছেন। (**হর্ষধ্বনি।**) আপনারা বলতে পারেন যে এটা হল ধাতুভবনের দিকে একটা প্রবণতা, কিন্তু আমি মনে করি না যে এতে কিছু খারাপ আছে। (**একাধিক কণ্ঠস্বর ঃ** 'বরং এটা খুবই ভাল!)'

আসুন আমরা আশা প্রকাশ করি যে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি, কামনা করি লণ্ডন, কামনা করি প্যারি শেষ পর্যন্ত সক্ষম হোক আমাদের ধরে ফেলতে ও তাদের নিজেদের ধাতুশ্রমিকদের 'লর্ড মেয়র' নিয়োগ করতে। (**হর্ষধ্বনি।**)

৩। পার্টি ও বিরোধীপক্ষ

১। পার্টির অবস্থা

কমরেডগণ, আমি আমাদের পার্টির সংখ্যাগত ও মতাদর্শগত বৃদ্ধি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করব না, আমি পরিসংখ্যানও উদ্ধৃত করব না কারণ কোসিয়োর এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন।

আমি আমাদের পার্টির সামাজিক অন্তর্গঠন বা এতৎসংক্রান্ত পরিসংখ্যান সম্পর্কেও বলব না কারণ কোসিয়োর তাঁর রিপোর্টে আপনাদের কাছে এ সম্পর্কে প্রচুর তথ্য হাজির করবেন।

আমি অর্থনীতির ক্ষেত্র ও রাজনীতির ক্ষেত্র উভয়তঃই আমাদের পার্টির নেতৃত্বের কাজের গুণগত উন্নতি সম্বন্ধে, উচ্চতর মান সম্বন্ধে অল্প কিছু কথা বলতে ইচ্ছুক। কমরেডগণ, দু-তিন বছর আগে একটা সময় ছিল যখন আমাদের কমরেডদের একটি অংশ, বোধ করি ট্রটস্কির নেতৃত্বে (**হাস্যধ্বনি, কণ্ঠস্বর**ঃ 'বোধ হয়?') আমাদের গুবেনিয়া কমিটিগুলিকে, আমাদের আঞ্চলিক কমিটিগুলিকে ও আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটিকে ভর্ৎসনা করেছিল এই কথা জোর দিয়ে বলে যে পার্টি সংগঠনগুলি দেশের অর্থনৈতিক বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করার অধিকারী নয় এবং তাদের তা করার মতো কিছু ব্যাপারও নেই। হাঁ, এরকম একটা সময় ছিল। আজ অবশ্য এতে সন্দেহ আছে যে এমন কেউ রয়েছে কিনা যে পার্টি সংগঠনগুলির প্রতি ঐ ধরনের অভিযোগ আরোপ করার সাহস পাবে। গুবেনিয়া ও আঞ্চলিক কমিটিগুলি যে অর্থ-নৈতিক নেতৃত্বদানের কৌশল আয়ত্ত করেছে, পার্টি সংগঠনগুলি যে অর্থনৈতিক নির্মাণের কাজে নেতৃত্বই দিচ্ছে, তার পেছনে হিঁচড়ে চলছে না এটা এমন এক উজ্জ্বল ঘটনা যে কেবল অন্ধ আর নির্বোধরাই তা অস্বীকার করার সাহস পাবে। আমরা যে এই কংগ্রেসের আলোচ্যসূচীতে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের এক পাঁচসালা যোজনার প্রশ্নটি অন্তর্ভুক্ত করেছি ঠিক এই ঘটনাটি, এই ঘটনাটিই এককভাবে প্রমাণ করে যে জেলাগুলি ও কেন্দ্র উভয়তঃই অর্থনৈতিক নির্মাণ সংক্রান্ত আমাদের কার্যক্রমের পরিকল্পিত নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে পার্টি বিরাট অগ্রগতি সাধন করেছে।

কিছু কিছু লোক মনে করে যে এতে বৈশিষ্ট্যের কিছু নেই। না কমরেড-গণ, এতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব আছে যাকে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে। অনেক সময় মার্কিন ও জার্মান অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির উল্লেখ করা

হয়, বলা হয় যে সেগুলিও তাদের জাতীয় অর্থনীতিকে এক পরিকল্পিত পথে পরিচালিত করে। না কমরেডগণ, এইসব দেশ এটা অর্জন করতে পারেনি ও কখনো তা অর্জন করতে পারবেও না যতদিন সেখানে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম থাকবে। একটি পরিকল্পিত পথে নেতৃত্বদানের সামর্থ্য পেতে গেলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নয়, একটি সমাজতান্ত্রিক, একটি ভিন্ন ধরনের শিল্পব্যবস্থা পাওয়া প্রয়োজন; পাওয়া প্রয়োজন অন্ততঃ একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পব্যবস্থা, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ঋণ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত জমি, গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে একটি সমাজতান্ত্রিক বন্ধন, দেশে শ্রমিকশ্রেণীর শাসন প্রভৃতি।

সত্য যে, যোজনা ধরনের কিছু একটা তাদেরও রয়েছে; কিন্তু সেগুলি হল কারুর-ওপর-বাধ্যতামূলক-নয় এমন পূর্বাভাস যোজনা, আন্দাজী যোজনা আর সেগুলি দেশের অর্থনীতিকে পরিচালনা করার কোনও বনিয়াদ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। আমাদের যোজনাগুলি পূর্বাভাস যোজনা নয়, আন্দাজী যোজনাও নয়, সেগুলি হল এমন **পরিচালক** যোজনা যা আমাদের নেতৃত্বদায়ী সংস্থাগুলির ওপর **বাধ্যতামূলক** এবং যা এক **দেশব্যাপী** পরিসরে আমাদের **ভবিষ্যৎ** অর্থনৈতিক বিকাশের প্রবণতাকে **নির্ধারণ** করে।

আপনারা দেখছেন যে, এইখানে আমাদের একটি **মৌলিক** পার্থক্য বিদ্যমান।

এই কারণেই আমি বলেছি যে কংগ্রেসের আলোচ্যসূচীতে জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত বিকাশের এক পাঁচসালা যোজনার প্রশ্নটির অন্তর্ভুক্তির ঘটনাটিকুই, শুধুমাত্র এই ঘটনাটুকুই যোজনার ক্ষেত্রে আমাদের নেতৃত্বের গুণগতভাবে উচ্চতর মানের একটি চিহ্ন।

আমাদের পার্টির ভেতরে অন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের বিকাশ সম্পর্কেও আমি বিস্তৃত আলোচনা করব না। কেবল অন্ধরাই এটা দেখতে ব্যর্থ হয় যে আমাদের পার্টির ভেতর অন্তঃপার্টি গণতন্ত্র, অকৃত্রিম অন্তঃপার্টি গণতন্ত্র, পার্টি-সদস্যদের ব্যাপক সাধারণের তরফে কাজকর্মের এক বাস্তব জোয়ার বৃদ্ধি পাচ্ছে ও বিকশিত হচ্ছে। গণতন্ত্রের কথা বলা হয়। কিন্তু পার্টির ভেতর গণতন্ত্রটা কি? কার জন্য গণতন্ত্র? গণতন্ত্রের অর্থ যদি বিপ্লব থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবীর অনন্ত বাচালতার, তাদের নিজস্ব সংবাদপত্র ইত্যাদি থাকার স্বাধীনতাই হয় তাহলে সেই ধরনের 'গণতন্ত্রের' কোনও দরকারই আমাদের নেই, কারণ তা হল ব্যাপকসংখ্যক সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাকে বিনষ্ট করে এমন

নগণ্য সংখ্যালঘিষ্ঠের গণতন্ত্র। কিন্তু গণতন্ত্রের অর্থ যদি হয় আমাদের নির্মাণ-কার্যের সম্পর্কিত প্রশ্ন নির্ধারণের ব্যাপারে পার্টি-সদস্যদের ব্যাপক সাধারণের স্বাধীনতা, পার্টি-সদস্যদের কাজের ক্ষেত্রে এক জোয়ার, তাদেরকে পার্টি-নেতৃত্বের কাজের মধ্যে সামিল করা, তাদের মধ্যে এই অনুভূতি জাগিয়ে তোলা যে তারাই হল পার্টির কর্তা, তাহলে এই ধরনের গণতন্ত্র আমাদের আছে, এই গণতন্ত্রই আমাদের দরকার এবং তাকে আমরা সবকিছু সত্ত্বেও দৃঢ়ভাবে বিকশিত করব। (**হর্ষধ্বনি।**)

কমরেডগণ, আমি এই ঘটনা নিয়েও বিস্তৃত আলোচনায় যাব না যে, অন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের পাশাপাশিই আমাদের পার্টিতে ধীরে ধীরে যৌথ নেতৃত্ব গড়ে উঠছে। আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কথাই ধরুন, সব মিলিয়ে তারা ২০০-২৫০ জন কমরেডের এমন একটি নেতৃস্থানীয় কেন্দ্র গড়ে তোলে যা নিয়মিতভাবে মিলিত হয় ও আমাদের নির্মাণকার্য সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি নির্ধারণ করে। আমাদের পার্টি যে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক ও যৌথভাবে কার্যরত কেন্দ্রগুলি এযাবৎ পেয়েছে তাদের মধ্যে এটি হল অন্যতম। আচ্ছা? এটা কি ঘটনা নয় যে আমাদের কাজকর্ম সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির মীমাংসাভার ক্রমশঃই বেশি বেশি করে এক সংকীর্ণ ঊর্ধ্ব-গোষ্ঠী থেকে এই প্রশস্ত কেন্দ্রটির হাতে অর্পিত হচ্ছে যা আমাদের নির্মাণকার্যের সকল শাখা ও আমাদের বিরাট দেশের সকল জেলার সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত?

আমাদের পার্টি-ক্যাডারদের বৃদ্ধি সম্পর্কেও আমি বিস্তারিত বলব না। এটা বিতর্কাতীত যে গত ক'বছরে আমাদের পার্টির প্রবীণ ক্যাডাররা নতুন, উদীয়মান, প্রধানতঃ শ্রমিকদের থেকে আগত ক্যাডারদের দ্বারা পরিব্যপ্ত হয়েছেন। আগে আমরা আমাদের ক্যাডারদের হিসেব নিতাম শ'য়ে-হাজারে, কিন্তু এখন আমাদের তাদের গুনতে হয় হাজারে হাজারে। আমার মতে আমরা যদি নিম্নতম সংগঠন—কারাখানা ও গোষ্ঠী সংগঠনগুলি থেকে সারা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ওপরের সংগঠনগুলির দিকে এগোতে থাকি তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের পার্টি-ক্যাডার, যার মধ্যে বিরাটসংখ্যক সংখ্যাগরিষ্ঠই হচ্ছে শ্রমিক, তাদের বর্তমান সংখ্যা হবে কম করে ১০০,০০০। এটা আমাদের পার্টির বিরাট বৃদ্ধিরই ইঙ্গিত দেয়। এটা আরও ইঙ্গিত দেয় আমাদের ক্যাডারদের বিশাল বিকাশের, তাদের সংগঠন ও মতাদর্শগত অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির, তাদের সাম্যবাদী সংস্কৃতির বিকাশের।

সর্বশেষে, আরও একটি প্রশ্ন আছে যেটা বিস্তৃত আলোচিত হওয়ার প্রয়োজন না থাকলেও যার উল্লেখ প্রয়োজন। সেটা হল সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রমিক ও সাধারণভাবে নিপীড়িত শ্রেণীগুলির মধ্যে, আমাদের দেশের সাধারণভাবে শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক অংশের মধ্যে পার্টি-বহির্ভূত শ্রমিকদের মধ্যে পার্টির মর্যাদা বৃদ্ধির প্রশ্ন। এতে এখন সামান্যই সন্দেহ থাকতে পারে যে আমাদের পার্টি সারা পৃথিবীতে শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক সাধারণের কাছে মুক্তির নিশান হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং বলশেভিক উপাধিটি শ্রমিকশ্রেণীর সর্বোত্তম ব্যক্তিদের এক সাম্মানিক উপাধিতে পরিণত হচ্ছে।

কমরেডগণ, পার্টি সংক্রান্ত বিষয়াদির ক্ষেত্রে আমাদের অর্জিত সাফল্যগুলির চিত্র সাধারণভাবে এইরকমই।

কমরেডগণ, এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের পার্টিতে কোনও ত্রুটি নেই। না, ত্রুটি আছে এবং বড় ধরনেরই আছে। এইগুলি সম্পর্কে আমাকে দু-চার কথা বলতে দিন।

উদাহরণস্বরূপ, ধরুন আমাদের পার্টি সংগঠনগুলি কর্তৃক অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সংগঠগুলির পরিচালনার বিষয়টি, এই বিষয়ে আমাদের কি সবকিছু ভালভাবেই চলছে? না, একেবারেই না। আমরা শুধু জেলাগুলিতেই নয়, সেই সঙ্গে কেন্দ্রেও, প্রায়শঃই বলা যায় যে পারিবারিক, গার্হস্থ্য গোষ্ঠীর প্রক্রিয়াতে সমস্যাগুলির মীমাংসা করি। অমুক কি তমুক সংগঠনের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের জনৈক সদস্য আইভান আইভানোভিচ, ধরা যাক, এক মারাত্মক ভুল করেছে ও সবকিছু তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আইভান ফিওদোরোভিচ তাকে সমালোচনা করতে, তার ত্রুটিগুলিকে উদ্‌ঘাটন করতে ও সেগুলির সংশোধন করতে অনিচ্ছুক। সে তা করতে অনিচ্ছুক এই কারণে যে সে 'শত্রু তৈরী করতে' চায় না। সে একটা ভুল করেছে, সে সবকিছু তালগোল পাকিয়েছে—তাতে কি হয়েছে? আমাদের মধ্যে কেই-বা ভুল করে না? আজ আমি তাকে, আইভান ফিওদোরোভিচকে, ছেড়ে দেব; কাল সে আমাকে, আইভান আইভানোভিচকে, ছেড়ে দেবে; কারণ কি গ্যারান্টি আছে যে আমিও কোন ভুল করব না? সবকিছুই শৃংখলাপূর্ণ ও সন্তোষজনক রয়েছে। শান্তি আর শুভ কামনা। ওরা বলে যে কোনও ত্রুটিকে তাচ্ছিল্য করা হল আমাদের মহান উদ্দেশ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। ঘাবড়াও মৎ! আমরা কোনওক্রমে ভুলচুক করেও বিপদ কাটিয়ে উঠব।

কমরেডগণ, সাধারণতঃ এইভাবেই আমাদের কিছু কিছু দায়িত্বশীল কর্মী যুক্তি দেখান।

কিন্তু এর অর্থটা কি? আমরা, বলশেভিকরা যারা গোটা দুনিয়াকে সমালোচনা করে, মার্কসের ভাষায় যারা স্বর্গকে করে তোলপাড়, সেই আমরা যদি অমুক বা তমুক কমরেডের মানসিক শান্তির খাতিরে আত্মসমালোচনাকে বর্জন করি তাহলে এটা কি নিশ্চিত নয় যে তা একমাত্র আমাদের মহান আদর্শের বিলুপ্তিতেই পরিণত হবে? (**একাধিক কণ্ঠস্বর:** 'একেবারে ঠিক!' **হর্ষধ্বনি**।)

মার্কস বলেছেন যে অন্য সমস্ত বিপ্লব থেকে সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবকে যা কিছু পৃথকভাবে চিহ্নিত করে তার মধ্যে একটি হল এই যে তা নিজের সমালোচনা করে, নিজেকে করে শক্তিশালী।[৮৩] এটা হল মার্কসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক নির্দেশ। যদি আমরা, সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবের প্রতিনিধিরা, আমাদের নিজেদের বিচ্যুতির প্রতি চোখ বন্ধ করে রাখি, যদি গার্হস্থ্যগোষ্ঠী পদ্ধতিতে সমস্যার মীমাংসা করি, একে অন্যের ত্রুটি ধামাচাপা দিই এবং ক্ষতটাকে ঢুকিয়ে দিই পার্টিদেহের একেবারে অভ্যন্তরে তাহলে আর কারা এসব ত্রুটি, এসব বিচ্যুতি সংশোধন করবে?

এটা কি নিশ্চিত নয় যে আমরা যদি আমাদের ভেতর থেকে এই উদাসীনতা, আমাদের গঠন সংক্রান্ত কাজের বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির এই পারিবারিক পদ্ধতির মীমাংসা দূর করতে বাধ্য হই তবে আমরা আর সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী থাকব না ও নিশ্চিতভাবেই আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হব?

এটা কি নিশ্চিত নয় যে সৎ ও স্পষ্টাস্পষ্টি আত্মসমালোচনা বর্জন করে, আমাদের ভুলগুলির সৎ ও খোলাখুলি সংশোধন পরিহার করে আমরা আমাদের অগ্রগতির, আমাদের কাজগুলির উন্নতির, আমাদের কাজের ক্ষেত্রে নতুন সাফল্যসমূহের পথই রুদ্ধ করব?

সর্বোপরি, আমাদের বিকাশ তো কোনও মসৃণ, চৌকস আরোহ পদ্ধতিতে এগোয় না। না কমরেডগণ, আমাদের আছে শ্রেণীসমূহ, দেশের ভেতর আমাদের আছে দ্বন্দ্বসমূহ, আমাদের আছে এক অতীত, আমাদের আছে এক বর্তমান ও এক ভবিষ্যৎ, তার মধ্যেও আমাদের দ্বন্দ্ব আছে এবং আমাদের সম্মুখমুখী অগ্রগতি জীবনের তরঙ্গমালায় কোনও সুগম আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করতে পারে না। আমাদের অগ্রগতি ঘটে সংগ্রামের ধারায়, দ্বন্দ্বসমূহের

বিকাশের পথে, এইসব দ্বন্দ্ব অতিক্রমের মাধ্যমে, এইসব দ্বন্দ্বকে প্রকট করে তোলা ও তা দূর করার ধারায়।

যতদিন পর্যন্ত শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব থাকবে ততদিন আমরা এ রকম বলার অবস্থায় থাকব না যে: বাঃ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সবকিছুই এখন ভালই চলছে। এইরকম অবস্থায় আমরা কখনই থাকব না, কমরেডগণ।

জীবনের মধ্যে কিছু একটার মৃত্যু ঘটছে সর্বদাই। কিন্তু যা মুমূর্ষু তা চুপচাপ মৃত্যুতে অনাগ্রহী; তা তার অস্তিত্বের জন্য লড়াই করে, তার মরণোন্মুখ উদ্দেশ্যকে বাঁচিয়ে রাখে।

জীবনের মধ্যে, কিছু একটার সব সময়ই জন্ম হচ্ছে। কিন্তু যা জন্মাচ্ছে তা নিঃশব্দে দুনিয়ায় আবির্ভূত হয় না; তার অস্তিত্বের অধিকারকে রক্ষা করে তা আসে চিৎকার আর আর্তনাদের মধ্য দিয়ে। (**একাধিক কণ্ঠস্বর:** 'একেবারে ঠিক!' **হর্ষধ্বনি।**)

পুরাতন আর নতুনের মধ্যে, মুমূর্ষু আর জায়মানের মধ্যে সংগ্রাম— সেখানেই পাবেন আমাদের বিকাশের ভিত্তি। বলশেভিকদের যেমনটি উচিত তেমন করে আমাদের কাজের ত্রুটি ও বিচ্যুতিগুলিকে নজর করতে ও খোলাখুলি এবং সৎভাবে সেগুলিকে উদ্‌ঘাটন করতে ব্যর্থ হলে আমরা আমাদের অবগতির পথকে রুদ্ধ করব। কিন্তু আমরা চাই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে। এবং আমরা যে সামনের দিকে এগোতে চাই ঠিক এই কারণে সৎ ও বৈপ্লবিক আত্ম-সমালোচনাকে আমাদের অবশ্যই করতে হবে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যগুলির অন্যতম। এ ছাড়া কোনও অগ্রগতি হয় না। এ ছাড়া হয় না কোনও বিকাশ।

কিন্তু ঠিক এই কর্মনীতির ক্ষেত্রেই আমাদের ব্যাপারগুলি এখনো চলছে বাজেভাবে। তা ছাড়াও আমাদের পক্ষে ত্রুটিগুলি ভুলে যাওয়ার জন্য, তাকে সহজভাবে মেনে নেওয়া ও নিজেকে মাতব্বর ভাবার পক্ষে অল্পকিছু সাফল্য অর্জনই হয় যথেষ্ট। দুই বা তিনটি বড় সাফল্য—আর সাথে সাথেই আমরা হয়ে পড়ি বেপরোয়া। আরও দুই বা তিনটি বড় সাফল্য—আর সাথে সাথেই আমরা হয়ে পড়ি আত্মাভিমানী, আমরা এক 'অতি সহজ সাফল্য' প্রত্যাশা করি। কিন্তু ভুলগুলি রয়েই যায়, বিচ্যুতিগুলি থাকে অব্যাহত, পার্টির দেহের একেবারে অভ্যন্তরে ক্ষতগুলিকে পৌঁছে দেওয়া হয়, আর পার্টি হতে থাকে দুর্বল।

একটি দ্বিতীয় ক্রটি। তা রয়েছে পার্টিতে প্রশাসনিক পদ্ধতি প্রবর্তনের মধ্যে, বোঝানো-সোঝানোর পদ্ধতি যা পার্টির কাছে নির্ণায়ক গুরুত্ববিশিষ্ট তার বদলে প্রশাসনের পদ্ধতি প্রয়োগ। এই দ্বিতীয় ক্রটিটি প্রথমটির চেয়ে কিছু কম বিপদাকীর্ণ নয়। কেন? কারণ তা আমাদের পার্টি সংগঠনগুলি যা স্বতন্ত্রভাবে কর্মরত সংগঠন সেগুলির নিছক আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে রূপান্তরিত হওয়ার বিপদ সৃষ্টি করে। আমরা যদি ধরে নিই যে আমাদের অন্ততঃ ৬০,০০০ সবচেয়ে সক্রিয় কর্মকর্তা সমস্ত ধরনের অর্থনৈতিক, সমবায়িক ও রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে রয়েছেন যেখানে তাঁরা আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন তাহলে এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ঐসব প্রতিষ্ঠানে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় নিজেরাই আমলাতান্ত্রিকতার দ্বারা সংক্রামিত হন ও সেই সংক্রমণকে পার্টি সংগঠনের ভেতরে নিয়ে যান। আর, কমরেডগণ, এটা আমাদের দোষ নয়, বরং আমাদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে কারণ এই প্রক্রিয়াটি যতদিন রাষ্ট্র থাকছে ততদিনই অব্যাহত থাকবে—শুধু কম বা বেশি মাত্রায়। এবং ঠিক যেহেতু এই প্রক্রিয়াটির কিছু উৎস নিহিত আছে জীবনের মধ্যেই সেহেতু এই ক্রটির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আমাদের নিজেদেরকে অবশ্যই সশস্ত্র করতে হবে, পার্টি-সদস্যদের ব্যাপক সাধারণের কাজকর্মকে আমাদের নিশ্চয়ই উন্নীত করতে হবে, তাদেরকে আমাদের পার্টি-নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশ্নগুলির সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে সামিল করতে হবে, রীতিবদ্ধভাবে অন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের প্রবর্তন করতে হবে ও আমাদের পার্টির ব্যবহারিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে বোঝানো-সোঝানোর পদ্ধতিকে সরিয়ে প্রশাসনের পদ্ধতি প্রয়োগ ব্যাহত করতে হবে।

তৃতীয় আর একটি ক্রটি। এটা নিহিত রয়েছে আমাদের কমরেডদের কিছু সংখ্যকের মধ্যে একটা ইচ্ছায় যে কোনও পরিপ্রেক্ষিত, ভবিষ্যতের প্রতি কোনও দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াই সহজে আর শান্তভাবে স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া এমনভাবে যাতে একটা উৎসব আর ছুটির আবহাওয়া সর্বত্র অনুভূত হয়, প্রত্যেকদিনই আমরা সর্বত্র করতালিসহ বিশিষ্ট সমাবেশ অনুষ্ঠান করতে পারি এবং আমাদের সকলেই পালাক্রমে সমস্ত ধরনের সভাপতিমণ্ডলীতে সম্মানীয় সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হই। (**হাস্যরোল, হর্ষধ্বনি।**)

সর্বত্র একটা উৎসবের আবহাওয়া দেখার এই যে অপ্রতিরোধ্য আকাঙ্ক্ষা, আড়ম্বরের প্রতি, সব রকমের প্রয়োজনীয় কী অপ্রয়োজনীয় বার্ষিক অনুষ্ঠানের

প্রতি এই কামনা, স্রোত কোথায় আমাদের টেনে নিয়ে চলছে তা নজর না করেই তাতে গা ভাসানোর এই যে ইচ্ছা। (হাস্যরোল, হর্ষধ্বনি)—এই সবকিছুই আমাদের পার্টির ব্যবহারিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে তৃতীয় ত্রুটিটির সারবস্তু গঠন করে, গড়ে তোলে আমাদের পার্টি-জীবনের ত্রুটিগুলির বনিয়াদ।

দেখেছেন কি কখনো এমন নাবিকদের যারা বিবেকবুদ্ধি নিয়ে তাদের মাথার ঘাম ফেলে নৌকা চালাচ্ছে কিন্তু দেখছে না যে স্রোত তাদের কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে? আমি এমন নাবিকদের দেখেছি ইয়েনিসেইতে। তারা সৎ ও অক্লান্ত নাবিক। কিন্তু মুশকিল এই যে তারা এটা দেখে না এবং দেখতে চায়ও না যে স্রোত তাদেরকে টেনে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ে ধাক্কা মারতে পারে, যেখানে তাদের জন্য মৃত্যুই অপেক্ষমান।

এই একই ব্যাপার ঘটছে আমাদের কিছু কমরেডের ক্ষেত্রে। তাঁরা বিবেকবুদ্ধি সহকারে না-থেমে দাঁড় টানছেন, তাঁদের নৌকাও স্রোতে সহজভাবেই ভাসছে, কেবল তা কোথায় তাঁদের নিয়ে চলেছে সেটাই তাঁরা জানেন না, আর এমনকি তাঁরা তা জানতে চানও না। পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া কাজ করে যাওয়া, পাল বা রাডারযন্ত্র ছাড়া ভেসে চলা—স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা ঠিক এইখানেই অবশ্যম্ভাবীরূপে পরিণতি পায়।

আর এর ফলাফল কি? ফলাফল হয় স্পষ্ট: সর্বপ্রথমে তারা ছাঁচে ঢাকা হয়ে যায়, তারপর তারা হয়ে যায় নীরস আর একঘেয়ে এবং তার পরের থেপে তারা উদাসীনতার কুয়াশায় নিমজ্জিত হয় এবং পরবর্তীকালে রীতিমত উদাসীন অনাগ্রহী ব্যক্তিতে পরিণত হয়। এটাই হল প্রকৃত অধঃপতনের রাস্তা।

কমরেডগণ, এই হল আমাদের পার্টির ব্যবহারিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে ও আমাদের পার্টি-জীবনের ভেতরের কতকগুলি ত্রুটি যার বিষয়ে আমি আপনাদের কাছে কিছু তিক্ত কথা শোনাতে চেয়েছিলাম।

আর এইবার আলোচনা ও আমাদের তথাকথিত বিরোধীপক্ষ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিতে আমায় যেতে দিন।

২। আলোচনার ফলাফল

পার্টির একটি আলোচনার কি কোনও অর্থ, কোনও মূল্য আছে?

কখনো কখনো লোকে বলে যে: দুনিয়ায় কেন যে আলোচনা শুরু হয়েছিল, এতে যে কার কি ভাল হবে, প্রকাশ্যে কাদা না ছুঁড়ে বিতর্কিত

প্রশ্নগুলিকে গোপনে মীমাংসা করাই কি ভাল ছিল না? কমরেডগণ, এটা ঠিক নয়। কখনো কখনো একটি আলোচনা খুবই প্রয়োজনীয় ও নিঃসংশয়ে ফলদায়ক হয়। আসল ব্যাপার হল—আলোচনাটা কি ধরনের? আলোচনাটা যদি কমরেডসুলভ সীমার মধ্যে, পার্টি-পরিধির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তার লক্ষ্য যদি হয় সৎ আত্মসমালোচনা, পার্টির ভেতরকার ভুলত্রুটিগুলির সমালোচনা, যদি তা সেই সুবাদে আমাদের কাজকে উন্নত করে ও শ্রমিকশ্রেণীকে শক্তিশালী করে তবে সেই ধরনের কোনও আলোচনা হয় প্রয়োজনীয় ও ফলদায়ী।

কিন্তু অন্য এক ধরনের আলোচনাও আছে যার উদ্দেশ্য আমাদের সাধারণ কাজকর্মের উন্নতিসাধন করা নয় বরং তা খারাপ করে দেওয়া; পার্টিকে শক্তিশালী করা নয় বরং তাকে ভেঙে টুকরো-টুকরো করা ও হেয় করা। এই ধরনের আলোচনা সাধারণতঃ সর্বহারাশ্রেণীকে শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী করে না, তাকে দুর্বলই করে দেয়। এই ধরনের আলোচনার দরকার আমাদের নেই। **(একাধিক কণ্ঠস্বর ঃ 'একেবারে ঠিক!' হর্ষধ্বনি।)**

কংগ্রেসের তিনমাস আগে, কেন্দ্রীয় কমিটির তাত্ত্বিক বক্তব্যটি তৈরী হওয়ার আগে, ঐ বক্তব্যটি প্রকাশের আগেই বিরোধীপক্ষ যখন সারা ইউনিয়ন-ব্যাপী এক আলোচনার দাবি তুলেছিল তখন তারা আমাদের ওপর এমন এক ধরনের আলোচনা জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল যা আমাদের শত্রুদের কাজকে, শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের কাজকে, আমাদের পার্টির শত্রুদের কাজকে অবধারিতভাবেই সহজসাধ্য করে তুলত। ঠিক এই কারণেই কেন্দ্রীয় কমিটি বিরোধীপক্ষের পরিকল্পনার বিরুদ্ধতা করেছিল। এবং তা যে বিরোধীপক্ষের পরিকল্পনার বিরুদ্ধতা করেছিল ঠিক এই কারণেই আমরা আলোচনাটিকে কংগ্রেসের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির তাত্ত্বিক বক্তব্যটির আকারে একটি বনিয়াদ যোগান দিয়ে তাকে সঠিক লাইনে উপস্থাপিত করতে সফল হয়েছিলাম। এখন আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, সামগ্রিকভাবে আলোচনাটিতে লাভই হয়েছে।

আর, কমরেডগণ, প্রকাশ্যে কাদা ছোঁড়ার ব্যাপারটা হল অর্থহীন বক্তব্য। পার্টির সামনে নিজেদেরকে এবং নিজেদের ভুলত্রুটিকে প্রকাশ্যে সমালোচনা করায় আমরা কখনই ভীত হইনি এবং তা হবও না। বলশেভিকবাদের শক্তি সঠিকভাবে বলতে গেলে এই যে তা সমালোচনায় ভীত নয় এবং নিজের ত্রুটিগুলি সমালোচনা করার মাধ্যমে তা আরও অগ্রগতি সাধনের জন্য শক্তি

সঞ্চয় করে। সুতরাং, বর্তমান আলোচনাটি হল আমাদের পার্টির শক্তির একটি চিহ্ন, তার ক্ষমতার একটি চিহ্ন।

এটা ভুলে গেলে নিশ্চয়ই চলবে না যে, যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং যাদের মধ্যে কৃষক ও সরকারী কর্মীদের একটি নিশ্চিত অংশ রয়েছে সেই ধরনের প্রত্যেক বড় পার্টিতে, বিশেষ করে আমাদের মতো পার্টিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এমন কিছু উপাদান সঞ্চিত হয় যারা পার্টির ব্যবহারিকতার প্রশ্নের প্রতি উদাসীন, যারা অন্ধের মতো ভোট দেয় ও স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। এই ধরনের উপাদানের বেশি মাত্রায় উপস্থিতি হল এমন এক অশুভ যার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই লড়াই করতে হবে। এই ধরনের উপাদানই আমাদের পার্টির মধ্যে বদ্ধ জলা তৈরী করে।

একটি আলোচনা হল এই বদ্ধ জলার প্রতি আবেদন। বিরোধীপক্ষরা এর প্রতি আবেদন করে এর কিছু অংশকে জিতে নেওয়ার জন্য। এবং তারা নিঃসন্দেহে এর সবচেয়ে খারাপ অংশটিকেই জয় করে নেয়। পার্টি এর প্রতি আবেদন করে এর সর্বোত্তম অংশটিকে জিতে নেওয়ার জন্য, তাকে সক্রিয় পার্টি-জীবনে সামিল করার জন্য। পরিণতিস্বরূপ, বদ্ধ জলাটি তার সকল জড়তা সত্ত্বেও স্বনিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়। এবং তা এইসব আবেদনের ফলে নিজের লোকদের একটি অংশ বিরোধীপক্ষকে দিয়ে ও অপর অংশ পার্টিকে দিয়ে নিশ্চিতভাবেই স্বনিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে ও তদ্দ্বারা একটি বদ্ধ জলা হিসেবে অস্তিত্বের অবসান ঘটায়। আমাদের পার্টির বিকাশের সাধারণ ব্যালান্স-শীটে এটা একটা সম্পদ। আমাদের বর্তমান আলোচনার ফলস্বরূপ বদ্ধ জলাটি সংকুচিত হয়েছে; তার অস্তিত্বের পুরোপুরি অবসান ঘটেছে বা অবসিত হতে চলেছে। এইখানেই রয়েছে আলোচনার সুবিধা।

এই আলোচনার ফল কি? ফল তো জানাই আছে। গতকাল পর্যন্ত দেখা গেছে যে ৭২৪,০০০ কমরেড পার্টির পক্ষে ভোট দিয়েছেন, আর ৪,০০০-এর অল্প কিছু বেশি ভোট দিয়েছেন বিরোধীপক্ষকে। এইরকমই হল ফলাফল। আমাদের বিরুদ্ধপন্থীরা চিৎকার করে বলছে যে কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, পার্টি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে শ্রেণী থেকে, যদি সবকিছুই তাদের ইচ্ছামত হতো তাহলে তারা, বিরুদ্ধপন্থীরা, নিশ্চিতভাবেই শতকরা ৯৯ জনকে তাদের সঙ্গে পেত। কিন্তু যেহেতু সবকিছুই তাদের ইচ্ছামত নয়, তাই দেখা যায় যে বিরোধীদের পক্ষে এক শতাংশ মাত্রও নেই। এইরকমই হল ফলাফল।

এটা কি করে ঘটতে পারল যে সামগ্রিকভাবে পার্টি ও তার পরে শ্রমিক-শ্রেণীও এত পুরোপুরিভাবে বিরোধীদের বিচ্ছিন্ন করেছে ? আর যাই হোক বিরোধীদের নেতৃত্বে আছে সুবিদিত নামধেয় সুবিদিত ব্যক্তিবর্গ যারা কিভাবে নিজেদের বিজ্ঞাপিত করতে হয় সে সম্পর্কে অবহিত (**একাধিক কণ্ঠস্বর :** 'একেবারে ঠিক !'), সেই ধরনের ব্যক্তি যারা নম্রতায় কাতর নয় (**হর্ষধ্বনি**) এবং যারা তাদের নিজেদের ঢাক পিটাতে, তাদের সরঞ্জামের সর্বাধিক সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম।

এটা ঘটেছে কারণ বিরোধীপক্ষের নেতৃগোষ্ঠী জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, বিপ্লব থেকে বিচ্ছিন্ন, পার্টি থেকে, শ্রমিকশ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন এক পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী বলেই প্রমাণিত হয়েছিল। (**একাধিক কণ্ঠস্বর :** 'একেবারে ঠিক !' **হর্ষধ্বনি**।)

অল্প কিছুক্ষণ আগে আমি আমাদের কাজের ক্ষেত্রে যেসব সাফল্য আমরা অর্জন করেছি সে সম্বন্ধে, শিল্পের ক্ষেত্রে, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, সামগ্রিকভাবে আমাদের অর্থনীতির ক্ষেত্রে ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে অর্জিত আমাদের সাফল্যগুলি সম্বন্ধে বক্তব্য রেখেছি। কিন্তু বিরোধীপক্ষ ঐসব সাফল্য নিয়ে চিন্তিত নয়। তারা সেগুলি দেখে না বা দেখতে চায়ও না। তারা সেগুলি দেখতে চায় না অংশতঃ তাদের অজ্ঞতার দরুণ ও অংশতঃ জীবন-থেকে-বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবীদের উদ্ধত চারিত্র্যবৈশিষ্টের দরুণ।

৩। পার্টি ও বিরোধীপক্ষের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ

আপনারা প্রশ্ন করবেন যে মোটের ওপর তাহলে পার্টি আর বিরোধীপক্ষের মধ্যে মতবিরোধ কি নিয়ে। কোন্ কোন্ প্রশ্নে তারা বিপরীত মত পোষণ করে ?

কমরেডগণ, সমস্ত প্রশ্ন সম্পর্কেই। (**একাধিক কণ্ঠস্বর :** 'একেবারে ঠিক !')

সম্প্রতি আমি মস্কোর একজন পার্টি-বহির্ভূত শ্রমিকের একটি বিবৃতি পড়লাম, সে পার্টিতে যোগ দিচ্ছে বা ইত্যবসরেই যোগ দিয়েছে। সে নিম্নরূপভাবে পার্টি ও বিরোধীপক্ষের মধ্যেকার মতপার্থক্যগুলি বিবৃত করেছে :

> 'আগে আমরা খুঁজে বার করতে চেষ্টা করতাম যে পার্টি আর বিরোধীপক্ষের মধ্যে মতপার্থক্যটা কি নিয়ে। এখন আমরা বিরোধীপক্ষ যে কি

ব্যাপারে পার্টির সঙ্গে একমত সেটাই খুঁজে বার করতে পারি না। (**হাস্যরোল, হর্ষধ্বনি।**)' বিরোধীপক্ষ সমস্ত প্রশ্নেই পার্টির বিরুদ্ধে, সুতরাং আমি যদি বিরোধীপক্ষের সঙ্গে যেতাম তাহলে পার্টিতে যোগ দিতাম না।' (**হাস্যরোল, হর্ষধ্বনি।**) (**ইজ্‌ভেস্তিয়া**, ২৬৪ নং দেখুন।)

আপনারা দেখছেন যে শ্রমিকরা মাঝেমধ্যে কেমন যথাযথ ও সেইসঙ্গে সংক্ষেপে তাদের মত প্রকাশে সক্ষম। আমি মনে করি যে পার্টির প্রতি, তার মতাদর্শের প্রতি, তার কর্মসূচী ও তার রণকৌশলের প্রতি বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গির এটাই হল সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ও সঠিক চরিত্রায়ন।

বিরোধীপক্ষ যে সকল প্রশ্নেই পার্টির সঙ্গে বিরুদ্ধ মত পোষণ করে ঠিক এই ঘটনাটিই তাকে তার নিজস্ব মতাদর্শ, তার নিজস্ব কর্মসূচী, তার নিজস্ব রণকৌশল ও তার নিজস্ব সাংগঠনিক নীতিসমেত একটি গোষ্ঠীতে পরিণত করেছে।

বিরোধীপক্ষের সে-ধরনের সব কিছুই আছে যা একটি নতুন পার্টি গড়তে দরকার, নেই কেবল এক 'যৎসামান্য' জিনিস—তা হল সেরকম করার তাগদ। (**হাস্যরোল, হর্ষধ্বনি।**)

আমি এরকম সাতটি প্রধান প্রশ্নের উল্লেখ করতে পারি যেগুলি নিয়ে পার্টি ও বিরোধীদের মধ্যে মতানৈক্য আছে।

প্রথমতঃ। আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ী নির্মাণের সম্ভাবনার প্রশ্ন। আমি এই প্রশ্নে বিরোধীদের নথিপত্র ও ঘোষণাদির উল্লেখ করব না। প্রত্যেকেই সেগুলি সম্বন্ধে পরিচিত, আর সেগুলির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এটা প্রত্যেকের কাছে স্পষ্ট যে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ী নির্মাণের সম্ভাবনাকে বিরোধীরা অস্বীকার করে। এই সম্ভাবনাকে অস্বীকার করার মাধ্যমে কিন্তু তারা সরাসরি ও প্রকাশ্যভাবে মেনশেভিকদের অবস্থানেই বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

এই প্রশ্নে বিরোধীদের লাইনটি তার বর্তমান নেতাদের কাছে কিছু নতুন নয়। কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ যখন অক্টোবর অভ্যুত্থানে এগিয়ে যেতে গররাজী হন তখন তাঁরা এই লাইনটিই নিয়েছিলেন। তাঁরা সে-সময় পরিষ্কার বলেছিলেন যে একটি অভ্যুত্থান সংঘটিত করার মাধ্যমে আমরা বিনাশের দিকেই অগ্রসর হচ্ছি, আমাদের অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে সংবিধান পরিষদের

জন্য, সমাজতন্ত্রের অনুকূল অবস্থা এখনো পর্যন্ত দানা বেঁধে ওঠেনি ও তা শীগ্‌গির দানা বাঁধবেও না।

অভ্যুত্থানের দিকে এগোনোর সময় ট্রট্‌স্কি আবার এই একই লাইন নিয়েছিলেন ; কারণ তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন যে যদি পাশ্চাত্ত্যের এক বিজয়ী সর্বহারা বিপ্লব মোটামুটি নিকট ভবিষ্যতে সময়মত সাহায্য না নিয়ে আসে তাহলে এক রক্ষণশীল ইউরোপের সামনে এক বিপ্লবী রাশিয়া টি'কে থাকতে পারে এমন ভাবাটা হবে মূঢ়তা।

সত্যিসত্যিই একদিকে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ, অপরদিকে ট্রট্‌স্কি এবং তৃতীয় দিকে লেনিন্‌ ও পার্টি কিভাবে অভ্যুত্থানের দিকে এগিয়েছিলেন ? এটা খুবই চিত্তাকর্ষক প্রশ্ন, কমরেডগণ, যে সম্পর্কে অল্প কিছু বলা দরকার।

আপনারা জানেন যে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভকে একটি ডাণ্ডা দিয়ে অভ্যুত্থানের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। লেনিন তাঁদেরকে পার্টি থেকে বহিষ্কারের ভয় দেখিয়ে ডাণ্ডা দিয়ে তাঁদের টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন (**হাস্যরোল, হর্ষধ্বনি।**) এবং তাঁরা নিজেদেরকে অভ্যুত্থানের দিকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে বাধ্যই হয়েছিলেন। (**হাস্যরোল, হর্ষধ্বনি।**)

অভ্যুত্থানের দিকে ট্রট্‌স্কি গিয়েছিলেন স্বেচ্ছায়। তিনি অবশ্য একেবারে খোলামনে যাননি। বরং কিছু দ্বিধা নিয়েই গিয়েছিলেন যা তাঁকে সে-সময় ইতিমধ্যেই কামেনেভ ও জিনোভিয়েভের কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। এটা এক চিত্তাকর্ষক ঘটনা যে অক্টোবর বিপ্লবের ঠিক আগে, ১৯১৭র জুন মাসে ট্রট্‌স্কি তাঁর পুরানো পুস্তিকা **একটি শান্তি কর্মসূচী**র একটি নতুন সংস্করণ পেত্রোগ্রাদে প্রকাশ করা উচিত বলে মনে করেছিলেন যেন তদ্দ্বারা তিনি এটাও দেখাতে চান যে তিনি তাঁর নিজস্ব নিশানেরই নীচে অভ্যুত্থানের দিকে অগ্রসরমান। ঐ পুস্তিকায় তিনি কি বিষয়ে বলেছিলেন ? তাতে তিনি একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনা বিষয়ে লেনিনের সঙ্গে বিতর্ক করেছেন, লেনিনের এই ভাবধারাকে ভ্রান্ত বলে গণ্য করেছেন ও জোর দিয়ে এ কথা বলেছেন যে আমাদের ক্ষমতা দখল করতে হবে কিন্তু বিজয়ী পশ্চিম-ইউরোপীয় শ্রমিকদের কাছ থেকে যদি সময়মত সাহায্য এসে না পৌঁছায় তাহলে এক বিপ্লবী রাশিয়া এক রক্ষণশীল ইউরোপের মুখোমুখি টি'কে থাকবে ভাবাটা নৈরাশ্যকর এবং ট্রট্‌স্কির এই সমালোচনার সঙ্গে যে ব্যক্তি একমত নয় সে-ই জাতিগত সংকীর্ণচিত্ততায় ভুগছে।

ঐ সময়ে ট্রট্স্কির পুস্তিকা থেকে এখানে একটি অংশ উধৃত করা হল :

'অন্যের জন্য অপেক্ষা না করে আমরা জাতিগত ভিত্তিতে লড়াই শুরু করছি ও তা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এই ভরসায় যে আমাদের উদ্যোগ অন্যান্য দেশের লড়াইয়ে উৎসাহ যোগাবে; কিন্তু এটা যদি না ঘটে, তাহলে এ রকম ভাবা হতাশাব্যঞ্জক হবে—ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় ও তাত্ত্বিক বিবেচনায় যেমনটি প্রমাণ হয়—যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, এক বিপ্লবী রাশিয়া এক রক্ষণশীল ইউরোপের মুখোমুখি টিঁকে থাকতে পারে।'...'জাতিগত সীমার মধ্যে এক সামাজিক বিপ্লবের ভবিষ্যৎ আশাকে মেনে নেওয়ার অর্থ হল ঠিক সেই জাতিগত সংকীর্ণচিত্ততার শিকার হওয়া যা সামাজিক দেশ-প্রেমের অন্তঃসারকে গঠন করে।' (ট্রট্স্কি : **১৯১৭ সাল,** ৩য় খণ্ড, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৯০।)

কমরেডগণ, তাহলে এই হল ট্রট্স্কির সেই সামান্য দ্বিধাটুকু যা আমাদের কাছে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভের সঙ্গে তাঁর ইদানীংকালের মোর্চার মূল ও ভিত্তিভূমিকে পর্যন্ত ব্যাখ্যা করে থাকে।

কিন্তু লেনিন কি করে, পার্টি কি করে অভ্যুত্থানের দিকে এগিয়েছিলেন? তাও কি এক সামান্য দ্বিধা নিয়ে? না, লেনিন ও তাঁর পার্টি কোনও দ্বিধা ছাড়াই অভ্যুত্থানের দিকে এগিয়েছিলেন। সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ সালে বিদেশে প্রকাশিত লেনিনের একটি চমৎকার নিবন্ধ 'সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবে সামরিক কর্মসূচী' থেকে এখানে একটি উধৃতি দেওয়া হল :

'একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়লাভ এক আঘাতেই সমস্ত যুদ্ধকে একেবারে দূরীভূত করে না। পক্ষান্তরে, তা যুদ্ধকে আগাম ধরেই নেয়। পুঁজিবাদের বিকাশ বিভিন্ন দেশে অত্যন্ত অসমভাবে অগ্রসর হয়। পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় এর অন্যথা হতে পারে না। এ থেকে তর্কাতীতভাবে দাঁড়ায় এই যে সমাজতন্ত্র **সকল** দেশে যুগপৎভাবে বিজয় অর্জন করতে পারে না। তা প্রথমে একটি বা কয়েকটি দেশে জয়লাভ করবে, তখন অন্যান্যরা কিছুকালের জন্য বুর্জোয়া বা পেটি-বুর্জোয়া থেকে যাবে। এটা অবশ্যম্ভাবীরূপে শুধু সংঘাতই নয়, তা সৃষ্টি করবে অন্যান্য দেশের বুর্জোয়া-শ্রেণীর তরফে এক প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা যাতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিজয়ী সর্বহারাশ্রেণীকে বিধ্বস্ত করা যায়। এইরকম ক্ষেত্রে আমাদের তরফে

একটি যুদ্ধ হবে একটি ন্যায্য ও বৈধ যুদ্ধ। তা হবে সমাজতন্ত্রের জন্য, বুর্জোয়াশ্রেণীর কবল থেকে অন্যান্য জনগণের মুক্তির জন্য একটি যুদ্ধ।' (লেনিন: 'সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবের সামরিক কর্মসূচী', লেনিন ইনস্টিটিউটের টীকাসমূহ, ২য় ভাগ, পৃঃ ৭।৮৪)

আপনারা দেখছেন যে এখানে আমাদের একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কর্মনীতি রয়েছে। যেখানে ট্রট্স্কি অভ্যুত্থানের দিকে এগিয়েছিলেন সামান্য এক দ্বিধা নিয়ে যা তাকে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভের কাছে এনে দিয়েছিল এই জোর দাবির ভিত্তিতে যে সর্বহারাশ্রেণীর ক্ষমতা আপনা-আপনি তেমন বিশেষ কোনও কিছুতে দাঁড়াতে পারে না যদি না বাইরে থেকে সময়মত সাহায্য আসে, অপরদিকে, লেনিন অভ্যুত্থানের দিকে গিয়েছিলেন কোনও দ্বিধা ছাড়াই এই জোর দাবির ভিত্তিতে যে আমাদের দেশের সর্বহারাশ্রেণীর ক্ষমতা অন্য দেশগুলির সর্বহারারা যাতে নিজেদেরকে বুর্জোয়াশ্রেণীর জোয়াল থেকে মুক্ত করতে পারে সেজন্য তাদের এক বনিয়াদ হিসেবে অবশ্যই কাজে আসবে।

এইভাবেই বলশেভিকরা অক্টোবর অভ্যুত্থানের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল, আর এই কারণেই ট্রট্স্কি, কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ অক্টোবর বিপ্লবের দশম বৎসরে এক সাধারণ অবস্থান খুঁজে পেয়েছিলেন।

একটি সংলাপের আকারে কেউ একদিকে ট্রট্স্কি ও অপরদিকে কামেনেভ আর জিনোভিয়েভের মধ্যে বিরোধী জোট গঠিত হওয়ার সময়কার কথোপ-কথনকে চিত্রিত করতে পারে।

ট্রট্স্কির প্রতি কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ: 'সুতরাং দেখলেন, প্রিয় কমরেডরা, যে আমরা যখন বলেছিলাম যে আমাদের অক্টোবর অভ্যুত্থানের দিকে যাওয়া ঠিক নয়, যে আমাদের সংবিধান পরিষদের জন্য অপেক্ষা করা উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি তখন আমরা ঠিকই ছিলাম বলে প্রমাণিত হয়েছে। এখন প্রত্যেকেই দেখছে যে দেশটা গোল্লায় যাচ্ছে, সরকার যাচ্ছে জাহান্নামে, আমরা বিনাশের দিকে এগোচ্ছি এবং আমাদের দেশে কোনও সমাজতন্ত্রই হবে না। আমাদের অভ্যুত্থানের দিকে যাওয়া ঠিক হয়নি। কিন্তু আপনি অভ্যুত্থানের দিকে স্বেচ্ছায় গিয়েছিলেন। আপনি এক বিরাট ভুল করেছেন।'

ট্রট্স্কির তাঁদের প্রতি উত্তর: 'না, প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, আপনারা আমার প্রতি অন্যায় করছেন। আমি অভ্যুত্থানের দিকে গিয়েছিলাম বটে কিন্তু কিভাবে যে আমি গিয়েছিলাম সেটা আপনারা ভুলে গেছেন। আর যাই হোক,

আমি তো মনেপ্রাণে অভ্যুত্থানের দিকে যাইনি, গিয়েছিলাম একটি দ্বিধা নিয়েই। (**সাধারণ হাস্যধ্বনি।**) আর যেহেতু এটা স্পষ্ট যে অন্য কোনও বাইরের জায়গা থেকে সাহায্য প্রত্যাশা করা যেতে পারে না, সেইহেতু এটা পরিষ্কার যে আমি সে-সময় **একটি শান্তি কর্মসূচীতে** যেমন ভবিষ্যৎবাণী করেছিলাম ঠিক তেমনভাবেই আমরা বিনাশের দিকে এগিয়ে চলেছি।'

জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ: 'হাঁ, আপনি বোধহয় ঠিকই ছিলেন। আপনার সামান্য দ্বিধার কথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। এখন তাহলে পরিষ্কার যে আমাদের জোটের একটি মতাদর্শগত বনিয়াদ আছে।' (**সাধারণ হর্ষধ্বনি।**)

ঠিক এইভাবেই আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ী নির্মাণের সম্ভাবনাকে বিরোধীপক্ষের অস্বীকার করার লাইনটি বেরিয়ে এসেছিল।

ঐ লাইনটি কি সূচিত করে? তা আত্মসমর্পণকেই সূচিত করে। কার কাছে? সুনিশ্চিতভাবেই আমাদের দেশের পুঁজিবাদী শক্তিসমূহের কাছে। আরও কার কাছে? বিশ্ব বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছে। কিন্তু বামপন্থী বুলি, বৈপ্লবিক কসরৎ—সে-সবের কি দাঁড়াল? সেসব উবে গেছে। আমাদের বিরোধীদের ধরে ভালরকম একটা ঝাঁকানি দিন, বৈপ্লবিক কথা-মালাকে সরিয়ে রাখুন এবং শেষকালে দেখবেন যে তারা হল পরাজয়বাদী। (**হর্ষধ্বনি।**)

দ্বিতীয়তঃ। সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রশ্ন। সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব কি আমাদের আছে, না তা নেই? এটা বেশ অদ্ভুত প্রশ্ন। (**হাস্যরোল।**) তথাপি বিরোধীপক্ষ তাদের প্রত্যেক ঘোষণাতেই এটা উত্থাপন করবে। বিরোধীপক্ষ বলে যে আমরা এক থার্মিডোর অধঃপতনের অবস্থায় আছি। সেটার অর্থ কি? তার অর্থ এই যে আমরা সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব পাইনি, যে আমাদের রাজনীতি ও অর্থনীতি উভয়ই ব্যর্থ হয়েছে ও পিছু হঠছে, যে আমরা সমাজতন্ত্রের দিকে নয় বরং পুঁজিবাদের দিকেই অগ্রসর হচ্ছি। এটা অবশ্যই অদ্ভুত ও বোকামি। কিন্তু বিরোধীপক্ষ এটার ওপর জোর দিয়েই চলে।

এখানে, কমরেডগণ, আরও একটি মতপার্থক্য পাবেন। ঠিক এই ব্যাপারের ওপরই ক্লিমেনসিউ সম্পর্কে ট্রট্স্কির সুবিদিত তত্ত্বটি তৈরী। সরকার যদি গোল্লায় গিয়ে থাকে বা গোল্লায় যাওয়ার পথে হয় তাহলে তাকে অব্যাহতি দেওয়ার,

রক্ষা করার, উর্ধ্বে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা থাকে কি? স্পষ্টতঃই, তার প্রয়োজন নেই। এই ধরনের একটি সরকারকে 'অপসারণের' অনুকূল কোনও পরিস্থিতির যদি উদ্ভব হয়, ধরা যাক, শত্রুপক্ষ যদি মস্কোর ৮০ কিলোমিটারের মধ্যে এসে যায় তাহলে এটাই কি নিশ্চিত নয় যে এই সরকার হঠিয়ে দেওয়া ও এক নতুন, ক্লিমেনসিউ, অর্থাৎ ট্রট্স্কির সরকার কায়েম করার জন্য সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত?

স্পষ্টতঃই এই 'লাইনটিতে' লেনিনবাদী কিছুই নেই। এটা একেবারে বিশুদ্ধ মেনশেভিকবাদ। বিরোধীপক্ষ মেনশেভিকবাদে ডুবে গেছে।

তৃতীয়তঃ। শ্রমিকশ্রেণী ও মাঝারি কৃষকদের মধ্যে জোটের প্রশ্ন। এই ধরনের কোনও জোটের প্রতি বিরোধীপক্ষ তাদের বৈরিতাকে সর্বদাই লুকিয়ে এসেছে। তাদের কর্মসূচী, তাদের পাণ্টা তত্ত্বটি তাদের যা বক্তব্য তার পরিপ্রেক্ষিতে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যতটা তা বিরোধীপক্ষ যা শ্রমিকশ্রেণীর কাছে লুকানোর প্রয়াস পেয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একজন ব্যক্তি পাওয়া গেছে আই. এন. স্মার্নভ, তিনিও বিরোধীদের অন্যতম নেতা, বিরোধীপক্ষ সম্পর্কে সত্য কথা বলার, তাকে দিবালোকে টেনে আনার সাহস তাঁর ছিল। আর আমরা কি দেখলাম? দেখলাম এই যে আমরা 'বিনাশের দিকে অগ্রসর হচ্ছি' এবং আমরা যদি 'নিজেদেরকে রক্ষা করতে' চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে সম্পর্কছেদ করতে হয়। খুব চালাক না হলেও স্পষ্ট ব্যাপারই।

এখানেও বিরোধীপক্ষের মেনশেভিক চিহ্নটি এমন প্রকট হয়ে গেছে যে সকলেই তা দেখতে পারে।

চতুর্থতঃ। আমাদের বিপ্লবের চরিত্রের প্রশ্ন। আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ী নির্মাণের সম্ভাবনাকে যদি অস্বীকার করা হয়, সর্বহারা-শ্রেণীর একনায়কত্বের অস্তিত্বকে যদি অস্বীকার করা হয়, শ্রমিকশ্রেণী ও মাঝারি কৃষকদের মধ্যে একটি জোটের প্রয়োজনীয়তাকে যদি অস্বীকার করা হয় তাহলে আর আমাদের বিপ্লবের, তার সমাজতান্ত্রিক চরিত্রের থাকল কি? নিশ্চয়ই কিছুই নয়, একেবারেই কিছুই নয়। শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতায় এসেছে, তা বুর্জোয়া বিপ্লবকে সম্পূর্ণতায় সম্পাদন করেছে, কৃষকসমাজ যেহেতু ইতিমধ্যে জমি পেয়ে গেছে তাই বিপ্লবের ব্যাপারে আর তাদের কিছু করণীয় নেই, সুতরাং শ্রমিকশ্রেণী এখন অবসর নিতে ও অন্যান্য শ্রেণীগুলির জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে পারে।

বিরোধীপক্ষীয় মতামতের মূলে গিয়ে আমরা যদি গবেষণা করি তাহলে আপনারা এইখানেই পাবেন বিরোধীদের লাইন।

আমাদের বিরোধীপক্ষের পরাজয়বাদের সকল উৎসই পাবেন এইখানে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে বুন্দ্‌পন্থী পরাজয়বাদী আব্রামোভিচ তাদের প্রশংসা করেন।

পঞ্চমতঃ। ঔপনিবেশিক বিপ্লবের নেতৃত্ব প্রসঙ্গে লেনিনের লাইনের প্রশ্ন। লেনিন তাঁর সূচনাবিন্দু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন সাম্রাজ্য-বাদী দেশগুলি ও নিপীড়িত দেশগুলির, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে কমিউনিস্ট নীতি ও ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে কমিউনিস্ট নীতির মধ্যেকার পার্থক্যকে। এই পার্থক্যকে তাঁর সূচনাবিন্দু হিসেবে গ্রহণ করে তিনি বলেছিলেন যে যুদ্ধকালীন সময়ে ইতিমধ্যেই পিতৃভূমিকে রক্ষা করার যে আদর্শটি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে কমিউনিস্টদের কাছে অগ্রহণযোগ্য ও প্রতিক্রিয়াশীল, তা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রাম পরিচালনারত নিপীড়িত দেশগুলিতে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য ও ন্যায়সঙ্গত হয়েছে।

সেই কারণেই লেনিন একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে ও একটি নির্দিষ্ট সময়কালে উপনিবেশ দেশগুলিতে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে একটি জোটের এমনকি একটি মৈত্রীবন্ধনের সম্ভাবনাকে স্বীকার করেছিলেন যদি সেই বুর্জোয়াশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে থাকে এবং যদি তা সাম্যবাদের আদর্শে শ্রমিক ও দরিদ্র কৃষককে ট্রেনিং দেবার ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের না বাধা দিতে থাকে।

বিরোধীপক্ষের অন্যায় এইখানে যে তা লেনিনের এই নীতিটি সম্পূর্ণ বর্জন করেছে ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সেই নীতিতে বিচ্যুত হয়েছে যা সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে উপনিবেশ দেশগুলি কর্তৃক পরিচালিত বিপ্লবী যুদ্ধগুলিকে সমর্থন করার উপযুক্ততাকে অস্বীকার করে। আর এইটাই আবার চীনা বিপ্লবের প্রশ্নে আমাদের বিরোধীদের যেসব দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে সেগুলিকে ব্যাখ্যা করে থাকে।

এখানে আপনারা পেলেন আরও একটি মতপার্থক্য।

ষষ্ঠতঃ। বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে যুক্তফ্রন্ট কৌশলের প্রশ্ন। এক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষের অপরাধ এই যে সাম্যবাদের সপক্ষে শ্রমিক-শ্রেণীর ব্যাপক বিরাট সাধারণকে ক্রমশঃ জিতে আনার প্রশ্নে লেনিনবাদী

কৌশলটি তারা পরিত্যাগ করেছে। পার্টি একটি সঠিক নীতি অনুসরণ করছে, শুধু এটুকুর মাধ্যমেই শ্রমিকশ্রেণীর বিশাল সাধারণ অংশকে সাম্যবাদের সপক্ষে জিতে আনা যায় না। পার্টির সঠিক নীতি একটি বড় ব্যাপার, কিন্তু কোনওক্রমেই তা সব কিছু নয়। শ্রমিকশ্রেণীর বিরাট সাধারণ অংশ যাতে সাম্যবাদের পক্ষে এগিয়ে আসে তার জন্য সাধারণ মানুষদের নিজেদেরকে তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতারই মাধ্যমে এ সম্পর্কে দৃঢ়প্রত্যয় হতে হবে যে সাম্যবাদী নীতিই হল সঠিক। আর সাধারণ মানুষকে দৃঢ়প্রত্যয় হতে হলে দরকার সময়ের, দরকার এই যে পার্টি তার অবস্থানগুলির দিকে সাধারণ মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দক্ষতা ও সামর্থ্যের সঙ্গে কাজ করবে, তার নীতি যে সঠিক, সেটা ব্যাপক সাধারণকে ভালভাবে বোঝানোর জন্য পার্টি দক্ষতা ও সামর্থ্যের সঙ্গে কাজ করবে।

১৯১৭র এপ্রিলে আমরা সঠিকই ছিলাম কারণ আমরা জানতাম যে ঘটনাপ্রবাহ এগিয়ে চলেছে বুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্ছেদ ও সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতিষ্ঠার দিকে। কিন্তু আমরা তখনো বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে জেগে ওঠার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক সাধারণকে আহ্বান জানাইনি। কেন? কারণ জনগণের তখনো পর্যন্ত সেই সুযোগ আসেনি যাতে তারা সুনিশ্চিত হতে পারে যে আমাদের পুরোপুরি সঠিক নীতিটি সঠিকই। একমাত্র যখন পেটি-বুর্জোয়া সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি ও মেনশেভিক দলগুলি বিপ্লবের মৌলিক প্রশ্নগুলিতে নিজেদেরকে পুরোপুরি নিন্দাই করল, একমাত্র যখন সাধারণ জনগণ এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত হতে শুরু করল যে আমাদের নীতি হল সঠিক, একমাত্র তখনি আমরা জনসাধারণকে অভ্যুত্থানের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম, এবং আমরা যে সঠিক সময়ে জনসাধারণকে অভ্যুত্থানের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছি ঠিক এই কারণেই আমরা তখন সাফল্যলাভ করেছিলাম।

এখানেই আপনারা যুক্তফ্রণ্ট আদর্শের উৎস পাবেন। লেনিন যুক্তফ্রণ্ট কৌশলকে বাস্তবে প্রয়োগ করেছিলেন ঠিকমত বলতে গেলে এই উদ্দেশ্যে যাতে পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর যে ব্যাপক সাধারণ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক আপোষ-নীতির বিরূপ ধারণায় সংক্রামিত তাদেরকে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই কমিউনিস্টদের নীতি যে সঠিক তা শিখতে ও সাম্যবাদের সপক্ষে যেতে সাহায্য করা যায়।

বিরোধীপক্ষের অপরাধ এই যে তারা এই কৌশলগুলিকে পুরোপুরি

প্রত্যাখ্যান করে। এক সময় তারা যুক্তফ্রন্টের কৌশলের প্রতি আসক্ত ছিল, বোকার মতো ও অজ্ঞের মতো আসক্ত ছিল এবং তারা ব্রিটেনের জেনারেল কাউন্সিলের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদনকে সোৎসাহে স্বাগত জানিয়েছিল এই বিশ্বাসে যে ঐ চুক্তিটি হল 'শান্তির অন্যতম নিশ্চিততম গ্যারান্টি', 'হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে অন্যমত নিশ্চিততম গ্যারান্টি', 'ইউরোপে সংস্কারবাদকে নির্দোষ সম্পাদন করার' অন্যতম নিশ্চিত মাধ্যম (সি. পি. এস. ইউ. (বি)র চতুর্দশ কংগ্রেসে জিনোভিয়েভের রিপোর্ট দেখুন)। কিন্তু পারসেল ও হিক্সদের সাহায্যে সংস্কারবাদকে 'নির্দোষ' সম্পাদন করার আশা যখন তাদের নির্মমভাবে ধূলিসাৎ হয়ে গেল তখন তারা অন্য চরমে ছুটে গেল ও যুক্তফ্রন্ট কৌশলের চিন্তাকে পুরোপুরিই প্রত্যাখ্যান করল।

কমরেডগণ, এখানে আরও একটি মতপার্থক্য পেলেন যা বিরোধীপক্ষ কর্তৃক লেনিনবাদী যুক্তফ্রন্ট কৌশলকে সম্পূর্ণ বিষয়টি নির্দেশ করে।

সপ্তমতঃ। সি. পি. এস. ইউ (বি) এবং কমিনটার্নে লেনিনবাদী পার্টি নীতির, লেনিনবাদী ঐক্যের প্রশ্ন। এখানে, বিরোধীপক্ষ লেনিনবাদী সাংগঠনিক লাইনকে সম্পূর্ণ বর্জন করে ও একটি দ্বিতীয় পার্টি সংগঠিত করার, একটি নতুন আন্তর্জাতিক সংগঠিত করার রাস্তা গ্রহণ করে।

এইখানে আপনারা সাতটি প্রধান প্রশ্ন পেলেন যা দেখায় যে সেগুলির সব-কটির ক্ষেত্রেই বিরোধীপক্ষ মেনশেভিকবাদে বিচ্যুত হয়েছে।

বিরোধীপক্ষের এইসব মেনশেভিকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিকে কি আমাদের পার্টির মতাদর্শের সঙ্গে, আমাদের পার্টির কর্মসূচীর সঙ্গে, তার কৌশলের সঙ্গে, কমিনটার্নের কৌশলের সঙ্গে, লেনিনবাদের সাংগঠনিক লাইনের সঙ্গে সঙ্গতি-পূর্ণ বলে গণ্য করা যেতে পারে?

না, কোনও পরিস্থিতিতেই নয়; এক মুহূর্তের জন্যও নয়।

আপনারা প্রশ্ন করবেন যে: এই ধরনের একটি বিরোধীপক্ষ কি করে আমাদের ভেতর আসতে পারল, তার সামাজিক উৎসই-বা কোথায়? আমি মনে করি যে বিরোধীদের সামাজিক উৎস নিহিত আছে আমাদের বিকাশের পরিস্থিতিতে শহুরে পেটি-বুর্জোয়া স্তরগুলির বিনাশপ্রাপ্তির ঘটনায়, এই ঘটনায় যে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের শাসনের প্রতি এই স্তরগুলি অসন্তুষ্ট, ঐ শাসনকে পরিবর্তনের জন্য, বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে তার 'উন্নয়নের' জন্য এইসব মহলের কঠোর প্রয়াসের মধ্যেও তা নিহিত।

আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে আমাদের অগ্রগতির ফল হিসেবে, আমাদের শিল্পের বৃদ্ধির ফলে সমাজতান্ত্রিক রূপের অর্থনীতির আপেক্ষিক গুরুত্ব বৃদ্ধির ফলে পেটি-বুর্জোয়াদের, বিশেষ করে শহুরে বুর্জোয়াশ্রেণীর, একটি অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে ও তলিয়ে যাচ্ছে। বিরোধীপক্ষ এই মহলগুলির অসন্তোষকে ও সর্বহারা বিপ্লবের জমানার প্রতি তাদের বিতৃষ্ণাকে প্রতিফলিত করে।

এইরকমই হল বিরোধীপক্ষের সামাজিক উৎসসমূহ।

৪। তারপর কি?

বিরোধীপক্ষকে নিয়ে এখন কি করতে হবে?

এই প্রশ্নে যাওয়ার আগে আমি আপনাদের কাছে ১৯১০ সালে কামেনেভ ট্রট্স্কির সঙ্গে যৌথ কাজের একটি যে পরীক্ষা করেছিলেন সেই গল্পটি বলতে চাই। এটি একটি খুবই চিত্তাকর্ষক প্রশ্ন, তা আরও এইজন্য যে এটি আমাদের কাছে উত্থাপিত প্রশ্নের দিকে যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গির কিছু ইঙ্গিত এনে দিতে পারে। ১৯১০ সালে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির একটি প্লেনাম বিদেশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে মেনশেভিকদের সঙ্গে, বিশেষ করে ট্রট্স্কির সঙ্গে বলশেভিকদের সম্পর্কের প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছিল (আমরা তখন একটি পার্টিরই অঙ্গ ছিলাম যাতে মেনশেভিকরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং আমরা আমাদেরকে একটি গোষ্ঠী বলতাম)। প্লেনাম লেনিন থাকা সত্ত্বেও, লেনিনের বিরুদ্ধে গিয়েও মেনশেভিকদের সঙ্গে এবং স্বভাবতঃই ট্রট্স্কির সঙ্গে সমঝওতার অনুকূলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। লেনিন তখন সংখ্যালঘুতে পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কামেনেভের ব্যাপারটা কি ছিল? কামেনেভ ট্রট্স্কির সঙ্গে সহযোগিতা করতে নিরত হন। তাঁর সহযোগিতা ছিল লেনিনের সম্মতিক্রমে ও জ্ঞাতসারেই, কারণ লেনিন কামেনেভের কাছে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এটা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে ট্রট্স্কির সঙ্গে সহযোগিতা করা হল বলশেভিকবাদের পক্ষে ক্ষতিকারক ও অননুমোদনীয়।

এ সম্পর্কে কামেনেভ যা বলেছেন তা শুনুন:

'১৯১০ সালে আমাদের গোষ্ঠীর অধিকাংশ কমরেড ট্রট্স্কির সঙ্গে সমঝওতা ও চুক্তির একটি প্রয়াস পেয়েছিল। ভ্লাদিমির ইলিচ এই প্রয়াসের তীব্র বিরোধী ছিলেন ও তিনি ট্রট্স্কির সঙ্গে মীমাংসায় পৌছানোর প্রচেষ্টায় আমার নাছোড়পনার "এক শাস্তি হিসেবেই" যেন

জোর দিয়ে বলেছিলেন যে কমরেড ট্রট্স্কির খবরের কাগজের সম্পাদক-মণ্ডলীতে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে তার আমাকেই পাঠানো উচিত। এই সম্পাদকমণ্ডলীতে কয়েকমাস কাজ করার পর ১৯১০-এর শরৎকালের মধ্যে আমি সুনিশ্চিত হলাম যে আমার "সমঝওতা" লাইনের প্রতি তাঁর বিরোধিতায় ভ্লাদিমির ইলিচ ঠিকই ছিলেন এবং তাঁর সম্মতি নিয়ে আমি কমরেড ট্রট্স্কির মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী থেকে পদত্যাগ করলাম। কমরেড ট্রট্স্কির সঙ্গে আমাদের তদানীন্তন বিরোধটি পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্রের এক ধারাবাহিক তীক্ষ্ণ শব্দসমৃদ্ধ নিবন্ধমালায় চিহ্নিত হয়েছিল। ঠিক ঐ সময়ে ভ্লাদিমির ইলিচ আমাকে এই পরামর্শ দেন যে মেনশেভিক বিলুপ্তিবাদীদের ও কমরেড ট্রট্স্কির সঙ্গে আমাদের মতপার্থক্যগুলির সারসংকলন করে আমার একটি পুস্তিকা লেখা উচিত। "বলশেভিক-বিরোধী গোষ্ঠীগুলির চরম বামপন্থী (ট্রট্স্কিপন্থী) অংশের সঙ্গে একটি মীমাংসার পরীক্ষা আপনি করেছেন, আপনি সুনিশ্চিত হয়েছেন যে ঐ মীমাংসা অসম্ভব এবং সুতরাং আপনাকে অবশ্যই একটি সারসংকলন পুস্তিকা লিখতে হবে"—ভ্লাদিমির ইলিচ এই কথাই আমায় বললেন। স্বভাবতঃই, ভ্লাদিমির ইলিচ বিশেষ করে জোর দিয়ে বলেছিলেন যে বলশেভিকবাদ এবং আমরা যা তখন বলতাম সেই ট্রট্স্কিবাদের মধ্যেকার সম্পর্কের বিষয়টি নিয়েই ঠিক সবকিছু বলা উচিত...একেবারে শেষ পর্যন্ত।' (এল. কামেনেভের **দুই পার্টি** পুস্তিকায় তাঁর মুখবন্ধ।)

এর ফল কি হল? আবার শুনুন:

'ট্রট্স্কির সঙ্গে যৌথ কাজের পরীক্ষা—যা আমি আন্তরিকতার সঙ্গেই করেছিলাম, এটা বলার মতো সাহস আমার আছে কারণ তা ঠিক ট্রট্স্কি যেভাবে আমার পত্রগুলি ও একান্ত আলাপগুলি ব্যবহার করছেন তাতেই প্রমাণিত হয়েছে—সেই পরীক্ষা প্রমাণ করেছে যে ঐ সমঝওতাটি অপ্রতি-রোধ্যভাবেই বিলুপ্তিবাদের রক্ষাকার্যে নেমে যায় ও সুনিশ্চিতভাবেই তার পক্ষ গ্রহণ করে।' (কামেনেভের **দুই পার্টি**।)

এবং পুনশ্চ:

'আহ্, ট্রট্স্কিবাদ যদি পার্টির প্রবণতা হিসেবে জয়যুক্ত হতো তাহলে বিলুপ্তিবাদের জন্য, অৎজোভিজমের জন্য এবং যেসব প্রবণতা পার্টির

বিরুদ্ধে লড়ছে সেগুলির জন্য কি পরিষ্কার জায়গাই না তৈরী হতো' (ঐ)।

কমরেডগণ, এই তো পেলেন আপনারা ট্রট্স্কির সঙ্গে যৌথ কাজের এক পরীক্ষা। (**একটি কণ্ঠস্বর**: 'একটি শিক্ষাপ্রদ পরীক্ষা।') কামেনেভ সে সময় একটি বিশেষ পুস্তিকায় ঐ পরীক্ষার ফলাফল বিবৃত করেন, ১৯১১ সালে তা **দুই পার্টি** শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। যেসব কমরেড এখনো ট্রট্স্কির সঙ্গে সহযোগিতা সম্পর্কে মোহ পোষণ করেন তাঁদের কাছে এই পুস্তিকা যে খুবই ফলদায়ী সে সম্বন্ধে আমার কোনও সংশয় নেই।

আর এইবার আমি প্রশ্ন করব: কামেনেভ কি ট্রট্স্কির সঙ্গে তাঁর সহযোগিতার বর্তমান গবেষণাটি সম্বন্ধে সেই **দুই পার্টি** শিরোনামাতেই আরও এক পুস্তিকা লেখার প্রয়াস পাবেন না ? (**সাধারণ হাস্যরোল। হর্ষধ্বনি।**) তিনি এরকম করলে সম্ভবতঃ কিছু উপকারই হবে। অবশ্য আমি কামেনেভকে এই গ্যারান্টি দেব না যে তাঁর চিঠি ও একান্ত কথোপকথনগুলিকে ট্রট্স্কি আগে যেমন করেছিলেন এখন আর তেমন ব্যবহার করবেন না। (**সাধারণ হাস্যরোল।**) কিন্তু তাতে ভয় পাওয়ার সার্থকতা সামান্যই। সর্বক্ষেত্রেই, একটি পছন্দ করতেই হবে: হয় এটা ভয় করা যে ট্রট্স্কি কামেনেভের চিঠিগুলি ব্যবহার করবেন ও তার সঙ্গে ট্রট্স্কির গোপন আলাপগুলি ফাঁস করে দেবেন, সেক্ষেত্রে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার বিপদ আছে ; অথবা সব ভয় ঝেড়ে ফেলা ও পার্টির ভেতরে থেকে যাওয়া।

প্রশ্নটি, কমরেডগণ, এখন এরকমই দাঁড়ায়: হয় এটা অথবা ওটা।

বলা হচ্ছে যে বিরোধীরা কংগ্রেসের সামনে কোনও ধরনের একটি ঘোষণা পেশ করতে চায় এই মর্মে যে তারা, বিরোধীরা, সকল পার্টি সিদ্ধান্তের কাছে অনুগত আছে ও ভবিষ্যতেও আনুগত্য দেখাবে (**একটি কণ্ঠস্বর**: 'যেমন তারা করেছিল অক্টোবর, ১৯২৬ এ ?'), তাদের উপদল ভেঙে দেবে (**একটি কণ্ঠস্বর**: 'আমরা দু'বার তা শুনেছি !'), এবং পার্টি-বিধির কাঠামোর মধ্যে (**একাধিক কণ্ঠস্বর**: 'সামান্য দ্বিধা নিয়ে !' 'আমাদের কাঠামো তো রবার দিয়ে গড়া নয় !'), তাদের মতামত যা তারা আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যাগ করেনি তা রক্ষা করবে (**একাধিক কণ্ঠস্বর**: 'আহ্ !' 'না, আমাদের নিজেদেরই সেটা খারিজ করা ভাল !')

আমি মনে করি, কমরেডগণ, যে এ থেকে কিছুই বেরিয়ে আসবে না।

(**একাধিক কণ্ঠস্বর : '**একেবারে ঠিক !' **দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি**।) আমরাও, কমরেডগণ, ঘোষণাগুলি নিয়ে কিছু পরীক্ষা করেছি (**হর্ষধ্বনি**), আমরা ১৬ই অক্টোবর, ১৯২৬ ও ৮ই আগস্ট, ১৯২৭-এর দুটি ঘোষণা নিয়ে পরীক্ষা করেছি (**একাধিক কণ্ঠস্বর : '**একেবারে **ঠিক** !') সেই পরীক্ষার ফল কি ? আমি যদিও **দুই পার্টি** নামে কোনও পুস্তিকা লিখতে ইচ্ছুক নই তবু এটা বলতে সাহস করি যে ঐ পরীক্ষা থেকে অত্যন্ত নেতিবাচক সব ফল (**একাধিক কণ্ঠস্বর :** 'একেবারে ঠিক !'), দুটি ক্ষেত্রে পার্টিকে প্রবঞ্চনা, পার্টি-শৃংখলার অবহেলাই বেরিয়ে এসেছিল। এই ধরনের একটি পরীক্ষার পরেও আমরা, একটি মহান পার্টির কংগ্রেস, লেনিনের পার্টির কংগ্রেস বিরোধীদের কথায় আস্থা প্রকাশ করব এরকম দাবি করার মতো কি ভিত্তি তাদের এখন আছে ? (**একাধিক কণ্ঠস্বর :** 'এটা বোকামি হবে।' 'এরকম যে করবে সে-ই বিপদে পড়বে।')

বলা হচ্ছে যে যারা বহিষ্কৃত হয়েছে তাদেরকে পার্টিতে পুনর্গ্রহণের প্রশ্নটিও বিরোধীরা উত্থাপন করছে। (**একাধিক কণ্ঠস্বর :** 'তা হবে না।' 'ওরা মেনশেভিক জলায় ডুবুক গে।') কমরেডগণ, আমি মনে করি যে সেটাও সফল হবে না। (**দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি**।)

ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভকে পার্টি কেন বহিষ্কার করেছিল ? কারণ তাঁরা ছিলেন পার্টি-বিরোধী বিরুদ্ধবাদী পক্ষের সমস্ত কাজের সংগঠক (**একাধিক কণ্ঠস্বর :** 'একেবারে ঠিক !'), তাঁরা পার্টির বিধিবিধান ভাঙতে শুরু করেন, কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন যে কেউই তাঁদের ছুঁতে পারবে না, কারণ তাঁরা পার্টিতে নিজেদের জন্য এক অভিজাতসুলভ আসন তৈরী করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু আমরা কি পার্টিতে একটি সুবিধাযুক্ত অভিজাত মহল ও সুবিধাহীন কৃষকমহল রাখতে চাই ? যে বলশেভিকরা অভিজাত সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ ঘটিয়েছে সেই আমরা কি আমাদের পার্টিতে এখন তার পুনর্বাসন করব ? (**হর্ষধ্বনি**।)

আপনারা প্রশ্ন করছেন : আমরা কেন ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভকে বহিষ্কার করেছিলাম ? এই কারণেই যে আমরা পার্টিতে কোনও অভিজাতমহল চাইনি। এই কারণেই যে আমাদের পার্টিতে একটি একক বিধানই আছে এবং পার্টির সকল সদস্যেরই সমান অধিকার আছে। (**একাধিক কণ্ঠস্বর :** 'একেবারে ঠিক !' **দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি**।)

বিরোধীরা যদি পার্টিতে থাকতে চায় তবে তাদেরকে পার্টির ইচ্ছার, তার বিধানের, তার নির্দেশের প্রতি নির্দ্বিধায় ও নিঃসংশয়ে আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। যদি তারা তা না চায় তবে যেখানে তারা আরও স্বাধীনতা পাবে সেখানেই যাক। (**একাধিক কণ্ঠস্বর** : 'একেবারে ঠিক!' **হর্ষধ্বনি**।) বিরোধীদের সুবিধার ব্যবস্থা করে দেবে এমন বিধিবিধান আমরা চাই না এবং তা আমরা তৈরীও করব না। (**হর্ষধ্বনি**।)

শর্ত সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে। আমরা কেবল একটি শর্তই রাখছি, তা হল : বিরোধীদেরকে অবশ্যই সমগ্র ও সম্পূর্ণভাবে মতাদর্শ ও সংগঠন উভয় ক্ষেত্রেই নিরস্ত্র হতে হবে। (**একাধিক কণ্ঠস্বর** : 'একেবারে ঠিক!' **দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি**।)

গোটা দুনিয়ার কাছে তাদেরকে প্রকাশ্য ও সৎভাবে তাদের বলশেভিক-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করতে হবে। (**একাধিক কণ্ঠস্বর** : 'একেবারে ঠিক!' **দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি**।)

গোটা দুনিয়ার কাছে তাদেরকে প্রকাশ্য ও সৎভাবে তারা যেসব ত্রুটি করেছে, যেসব ত্রুটি পার্টির বিরুদ্ধে অপরাধের রূপ নিয়েছে সেগুলিকে অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে।

তাদেরকে আমাদের কাছে অবশ্যই তাদের সমস্ত ইউনিট সমর্পণ করতে হবে যাতে পার্টি সেগুলিকে ভেঙে দিতে পারে এমনভাবে যে কিছুই অবশিষ্ট পড়ে থাকবে না। (**একাধিক কণ্ঠস্বর** : 'একেবারে ঠিক!' **দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি**।)

হয় এই অথবা তারা পার্টি থেকে দূর হয়ে যাক। আর তারা যদি না বেরোয় তবে আমরাই তাদের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেব। (**একাধিক কণ্ঠস্বর** : 'একেবারে ঠিক কথা!' **দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি**।)

কমরেডগণ, বিরোধীদের সম্বন্ধে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এইরকমই।

৪। সাধারণ সারাংশ

কমরেডগণ, আমি এখন শেষ করছি।

পর্যালোচ্য সময়কালের সাধারণ সারাংশ কি? তা হল নিম্নরূপ :

(১) প্রভূত অসুবিধা সত্ত্বেও, 'বৃহৎ শক্তিবর্গের' বুর্জোয়াশ্রেণীর

প্ররোচনামূলক আক্রমণগুলি সত্ত্বেও আমরা আশেপাশের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে শান্তি বজায় রেখেছি ;

(২) অসংখ্য প্রতিবন্ধ সত্ত্বেও, বিষস্রাবী, শতমুখী বুর্জোয়া সংবাদপত্রগোষ্ঠীর দ্বারা আমাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত কুৎসার সমুদ্র সত্ত্বেও আমরা ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ও উপনিবেশগুলির শ্রমিকদের সংযোগকে শক্তিশালী করেছি ;

(৩) বিশ্বের সকল অংশের শ্রমজীবী মানুষের বিশাল ব্যাপক সাধারণের কাছে আমরা সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের মর্যাদা বাড়িয়ে তুলেছি ;

(৪) আমরা একটি পার্টি হিসেবে কমিনটার্ন ও তার অংশগুলিকে সাহায্য করছি যাতে পৃথিবীর সকল দেশে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি পায় ;

(৫) বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশ ও ত্বরণের জন্য একটি পার্টির পক্ষে যা করা সম্ভব আমরা তা সবই করেছি ;

(৬) আমরা আমাদের সমাজতান্ত্রিক শিল্পের জন্য এক রেকর্ড হারের অগ্রগতি কায়েম করে ও গোটা জাতীয় অর্থনীতিতে তার আধিপত্য সংহত করে তাকে আরও উন্নীত করেছি ;

(৭) আমরা সমাজতান্ত্রিক শিল্পক্ষেত্র ও কৃষি-অর্থনীতির মধ্যে এক বন্ধন প্রতিষ্ঠা করেছি ;

(৮) দরিদ্র কৃষকদের ওপর ভরসা রাখার সাথে সাথে আমরা শ্রমিকশ্রেণী ও মাঝারি কৃষকদের মধ্যে মৈত্রীকে শক্তিশালী করেছি ;

(৯) বৈরী আন্তর্জাতিক পরিবেষ্টনী সত্ত্বেও আমরা আমাদের দেশে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বকে শক্তিশালী করেছি ও সকল দেশের শ্রমিকদের এটা দেখিয়েছি যে সর্বহারাশ্রেণী শুধু পুঁজিবাদকে ধ্বংসই করতে পারে না, তারা সমাজতন্ত্র গঠনেও সক্ষম ;

(১০) আমরা পার্টিকে শক্তিশালী করেছি, লেনিনবাদকে ঊর্ধ্বে

তুলে ধরেছি ও বিরোধীদের পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি।

এই হল সাধারণ সারাংশ।

সিদ্ধান্তটা দাঁড়াল কি? কেবল একটি সিদ্ধান্তই টানা যেতে পারে যে আমরা সঠিক পথে রয়েছি; আমাদের পার্টির নীতি হল সঠিক। (**একাধিক কণ্ঠস্বর**: 'একেবারে ঠিক!' **হর্ষধ্বনি।**)

আর এ থেকে দাঁড়ায় এই যে, এই পথে অব্যাহত থাকলে আমরা নিশ্চিত-ভাবেই আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়, সকল দেশেই সমাজতন্ত্রের বিজয় অর্জন করব। (**দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি।**)

কিন্তু তার অর্থ এমন নয় যে, আমাদের পথে আমরা কোনও বাধার সম্মুখীন হব না। বাধা থাকবে। কিন্তু সেইসব বাধা আমাদের নিস্তেজ করে দেবে না। কারণ আমরা যারা বলশেভিক তারা বিপ্লবের আগুনে পোড়-খাওয়া।

বাধা থাকবে। কিন্তু আমরা সেসব অতিক্রম করব ঠিক যেমনভাবে আমরা সেগুলিকে এ পর্যন্ত অতিক্রম করে এসেছি, কারণ আমরা হলাম বলশেভিক যারা লেনিনের লৌহদৃঢ় পার্টিতে এমনভাবে গড়া-পেটা হয়েছি যাতে বাধার বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় ও তাদেরকে অতিক্রম করা যায়, কোনও নাকী কান্না আর বিলাপ করা নয়।

আর যেহেতু আমরা হলাম বলশেভিক ঠিক সেইহেতু আমরা নিশ্চয়ই বিজয়ী হব।

কমরেডগণ! আমাদের দেশে সাম্যবাদের বিজয়ের দিকে, সারা দুনিয়ায় সাম্যবাদের বিজয়ের দিকে এগিয়ে চলুন! (**তুমুল ও দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি। সকলে উঠে দাঁড়ান ও কমরেড স্তালিনকে অভিনন্দন জানান। 'আন্তর্জাতিক' গীত হয়।**)

কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্টের ওপর আলোচনার জবাব

৭ই ডিসেম্বর

কমরেডগণ, সমগ্র প্রতিনিধিবৃন্দের প্রদত্ত ভাষণের পর আমার বলবার মতো অল্পই বাকী আছে। ইয়েভদোকিমভ ও মুরালভের ভাষণের ব্যাপারে আমি তার সারাংশ সম্পর্কে কিছুই বলতে পারব না, কারণ তাঁরা সে রকম কিছুই দিয়ে যাননি। তাঁদের সম্বন্ধে কেবল একটি কথাই বলা যায়: আল্লা, তাঁদের অনধিকার চর্চার জন্য তাঁদেরকে মার্জনা করুন কারণ তাঁরা জানেন না যে কি তাঁরা বলেছেন। (**হাস্যরোল। হর্ষধ্বনি।**) আমি রাকোভস্কির, বিশেষতঃ কামেনেভের, প্রদত্ত ভাষণ নিয়ে আলোচনা করতে চাই যাঁদের ভাষণ হল বিরোধীদের সবকটি ভাষণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভণ্ডামি আর মিথ্যায় ভরা। (**একাধিক কণ্ঠস্বর:** 'একেবারে ঠিক কথা!')

১। রাকোভস্কির ভাষণ প্রসঙ্গে

(ক) **বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে।** আমি মনে করি যে রাকোভস্কি এখানে যুদ্ধ ও বৈদেশিক নীতির প্রশ্ন নিয়ে যে আলোচনা করলেন তাতে কোনও উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়নি। প্রত্যেকেই জানেন যে মস্কো সম্মেলনে যুদ্ধের প্রশ্নটিতে রাকোভস্কি নিজেকে মূর্খ প্রতিপন্ন করেছিলেন। স্পষ্টতঃই তিনি সেই মূর্খামি সংশোধনের উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছিলেন ও মঞ্চে উঠেছিলেন, কিন্তু নিজেকে তিনি আরও বড় মূর্খই প্রমাণ করে ছেড়েছেন। (**হাস্যরোল।**) রাকোভস্কির পক্ষে বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে কিছু না বলাটাই ভাল হতো বলে আমার মনে হয়।

(খ) **বাম ও দক্ষিণপন্থা সম্পর্কে।** রাকোভস্কি জোর দিয়ে বলেন যে বিরোধীপক্ষ হল আমাদের পার্টির বাম অংশ। বেড়ালকে হাসানোর পক্ষে, কমরেডগণ, এই উক্তিই যথেষ্ট। নিশ্চিতভাবেই এইসব বক্তব্য প্রদত্ত হয় রাজনৈতিক দেউলিয়া ব্যক্তিদের জন্য যাতে তারা তা দিয়ে নিজেদেরকে সান্ত্বনা দিতে পারে। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে বিরোধীশক্তি হল আমাদের পার্টির

মেনশেভিক অংশ, বিরোধীশক্তি মেনশেভিকবাদে বিচ্যুত হয়েছে, বস্তুগতভাবে বিরোধীরা বুর্জোয়া শক্তির এক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এই সমস্ত কিছুই বারবার প্রমাণিত হয়েছে। তাহলে আর এখানে বিরোধীশক্তির বামপন্থা সম্বন্ধে কিভাবে কথা চলতে পারে? কিভাবে একটি মেনশেভিক গোষ্ঠী যা বস্তুগতভাবেই বুর্জোয়া শক্তির, 'তৃতীয় শক্তির' একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে, সেই ধরনের একটি গোষ্ঠী বলশেভিকদের চাইতেও আরও বাম হতে পারে? এটাই কি নিশ্চিত নয় যে বিরোধীপক্ষ হল সি. পি. এস. ইউ (বি)র দক্ষিণপন্থী, মেনশেভিক অংশ?

রাকোভস্কি স্পষ্টতঃই নিজেকে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন ও ডানের সঙ্গে বামকে গুলিয়ে ফেলেছেন। গোগোলের গেলিফানকে মনে পড়ে?— 'ওহ্ পাজী পাগুলি। জান না কোন্‌টা ডান আর কোন্‌টা বাঁ!'

(গ) **বিরোধীপক্ষের সহযোগিতা সম্পর্কে।** রাকোভস্কি বলছেন যে সাম্রাজ্যবাদীরা যদি আমাদের আক্রমণ করে তাহলে বিরোধীরা পার্টিকে সমর্থন করতে প্রস্তুত। বটেই তো, কী উদার! তারা, একটি ক্ষুদে গোষ্ঠী, আমাদের পার্টির এক শতাংশের অর্ধেক বড় জোর, যদি সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশ আক্রমণ করে তবে করুণাভরে আমাদেরকে সাহায্য করার অঙ্গীকার নিচ্ছে। আপনাদের সহায়তায় কোনও আস্থা আমাদের নেই এবং আমাদের তার দরকারও নেই! আমরা কেবল একটি জিনিসই চাইব আপনাদের কাছ থেকে: আমাদের বাধা দেবেন না, আমাদের বাধা দেওয়া থামান! আপনারা এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকুন যে বাদবাকী আমরা নিজেরাই করে নেব'খন। (**একাধিক কণ্ঠস্বর:** 'একেবারে ঠিক কথা।')

(ঘ) **'সংকেতদাতাদের' সম্পর্কে।** রাকোভস্কি আরও বলছেন যে বিরোধীপক্ষ আমাদেরকে আমাদের দেশের সামনে যে বিপদ, বাধা ও 'বিনাশ' —তার সংকেত দিচ্ছে। তারা নিশ্চয়ই চমৎকার 'সংকেতদাতা' যারা নিজেরাই যখন তাদের নিপাতের দিকে ছুটে যাচ্ছে ও সত্যসত্যই পরিত্রাণের প্রয়োজন বোধ করছে তখন আবার পার্টিকে 'বিনাশের' হাত থেকে রক্ষা করতে চায়! তারা তাদের পায়ের ওপর নিজেরা কোনওক্রমে দাঁড়াতে পারে আর তবুও অন্যদের বাঁচাতে চায়! কমরেডগণ, এটা কি হাস্যকর নয়? (**হাস্যরোল।**)

আপনারা সমুদ্রবক্ষে একটি ক্ষুদ্র নৌকার ছবি আঁকুন যা কোনওক্রমে ভেসে থাকতে পারে, যে-কোনও মুহূর্তেই ডুবে যেতে প্রস্তুত এবং এবার

নিজেরাই আঁকুন এক চমৎকার বাষ্পপোতকে যা শক্তিশালীভাবে ঢেউ কেটে চলছে ও আস্থার সঙ্গে সম্মুখে আগুয়ান। কি বলবেন যদি এই ছোট্ট নৌকাটি নিজেকে ধাক্কা মেরে এগিয়ে দেয় ঐ বিরাট বাষ্পপোতকে রক্ষা করতে? (হাস্যধ্বনি।) আমাদের বিরোধীদের বর্তমান 'সংকেতদাতাদের' অবস্থানটি ঠিক এইরকমই। তারা আমাদেরকে বিপদ, বাধা, 'বিনাশ'—কিসেরই-বা না সংকেত দিচ্ছে, কিন্তু তারা নিজেরাই নিমজ্জমান, তারা বোঝে না যে তারা ইতিমধ্যেই একেবারে নীচে তলিয়ে গেছে।

বিরোধীরা নিজেদেরকে 'সংকেতদাতা' বলে তদ্দ্বারা পার্টির, শ্রমিক-শ্রেণীর, দেশের নেতৃত্বের জন্য দাবি তোলে। প্রশ্ন হল—কিসের ভিত্তিতে? বিরুদ্ধবাদীরা কি এমন কোনও ব্যবহারিক প্রমাণ দিয়েছে যে তারা পার্টি, শ্রেণী বা দেশ, যে-কোন একটিরও নেতৃত্বদানে সক্ষম? এটা কি ঘটনা নয় যে ট্রট্স্কি, জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের মতো ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত বিরোধীপক্ষ ইতিমধ্যেই দুটি বছর ধরে তাঁদের গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন এবং তাঁদের নেতৃত্বদানের মাধ্যমে বিরোধীপক্ষের নেতারা সেটিকে পুরোপুরি দেউলিয়া করে ছেড়েছেন? এটা কি ঘটনা নয় যে এই দু'বছরে বিরোধীপক্ষ তার গোষ্ঠীকে পরাজয় থেকে পরাজয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছে? এটা এ-ছাড়া আর কি প্রমাণ করে যে বিরোধীদের নেতারা হলেন দেউলিয়া, তাঁদের নেতৃত্ব বিজয়ের দিকে নয়, পরাজয়ের দিকে পরিচালিত নেতৃত্ব বলেই প্রমাণিত? আর যেহেতু বিরোধীপক্ষের নেতারা একটি ছোট্ট ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছেন তাই এরকম ভাবার কি ভিত্তি আছে যে তাঁরা একটি বড় ব্যাপারে সফল হবেন? এটা কি নিশ্চিত নয় যে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে যেসব লোক দেউলিয়া হয়ে গেছেন তাঁদেরকে সম্ভবতঃ পার্টি, শ্রমিকশ্রেণী, দেশের মতো এত বিরাট বিষয়ের নেতৃত্বভার অর্পণ করা যায় না?

ঠিক এই জিনিসটাই আমাদের 'সংকেতদাতারা' বুঝতে নারাজ।

২। কামেনেভের ভাষণ প্রসঙ্গে

আমি কামেনেভের ভাষণ সম্পর্কে আলোচনায় আসছি। এই মঞ্চ থেকে এখানে প্রদত্ত সমস্ত বিরোধীপক্ষীয় ভাষণের মধ্যে এটিই হল সবচেয়ে মিথ্যাচারী, কপট, প্রতারক ও বজ্জাতিপূর্ণ (একাধিক কণ্ঠস্বর 'একেবারে ঠিক!' হর্ষধ্বনি।)

(ক) **একই দেহে দুটি মুখ।** কামেনেভ তাঁর ভাষণে যে জিনিসটা প্রথম করতে চেষ্টা করেছেন তা হল তাঁর গতিবিধিকে আড়াল করা। পার্টির প্রতি-নিধিরা এখানে আমাদের পার্টির সাফল্যের সম্বন্ধে, নির্মাণযজ্ঞে আমাদের সাফল্যের সম্বন্ধে, আমাদের কাজে উন্নতি ইত্যাদির সম্বন্ধে বক্তব্য রেখেছেন। তাঁরা আরও বলেছেন বিরুদ্ধবাদীদের মেনশেভিক অপরাধগুলি সম্পর্কে, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের সফল নির্মাণের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে, ইউ. এস. এস. আর-এ সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, শ্রমিকশ্রেণী ও মাঝারি কৃষকদের মধ্যে মৈত্রীর নীতির উপযুক্ততা অস্বীকার করে, থার্মিডোর সম্পর্কে কুৎসা ছড়িয়ে তাঁদের মেনশেভিকবাদে বিচ্যুতির কথা। সর্বশেষে, তাঁরা বলেছিলেন যে বিরোধীপক্ষের এইসব দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের পার্টির সদস্যদের পক্ষে সামঞ্জস্যহীন, বিরোধীরা যদি পার্টির মধ্যে থাকতে চায় তবে তাদেরকে এইসব মেনশেভিক দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

বটে? কামেনেভ এসব প্রশ্ন পরিহার করা ছাড়া, তাঁর গতিবিধিকে গোপন করে সরে পড়া ছাড়া আর ভাল কিছু ভাবতে পারেননি। তাঁকে আমাদের কর্মসূচীর, আমাদের কর্মনীতির, আমাদের নির্মাণকার্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল; কিন্তু তিনি সেসব এমনভাবে এড়িয়ে গিয়েছিলেন যেন সেগুলির সঙ্গে তিনি জড়িতই নন। কামেনেভের এই আচরণকে কি বিষয়টির প্রতি এক আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গি বলা যেতে পারে? বিরোধীপক্ষের এই আচরণকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? শুধু একটি জিনিস দিয়েই এর ব্যাখ্যা সম্ভব: পার্টিকে ঠকানোর, তার সতর্কতাকে লাঘব করার, আরেকবার তাকে বোকা বানাবার অভিপ্রায়।

বিরোধীপক্ষের দুটি মুখ রয়েছে: একটি কপট অমায়িক মুখ এবং আরেকটি মেনশেভিক বিপ্লব-বিরোধী মুখ। পার্টি যখন তার ওপর চাপ দেয় ও তাকে তার উপদলীয় বৃত্তি, বিভেদমূলক নীতি অবশ্যই বর্জন করতে হবে বলে দাবি করে তখন তা পার্টিকে তার কপট অমায়িক মুখ দেখায়। আর যখন তা পার্টির বিরুদ্ধে, সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে অ-সর্বহারা শক্তিসমূহকে আবেদন জানাতে শুরু করে, 'রাস্তার লোককে' আবেদন জানাতে শুরু করে তখন তা তার মেনশেভিক বিপ্লব-বিরোধী মুখটি দেখায়। ঠিক এখন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে পার্টিকে আরেকবার ঠকানোর প্রচেষ্টায় তা আমাদের সামনে তার কপট অমায়িক মুখটি হাজির রেখেছে। সেই কারণেই যেসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

প্রশ্নে আমরা ভিন্নমত পোষণ করি সেগুলিকে এড়িয়ে গিয়ে কামেনেভ তাঁর গতিবিধিকে গোপন করার চেষ্টা করেছেন। এই কাপট্য, এই দ্বিমুখোপনাকে আর কি সহ্য করা যেতে পারে?

হয় এটা অথবা ওটা : হয় বিরোধীপক্ষ পার্টির সঙ্গে আন্তরিকভাবে কথা বলতে চায়, আর সে ক্ষেত্রে তাকে তার মুখোসটি অবশ্যই ছুঁড়ে ফেলতে হবে; অথবা তা তার দুটি মুখ বজায় রাখতে চায়, আর সেক্ষেত্রে তা নিজেকে পার্টির বহির্ভূত অবস্থায় দেখবে। (**একাধিক কণ্ঠস্বর :** 'একেবারে ঠিক!')

(খ) **বলশেভিকদের ঐতিহ্য সম্পর্কে।** কামেনেভ জোর দিয়ে বলছেন যে পার্টির কোনও সদস্যকে আমাদের পার্টির মতাদর্শের পক্ষে, আমাদের কর্মসূচীর পক্ষে অসঙ্গত কোনও দৃষ্টিভঙ্গিকে বর্জন করতে হবে এই ধরনের দাবিকে বৈধ অভিধা দেওয়ার মতো আমাদের পার্টির ঐতিহ্যধারায়, বলশেভিকবাদের ঐতিহ্যধারায় কিছুই নেই। এটা কি ঠিক? অবশ্যই তা নয়। তা ছাড়াও, কমরেডগণ, এটা এক মিথ্যা!

এটা কি ঘটনা নয় যে আমাদের সকলেই, যার মধ্যে কামেনেভও ছিলেন, মাইয়াসনিকভ ও মাইয়াসনিকভপন্থীদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করেছিলাম? কেন আমরা তাঁদের বহিষ্কার করেছিলাম? এই কারণে যে তাঁদের মেনশেভিক মতবাদ ছিল আমাদের পার্টির মতবাদের পক্ষে সঙ্গতিহীন।

এটা কি ঘটনা নয় যে, আমরা সবাই, যার মধ্যে কামেনেভও ছিলেন, পার্টি থেকে 'শ্রমিকদের বিরোধীদের' অংশকে বহিষ্কার করেছিলাম? কেন আমরা তাদের বহিষ্কার করেছিলাম? কারণ তাদের মেনশেভিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আমাদের পার্টির দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে সঙ্গতিহীন।

অস্‌সোভস্কি ও দাশকোভস্কিকে কেন পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল? মাসলো, রুথ ফিশার, কাৎজ্‌ ও অন্যান্যদের কেন কমিনটার্ন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল? কারণ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কমিনটার্নের দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে, সি. পি. এস. ইউ (বি)র দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে সঙ্গতিহীন।

আমাদের পার্টি একটি লেনিনবাদী পার্টি হতে পারত না যদি তা আমাদের সংগঠনগুলির মধ্যে লেনিনবাদ-বিরোধী উপাদানগুলির অস্তিত্ব অনুমোদন করত। যদি এগুলিকে অনুমোদন করাই হবে তবে মেনশেভিকদের কেন পার্টির ভেতরে নিয়ে আসা হবে না? সেইসব লোকদের সম্পর্কে কি করা হবে যারা আমাদের পার্টির সারিতে থাকাকালেই মেনশেভিকবাদে বিচ্যুত হয়েছে ও তাদের

লেনিনবাদ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করছে ? এই ধরনের লোকদের সঙ্গে লেনিনবাদী পার্টির মিলটা কোথায় থাকতে পারে ? কামেনেভ আমাদের পার্টির নামে কুৎসা করছেন, আমাদের পার্টির ঐতিহ্যকে বর্জন করছেন, বলশেভিক-বাদের ঐতিহ্যকে বর্জন করছেন জোরের সঙ্গে এই কথা বলে যে আমরা আমাদের পার্টির ভেতরে সেইসব লোককে সহ্য করতে পারি যারা মেনশেভিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ ও প্রচার করে থাকে। আর ঠিক যেহেতু কামেনেভ এবং তৎসহ গোটা বিরোধীপক্ষই আমাদের পার্টির বৈপ্লবিক ঐতিহ্যগুলিকে রূঢ়ভাবে পদদলিত করছেন সেইহেতু পার্টি দাবি করে যে বিরোধীদেরকে তাদের লেনিনবাদ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করতে হবে।

(গ) **বিরোধীদের কপট নীতিনিষ্ঠা।** কামেনেভ জোর দিয়ে বলছেন যে তাঁর ও অন্যান্য বিরুদ্ধপন্থীদের পক্ষে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করা শক্ত এই কারণে যে তাঁরা বলশেভিক পদ্ধতিতে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি সংরক্ষণে অভ্যস্ত। তিনি বলছেন যে বিরোধীদের পক্ষে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি বর্জনটি হবে নীতিবহির্ভূত। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বিরোধীপক্ষের নেতারা হলেন খুব উঁচু নীতিওয়ালা ব্যক্তি। কমরেডগণ, তা-ই কি সত্য ? বিরোধীপক্ষের নেতারা কি তাঁদের নীতিকে, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকে, তাঁদের বিশ্বাসকে সত্যসত্যই অত উঁচুতে মর্যাদা দেন ? কমরেডগণ, তা মনে হয় না। বিরোধী জোটের গঠনের ইতিহাসকে স্মরণে রাখলে তা মনে হয় না (**হাস্যরোল।**) ঠিক বিপরীতটাই হল ঘটনা। ইতিহাস প্রমাণ করে, ঘটনা-ধারা প্রমাণ করে যে, আমাদের বিরোধীপক্ষের নেতারা যেমনটি করেছেন তেমন আর কেউ এত সহজভাবে একটি ধারার নীতি থেকে অন্য ধারায় লাফ মারতে পারেনি, আর কেউ এত সহজে ও অবাধে নিজের মতামত পাল্টাতে পারেনি। তাহলে এখনো কেন তাঁরা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করতে পারেন না যদি পার্টির স্বার্থ তেমনই দাবি করে ?

ট্রট্স্কিবাদের ইতিহাস থেকে এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল।

এটা সুবিদিত যে লেনিন পার্টিকে জড়ো করে ১৯১২ সালে প্রাগে বলশেভিকদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। এটাও সুবিদিত যে এই সম্মেলনটি ছিল আমাদের পার্টির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তা বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মধ্যে একটি সীমানা-রেখা টেনেছিল এবং সারা দেশের বলশেভিক সংগঠনগুলিকে একটি একক বলশেভিক পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ করেছিল।

এটা সুবিদিত যে, ঐ একই বছরে, ১৯১২ সালে ট্রট্স্কির নেতৃত্বে মেনশেভিক আগস্ট জোটের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আরও সুবিদিত যে ঐ সম্মেলন বলশেভিক সম্মেলনের ওপর যুদ্ধ ঘোষণা করে ও শ্রমিক সংগঠনগুলিকে লেনিনের পার্টিকে উৎখাত করার জন্য আহ্বান জানায়। সে-সময় ট্রট্স্কির আগস্ট জোট প্রাগ বলশেভিক সম্মেলনকে কিসের দায়ে অভিযুক্ত করেছিল? সমস্ত সাংঘাতিক পাপের দায়েই বলশেভিক সম্মেলনকে তা অনধিকার হস্তক্ষেপের, সংকীর্ণতাবাদের, পার্টির ভেতর 'সশস্ত্র অভ্যুত্থান' সংঘটিত করার, আরও অন্যান্য ব্যাপারে যা শয়তানই জানে—অভিযুক্ত করেছিল।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কাছে প্রাগের বলশেভিক সম্মেলন সম্পর্কে সে-সময় আগস্ট জোটের সম্মেলন তার বিবৃতিতে নিম্নরূপ বক্তব্য রেখেছিল:

> 'এই সম্মেলন ঘোষণা করছে যে ঐ সম্মেলনটি (১৯১২ সালে প্রাগে অনুষ্ঠিত বলশেভিক সম্মেলন—জে. স্তালিন) হল যারা একেবারে ইচ্ছাকৃতভাবে পার্টিকে এক ভাঙনের দিকে নিয়ে গেছে সেই **ব্যক্তিগোষ্ঠীর এক প্রকাশ্য প্রচেষ্টা যাতে পার্টির নিশান বলপূর্বক অধিকার করা যায়,** এবং সম্মেলন তার গভীর বেদনা প্রকাশ করছে যে কিছু পার্টি সংগঠন ও কমরেডরা এই **প্রবঞ্চনার** শিকার হয়ে পড়েছেন ও তদ্দ্বারা **লেনিনের অনুগামীদের** বিভেদমূলক ও বলপূর্বক হস্তক্ষেপের নীতিকে সুগম করেছেন। সম্মেলন তার এই দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করছে যে রাশিয়ার ও বিদেশের সকল পার্টি সংগঠন যে **সশস্ত্র অভ্যুত্থানটি সংঘটিত হয়েছে** তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে ও ঐ সম্মেলন থেকে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে **স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করবে** এবং একটি সত্যিকারের সারা-পার্টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত করে সর্বপ্রকারে পার্টির ঐক্য পুনরুজ্জীবনে সাহায্য করবে।' (**ভরওয়ার্টসে** প্রকাশিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কাছে আগস্ট জোটের বিবৃতি থেকে, ২৬শে মার্চ, ১৯১২।)

আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে সবকিছুই আছে: লেনিনের অনুগামী, বলপূর্বক হস্তক্ষেপ এবং পার্টির মধ্যে এক 'সশস্ত্র অভ্যুত্থান'।

আর কি ঘটল? কয়েক বছর কেটে গেল এবং ট্রট্স্কি বলশেভিক পার্টি সম্পর্কে তাঁর ঐসব মতামত বর্জন করলেন। তিনি শুধু যে তাঁর মতামত বর্জনই করলেন তাই নয়, সেই সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে বলশেভিক পার্টির দিকে এগিয়ে

এসে তার অন্যতম সক্রিয় সদস্য হিসেবে যোগ দিলেন। (হাস্যরোল।)

তাহলে এই সবকিছুর পর এটা ধারণা করার কি ভিত্তি আছে যে ট্রট্স্কি ও ট্রট্স্কিপন্থীরা আমাদের পার্টিতে খামিডোর প্রবণতা, অনধিকার হস্তক্ষেপ ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের মতামত আরেকবার বর্জন করতে সক্ষম হবেন না?

ঐ একই ক্ষেত্র থেকে আরেকটি উদাহরণ।

এটা জানা আছে যে, ১৯২৪ সালের শেষাশেষি ট্রট্স্কি **অক্টোবরের শিক্ষা** নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। এটাও জানা আছে যে, ঐ পুস্তিকায় ট্রট্স্কি কামেনেভ ও জিনোভিয়েভকে আমাদের পার্টির দক্ষিণপন্থী, প্রায়-মেনশেভিক অংশ বলে বর্ণনা করেছিলেন। এটাও জানা আছে যে ট্রট্স্কির পুস্তিকাটি ছিল আমাদের পার্টিতে একটি গোটা আলোচনা অনুষ্ঠানের কারণ। আর হলটা কি? মাত্র এক বছর কেটেছে আর ট্রট্স্কি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ আমাদের পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশ নয় বরং তারা বামপন্থী, বিপ্লবী অংশ।

আর একটি উদাহরণ, এবার জিনোভিয়েভ গোষ্ঠীর ইতিহাস থেকে। এটা জানা আছে যে, জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ ট্রট্স্কিবাদের বিরুদ্ধে একগাদা পুস্তিকা লিখেছেন। এটা জানা যে, সেই সুদূর ১৯২৫ সালে জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ গোটা পার্টির সঙ্গে একত্রে ঘোষণা করেছিলেন যে, ট্রট্স্কিবাদ হল লেনিনবাদের পক্ষে সঙ্গতিহীন। এটাও জানা যে, গোটা পার্টির সঙ্গে একত্রে জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ উভয়েই আমাদের পার্টির কংগ্রেসগুলি এবং কমিনটার্নের পঞ্চম কংগ্রেস উভয় স্থানেই একটি পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতি হিসেবে ট্রট্স্কিবাদ সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। আর তাতে ঘটল কি? তার পর একটি বছর কাটবার আগেই তাঁরা তাঁদের মতামত পরিত্যাগ করেন ও ঘোষণা করেন যে ট্রট্স্কির গোষ্ঠী হল আমাদের পার্টির মধ্যে একটি বিশুদ্ধ লেনিনবাদী ও বিপ্লবী গোষ্ঠী। (**একটি কণ্ঠস্বর:** 'এক পারস্পরিক ক্ষমা-প্রদর্শন!')

কমরেডগণ, এরকমই হল ঘটনাগুলি, ইচ্ছা করলে এ সম্পর্কে আরও অনেক বেশি উধৃত করা যেতে পারে।

এ থেকে এটা কি নিশ্চিত নয় যে কামেনেভ এখানে বিরোধীপক্ষের

নেতাদের যে উচ্চ পর্যায়ের নীতিনিষ্ঠার কথা বলেছেন তা হল এক রূপকথা, বাস্তবের সঙ্গে যার কিছুমাত্র মিল নেই ?

এটা কি নিশ্চিত নয় যে ট্রটস্কি, জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের মতো পার্টির আর কেউ এত সহজে ও অবাধে নিজের নীতিগুলি পরিত্যাগ করতে সফল হয়েছে ? (**হাস্যরোল।**)

প্রশ্ন ওঠে : বিরোধীপক্ষের যে নেতারা ইতিমধ্যেই কয়েকবার তাঁদের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করেছেন তাঁরা আরেকবার সেগুলি বর্জন করতে পারবেন না এরকম ধারণা করার মতো কি ভিত্তি আছে ?

এটা কি নিশ্চিত নয় যে, বিরোধীপক্ষকে তার মেনশেভিক দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করতে হবে এই মর্মে আমাদের দাবিটি ঠিক ততটা রূঢ় নয় কামেনেভ যতটা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করছেন ? (**হাস্যরোল।**) এটাই তো প্রথম নয় যে তাঁদেরকে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করতে হয়েছে, সুতরাং আর মাত্র একবার তাঁরা সেগুলি পরিত্যাগ করবেন না কেন ? (**হাস্যরোল।**)

(ঘ) **হয় পার্টি অথবা বিরোধীপক্ষ।** কামেনেভ জোর দিয়ে বলছেন যে বিরুদ্ধবাদীদের কাছ থেকে এরকম দাবি করা ভুল যে তারা তাদের সেই-রকম কতকগুলি মতামত বর্জন করবে যা পার্টির মতাদর্শ ও কর্মসূচীর ক্ষেত্রে সঙ্গতিহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি ইতিমধ্যেই দেখিয়েছি যে বিরোধী জোটের অতীত ও বর্তমান স্মরণের পরিপ্রেক্ষিতে কামেনেভের এই দৃঢ় উক্তিটি কত নির্বোধ। কিন্তু তবু এক মুহূর্তের জন্য না হয় ধরেই নিলাম যে কামেনেভ সঠিক। তাহলে অবস্থাটি কি দাঁড়াবে ? পার্টি, আমাদের পার্টি কি তার দৃষ্টিভঙ্গি, দৃঢ় বিশ্বাসগুলি, নীতিগুলি বিসর্জন দিতে পারে ? আমাদের পার্টির কাছে কি দাবি করা যেতে পারে যে তা তার দৃষ্টিভঙ্গি, তার নীতি বর্জন করবে ? পার্টি এই সুনির্দিষ্ট দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হয়েছে যে বিরোধীপক্ষকে অবশ্যই তার লেনিনবাদ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করতে হবে, আর তারা যদি তা না করে তবে তাদেরকে পার্টি থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। বিরোধীপক্ষের কাছে তার প্রত্যয়গুলি বর্জনের দাবি করা যদি ভুল হয় তাহলে পার্টির কাছে এরকম দাবি করাটা কেন সঠিক হবে যে তা বিরোধীপক্ষের সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রত্যয় বিসর্জন দেবে ? অবশ্য কামেনেভের মতে বিরোধীপক্ষ তার লেনিনবাদ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করতে পারে না। কিন্তু পার্টিকে অবশ্যই তার এই মতটি বর্জন করতে হবে যে বিরোধীপক্ষ তার লেনিনবাদ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি

পরিত্যাগ না করলে তাকে আমাদের পার্টিতে থাকতে দেওয়া যায় না, এতে যুক্তিটা কোথায়? (**হাস্যরোল, হর্ষধ্বনি।**)

কামেনেভ জোর দিয়ে বলছেন যে বিরুদ্ধবাদীরা হল এমন সাহসী ব্যক্তি যারা তাদের বিশ্বাসের সমর্থনে শেষ পর্যন্ত সক্রিয় থাকতে পারে। বিরোধীপক্ষের নেতাদের সাহস আর নীতিনিষ্ঠায় আমার আস্থা সামান্যই। আমার বিশেষ করে সামান্যই আস্থা রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, জিনোভিয়েভ আর কামেনেভের ওপর (**হাস্যরোল**) যাঁরা আজ ট্রট্স্কিকে গালি দিচ্ছেন আর কালই আবার তাঁকে বুকে জড়াচ্ছেন। (**একটি কণ্ঠস্বর:** 'ওরা ব্যাঙ-লাফানি খেলায় অভ্যস্ত'।) কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য ধরাই যাক যে আমাদের বিরোধীপক্ষের নেতারা যৎসামান্য সাহস ও নীতিনিষ্ঠা বজায় রেখেছেন। এটা ধারণা করার কি ভিত্তি আছে যে, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ বা ট্রট্স্কির চাইতে পার্টি কম সাহসী ও নীতিনিষ্ঠ? এটা ধারণা করারই-বা কি কারণ আছে যে, বিরোধীপক্ষের নেতারা যেমন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করবেন, যা তাঁরা দস্তানার মতো ক্ষণে ক্ষণে পাল্টান, তার থেকে আরও সহজভাবেই পার্টি বিরোধীপক্ষ সম্বন্ধে তার প্রত্যয়কে, বিরোধীপক্ষের মেনশেভিক দৃষ্টিভঙ্গি পার্টির মতাদর্শ ও কর্মসূচীর পক্ষে সঙ্গতিহীন এই মর্মে তার প্রত্যয়কে পরিত্যাগ করবে? (**হাস্যরোল।**)

এ থেকে এটাই কি পরিষ্কার নয় যে, কামেনেভ চাইছেন পার্টি বিরোধীদের সম্পর্কে ও তাদের মেনশেভিক ভ্রান্তিগুলি সম্পর্কে তার মতামতকে পরিত্যাগ করুক? কামেনেভ কি বাড়াবাড়ি করছেন না? তিনি কি এটা মানবেন না যে, অতটা বাড়াবাড়ি করা বিপজ্জনক?

প্রশ্নটি হল এই যে: হয় পার্টি অথবা বিরোধীপক্ষ। হয় বিরোধীপক্ষ তার লেনিনবাদ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করুক, অথবা তা না করুক—সে ক্ষেত্রে তার স্মৃতিটুকুও পার্টিতে থাকবে না। (**একাধিক কণ্ঠস্বর:** 'একেবারে ঠিক কথা!' **হর্ষধ্বনি।**)

(ঙ) **বিরোধীপক্ষ বলশেভিকবাদের ঐতিহ্য থেকে ভেঙে বেরিয়ে এসেছে।** কামেনেভ জোর দিয়ে বলছেন যে, বলশেভিক ঐতিহ্যের মধ্যে এরকম কিছুই নেই যা এই দাবিটিকে ন্যায্য বলে প্রমাণ করে যে পার্টির সদস্যদের তাঁদের মতামত বর্জন করতে হবে। বক্তারা এখানে সম্পূর্ণভাবে প্রমাণ করেছেন যে, এটা ঠিক নয়। ঘটনাধারা প্রমাণ করছে যে, কামেনেভ একটি ডাহা মিথ্যা কথা বলছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল : বিরোধীশক্তি যা নিজেকে করার অনুমতি দিচ্ছে ও করে চলেছে বলশেভিক ঐতিহ্যের মধ্যে তেমন কিছুর দৃষ্টান্ত কি আছে? বিরোধীশক্তি একটি উপদল সংগঠিত করেছে ও তাকে আমাদের বলশেভিক পার্টির অভ্যন্তরেই একটি পার্টিতে রূপান্তরিত করেছে। কিন্তু এরকম কি কেউ কখনো শুনেছে যে বলশেভিক ঐতিহ্য কাউকে এহেন সাংঘাতিক কাজ করার অনুমোদন দিয়েছে? পার্টির ভেতর একটি ভাঙন ঘটানো ও তারই ভেতর এক নতুন, বলশেভিক-বিরোধী পার্টি গড়ার সাথে সাথে কিভাবে একজন বলশেভিক ঐতিহ্যের কথা বলতে পারে?

পুনশ্চ। বিরোধীশক্তি সেই বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে একটি জোটে ঢুকে একটি অবৈধ সংবাদপত্র সংগঠিত করেছে, যারা আবার তাদের পালাক্রমে সাচ্চা শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছে। প্রশ্ন ওঠে : এই ধরনের একটি সাংঘাতিক কাজ যা পার্টি ও সোভিয়েত শাসনের প্রতি ডাহা বেইমানিরই কাছাকাছি সেটা যখন কেউ করতে দেয় তখন আবার সে বলশেভিকবাদের ঐতিহ্যের কথা বলে কি করে?

সর্বশেষে, বিরোধীশক্তি 'রাস্তার লোকদের' কাছে আবেদন করে, অ-সর্বহারা শক্তির কাছে আবেদন করে একটি পার্টি-বিরোধী, সোভিয়েত-বিরোধী বিক্ষোভ সংগঠিত করেছে। কিন্তু কেউ যখন তার নিজের পার্টির বিরুদ্ধে, তার নিজেরই সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে 'রাস্তার লোকের' কাছে আবেদন জানায় তখন আবার সে কি করে বলশেভিক ঐতিহ্যের কথা বলতে পারে? এ রকম কি কেউ কখনো শুনেছে যে বলশেভিক ঐতিহ্য এহেন একটি সাংঘাতিক কাজ করতে অনুমোদন দেয় যা ডাহা প্রতিবিপ্লবেরই কাছাকাছি?

এটা কি নিশ্চিত নয় যে কামেনেভ বলশেভিকবাদের ঐতিহ্যের কথা বলছেন এই উদ্দেশ্যেই যাতে তার বলশেভিক-বিরোধী গোষ্ঠীর স্বার্থে ঐসব ঐতিহ্যের সঙ্গে তার বিচ্ছেদকে আড়াল দেওয়া যায়?

'রাস্তায়' আবেদন জানিয়ে বিরোধীশক্তি কিছুই লাভ করতে পারেনি, কারণ বিরোধীশক্তি এক গুরুত্বহীন চক্র বলেই প্রমাণিত হয়েছে। এটা তার দোষ নয় বরং তার দুর্ভাগ্যই। আর বিরোধীশক্তির যদি তার পেছনে একটু বেশি শক্তি থাকত তাহলে কি হতো? এটা কি নিশ্চিত নয় যে, তার 'রাস্তার' প্রতি আবেদনটি সোভিয়েতে শাসনের বিরুদ্ধে এক প্রকাশ্য বিদ্রোহে পরিণত হতো, এটা বোঝা কি কঠিন যে অন্তঃসারের দিকে থেকে বিরোধীশক্তির এই

প্রয়াস ১৯১৮ সালে বাম সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের সুবিদিত চক্রান্ত থেকে কোনওভাবেই আলাদা নয় ? (**একাধিক কণ্ঠস্বর :** 'একেবারে খাটি কথা !') ঐসব চক্রান্তের জন্য সঙ্গতভাবেই আমাদের উচিত ছিল ৭ই নভেম্বর তারিখে বিরোধীশক্তির সকল সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করা। (**একাধিক কণ্ঠস্বর :** 'একেবারে ঠিক !' **দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি।**) আমরা তা করিনি, কারণ আমরা তাদের প্রতি করুণা করেছিলাম, আমরা ঔদার্য দেখিয়েছিলাম ও তাদেরকে একটি সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম যাতে তারা প্রকৃতিস্থ হয়। কিন্তু আমাদের ঔদার্যকে তারা দৌর্বল্য বলে ব্যাখ্যা করল।

এটা কি পরিষ্কার নয় যে, বলশেভিকবাদ সম্বন্ধে কামেনেভের বক্তব্য হল ফাঁকা আর প্রতারণাপূর্ণ বক্তব্য যার উদ্দেশ্য হল বলশেভিকবাদের ঐতিহ্য থেকে বিরোধীদের বিচ্ছেদকে আড়াল করা ?

(চ) **মেকী ঐক্য ও অকৃত্রিম ঐক্য সম্পর্কে।** কামেনেভ এখানে ঐক্যের বিষয়ে আমাদের একটি গান শুনিয়েছেন। উদ্ধার করার জন্য ও 'যে-কোনও মূল্যেই' ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য পার্টিকে এগিয়ে আসার মিনতি জানিয়ে তিনি প্রত্যক্ষভাবেই স্তুতিগান গেয়েছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না যে ওরা, বিরোধীপক্ষের নেতারা, দুই পার্টি নীতির বিরোধী। দেখতে পাচ্ছেন না যে ওরা 'যে-কোনও মূল্যেই' পার্টি ঐক্যের পক্ষে। আর তথাপি আমরা এটা নিশ্চিত জানি যে, কামেনেভ যখন এখানে পার্টি-ঐক্য নিয়ে গান গাইছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর সমর্থকরা তাদের গোপন সভাগুলিতে এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করছিল যে ঐক্য সম্পর্কে বিরোধীপক্ষের ঘোষণাটি হল তার শক্তিসমূহ সংরক্ষণ করার ও তার বিভেদমূলক নীতিকে অব্যাহত রাখতে সক্ষম করার উদ্দেশ্যে প্রণীত এক কূটকৌশল। একদিকে, লেনিনবাদী পার্টির কংগ্রেসে বিরোধীরা পার্টি-ঐক্যের গান গাইছে। অপরদিকে, পার্টিতে ভাঙন ধরানোর জন্য, একটি দ্বিতীয় পার্টি সংগঠিত করার জন্য, পার্টি-ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য বিরোধী-পক্ষ সঙ্গোপনে সক্রিয়। একেই তারা 'যে-কোনও মূল্যেই' ঐক্য বলে অভিহিত করে। এই অপরাধীসুলভ, প্রতারণাপূর্ণ খেলা শুদ্ধ করার সময় কি এটা নয় ?

কামেনেভ ঐক্যের কথা বলেছেন। ঐক্য কার সঙ্গে ? পার্টির সঙ্গে না কি শ্‌চারবাকভের সঙ্গে ? এটা বোঝার মতো সময় কি এই নয় যে, লেনিন-বাদীদের এবং শ্‌চারবাকভ মহাশয়দেরকে একটি পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ করা যেতে পারে না ?

কামেনেভ ঐক্যের কথা বলেছেন। ঐক্য কার সঙ্গে? মাসলো আর সৌভরিনের সঙ্গে না কি কমিনটার্ন আর সি. পি. এস. ইউ (বি)র সঙ্গে? এটা বোঝার মতো সময় কি এই নয় যে মাসলো আর সৌভরিনদের সঙ্গে ঐক্যের ব্যাপারে চাপ দেওয়ার সাথে সাথে কেউ সি. পি. এস. ইউ (বি) এবং কমিনটার্নের সঙ্গে ঐক্যের কথা বলতে পারে না? এটা বোঝার মতো সময় কি এই নয় যে, বিরোধীপক্ষের মেনশেভিক দৃষ্টিভঙ্গির লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা অসম্ভব?

লেনিন আর আব্রামোভিচকে ঐক্যবদ্ধ করা? না, কমরেডগণ, ধন্যবাদ! এই জোচ্চোরি খেলা থামানোর সময় হয়েছে।

এই কারণেই আমি মনে করি যে, কামেনেভের 'যে-কোনও মূল্যেই' ঐক্যের কথা বলা হল পার্টিকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে এক কপট খেলা।

আমরা ঐক্য নিয়ে খেলতে চাই না, চাই অকৃত্রিম ঐক্য। আমাদের পার্টিতে কি আমাদের অকৃত্রিম, লেনিনবাদী ঐক্য আছে? হাঁ, আমাদের তা আছে। আমাদের পার্টির ৯৯ শতাংশই যখন পার্টির সপক্ষে ও বিরোধীদের বিপক্ষে ভোট দেয় তখন সেটাই হয় এমন সত্যকারের, অকৃত্রিম, সর্বহারাশ্রেণীর ঐক্য যা আমরা এর আগে কখনো আমাদের পার্টিতে দেখিনি। এই তো দেখছেন পার্টি কংগ্রেস, এখানে একজনও তো বিরোধীপক্ষীয় প্রতিনিধি নেই। (**হর্ষধ্বনি।**) এটা যদি আমাদের লেনিনবাদী পার্টির ঐক্যই না হয় তবে আর কি? একেই তো আমরা বলশেভিক পার্টির লেনিনবাদী ঐক্য বলে থাকি।

(চ) **'বিরোধীপক্ষ নিপাত যাক!'** বিরোধীপক্ষকে লেনিনবাদী পথে আনার জন্য পার্টি তার পক্ষে যা কিছু সম্ভব সবই করেছে। বিরোধীপক্ষ যাতে প্রকৃতিস্থ হয় ও নিজের ভুলগুলি সংশোধন করে নেয় সেজন্য পার্টি চরম ঔদার্য ও মহত্ত্ব দেখিয়েছে। পার্টি বিরোধীপক্ষকে আহ্বান জানিয়েছে যাতে তারা গোটা পার্টির সামনে খোলাখুলি ও সৎভাবে তাদের লেনিনবাদ-বিরোধী মতামতগুলি পরিত্যাগ করে। পার্টি বিরোধীপক্ষকে আহ্বান জানিয়েছে যাতে তারা তাদের ত্রুটি স্বীকার করে ও সেগুলির হাত থেকে নিজেদের চিরকালের মতো মুক্ত করার জন্য সেগুলিকে নিন্দা করে। মতাদর্শ ও সংগঠন উভয় দিক থেকেই বিরোধীশক্তিকে নিরস্ত্র হওয়ার জন্য পার্টি আহ্বান জানিয়েছে।

এ রকম করার পেছনে পার্টির উদ্দেশ্য কি? তার উদ্দেশ্য হল বিরোধীদের শেষ করে দেওয়া ও সদর্থক কাজের দিকে এগিয়ে যাওয়া। তার উদ্দেশ্য হল

বিরোধীশক্তিকে শেষ পর্যন্ত দেউলিয়া করা ও সেই সুযোগকে গ্রহণ করা যাতে আমাদের নির্মাণমূলক মহান কর্মকাণ্ডে একেবারে পুরোপুরি নিরত হওয়া যায়।

দশম কংগ্রেসে লেনিন বলেছিলেন: 'আমরা এখন কোনও বিরোধীপক্ষ চাই না...আমাদের এখন অবশ্যই বিরোধীপক্ষকে শেষ করতে হবে, তার অবসান ঘটাতে হবে, আমরা যথেষ্ট বিরোধীপক্ষ এযাবৎ পেয়েছি!'[৮৫]

পার্টি শেষ পর্যন্ত লেনিনের এই শ্লোগানটিকে আমাদের পার্টির সদস্যশিবিরে বাস্তবায়িত করতে চায়। (**দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি।**)

বিরোধীপক্ষ যদি নিজেকে নিরস্ত্র করে তবে ভাল কথা। যদি তা নিরস্ত্র না হয়—আমরা নিজেরাই তাদেরকে নিরস্ত্র করব। (**একাধিক কণ্ঠস্বর: 'একেবারে ঠিক!' হর্ষধ্বনি।**)

৩। সারসংকলন

কামেনেভের ভাষণ থেকে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান যে বিরোধীপক্ষ পুরোপুরি নিরস্ত্র হতে চায় না। বিরোধীপক্ষের ৩রা ডিসেম্বরের ঘোষণাটিও অনুরূপ ইঙ্গিত দেয়। স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে, বিরোধীপক্ষ পার্টির বাইরে থাকাই পছন্দ করে। বেশ, তারা পার্টির বাইরেই থাকুক। এতে ভয়ঙ্কর বা ব্যতিক্রম বা বিস্ময়কর কিছুই নেই যে তারা পার্টির বাইরে থাকতেই পছন্দ করে, যে তারা নিজেদেরকে পার্টি থেকে বিছিন্ন করছে। আপনারা যদি আমাদের পার্টির ইতিহাস পড়েন তাহলে দেখবেন যে সর্বদাই, আমাদের পার্টি কর্তৃক গৃহীত কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক-পরিবর্তনের সময় পুরানো নেতৃত্বের একটি অংশ বলশেভিক পার্টির গাড়ী থেকে খসে পড়েছে ও নতুন লোকদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। কমরেডগণ, একটি দিক-পরিবর্তন হল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। দিক-পরিবর্তন হল তাদেরই ক্ষেত্রে বিপজ্জনক যারা শক্ত করে পার্টির গাড়ীতে বসে না। দিক-পরিবর্তন করার সময় সকলে নিজের ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারে না। গাড়ী ঘোরান—আর পেছন ফিরে দেখুন যে কেউ কেউ খসে পড়েছে। (**হর্ষধ্বনি।**)

ধরা যাক, আমাদের পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের সময়—১৯০৩ সালের কথা। সেটা ছিল উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সঙ্গে সমঝওতা থেকে উদারনৈতিকদের বিরুদ্ধে এক মরণপণ লড়াইয়ে, জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেওয়া থেকে জারতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রকে পুরোপুরি উৎখাতের জন্য জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে

প্রকাশ্য লড়াইয়ে পার্টির দিক-পরিবর্তন হওয়ার সময়পর্ব। সে-সময় পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন এই ছ'জন: প্লেখানভ, জাসুলিচ, মার্তভ, লেনিন, অ্যাক্সেলরড এবং পোত্রেসভ। এই পরিবর্তনটি সেই ছ'জনের মধ্যে পাঁচজনের ক্ষেত্রেই মারাত্মক বলে প্রমাণিত হয়েছিল। তাঁরা গাড়ী থেকে খসে পড়েছিলেন। শুধু লেনিনই রয়ে গিয়েছিলেন। (**হর্ষধ্বনি।**) দেখা গিয়েছিল যে, পার্টির প্রবীণ নেতারা, পার্টির প্রতিষ্ঠাতারা (প্লেখানভ, জাসুলিচ এবং অ্যাক্সেলরড) এবং সেই সঙ্গে দুজন নবীন নেতা (মার্তভ ও পোত্রেসভ) একজনের বিরুদ্ধে, তিনিও এক নবীন নেতাই, লেনিনের বিরুদ্ধে ছিলেন। আপনারা যদি জানতেন যে, সে-সময় পার্টির সর্বনাশ হয়ে গেছে, পার্টি টিঁকে থাকবে না, পুরানো নেতাদের বাদ দিয়ে কিছুই করা যাবে না বলে কী পরিমাণই না আর্তনাদ, ক্রন্দন ও বিলাপ হয়েছিল! সেই আর্তনাদ আর বিলাপ অবশ্য থিতিয়ে গিয়েছিল কিন্তু যা ঘটনা তা রয়েই গেল। আর ঘটনা হল এই যে, সেই পাঁচজনের বিদায়ের কল্যাণে পার্টি সঠিক পথে উত্তীর্ণ হতে সফল হয়েছিল। এটা এখন প্রত্যেক বলশেভিকের কাছেই পরিষ্কার যে লেনিন যদি ঐ পাঁচজনের বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ লড়াই না চালাতেন, ঐ পাঁচজনকে যদি পার্টি থেকে অপসারণ না করা হত। তাহলে আমাদের পার্টি বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিপ্লবে সর্বহারাদের নেতৃত্বদানে সক্ষম একটি বলশেভিক পার্টি হিসেবে সংহত হতে পারত না। (**একাধিক কণ্ঠস্বর:** 'এটা সত্যি কথা!')

পরের সময়কাল, ১৯০৭-০৮ সালের সময়পর্বের কথা ধরা যাক। সেটা ছিল জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে পার্শ্বদেশ আক্রমণের লড়াই-পদ্ধতিতে, বীমা তহবিল থেকে শুরু করে ডুমার চত্বর পর্যন্ত সর্ববিধ আইনী সুযোগ-সুবিধার ব্যবহারে আমাদের পার্টির দিক-পরিবর্তনের সময়পর্ব। ১৯০৫ সালের বিপ্লবে আমরা পরাজিত হওয়ার পর সেটা ছিল এক পশ্চাদপসারণের সময়পর্ব। ঐ পরিবর্তনটি আমাদের কাছ থেকে এই দাবিই করেছিল যে আমাদের শক্তিসমূহ সমাবেশ করার পর জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিপ্লবী সংগ্রাম পুনরারম্ভ করার জন্য আমাদেরকে নতুন লড়াই-পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হবে। কিন্তু এই দিক-পরিবর্তনটি বেশ কিছু প্রবীণ বলশেভিকের পক্ষে মারাত্মক বলে প্রমাণিত হল। আলেক্সিনস্কি গাড়ী থেকে পড়ে গেলেন। একদা তিনি ছিলেন একজন বেশ ভাল বলশেভিক। বোগদানভ পড়ে গেলেন। তিনি ছিলেন আমাদের পার্টির সবচেয়ে বিশিষ্ট নেতাদের অন্যতম।

রোজকভ—আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির জনৈক প্রাক্তন সদস্য—তিনিও পড়ে গেলেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। ১৯০৩ সালের থেকে সে-সময় সম্ভবতঃ কিছু কম আর্তনাদ ও বিলাপ হয়নি যে পার্টি বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর্তনাদ অবশ্য থেমে গিয়েছিল, কিন্তু যা ঘটনা তা রয়েই গেল। আর ঘটনা ছিল এই যে, পার্টি যদি যারা দোদুল্যমান হচ্ছিল ও বিপ্লবের উদ্দেশ্যকে বাধা দিচ্ছিল সেইসব লোকের হাত থেকে নিজেকে বিশুদ্ধীকৃত না করত তাহলে তা সংগ্রামের নতুন পরিবেশে সঠিক পথে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হতো না। সে-সময় লেনিনের লক্ষ্য কি ছিল? তাঁর ছিল একটিমাত্র লক্ষ্য, তা হল: যত শীঘ্র সম্ভব পার্টিকে নড়বড়ে আর ঘ্যানঘেনে ব্যক্তিদের হাত থেকে মুক্ত করা যাতে তারা আমাদের রাস্তায় না ঢুকে পড়ে। (হর্ষধ্বনি।)

কমরেডগণ, এইভাবেই আমাদের পার্টি বেড়ে উঠেছিল।

আমাদের পার্টি হল এক প্রাণবান জৈব সত্তা। প্রত্যেক জৈব সত্তার মতোই তা এক বিপাক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়: যা পুরানো আর অচল তা বিদায় নেয় (হর্ষধ্বনি), যা নতুন আর জায়মান তা বাঁচে ও বিকশিত হয়। (হর্ষধ্বনি।) ওপরে, নীচে উভয়তঃই কেউ কেউ চলে যায়। ওপরে ও নীচে উভয়তঃই নতুনরা জেগে ওঠে ও লক্ষ্যকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে। এইভাবেই আমাদের পার্টি বেড়েছিল। এইভাবেই তা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাবে।

এই একই কথা আমাদের বিপ্লবের বর্তমান সময়পর্ব সম্পর্কেও বলা চলে। আমরা এমন একটি সময়পর্বে রয়েছি যখন শিল্প ও কৃষির পুনরুদ্ধার থেকে গোটা জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠনে, এক নতুন কারিগরী বনিয়াদের ওপর তার পুনর্গঠনে মোড় নেওয়া হচ্ছে এমন একটি সময়ে যে সমাজতন্ত্রের গঠন আর নিছক কোনও প্রত্যাশিত ব্যাপারই নয়, তা এমন জীবন্ত বাস্তব বিষয় যা আভ্যন্তর ও বাহ্যিক দুই চরিত্রেরই অত্যন্ত বিরাট বাধাগুলিকে অতিক্রমের দাবি রাখে।

আপনারা জানেন যে, এই দিক-পরিবর্তনটি আমাদের বিরোধীপক্ষের নেতাদের কাছে মারাত্মক বলেই প্রমাণিত হয়েছে. তাঁরা নতুন বাধাবিপত্তির আঘাতে আহত হয়েছেন ও পার্টিকে আত্মসমর্পণের দিকে মোড় নেওয়াতে চেয়েছেন। এখন কিছু সংখ্যক নেতা যাঁরা শক্ত করে গাড়ীতে বসতে চান না তাঁরা যদি আজ খসে পড়েন তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তা শুধু

পার্টিকে সেইসব লোকের হাত থেকে বাঁচাবে যারা তার রাস্তায় ঢুকে পড়ছে ও তার অগ্রগতিতে বাধা দিচ্ছে। স্পষ্টতঃই বোঝা যাচ্ছে যে, তারা আমাদের পার্টির গাড়ী থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে আগ্রহী। বেশ, গোল্লায় যেতে ইচ্ছুক পুরানো নেতাদের কেউ কেউ যদি গাড়ী থেকে খসে পড়তেই চান তাহলে তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত নিষ্কৃতিই হোক! (**তুমুল ও দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি। সমগ্র কংগ্রেস উঠে দাঁড়ায় ও কমরেড স্তালিনকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে।**)

জাল 'স্তালিন রচিত নিবন্ধ' সম্বন্ধে বিদেশী সংবাদ-প্রতিনিধিদের কাছে বক্তব্য

জাল 'স্তালিন রচিত নিবন্ধ' প্রসঙ্গে মস্কোর বিদেশী সংবাদ-প্রতিনিধিদের (এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, ওল্‌ফ্ ব্যুরো, **নিউ ফ্রী প্রেস**[৮৬] প্রভৃতি) জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে আমি নিম্নরূপ বক্তব্য রাখা দরকার বোধ করি।

নিউ ইয়র্ক আমেরিকান[৮৭], ওয়াইড ওয়ার্ল্ড নিউজ এজেন্সি অথবা এ্যাংলো-আমেরিকান নিউজপেপার সার্ভিসের সেই মিথ্যাচারীদেরকে খণ্ডন করার এখন সামান্যই প্রয়োজন আছে যারা ইউ. এস. এস. আর-এর 'বিমানবহর' সম্বন্ধে, সোভিয়েত সরকার ও 'গোঁড়া চার্চের' মধ্যে 'সমঝওতা' সম্বন্ধে, ইউ. এস. এস. আর-এ পুঁজিপতিদেরকে 'তৈল সম্পদ' প্রত্যর্পণ ইত্যাদি প্রসঙ্গে অবিদ্যমান 'স্তালিন রচিত নিবন্ধ'-এর আকারে সমস্ত ধরনের গালগল্প প্রচার করছে। এগুলি খণ্ডনের প্রয়োজন নেই এই কারণে যে এই ভদ্রলোকেরা সংবাদপত্রে নিজেদেরকেই, জালিয়াতির ব্যবসায় জীবিকানির্বাহী পেশাদার মিথ্যাচারীরূপেই ঠিক প্রকট করে দিয়েছেন। আমরা যে এখানে সংবাদ-প্রতিনিধিদের নিয়ে নয়, বরং কলম-দস্যুদের নিয়েই আলোচনা করছি সেটা অনুধাবন করতে হলে সেই 'ব্যাখ্যাগুলি' পড়াই যথেষ্ট হবে যা এই সেদিন ঐ ভদ্রলোকেরা তাদের জোচ্চুরিকৌশলকে 'বৈধ প্রমাণের' প্রয়াসে সংবাদপত্রে দিয়েছেন।

তথাপি, সংবাদ-প্রতিনিধিদের প্রশ্নের জবাবে আমি বলতে চাই যে:

(ক) আমি কখনো সেই 'হেরম্যান গট্‌ক্রে' বা অন্য কোনও বিদেশী সংবাদ-প্রতিনিধিদের চোখেও দেখিনি যাঁরা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেছেন বলে দাবি করেছেন;

(খ) গত বছর আমি ঐসব ভদ্রলোক বা অন্য কোনও বিদেশী সংবাদ প্রতিনিধির সঙ্গেই সাক্ষাৎকার করিনি;

(গ) ইউ. এস. এস. আর-এ পুঁজিপতিদেরকে 'তৈল সম্পদ' প্রত্যর্পণ সম্বন্ধে বা 'গোঁড়া চার্চ' সম্বন্ধে অথবা ইউ. এস. এস. আর-এর 'বিমানবহর' কোনও কিছুর সম্বন্ধেই আমি কী 'মস্কো সোভিয়েতের প্রেসিডিয়ামে' কী

পার্টির 'মস্কো কমিটিতে' কোথাও কোন ভাষণ দিইনি ;

(ঘ) ঐ ধরনের কোনও 'নিবন্ধ' বা 'টীকা' কিছুই আমি সংবাদপত্রে দিইনি।

নিউ ইয়র্ক আমেরিকান, ওয়াইড ওয়ার্ল্ড নিউজ এজেন্সি ও এ্যাংলো-আমেরিকান নিউজপেপার সার্ভিসের ভদ্রলোকেরা তাঁদের পাঠকদের এই কথা জোর দিয়ে বলে ঠকাচ্ছেন যে সে-সময় মস্কো থেকে ঐ জাল 'স্তালিন রচিত নিবন্ধের' কোনও প্রতিবাদ করা হয়নি। ইউ. এস. এস. আর-এর 'বিমানবহর' এবং 'গোঁড়া চার্চের' সঙ্গে সমঝওতা সম্বন্ধে জাল 'নিবন্ধগুলির' কথা মস্কোতে ১৯২৭-এর নভেম্বরে জানা যায়। সেগুলি তৎক্ষণাৎ জালিয়াতি বলে বিদেশবিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীর দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হয় ও সে-কথা মস্কোস্থ এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস প্রতিনিধি মিঃ রেসউইককে জানানো হয়। এইসবের ভিত্তিতে মিঃ রেসউইক এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের কাছে ১লা ডিসেম্বর নিম্নরূপ তারবার্তাটি তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দেন :

> 'আমি আজ বিদেশবিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীতে জানলাম যে স্তালিনের স্বাক্ষরসম্বলিত নিবন্ধগুলির প্রচারণা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তাঁরা **নিউ ইয়র্ক আমেরিকান** ও সাধারণভাবে হার্স্ট প্রেসের বিরুদ্ধে নিউ ইয়র্কে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্নটি এখানে গুরুত্ব দিয়ে ভাবছেন। এখানকার কর্তৃপক্ষ ৬ই নভেম্বর **নিউ ইয়র্ক আমেরিকানে** 'সোভিয়েতকে মদৎ দেওয়ার জন্য চার্চকে ব্যবহার' শিরোনামায় প্রকাশিত সেই বিষয়টির প্রতি বিশেষ করে আপত্তি করেছেন যেটির সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে তা হল মস্কো প্রেসিডিয়ামের একটি সভায় স্তালিনের প্রদত্ত এক গোপন রিপোর্ট। বিদেশবিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীর মতে ঐ নিবন্ধগুলি হল নির্ভেজাল স্বকপোলকল্পিত। রেসউইক। ১লা ডিসেম্বর, ১৯২৭।'

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে কি এই তারবার্তাটি প্রকাশ করা হয়েছিল? আর তা যদি না হয় তাহলে কেন তা হল না? সেটা কি এই কারণেই নয় যে তা মাকিন-হাঙ্গেরীয় অথবা হাঙ্গেরীয়-মাকিন মিঃ কোর্দাকে একটি আয়ের উৎস থেকে বঞ্চিত করত?

এটা এই প্রথমবার নয় যে **নিউ ইয়র্ক আমেরিকান** স্তালিনের জাল অস্তিত্বহীন 'সাক্ষাৎকার' ও 'নিবন্ধগুলির' থেকে পুঁজি করার প্রয়াস পেল।

উদাহরণস্বরূপ, আমি জানি যে ১৯২৭ সালের জুন মাসে **নিউ ইয়র্ক আমেরিকান** একটি জাল 'স্তালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার' প্রকাশ করেছিল যেটির সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে তা 'ব্রিটেনের সঙ্গে বিচ্ছেদ', 'বিশ্ব-বিপ্লব' বর্জন, আর্কস হামলা ইত্যাদি বিষয়ে জনৈক সিসিল উইনচেষ্টারকে প্রেরিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে সে-সময় আর্গাস ক্লিপিং ব্যুরো ঐ 'সাক্ষাৎকারের' নির্ভেজালত্ব যাচাই করার জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করে ও আমাকে তাদের মক্কেল হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আমার কাছে লিখেছিল। এটা যে একটা প্রতারণা সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ না রেখে আমি তৎক্ষণাৎ নিউ ইয়র্ক **ডেইলি ওয়ার্কার**[৮৮] এর কাছে নিম্নরূপ প্রতিবাদপত্রও পাঠিয়েছিলাম :

> 'প্রিয় কমরেডগণ, আর্গাস ক্লিপিং ব্যুরো আমাকে **নিউ ইয়র্ক আমেরিকান** (১২ই জুন, ১৯২৭-এর) থেকে একটি সাক্ষাৎকার সম্বলিত সংবাদপত্র-উধৃতি পাঠিয়েছে, ঐ সাক্ষাৎকারটি আমি নাকি কোন এক সিসিল উইনচেষ্টারকে দিয়েছি। আমি এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমি কোনও সিসিল উইনচেষ্টারকে দেখিনি ও তাকে বা অন্য কাউকে কোনও-রকম সাক্ষাৎকারও দিইনি এবং **নিউ ইয়র্ক আমেরিকানের** সঙ্গে আমার একেবারেই কোন ব্যাপার নেই। আর্গাস ক্লিপিং ব্যুরো যদি জোচ্চোরদের ব্যুরো না হয় তবে তারা এটা নিশ্চয়ই অনুমান করবে যে **নিউ ইয়র্ক আমেরিকানের** সঙ্গে জড়িত জোচ্চোর ও ব্ল্যাকমেলারদের দ্বারা তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। জে. স্তালিন, ১১ই জুলাই, ১৯২৭।'

তথাপি মিঃ কোর্দার সংগঠনের মিথ্যাচারীরা তাদের জোচ্চুরিকৌশল অব্যাহতভাবেই চালিয়ে যাচ্ছে।...

এইসব কৌশলের উদ্দেশ্য কি ? তাদের জালিয়াতিকৌশল দিয়ে কোর্দা কোম্পানি কি লাভ করতে চায় ? উত্তেজনা বোধহয় ? না, শুধু উত্তেজনা নয়। তাদের উদ্দেশ্য হল জেনেভাতে ইউ. এস. এস. আর প্রতিনিধিরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের বিষয়ে তাঁদের ঘোষণার দ্বারা যে প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করেছেন তার মোকাবিলা করা।

তারা কি তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারবে ? নিশ্চয়ই না ! জালিয়াতি উদ্‌ঘাটিত হবে (তা ইতিমধ্যেই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে), কিন্তু যা ঘটনা তা রয়েই যাবে। ঘটনা হল এই যে ইউ. এস. এস. আর হল দুনিয়ার একমাত্র

দেশ যা একটি অকৃত্রিম শান্তিনীতি অনুসরণ করছে, যে ইউ. এস. এস. আর হল দুনিয়ার একমাত্র দেশ যা প্রকৃত নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নটিকে সৎভাবে উত্থাপন করেছে।

ইউ. এস. এস. আর-এর শান্তিনীতির বিরুদ্ধে পুঁজির দালালরা যে সমস্ত ধরনের অন্ধকারের-জীবদের ও কলম-দস্যুদের সাহায্যের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে এই ঘটনাটিই হল জেনেভায় ইউ. এস. এস. আর প্রতিনিধিবৃন্দ কর্তৃক নিরস্ত্রীকরণ প্রশ্নে গৃহীত অবস্থানের নৈতিক শক্তি ও নীতিগত যাথার্থ্যের সর্বোত্তম নির্দেশক।

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯২৭

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ২৯০
১৮ই ডিসেম্বর, ১৯২৭

টীকা

১। সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুগ্ম প্লেনাম ২৯শে জুলাই থেকে ৯ই আগস্ট, ১৯২৭এ অনুষ্ঠিত হয়। প্লেনাম নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি আলোচনা করে: আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ; ১৯২৭-২৮ সালের জন্য অর্থনৈতিক নির্দেশনামা ; কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন এবং শ্রমিক ও কৃষকের পরিদর্শক সংস্থার কার্যাবলী ; পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেস ; জিনোভিয়েভ ও ট্রট্স্কি কর্তৃক পার্টি-শৃংখলা লংঘন। প্লেনামের ১লা আগস্টের সভায় জে. ভি. স্তালিন 'আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতিরক্ষা' বিষয়ে একটি ভাষণ দেন। ২রা আগস্ট তারিখে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিষয়ক প্রস্তাবের খসড়া রূপায়ণের কমিশনে প্লেনাম জে. ভি. স্তালিনকে নির্বাচিত করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর এক নতুন সশস্ত্র হামলার হুমকি লক্ষ্য করে প্লেনাম ট্রট্স্কি-জিনোভিয়েভ জোটের পরাজয়বাদী ভূমিকাকে নিন্দা করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষাত্মক ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার কর্তব্যে চূড়ান্ত কর্মসূচী গ্রহণ করে। প্লেনাম ১৯২৭-২৮ সালের জন্য অর্থনৈতিক নির্দেশনামা জারী করে ও অর্থনৈতিক কর্মনীতির ক্ষেত্রে বিরোধীদের পরাজয়বাদী লাইনের চূড়ান্ত দেউলিয়াপনাকে লক্ষ্য করে। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন এবং শ্রমিক ও কৃষকের পরিদর্শক সংস্থার কার্যাবলী সম্পর্কে প্লেনাম তার প্রস্তাবটিতে রাষ্ট্রীয় হাতিয়ারের কাজের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এক কর্মসূচীর রূপরেখা প্রণয়ন করে। ৫ই আগস্ট তারিখে প্লেনামের সভায় জিনোভিয়েভ ও ট্রট্স্কি কর্তৃক পার্টি-শৃংখলা লংঘন সম্পর্কে জি. কে. ওরজোনি-কিদ্জের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনাকালে জে.ভি. স্তালিন একটি ভাষণ দেন। ৬ই আগস্ট তারিখে প্লেনাম জি. কে. ওরজোনিকিদ্জের রিপোর্টের ওপর প্রস্তাবের খসড়া রূপায়ণের কমিশনে জে. ভি. স্তালিনকে নির্বাচিত করে। প্লেনাম ট্রট্স্কি-জিনোভিয়েভ জোটের নেতাদের অপরাধীসুলভ কাজকর্মের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে এবং সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভকে বহিষ্কার করার প্রশ্ন উত্থাপন করে। একমাত্র তারই পরে, ৮ই আগস্ট তারিখে বিরোধীপক্ষের নেতারা প্লেনামের কাছে একটি 'ঘোষণা' পেশ করেন যেখানে তাঁরা কাপট্যের সঙ্গে তাঁদের নিজেদের আচার-আচরণের নিন্দা

করেন ও উপদলীয় কাজকর্ম বর্জনের শপথ নেন। ৯ই আগস্ট তারিখে বিরোধী-পক্ষের 'ঘোষণার' ওপর জে. ভি. স্তালিন প্লেনামে এক ভাষণ দেন। প্লেনাম ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভকে কঠোর ভর্ৎসনা করে ও সাবধান করে দেয়, ট্রট্স্কি-জিনোভিয়েভ জোটের নেতারা তাঁদের উপদলকে এই মুহূর্তে ভেঙে দিক বলে দাবি করে এবং পার্টির সকল সংগঠন ও সদস্যদের পার্টির ভেতর ঐক্য ও লৌহদৃঢ় শৃংখলা রক্ষার জন্য আহ্বান দেয়। (সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্লেনামের প্রস্তাবসমূহের জন্য 'সি. পি. এস. ইউ (বি)র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩ দেখুন।)

২। এখানে ১৯২৬ সালের মে মাসে পিলসুদ্স্কির দ্বারা সংগঠিত পোল্যাণ্ডের সেই সশস্ত্র সামরিক অভ্যুত্থানের উল্লেখ করা হয়েছে যার ফলস্বরূপ পিলসুদ্স্কি ও তার চক্র তাদের একনায়কত্ব কায়েম করে এবং দেশের ফ্যাসিবাদীভবন কার্যকরী করে। (পিলসুদ্স্কির সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রসঙ্গে **স্তালিন রচনাবলী**, ৮ম খণ্ড, বাং সং, পৃঃ ১৬৬-৭০, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৫ দ্রষ্টব্য।)

৩। এখানে ১৫-১৮ই জুলাই, ১৯২৭ সালে ভিয়েনায় সংগঠিত সর্বহারাশ্রেণীর একটি বিপ্লবী কার্যক্রমের উল্লেখ করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের কারণ ছিল ভিয়েনার একটি বুর্জোয়া আদালত কর্তৃক একদল ফ্যাসিস্টকে মুক্তিদান যারা কিছুসংখ্যক শ্রমিককে খুন করেছিল। স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত এই কার্যক্রম পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে রাস্তার লড়াইসহ এক অভ্যুত্থানে দানা বেঁধে ওঠে। অস্ট্রীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির নেতাদের বেইমানির ফলে এই অভ্যুত্থানটি স্তব্ধ হয়ে যায়।

৪। এখানে অস্ট্রীয় সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির 'বাম' অংশের উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্ভব হয় ১৯১৬ সালে, আর এর নেতৃত্বে ছিল এফ. এ্যাডলার এবং ও. বওয়ার। বিপ্লবী বুলির আড়ালে এই সোশ্যাল ডিমো-ক্র্যাটিক 'বামমার্গীরা' বাস্তবে শ্রমিকদের স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং সেই কারণে তা ছিল সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির অত্যন্ত বিপজ্জনক অংশ।

৫। শ্রমিকশ্রেণীর জীবনধারার মানের বিরুদ্ধে মালিকদের আক্রমণের ফলে ব্রিটেনে সাধারণ ধর্মঘট ও কয়লাখনি শ্রমিক ধর্মঘট ঘটেছিল। মজুরি হ্রাস ও বর্ধিত শ্রমকালকে কয়লাখনি শ্রমিকরা মেনে নিতে অস্বীকার করলে খনি-মালিকরা লক-আউট ঘোষণা করে। খনি-শ্রমিকরা ১লা মে, ১৯২৬এ

একটি ধর্মঘট ঘোষণা করে তার জবাব দেয়। ওরা যে খনি-শ্রমিকদের প্রতি সংহতিসূচক একটি সাধারণ ধর্মঘট ঘোষিত হয়। শিল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলির ও পরিবহন ব্যবস্থার কয়েক লক্ষ সংগঠিত শ্রমিক এই ধর্মঘটে অংশ নিয়েছিল। শ্রমিকদের লড়াই যখন তুঙ্গে তখন ১২ই মে সাধারণ ধর্মঘট প্রত্যাহার করে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জেনারেল কাউন্সিলের নেতারা ধর্মঘটীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। কিন্তু খনি-শ্রমিকরা লড়াই চালিয়ে যায়। কেবল সরকার ও মালিকপক্ষের নেওয়া দমনমূলক ব্যবস্থা এবং নিজেদের মধ্যে চূড়ান্ত দুর্দশার জন্যই খনি-শ্রমিকরা নভেম্বর, ১৯২৬এ কয়লাখনি মালিকদের শর্তে কাজে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। (ব্রিটিশ সাধারণ ধর্মঘট প্রসঙ্গে **স্তালিন রচনাবলী**, ৮ম খণ্ড, বাং সং, পৃঃ ১৫৬-৭০, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৫ দ্রষ্টব্য।)

৬। **কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক**—একটি সাময়িক পত্রিকা, মে, ১৯১৯ থেকে জুন, ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত রুশ, ফরাসী, জার্মান, ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত কমিনটার্নের কর্মপরিষদের মুখপত্র। কমিনটার্নের কর্মপরিষদের প্রেসিডিয়াম কর্তৃক ১৫ই মে, ১৯৪৩এ গৃহীত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত অনুসারে এটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

৭। ব্র্যাণ্ডলারবাদ—১৯২২-২৩ সালে জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যিনি ছিলেন এবং দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর যিনি নেতা ছিলেন সেই ব্র্যাণ্ডলারের নামে পরিচিত জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টিতে এক দক্ষিণপন্থী-সুবিধাবাদী ঝোঁক। ব্র্যাণ্ডলারবাদীদের পরাজয়বাদী নীতি ও সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক উর্ধ্বতন নেতৃত্বের সঙ্গে তাদের সহযোগিতা ১৯২৩-এর বিপ্লবে জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর পরাজয়ে পরিণত হয়। ১৯২৯ সালে ব্র্যাণ্ডলার তাঁর উপদলীয়, পার্টি-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন।

৮। ভি. আই. লেনিন: 'বর্তমান বিপ্লবে সর্বহারাশ্রেণীর কর্তব্য' (**রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ২৪ তম খণ্ড দেখুন)।

৯। চীনা শ্রমিকদের হংকং ধর্মঘট ১৯শে জুন, ১৯২৫ শুরু হয় ও ষোল মাস ধরে চলে। এই ধর্মঘটের একটি রাজনৈতিক চরিত্র ছিল এবং তা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল।

১০। কুওমিনতাঙ—চীনের একটি রাজনৈতিক দল, একটি প্রজাতন্ত্রের জন্য এবং দেশের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে সান ইয়াৎ-সেন

কর্তৃক ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত। ১৯২৪ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কুওমিনতাঙে যোগ দেয় ও তদ্দ্বারা তাকে এক গণবিপ্লবী পার্টিতে রূপ নিতে সাহায্য করে। ১৯২৫-২৭ সালে চীনা বিপ্লবের বিকাশের প্রথম স্তরে যখন ঐ বিপ্লবটি ছিল এক যুক্ত সর্বজাতিক ফ্রন্টের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লব, তখন কুওমিনতাঙ ছিল সর্বহারাশ্রেণীর, শহুরে ও গ্রামীণ পেটি-বুর্জোয়ার এবং বৃহৎ জাতীয় বুর্জোয়া-শ্রেণীর একটি অংশের জোটের পার্টি। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী প্রতিবিপ্লবের শিবিরে চলে যাওয়ার পর দ্বিতীয় স্তরে, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক, কৃষি-বিপ্লবের পর্বে কুওমিনতাঙ ছিল শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকসমাজ ও শহুরে পেটি-বুর্জোয়াদের একটি জোট এবং তা এক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবী নীতি অনুসরণ করেছিল। একদিকে কৃষি-বিপ্লবের প্রসার ও কুওমিনতাঙদের ওপর সামন্তবাদী জমিদারদের চাপ, অপরদিকে সেই সাম্রাজ্যবাদীদের চাপ যারা দাবি করেছিল যে কুওমিনতাঙকে কমিউনিস্টদের সংশ্রব ছিন্ন করতে হবে—এই দু'য়ে মিলে পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে (কুওমিনতাঙের বামপন্থীরা) সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল এবং তারা প্রতিবিপ্লবের পক্ষে ঝুঁকে পড়েছিল। বাম কুওমিনতাঙপন্থীরা যখন বিপ্লব ছেড়ে চলে যেতে শুরু করল (১৯২৭ এর গ্রীষ্মে) তখন কমিউনিস্টরা কুওমিনতাঙ থেকে সরে দাঁড়াল এবং তা বিপ্লব-বিরোধী লড়াইয়ের এক কেন্দ্রে পরিণত হল। (কুওমিনতাঙ প্রসঙ্গে **স্তালিন রচনাবলী**, ৯ম খণ্ড, বাং সং, পৃঃ ২১৯-২৬ ও ৩০০-০৭, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৫ দ্রষ্টব্য।)

১১। ঐ, ৮ম খণ্ড, বাং সং, পৃঃ ৩৮১, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৫ দ্রষ্টব্য।

১২। চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী কুওমিনতাঙদের দ্বারা ১২ই এপ্রিল, ১৯২৭এ পরিচালিত চীনের প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের উল্লেখ করা হয়েছে। এরই ফলস্বরূপ নানকিঙে একটি প্রতিবিপ্লবী সরকার কায়েম হয়। (চিয়াং কাই-শেকের অভ্যুত্থান প্রসঙ্গে **স্তালিন রচনাবলী**, ৯ম খণ্ড, বাং সং, পৃঃ ২০৫-০৭, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৫ দ্রষ্টব্য।)

১৩। ভি. আই. লেনিনের 'জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নসমূহে তাত্ত্বিক নিবন্ধের প্রাথমিক খসড়া' (**রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৩১তম খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

১৪। কমিনটার্নের কর্মপরিষদের ষষ্ঠ বর্ধিত প্লেনামের প্রাচ্য কমিশন কর্তৃক খসড়াকৃত চীনা প্রশ্নের ওপর প্রস্তাবটি এক প্লেনারি সভায় ১৩ই মার্চ, ১৯২৬এ গৃহীত হয়েছিল ('কমিনটার্নের কর্মপরিষদের ষষ্ঠ বর্ধিত প্লেনামের তাত্ত্বিক নিবন্ধ ও প্রস্তাবাবলী', মস্কো ও লেনিনগ্রাদ, ১৯২৬ দ্রষ্টব্য)।

১৫। ১৯২৫-২৭ সালের চীনা বিপ্লবের বিকাশ বিষয়ে একটি নিবন্ধে এ. মাত্তিনভ (দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেস কর্তৃক আর. সি. পি (বি)র সদস্যভুক্ত এক প্রাক্তন মেনশেভিক) এই তত্ত্ব উপস্থিত করেন যে চীনের বিপ্লব একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে এক সর্বহারা বিপ্লবে শান্তিপূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হতে পারে। মাত্তিনভের এই ভ্রান্ত তত্ত্বের দায়িত্বটা ট্রট্স্কি-জিনোভিয়েভ সোভিয়েত-বিরোধী জোট কমিনটার্ন ও সি. পি. এস. ইউ (বি)র নেতৃত্বের ওপর চাপাতে চেয়েছিল।

১৬। **স্তালিন রচনাবলী**, ৯ম খণ্ড, বাং সং, পৃঃ ৩১৬, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৫ দ্রষ্টব্য।

১৭। **লেনিন রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ২৪তম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

১৮। ঐ, ২৫তম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

১৯। ইঙ্গ-সোভিয়েত বা ইঙ্গ-রুশ ঐক্য কমিটিটি (গ্রেট ব্রিটেন এবং ইউ. এস. এস. আর-এর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের যুগ্ম পরামর্শ কমিটি) ৬-৮ই এপ্রিল, ১৯২৫এ লণ্ডনে একটি ইঙ্গ-রুশ ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সারা-ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় পরিষদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিটি এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ এবং ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জেনারেল কাউন্সিলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের বেইমানী নীতির জন্য ১৯২৭-এর শরৎকালে কমিটির অস্তিত্ব লোপ পায়। (ইঙ্গ-রুশ কমিটি প্রসঙ্গে **স্তালিন রচনাবলী**, ৮ম খণ্ড, বাং সং, পৃঃ ১৭৪ ও ১৯২, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৫ দ্রষ্টব্য।)

২০। ভি. আই. লেনিন: **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৩১তম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২১। **স্তালিন রচনাবলী**, ৪র্থ খণ্ড, বাং সং, পৃঃ ২২৭-২৮, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৪ দ্রষ্টব্য।

২২। ইউ. এস. এস. আর-এর ও. জি. পি. ইউ-এর কলেজীয়াম কর্তৃক ৯ই জুন, ১৯২৭এ ঘোষিত এক দণ্ডাজ্ঞা অনুসারে সন্ত্রাসমূলক, অন্তর্ঘাতী ও গুপ্তচরবৃত্তি চালাবার জন্য বিশজন রাজতন্ত্রবাদী শ্বেতরক্ষীকে গুলি করে হত্যার উল্লেখ করা হয়েছে। বিদেশী রাষ্ট্রগুলির গুপ্তচর সংস্থা কর্তৃক এইসব শ্বেতরক্ষী ইউ. এস. এস. আর-এ প্রেরিত হয়েছিল; এদের মধ্যে ছিল ভূতপূর্ব রুশ রাজপুত্ররা আর অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা, বৃহৎ জমিদার, শিল্পপতি, বণিক এবং জার বাহিনীর রক্ষী অফিসারেরা।

২৩। কার্জন চরমপত্র—বিদেশবিষয়ক ব্রিটিশ স্টেট সেক্রেটারী লর্ড কার্জন

কর্তৃক ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে এক নতুন আগ্রাসী হস্তক্ষেপের হুমকি দিয়ে ৮ই মে, ১৯২৩এ প্রেরিত একটি রিপোর্ট।

২৪। **সৎসিয়ালিস্তিচেস্কি ভেস্তনিক** (সমাজতান্ত্রিক দূত)—মেনশেভিক প্রবাসী শ্বেতরক্ষীদের দ্বারা প্রকাশিত একটি পত্রিকা। ১৯২১-এর ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৩৩-এর মার্চ পর্যন্ত এটি জার্মানি থেকে ও পরবর্তীকালে ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি প্রতিক্রিয়াশীল শ্বেত-রক্ষীদের মুখপত্র ছিল।

২৫। **রুল** (চালিকাযন্ত্র)—একটি ক্যাডেট, প্রবাসী শ্বেতরক্ষী পত্রিকা, বার্লিনে নভেম্বর, ১৯২০ থেকে অক্টোবর, ১৯৩১ পর্যন্ত প্রকাশিত।

২৬। স্তালিন : 'প্রাচ্যের জাতিসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক কর্তব্যসমূহ' (**রচনাবলী**, ৭ম খণ্ড, বাং সং, পৃঃ ১৩৩-৪৮, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৫ দ্রষ্টব্য।)

২৭। ভি. আই. লেনিন : 'ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের শ্লোগান' (**রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ২১তম খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

২৮। 'ই. সি. সি. আই-এর বর্ধিত প্লেনাম প্রসঙ্গে কমিনটার্ন ও আর. সি. পি. (বি)র কর্তব্য' শীর্ষক প্রস্তাবটির উল্লেখ করা হয়েছে, এটি ২৭-২৯শে এপ্রিল, ১৯২৫এ অনুষ্ঠিত আর. সি. পি (বি)র চতুর্দশ সম্মেলনে গৃহীত হয়েছিল।

২৯। ১৮ই-৩১শে ডিসেম্বর, ১৯২৫এ অনুষ্ঠিত সি. পি. এস. ইউ (বি)র চতুর্দশ কংগ্রেসে গৃহীত কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে প্রস্তাবটির উল্লেখ করা হয়েছে।

৩০। ২৬শে অক্টোবর-৩রা নভেম্বর, ১৯২৬এ অনুষ্ঠিত সি. পি. এস. ইউ (বি)র পঞ্চদশ সম্মেলনে গৃহীত 'সি. পি. এস. ইউ (বি)তে বিরোধী জোট' সম্বন্ধে প্রস্তাবটির উল্লেখ করা হয়েছে।

৩১। ২২শে নভেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯২৬এ অনুষ্ঠিত কমিনটার্নের কর্মপরিষদের সপ্তম বর্ধিত প্লেনাম কর্তৃক গৃহীত রুশ প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রস্তাবটির উল্লেখ করা হয়েছে।

৩২। ১৭ই জুন থেকে ৮ই জুলাই, ১৯২৪এ অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পঞ্চম কংগ্রেসে গৃহীত রুশ প্রশ্নের ওপর প্রস্তাবটির উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৩। ভি. আই. লেনিন : **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৩৩তম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৩৪। 'অস্‌সোভস্কিবাদ'—একটি প্রতিবিপ্লবী তত্ত্ব, যা ইউ.এস.এস.আর-এ একটি ট্রট্‌স্কিপন্থী পার্টির প্রতিষ্ঠাকে বৈধ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল। ট্রট্‌স্কি-বাদী অস্‌সোভস্কি এই 'তত্ত্ব' উদ্ভাবন করেন। তাঁকে সি. পি. এস. ইউ (বি) থেকে ১৯২৬ সালের আগস্ট মাসে বহিষ্কার করা হয়।

৩৫। ৮-১৬ই মার্চ, ১৯২১এ অনুষ্ঠিত আর. সি. পি (বি)র দশম কংগ্রেসে গৃহীত 'পার্টি-ঐক্য প্রসঙ্গে' শীর্ষক প্রস্তাবটির উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৬। 'শ্রমিক সত্য' গোষ্ঠী—১৯২১ সালে স্থাপিত একটি প্রতিবিপ্লবী গোপন গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর সদস্যরা আর. সি. পি. (বি)র থেকে বহিষ্কৃত হয়।

৩৭। জেনোয়া সম্মেলন—১০ই এপ্রিল থেকে ১৯শে মে, ১৯২২এ জেনোয়াতে (ইতালী) অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলন। সেখানে তাতে একদিকে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান ও অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলি এবং অপরদিকে সোভিয়েত রাশিয়া যোগ দেয়। সম্মেলনের সূচনায় সোভিয়েত প্রতিনিধিবৃন্দ ইউরোপের পুনর্বাসনের জন্য এক বিস্তৃত কর্মসূচী ও সাবিক নিরস্ত্রীকরণেরও একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। সোভিয়েত প্রতিনিধি-বৃন্দের প্রস্তাবগুলি বাতিল হয়। পুঁজিবাদী দেশগুলির প্রতিনিধিরা সোভিয়েত প্রতিনিধিবৃন্দের কাছে এমন দাবি পেশ করেন যা মেনে নেওয়া হলে তার অর্থ দাঁড়াত সোভিয়েতভূমিকে পশ্চিম ইউরোপীয় পুঁজির উপনিবেশে পরিণত করা (যথা সমস্ত যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধপূর্বকালীন ঋণ পরিশোধ, পুরানো বিদেশী মালিকদের হাতে রাষ্ট্রায়ত্ত বৈদেশিক সম্পত্তির প্রত্যর্পণ ইত্যাদি ইত্যাদি)। বিদেশী পুঁজিপতিদের এইসব দাবি সোভিয়েত প্রতিনিধিবর্গ প্রত্যাখ্যান করেন।

৩৮। ১৯১৯-এর জুলাইয়ে আমস্টারডামে অনুষ্ঠিত একটি কংগ্রেসে গঠিত সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলির আন্তর্জাতিক ফেডারেশনটির উল্লেখ করা হয়েছে। আমস্টারডাম আন্তর্জাতিক একটি সংস্কারবাদী নীতি অনুসরণ করে, বুর্জোয়াদের সঙ্গে খোলাখুলি হাত মেলায়, বৈপ্লবিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াই করে ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বৈরিতা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমস্টারডাম আন্তর্জাতিক বস্তুতঃ কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়। ট্রেড ইউনিয়নসমূহের বিশ্ব ফেডারেশন গঠনের দরুণ তাকে ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫এ সরকারীভাবে ভেঙে দেওয়া হয়।

৩৯। আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু

সংখ্যক ট্রেড ইউনিয়নের যৌথ একটি ফেডারেশন, ১৮৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত। এই ফেডারেশনের নেতারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল এবং বিশ্ব শ্রমিক-আন্দোলনে তারা বিভেদমূলক কার্যকলাপ চালায়।

৪০। ১৯২৫ সালের ১০ই থেকে ২১শে জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসী রাজ্যে একটি বিচার অনুষ্ঠিত হয় যা দুনিয়ার সর্বত্রের আকর্ষণ কেড়েছিল। জন স্কোপ্‌স্‌ বলে এক কলেজ-শিক্ষকের বিচার করা হয়েছিল ডারউইনের বিবর্তনবাদ পড়ানোর দায়ে। মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীল কুসংস্কারবাদীরা রাষ্ট্রীয় বিধান সংঘনের দায়ে তাঁকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছিল ও জরিমানা করেছিল।

৪১। জে.ভি. স্তালিন 'প্রাচ্যের জাতিসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক কর্তব্যসমূহ' (**রচনাবলী**, ৭ম খণ্ড, বাং সং, পৃঃ ১৩৩, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৫ দ্রষ্টব্য)।

৪২। ঐ।

৪৩। ভি. আই. লেনিন : 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার' (**রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ২২তম খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

৪৪। সি.পি এস.ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুগ্ম প্লেনামটি ২১-২৩শে অক্টোবর, ১৯২৭এ অনুষ্ঠিত হয়। এই প্লেনাম সি. পি. এস. ইউ (বি)র পঞ্চদশ কংগ্রেসের আলোচ্যসূচীর অন্তর্গত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর উপস্থাপিত খসড়া তাত্ত্বিক নিবন্ধসমূহ আলোচনা ও অনুমোদন করে : জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য এক পাঁচসালা যোজনা প্রণয়নের নির্দেশনামা ; গ্রামাঞ্চলে কাজ। এই প্লেনাম রিপোর্টদাতাদের নিয়োগ অনুমোদন করে, পার্টির ভেতর একটি আলোচনা শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং পার্টিসভাগুলিতে ও সংবাদপত্রে আলোচনার উদ্দেশ্যে পঞ্চদশ কংগ্রেসের জন্য তাত্ত্বিক নিবন্ধসমূহ প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্মরণে ইউ. এস. এস. আর-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের প্রদত্ত ইস্তাহারের বিরুদ্ধে বিশেষতঃ একটি সাত-ঘণ্টার শ্রমদিবসে উত্তীর্ণ হওয়ার বিষয়টির বিরুদ্ধে ট্রট্‌স্কি-জিনোভিয়েভ বিরোধীপক্ষের নেতাদের আক্রমণের সম্ভাবনা মনে রেখে এই প্লেনাম প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করে এবং এক বিশেষ সিদ্ধান্তক্রমে ঘোষণা করে যে ইউ. এস. এস. আর-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের ইস্তাহারটি প্রকাশ করার

জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করায় কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো ঠিকই করেছে, প্লেনাম ঐ খোদ ইস্তাহারটিকে অনুমোদন করে। সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের আগস্ট (১৯২৭) প্লেনামের পরবর্তীকালে ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভের উপদলীয় কার্যকলাপ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতিমণ্ডলীর একটি রিপোর্টও এই প্লেনাম শোনে। ২৩শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত প্লেনামের সভায় এ বিষয়ে আলোচনাকালে জে. ভি. স্তালিন 'ট্রট্স্কিপন্থী বিরোধী-পক্ষের অতীত ও বর্তমান' শীর্ষক ভাষণটি দিয়েছিলেন। পার্টিকে ঠকানো ও তার বিরুদ্ধে এক উপদলীয় লড়াই চালানোর জন্য প্লেনাম ট্রট্স্কি ও জিনোভি-য়েভকে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বহিষ্কার করে ও ট্রট্স্কি-জিনোভিয়েভ বিরোধী-পক্ষের নেতাদের বিভেদমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কিত নথিপত্রাদি পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসের নিকট পেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৪৫। ভি. আই. লেনিন: 'বলশেভিক পার্টির সদস্যদের কাছে একটি চিঠি' এবং 'রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে একটি চিঠি' (**রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ২৬তম খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

৪৬। ভি. আই. লেনিন: আর. সি. পি. (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক কার্যক্রম সম্বন্ধীয় রিপোর্ট, ৮ই মার্চ, ১৯২১ (**রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৩২তম খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

৪৭। ভি. আই. লেনিন: আর. সি. পি (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টের ওপর আলোচনার জবাবে, ৯ই মার্চ, ১৯২১ (ঐ)।

৪৮। **নোভায়া ঝিজ্ন** (নব জীবন)—এপ্রিল, ১৯১৭ থেকে পেত্রোগ্রাদে প্রকাশিত একটি মেনশেভিক সংবাদপত্র; জুলাই, ১৯১৮এ বন্ধ হয়ে যায়।

৪৯। মাইয়াসনিকভ গোষ্ঠী—একটি প্রতিবিপ্লবী গোপন গোষ্ঠী, এরা নিজেদেরকে 'শ্রমিক গোষ্ঠী' বলত। আর. সি. পি (বি) থেকে বহিষ্কৃত জি. মাইয়াসনিকভ ও অন্য কয়েকজন দ্বারা ১৯২৩ সালে মস্কোতে এটি গঠিত হয়, এর সদস্যসংখ্যা ছিল খুব অল্প। ঐ বছরেই এটা ভেঙে দেওয়া হয়।

৫০। **ভরওয়ার্টস** (আগুয়ান)—১৮৭৬ থেকে ৯৩৩ পর্যন্ত প্রকাশিত জার্মানির সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র। মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর এটি সোভিয়েত-বিরোধী প্রচারের এক কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল।

৫১। এখানে ২৮শে আগস্ট ১৯২৪ সালে জর্জিয়ায় সংঘটিত প্রতিবিপ্লবী

বিদ্রোহগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলি পরাজিত বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী পার্টিগুলির এবং অবশিষ্ট এন. জর্দানিয়ার প্রবাসী 'মেনশেভিক' সরকার কর্তৃক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃবৃন্দের পরামর্শ ও আর্থিক পরিপোষণক্রমে সংগঠিত হয়েছিল। জর্জীয় শ্রমিক ও মেহনতি কৃষকদের সক্রিয় সহযোগিতায় এগুলিকে মাথা-চাড়া-দেওয়ার ঠিক পরদিনই ২৯শে আগস্ট তারিখে দমন করা হয়েছিল।

৫২। এখানে চীনা সৈনিক ও পুলিশদের একটি বাহিনী কর্তৃক পিকিং (পিপিং)এ সোভিয়েত দূতাবাসের ওপর ৬ই এপ্রিল, ১৯২৭ তারিখে সংঘটিত এক সশস্ত্র হামলার উল্লেখ করা হয়েছে। চীন এবং ইউ. এস. এস. আর-এর মধ্যে এক সশস্ত্র সংঘর্ষে উস্কানির উদ্দেশ্যে এই আক্রমণটি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা প্ররোচিত হয়েছিল।

৫৩। এখানে ব্রিটিশ রক্ষণশীল দলীয় সরকারের নির্দেশক্রমে ১২ই মে, ১৯২৭ তারিখে লণ্ডনে সোভিয়েত বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দলের ওপর ও আর্কস (ইঙ্গ-রুশ সমবায় সমিতি)-এর ওপর সংঘটিত পুলিশী হামলার উল্লেখ করা হয়েছে।

৫৪। এখানে ১৯২৭-এর শরৎকালে ফ্রান্সে সোভিয়েত-বিরোধী প্রচারণার উল্লেখ করা হয়েছে। এটি প্ররোচিত হয়েছিল ফরাসী সরকারের দ্বারা যারা সমস্ত ধরনের সোভিয়েত-বিরোধী কার্যকলাপ সমর্থন করেছিল, প্যারিসস্থ সোভিয়েত সরকারী প্রতিনিধি ও প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার চালিয়েছিল এবং ইউ. এস. এস. আর-এর সঙ্গে ব্রিটেনের কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদকে সুনজরে দেখেছিল।

৫৫। স্মেনা-ভেখপন্থীরা—১৯২১ সালে বিদেশে প্রবাসী রুশ শ্বেতরক্ষী বুদ্ধিজীবী মহলে উদ্ভূত এক বুর্জোয়া রাজনৈতিক প্রবণতার প্রতিনিধিরা। এর নেতৃত্বে ছিলেন সেই এন. উস্ত্রিয়ালভ, ওয়াই ক্লুশ্‌নিকভ ও অন্যান্যদের নিয়ে গঠিত একটি গোষ্ঠী যারা **স্মেনা-ভেখ** (পথচিহ্নের পরিবর্তন) নামের পত্রিকাটি প্রকাশ করতেন। স্মেনা-ভেখপন্থীরা সোভিয়েত রাশিয়ার সেই নতুন বুর্জোয়া-শ্রেণী ও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী মহলের দৃষ্টিভঙ্গিকে অভিব্যক্ত করত যারা বিশ্বাস করত যে নয়া অর্থনৈতিক নীতির প্রবর্তনের ফলে সোভিয়েত ব্যবস্থা ক্রমশঃই বুর্জোয়া গণতন্ত্রে অধঃপতিত হবে। (স্মেনা-ভেখপন্থীদের বিষয়ে লেনিনের **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৩৩তম খণ্ড এবং স্তালিনের **রচনাবলী**, ৭ম

খণ্ড, বাং সং, পৃঃ ৩১০-১২, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৫ ও ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৭৪ দ্রষ্টব্য।)

৫৬। ভি. আই. লেনিন: **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৭ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৫৭। **ভসিসচে জেতুং**—১৭০৪ থেকে ১৯৩৪-এর এপ্রিল পর্যন্ত বার্লিনে প্রকাশিত একটি জার্মান বুর্জোয়া সংবাদপত্র।

৫৮। সাকো এবং ভ্যানজেট্টি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ইতালীয় শ্রমিক; খুন আর ডাকাতির সাজানো অভিযোগে ১৯২০র ৫ই মে ম্যাসাচুসেট্‌সের ব্রুকটনে গ্রেপ্তার হন ও ১৯২১ সালে এক মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীল আদালত কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হন। এই দণ্ডাজ্ঞার প্রতিবাদে দুনিয়ার সর্বত্র গণ-বিক্ষোভ, সভা ও ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছিল যাতে লক্ষ লক্ষ মেহনতি মানুষ অংশ নেয়। ২৩শে আগস্ট, ১৯২৭ তারিখে সাকো ও ভ্যানজেট্টিকে হত্যা করা হয়।

৫৯। জারতন্ত্রী সরকারের রাষ্ট্রীয় ঋণ বাতিল করে শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের ডেপুটিবর্গের সোভিয়েতসমূহের সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের আইনটি (ডিক্রী) ২১শে জানুয়ারি, ১৯১৮ তারিখে গৃহীত হয়।

৬০। পল লাফার্গ: **বিপ্লবের পরমুহূর্তে** (**রচনাবলী**, রুশ সং, ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

৬১। ভি. আই লেনিন: **সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়** (**রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ২২তম খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

৬২। মস্কো সামরিক এলাকার সপ্তম পার্টি সম্মেলন ১৫-১৭ই নভেম্বর, ১৯২৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। জে. ভি. স্তালিনের অভিনন্দনবার্তা ১৭ই নভেম্বর সকালের অধিবেশনে পঠিত হয়।

৬৩। সি. পি. এস. ইউ (বি)র ষোড়শ মস্কো গুবের্নিয়া সম্মেলন ২০-২৮শে নভেম্বর, ১৯২৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের রিপোর্টগুলি শোনে, ইউ. এস. এস. আর-এর জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের সাধারণ পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে মস্কো গুবের্নিয়াতে অর্থনৈতিক নির্মাণকার্যের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করে, সি. পি. এস. ইউ (বি)র মস্কো কমিটি ও মস্কো নিয়ন্ত্রণ কমিশনের রিপোর্টগুলি, গ্রামাঞ্চলের কাজের সম্পর্কে একটি রিপোর্ট ও অন্যান্য প্রশ্নসমূহের আলোচনা করে। ২৩শে নভেম্বর, সম্মেলনের সকালের অধিবেশনে

জে. ভি. স্তালিন একটি ভাষণ দেন। সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টের ওপর গৃহীত তার প্রস্তাবটিতে সম্মেলন কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ও সাংগঠনি কাজকর্মগুলি এবং ট্রট্স্কিপন্থী বিরোধীপক্ষ সম্বন্ধে তার সিদ্ধান্তগুলিকে অনুমোদন করে। সম্মেলন জে. ভি. স্তালিনকে সি. পি. এস. ইউ (বি)র পঞ্চদশ কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করে।

৬৪। ভি. আই. লেনিন: **'পণ্যের মাধ্যমে কর পুস্তিকাটির রূপরেখা'** (**রচনাবলী,** ৪র্থ রুশ সং, ৩২তম খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

৬৫। ভি. আই. লেনিন: ৫ই জুলাই, ১৯২১ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত আর. সি. পি. (বি)র রণকৌশল সম্পর্কে রিপোর্ট (**রচনাবলী,** ৪র্থ রুশ সং, ৩২তম খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

৬৬। ভি. আই. লেনিন: ১৮ই মার্চ, ১৯১৯ তারিখে আর. সি. পি (বি)র অষ্টম কংগ্রেসে উদ্বোধনী ভাষণ (**রচনাবলী,** ৪র্থ রুশ সং, ২৯তম খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

৬৭। ভি. আই. লেনিন: 'সেন্ট পিটার্সবুর্গে নির্বাচন এবং একত্রিশ জন মেনশেভিকের ভণ্ডামি' (**রচনাবলী,** ৪র্থ রুশ সং, ১২শ খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

৬৮। সি. পি. এস. ইউ (বি)র পঞ্চদশ কংগ্রেস ২রা-১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৭ তারিখে মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্ট, কেন্দ্রীয় হিসাব-পরীক্ষা কমিশনের, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন ও শ্রমিক ও কৃষকের পরিদর্শক সংস্থার এবং কমিনটার্নের কর্মপরিষদে সি. পি. এস. ইউ (বি)র প্রতিনিধিবর্গের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করে, জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের উদ্দেশ্যে একটি পাঁচসালা যোজনা রূপায়ণের জন্য নির্দেশনামা এবং গ্রামাঞ্চলে কাজের বিষয়ে একটি রিপোর্টও কংগ্রেস আলোচনা করে; বিরোধীপক্ষের প্রশ্নে কংগ্রেস কমিশনের রিপোর্টটি তা শোনে এবং পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে নির্বাচিত করে। ৩রা ডিসেম্বর তারিখে জে. ভি. স্তালিন সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্টটি পেশ করেন ও ৭ই ডিসেম্বর তিনি আলোচনার জবাব দেন। ১২ই ডিসেম্বর তারিখে কংগ্রেস কমিনটার্নের কর্মপরিষদে সি. পি. এস. ইউ (বি)র প্রতিনিধিদের কাজ সম্পর্কে রিপোর্টটির বিষয়ে প্রস্তাবের খসড়া প্রণয়নের কমিশনে জে. ভি. স্তালিনকে একজন সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করে। কংগ্রেস পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক লাইন অনুমোদন করে এবং তাকে

এক শান্তির ও ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতিরক্ষাত্মক সামর্থ্য শক্তিশালী করার, দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নকে অবিরাম গতিতে অব্যাহত রাখার, শহরে ও গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক অধিক্ষেত্রকে প্রসারিত ও শক্তিশালী করার এবং জাতীয় অর্থনীতি থেকে পুঁজিবাদী উপাদানগুলিকে উৎখাত করার দিকে একটি ধারা পরিচালনা করার নীতি অনুসরণ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেয়। কংগ্রেস কৃষির যৌথীকরণের পূর্ণতম বিকাশের জন্য আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব নেয়, যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির সম্প্রসারণের একটি পরিকল্পনার রূপরেখা রচনা করে এবং কৃষির যৌথীকরণের জন্য লড়াই করার পদ্ধতিসমূহ নির্দেশ করে। পার্টির ইতিহাসে পঞ্চদশ কংগ্রেস কৃষির যৌথীকরণ কংগ্রেস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইউ. এস. এস. আর-এর জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের উদ্দেশ্যে প্রথম পাঁচসালা যোজনা প্রণয়নের জন্য কংগ্রেস নির্দেশ দেয়। ট্রট্স্কি জিনোভিয়েভ গোষ্ঠীর বিলুপ্তিমুখী বিরুদ্ধবাদিতা সম্বন্ধে তার সিদ্ধান্তে কংগ্রেস মন্তব্য করে যে পার্টি এবং বিরোধীপক্ষের মধ্যেকার মতপার্থক্যটি কর্মসূচীগত মতানৈক্যে পরিণত হয়েছে, ট্রট্স্কিপন্থী বিরোধীপক্ষ সোভিয়েত-বিরোধী লড়াইয়ের পথ নিয়েছে এবং তা ঘোষণা করে যে ট্রট্স্কিপন্থী বিরোধীপক্ষের প্রতি অনুরক্তি ও তার দৃষ্টিভঙ্গির সম্প্রচার হল বলশেভিক পার্টির সদস্যদের পক্ষে সঙ্গতিহীন। সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের নভেম্বর ১৯২৭-এর যুগ্ম সভার পার্টি থেকে ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্তটি কংগ্রেস অনুমোদন করে এবং পার্টি থেকে ট্রট্স্কি-জিনোভিয়েভ গোষ্ঠীর সকল সক্রিয় সদস্যকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। (সি. পি. এস. ইউ (বি)র পঞ্চদশ কংগ্রেস সম্বন্ধে 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর ইতিহাস—সংক্ষিপ্ত পাঠ' দ্রষ্টব্য।)

৬৯। গম, রাই, যব, ওট, ভুট্টা শস্য ফসলের উল্লেখ করা হয়েছে।

৭০। জে. ভি. স্তালিন: সি. পি. এস. ইউ (বি)র চতুর্দশ কংগ্রেসের নিকট কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯২৫ (**রচনাবলী**, ৭ম খণ্ড, বাং সং, পৃঃ ১৩৯, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৫ দ্রষ্টব্য)।

৭১। এখানে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির স্থাপিত শুল্ক-প্রাচীর অপসারণের আহ্বান করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশের ব্যাঙ্কমালিক, শিল্পপতি ও বণিকদের ঘোষণাটির উল্লেখ করা হয়েছে। এটি অক্টোবর, ১৯২৬এ প্রকাশিত হয়। বাস্তবে এটি ছিল ইঙ্গ-মার্কিন অর্থ-পুঁজির তরফে ইউরোপে

তার আধিপত্য স্থাপনের একটি প্রচেষ্টা।

৭২। **দি ওয়ালড'স ওয়ার্ক** (বিশ্ব কর্ম)—নিউ ইয়র্ক রাজ্যের গার্ডেন সিটি থেকে ১৮৯৯ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত প্রকাশিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসক মহলের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশক একটি পত্রিকা।

৭৩। নৌ-অস্ত্রসংখ্যা হ্রাস সম্পর্কে জেনেভায় ২০শে জুন থেকে ৪ঠা আগস্ট ১৯২৭ সালে অনুষ্ঠিত ত্রিপাক্ষিক সম্মেলন।

৭৪। ৩০শে নভেম্বর, ১৯২৭ নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আসন্ন সম্মেলনের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের প্রস্তুতি কমিশনের অধিবেশনটি জেনেভায় শুরু হয়। অধিবেশনে সোভিয়েত প্রতিনিধিবর্গ বিশ্বজনীন ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের একটি কর্মসূচীর প্রস্তাব দিয়ে একটি ঘোষণা করেছিলেন। সোভিয়েত নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনাটি বাতিল হয়।

৭৫। 'লোকার্নো ব্যবস্থা' ভার্সাই শান্তিচুক্তি কর্তৃক ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত যুদ্ধোত্তর শৃংখলাকে সংহত করার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মানিকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ৫-১৬ই অক্টোবর, ১৯২৫এ সুইজারল্যাণ্ডের লোকার্নোতে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সম্পাদিত চুক্তি ও সন্ধির একটি ব্যবস্থা। (লোকার্নো সম্মেলন প্রসঙ্গে **স্তালিন রচনাবলী**, ৭ম খণ্ড, বাং সং, পৃঃ ২৪৯, নবজাতক প্রকাশন, ৯৭৫ দ্রষ্টব্য।)

৭৬। বোসানিয়ার সারায়েভোতে জনৈক সার্বীয় জাতীয়তাবাদী কর্তৃক ২৮শে জুন, ১৯১৪ সালে অষ্ট্রীয় যুবরাজ ফ্রান্সিস-ফার্দিনান্দের হত্যাকাণ্ডের সেই ঘটনাটির উল্লেখ করা হয়েছে যেটিকে ১৯১৪-১৮ সালের বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সূত্রপাতের আপাতঃ কারণ হিসেবে দেখানো হয়।

৭৭। ১৯২৭ সালে ব্রিটেনের রক্ষণশীল দলীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত ট্রেড ইউনিয়ন আইনটি ধর্মঘট ভাঙাকে উৎসাহিত করেছিল, ট্রেড ইউনিয়নগুলির রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের অধিকার সংকুচিত করেছিল এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও লেবার পার্টির সঙ্গে যুক্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে সরকারী কর্মচারীদের যোগদান নিষিদ্ধ করেছিল। ঐ আইনটি সরকারকে যে কোনও ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার কর্তৃত্ব দিয়েছিল।

৭৮। ১৯২৭-এর মার্চে ফরাসী প্রতিনিধিসভা (চেম্বার অব ডেপুটিস) কর্তৃক গৃহীত 'জাতিকে সশস্ত্রীকরণ' সম্বন্ধে আইনটি ছিল ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধযন্ত্রের পুনর্বিন্যাসের ও এক নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতির একটা সাধারণ পরি-

কল্পনারই অংশ। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সামরিকীকরণ, মূল দেশ ও উপনিবেশের গোটা জনগণকে যুদ্ধের অবস্থা দেখা দিলে জমায়েত করা, ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের সামরিকীকরণ, ধর্মঘট করার অধিকার বিলোপ, স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর বৃদ্ধি এবং ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণী ও উপনিবেশগুলির নিপীড়িত জনগণের বৈপ্লবিক কার্যক্রম দমনের কাজে সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োগের ব্যবস্থা এই আইনে ছিল।

৭৯। ইউ. এস. এস. আর-এর বন্ধুদের বিশ্ব কংগ্রেস ১০-১ ই নভেম্বর, ১৯২৭এ মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই কংগ্রেস আহূত হয়েছিল বিদেশী শ্রমিকদের প্রতিনিধিদলের উদ্যোগে যাঁরা মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দশম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে এসেছিলেন। কংগ্রেসে ৪৩টি দেশের ৯৭ জন প্রতিনিধি হাজির হয়েছিলেন। প্রতিনিধিরা ইউ. এস. এস. আর এর দশ বছর সময়কালের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের অগ্রগতি সম্বন্ধে এবং যুদ্ধের বিপদ থেকে বিশ্বের প্রথম সর্বহারাশ্রেণীর রাষ্ট্রের সংরক্ষণ সম্বন্ধে রিপোর্টগুলি শোনেন। কংগ্রেস সকল দেশের শ্রমজীবী মানুষের নিকট একটি আবেদন গ্রহণ করে যার শেষদিককার কথাগুলি হল: 'শ্রমজীবী মানুষের মাতৃভূমি, শান্তির প্রাকার, মুক্তির কেন্দ্র, সমাজতন্ত্রের দুর্গ ইউ. এস. এস. আরকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লড়াই করার সমস্ত মাধ্যম ও সকল পদ্ধতির ব্যবহার করুন!'

৮০। ভি. আই. লেনিন: **'পণ্যের মাধ্যমে কর** পুস্তিকাটির রূপরেখা' (**রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৩২তম খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

৮১। **ক্রুদ** (শ্রমিক)—একটি দৈনিক সংবাদপত্র, ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২১ থেকে মস্কোয় প্রকাশিত ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সারা-ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের মুখপত্র।

৮২। ভি. আই. লেনিন: পার্টির একাদশ কংগ্রেসের জন্য রাজনৈতিক রিপোর্টের একটি পরিকল্পনা সম্বন্ধে ভি. এম. মলোটভকে লেখা পত্র (**রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৩৩তম খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

৮৩। কার্ল মার্কস: 'লুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার' (মার্কস ও এঙ্গেলস: **নির্বাচিত রচনাবলী**, ১ম খণ্ড, মস্কো, ১৯৫১ দ্রষ্টব্য)।

৮৪। ভি. আই. লেনিন: **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ২৩শ খণ্ড দেখুন।

৮৫। ভি. আই. লেনিন: আর. সি. পি (বি)র দশম কংগ্রেসে কেন্দ্রীয়

কমিটির রিপোর্টের ওপর আলোচনার জবাবে, ৯ই মার্চ, ১৯২১ (**রচনাবলী**. ৪র্থ রুশ সং, ৩২তম খণ্ড দ্রষ্টব্য) ।

৮৬। **নিউ ফ্রী প্রেস**—১৮৬৪ সাল থেকে জানুয়ারি, ১৯৩৯ পর্যন্ত ভিয়েনায় প্রকাশিত একটি বুর্জোয়া উদারনৈতিক সংবাদপত্র।

৮৭। **নিউ ইয়র্ক আমেরিকান**—১৮৮২ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত একটি প্রতিক্রিয়াশীল হার্স্ট সংবাদপত্র। এর শেষ বছরগুলিতে এই সংবাদপত্র এক ফ্যাসিষ্টমুখী লাইন গ্রহণ করেছিল।

৮৮। **ডেইলি ওয়ার্কার**—একটি সংবাদপত্র, আমেরিকার ওয়ার্কার্স (কমিউনিস্ট) পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র। ১৯২২ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত এটি **দি ওয়ার্কার** নামে শিকাগো থেকে একটি সাপ্তাহিক পত্র হিসেবে প্রকাশিত হতো। ১৯২৪ সালে তা **ডেইলি ওয়ার্কার** শিরোনামায় একটি দৈনিক সংবাদপত্রে রূপান্তরিত হয়। ১৯২৭ সাল থেকে এটি নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত হয়।